উৎসর্গ।

যে মহাসঙ্গীতে প্রাণজগৎ

অভিন্নভাবে মিলিত হইতেছে,

তাহার কণাবিকাশরূপ

এই ক্ষীণস্বর

সেই নিত্যতানে

বিলীন হউক।

ভবানীপুর।
অগ্রহায়ণ ১২৯৮।

প্রণেতা।

বিজ্ঞাপন।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে 'রোহিণী' প্রকাশিত হইত। পাঠ্যাবস্থায় রচিত হইয়া চারিবৎসর কাল পাণ্ডুলিপি গ্রন্থকারের নিকট ছিল, পরে মুদ্রাযন্ত্র আর দুই বৎসর ব্যাপিয়া উহাকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছে! পুস্তকের প্রথমাংশে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে; তাহা কতকটা পরিদর্শনের দোষ বলা যাইতে পারে; পরন্তু সুপরিদর্শনেও এদেশে মুদ্রাঙ্কনকার্য্য ভ্রমবর্জ্জিত হয় না, ইহা ভাবিয়া পাঠক মহাশয় আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। পুস্তকের গঠনপ্রণালী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তজ্জন্য চেষ্টার শৈথিল্য হয় নাই। চারিখানি সুচারু চিত্রপট গ্রন্থকলেবরে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিচক্ষণ মিত্রমহোদয়গণের পরামর্শে প্রথম সংস্করণে আড়ম্বর করা গেল না। পুস্তিকাখানি আমার এবং কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অতিশয় প্রীতিসম্বর্দ্ধন করিয়াছে; সাধারণের নিকট গ্রন্থের যথাযোগ্য সমাদর হইলে পরম সুখী হইব।

৮৬ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, ভবানীপুর।
১লা আশ্বিন, ১৩০৪ সাল। } প্রকাশক।

রোহিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভূমিকা।

> "The poet's eye in a frenzy rolling doth glance
> From heaven to Earth."
>
> SHAKSPEARE.

হিমাচলের উত্তর শিখরে, গড়ওয়াল ও কুমায়ুনের অধিত্যকা ভূমির অপর প্রান্তে, যথায় অলকানন্দা উত্তর বাহিনী হইয়া রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনীর সহিত মিলিতা হইয়াছে, তাহার প্রায় অষ্টত্রিংশ ক্রোশ ঊর্দ্ধে, আনুমানিক পঞ্চত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে মধুমাসান্তে একদিবস এক অশ্বারোহী অনতিদ্রুত-গতিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। সায়ংকালীন কুজ্ঝটিকাবৃত হওয়ায় চতুষ্পার্শ ক্রমশঃ দৃষ্টিপথের অতীত হইতেছিল, তাহার উপর আবার পর্ব্বতের নিম্নোচ্চতা-প্রযুক্ত মেঘ-মালাধঃকৃত-সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাকে ক্ষণে ক্ষণে দীপ্যমান [illegible] ক্ষণে ম্রিয়মাণ বোধ হইতেছিল। এই নেত্রপরি-ভাবক কুজ্ঝটিকার অন্তরালে নিবিড়-শ্যাম-তরুশিখর-নিচয় ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হইতেছিল না। দূর হইতে এ দৃশ্য অতি মনোরম, যেন এক বিশাল শ্বেত বস্ত্রে হরিত পুষ্পগুলি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। আরোহীর উষ্ণীষ রক্তবর্ণ ও সুবর্ণ-খচিত-প্রযুক্ত এই কুয়াসা ভেদ করিয়াও আমাদিগের নয়নপ্রান্ত পর্য্যন্ত উপনীত হইতে সক্ষম হইতেছিল। কটিদেশে দোদুল্যমান অসিকোষ মধ্যে মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তিকে আরোহীর জীবিকার পরিচয় প্রদান করিয়া কৌতূহল নিবারণ করিতেছিল। ঘোটকটী একবারে অভুক্ত ; কেবল

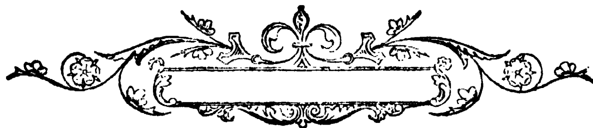
ারোহীর গমনের ভাব দেখিয়া দূর হইতে তাহার অস্তিত্বের উপলব্ধি ব্যতীত ংকালে আর কিছুই অনুমান করিতে পারা যায় না। আরোহীর পশ্চাতে ার একটী যুবক তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হইতেছিলেন। উভয়েই ত্রস্ত বং ব্যস্ত; সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, উভয়েই ব্যগ্রভাবে আশ্রয় অনুসন্ধান রিতেছিলেন। যে ব্যক্তি পদব্রজে যাইতেছিলেন তাহারও সৈনিক বেশ; শেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় তিনিও অশ্বারোহী ছিলেন, ার্য্যগতিকে অশ্বটী হারাইয়াছেন, এইজন্য ধাবমান অবস্থায় কোষ সমেত সি হস্তদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক পূর্ব্ব ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে নুসরণ করিতেছিলেন।

উভয়েই যেন ভীত এবং ব্যস্ত; উভয়েই মধ্যে মধ্যে উভয়ের মুখের দিকে হিতেছেন এবং ইঙ্গিতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। মুখে কাহারও াক্‌নিষ্পত্তি হইতেছে না। যতই দিবা অবসান হইতে লাগিল, তাঁহারা ক্রমশঃ ধিকতর ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কিছু কিছু অগ্রসর হন ও চতুষ্পার্শ্বে রীক্ষণ করেন। কোন দিকে কিছুই দেখিতে পান না; দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বলাগিরির চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গে ভানুরশ্মি পতিত হইয়া তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় াপ্তি পাইতেছে, ক্ষণকাল তাহাই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গতিবিধি ার্য্যালোচনা করিলে সুদর্শী-পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে এই পার্ব্বত্য প্রদেশ াহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিশাসমাগমে অপরিচিত গিরিশিখরে তাঁহারা ানা বিপদের আশঙ্কা করিতে ছিলেন। আরোহী পদাতিককে কহিলেন,— ভাই বিজনকুমার! আমরা এক বিপদ হইতে ত্রাণ পাইলাম বটে, কিন্তু ম্মুখে আর এক বিপদ আছে; রবি অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে যদি আমরা কান আশ্রয়ে পৌঁছিতে না পারি তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিবে। এ অতীব ভীষণ স্থান, সন্ধ্যা হইবামাত্র গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে হিংস্র জন্তুগণ শীকারে বহির্গত হইবে, অতএব আত্মরক্ষার উপায় স্থির কর।" আরোহীর এই কথা শুনিবামাত্র বিজনকুমার স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ভয়ে তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; ক্ষণেক পরে ভাতিপ্রযুক্ত এক দীর্ঘ নিশ্বাস অর্দ্ধ ত্যাগ করিয়া কহিলেন—অবশিষ্ট অর্দ্ধশ্বাস তাঁহার স্বর কম্পিত করিয়া ভয়ের কথা বলিয়া দিবার জন্য যেন রুদ্ধ রহিল;—কহিলেন, "কেন?

বড় বড় গাছ রহিয়াছে উঠিতে পারি"; আবার কাপুরুষত্ব প্রকাশ হইয়া মনে করিয়া ক্ষণবিলম্বেই মুষ্টি প্রদর্শনপূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া কহিলেন—"ব একান্তই আসে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা বীর বলি পরিচিত, সামান্য বাঘ দেখিয়া ভয় পাইলে লোকে কি বলিবে? বিশেষ আমরা দুইজন সশস্ত্র, শার্দ্দূল একক, ইহাতে যদি তাহাকে পরাভূত করি না পারি তবে হেয়ঃ প্রাণ বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দুই দিক হইতে আক্রমণ করিলে বিক্রম প্রকাশ করা আমার মতে তাহার পক্ষে দুঃসা হইয়া উঠিবে। তুমি ঘোড়ার উপর হইতে সম্মুখে যুঝিও, আমি পশ্চা হইতে তরবারির দ্বারা তাহার অঙ্গ শতধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব; দৈবে কৃপায় যদি জয়লাভ হয় এ আনন্দ রাখিবার স্থান হইবে না; ছাল খানা কি রাখা চাই, পরে বিস্তর উপকারে আসিতে পারে"। আরোহী বিজনকুমার বাতুলের ন্যায় কথা শুনিয়া ভাবিলেন "এ নির্ব্বোধকে লইয়া এখন কি করি এ অন্ধ দাম্ভিকের সম্মুখীন গুরুতর অবস্থার উপলব্ধি কিছুই দেখিতেছি না" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন "ভীরু! তোমার সাহস, প্রথম গাছের কথাতে বুঝিয়াছি, বাঘ শীকার করা ঠাকুরমার গল্প-কথা নয়, তাহা অপেক্ষা আ এক সহজ উপায় আছে, বলি শুন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্পন্দ ভাবে এক প্রস্তর বেদীর উপর দণ্ডায়মান থাকিও, বাঘ প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি মনে করি তোমাকে পরিহার করিবে। আর গাছে যদি বাস্তবিক উঠিতে পার প্রা বাঁচিবার সম্ভব। আমি কিন্তু ঘোড়া ছাড়িয়া তরু আশ্রয় করিতে পারি না, আমাকে যুঝিতে হইবে, আমি জীবিত থাকিতে ঘোড়াকে মরিতে দি না। আমার প্রাণ যায়, নিরুপায়! কিন্তু ঘোড়া ছাড়িয়া আমি কোথ যাইব না। অতএব আমার মতে তোমার তরু আশ্রয় করাই উচি যাও আর বিলম্ব করিও না"।

বলিতে বলিতে দেখিলেন, রবির কিরণ ধবলাগিরির শিখর পরিত্যা করিয়া পশ্চিম গগনে নানাবর্ণরঞ্জিত মেঘমালা আশ্রয় করিয়াছে। দূরস্থি পর্ব্বত-শ্রেণী বিশাল জলদবৎ স্তরে স্তরে পরিদৃশ্যমান; তাহাতে আবার তদু স্থিত মেঘমালা সায়ংকালীন স্বর্ণময় রঙ্গে বিভূষিত হইয়া এক অনির্ব্বচনী কমনীয় কান্তি বিস্তার করিতেছে। বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ের আভা

পাওয়া যায় না, সুতরাং সন্ধ্যাসময়োচিত শঙ্খঘণ্টাদির শব্দও শ্রবণগোচর হইল না। কেবলমাত্র স্বভাবের শোভাই তাহা সম্পূরণ করিল। মধ্যে মধ্যে হিংস্র জন্তুগণের ভয়ঙ্কর নাদ, কালসর্পের মহাগর্জ্জন ও নিশাচর পক্ষীগণের নানাবিধ কেলিকলরবই সেই অধিত্যকা ভূমির একমাত্র সন্ধ্যা—উৎসব। মানব জাতির মধ্যে পথভ্রান্ত অনাথ জীবদ্বয় শ্বাপদ জন্তুর ভয়েই বিবর্ণ প্রায়। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রবি অস্তাচলে প্রবেশ করিলেন, তামসীর ধূসরা যবনিকাও সেই দুইটী ক্লান্তের জীবকে আমাদিগের নয়নপথ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিত্র বিয়োগ।

"সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছাতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি; তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে
প্রাণাধিক?"

৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সন্ধ্যা অতীত। রাত্রি প্রায় একপ্রহর হইয়াছে, তথাপি পথিকেরা ভবনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, একে কৃষ্ণপক্ষ নিশি, তাহাতে আবার পর্ব্বত বক্ষে রাত্রে যাওয়া অতীব কষ্টকর। প্রতি চরণবিক্ষেপেই পদস্খলন হয়; ক্রমশ দিক্‌ভ্রম হইতে লাগিল, পথিকদ্বয় চঞ্চলচিত্তে এদিক্ ওদিক্ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীয় জন্তুর ভয়ে কেহ তথায় রাত্রে বাটীর বাহির হয় না, সুতরাং উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিলেও কোন সাহায্যের আশা নাই। অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া তাঁহারা ইতঃস্তত যাইতেছেন এমন সময়ে তাঁহারা যাহা ভাবিয়া এতক্ষণ ভীত হইতেছিলেন তাহাই ঘটিল, "যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়,"—লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন কিঞ্চিৎ দূরে এক বৃহদাকার ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে, তাহার ভীম গর্জ্জনে ও নাসিকার দারুণ আস্ফালনে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া নশ্বর জগতের সমগ্র জীব কালের কবলাধিকৃত বলিয়া যেন প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। নাদ শুনিয়া পথিকদিগের রক্ত শুকাইয়া যাইতে লাগিল, আজিকার গতি কি হইবে? বল ও বুদ্ধির সমর, বুদ্ধির নিকট বল পরাজিত বটে, কিন্তু বল বিহীন বুদ্ধিরও কোন ভরসা করিতে পারা যায় না। অনন্যোপায় হইয়া উভয়েই অসি নিস্কোষিত করিয়া সংগ্রামে সম্মুখীন হইলেন, মদনকুমার পদব্রজে ছিলেন, ভীতভাবে ব্যাঘ্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া

নিম্নস্বরে কহিলেন,—"ইন্দু তুমি অগ্রবর্ত্তী হও, যায় ঘোড়ার উপর দিয়াই যাইবে, আমি তোমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছি।"

বিপদে না পড়িলে ধৈর্য্য শিক্ষা হয় না। বিপদের পূর্ব্বে নানাপ্রকার কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই; বাস্তবিক, ব্যসনে পতিত হইলে সে সমস্ত কৌশল কোথায় চলিয়া যায়, একটীরও স্মরণপথে আবির্ভাব হয় না, বরং উহারা উপস্থিতিকালে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হওতঃ আশামাত্রে অবশিষ্ট থাকিয়া মনের স্থৈর্য্য নষ্ট করে; পরিশেষে শেষ উপায় মাত্র অবলম্বন হয়, সে উপায় সাক্ষাৎ সমর। ইন্দু বুক বাঁধিলেন; ধৈর্য্যই বিপদে মনুষ্যত্বের পরিচয়; সে ধৈর্য্যও ইন্দুর হৃদয়ে প্রতুল। বিজনকুমার ইন্দুর সাহসিকতার বিষয় অবগত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সাহসে ভর করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

মুহূর্ত্তকাল পরেই তাঁহারা দেখিলেন ব্যাঘ্র আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, শীকারভাবে বসিয়াছে। ইন্দু বুঝিতে পারিলেন দুরাত্মা ঘোটকের প্রতিই লক্ষ্য করিতেছে, এজন্য পাদ-দানের উপর ভর দিয়া সম্মুখে নিষ্কোষিত অসি লম্বমান রাখিলেন। বিজনকুমারের মনে কখনও ভীতি, কখনও বা দৃষ্টান্তজনিত সাহস পর্য্যায়ক্রমে বিহার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ শার্দ্দূলকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিজন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক বিস্ময়ে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "ওই যে বাঘ—ওই সম্মুখে! দেখিতেছ কি?" বলিতে বলিতে অহো! কি দুর্দ্দৈব! শার্দ্দূল লক্ষ্য ছাড়িয়া লম্ফ দিয়া তাহারই স্কন্ধে পড়িল। হিংস্র জন্তুগণ অতিশয় ভীরুস্বভাব, লক্ষ্য সময়ে যদি কেহ অঙ্গুলি দ্বারা উহাদিগকে নির্দ্দেশ করে তাহাহইলে উহারা লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া সন্দেহকারীকেই প্রথমে আক্রমণ করে।

বিজনকুমারকে উদ্ধার করিতে ইন্দু তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইলেন। মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে অশ্ব ব্যাঘ্রের সমীপবর্ত্তী হইল। ইন্দু যাহা দেখিলেন তাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হইল। বিজনকুমার জীবিত নাই; স্কন্ধ দশনক্ষত-জনিত রুধিরাপ্লুত, অবয়ব নিশ্চেষ্ট, হস্ত তখনও তরবারি ধারণ করিয়া আছে;—প্রথমতঃ শোক, পরে ঈর্ষা, তাহার পর দিগ্বিজয়ী অমর্ষ তাঁহার বীরদেহ আশ্রয় করিল

ক্রোধে শরীর স্ফীত হইয়া সাহস দ্বিগুণীভূত হইল, ঘোটককে শার্দ্দূলের উপর প্রচণ্ডবেগে নিপাতিত করিলেন এবং সন্নিহিত একমাত্র অস্ত্র তরবারি দ্বারা সজোরে তাহার অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিলেন; অশ্ব উপরি আরোহণ করায় দুরাত্মা ঊর্দ্ধপদ হইয়া (চিৎভাবে) অশ্বতলে পতিত হইয়া পুনরুত্থানের নিমিত্ত অশ্বের সহিত যুঝিতেছিল এই বিপাকে ইন্দু তাহার গলদেশে ও উদরে এমনি আঘাত করিলেন যে দুর্বৃত্ত তাহাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। মৃত্যুকালে দুই একবার এমনি গর্জ্জন করিয়াছিল, বোধ হইল যেন হিমালয়কে জানাইয়া গেল, তাঁহার আশ্রিত একটী কন্দর শূন্য হইয়াছে, অতএব ক্রিয়াময়ী প্রকৃতি সত্বরেই যেন এই অভাব পূর্ণ করেন।

বাঘ মরিল বটে, কিন্তু ইন্দুর তাহাতে কোনও সুখবোধ হইল না। বরং উত্তরোত্তর দুঃখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঘোটকটী যন্ত্রনায় অস্থির হইতেছে, মৃত্যু সম্মুখীন, দেখিয়া ইন্দু বারি আনয়নার্থ সন্নিকটস্থ ঝরণায় গমন করিলেন। শারীরিক ও মানসিক কষ্টে তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্য ক্ষণকাল বিশ্রামের নিমিত্ত, ঝরণার পার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিলেন। হঠাৎ বাম উরুদেশে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, দেখিলেন তথা হইতে রুধির নির্গত হইয়া পরিচ্ছদ রক্তাক্ত করিতেছে। এ শোণিত তাঁহার কি ব্যাঘ্রের প্রথমতঃ এই ভ্রমবশতঃ যেমন বস্ত্র অপসারিত করিলেন অমনি প্রবলবেগে রক্তধারা ছুটিতে লাগিল, আরও দেখিলেন দুরাত্মা তাঁহার উরুদেশের একখণ্ড মাংস ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, এবং অন্য দুই তিন স্থানে নখাঘাতে বিষম বেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এসকল তিনি অন্যমনস্কতা নিবন্ধন পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। ওদিকে অশ্বটী জল পিপাসায় কাতর হইয়াছে ভাবিয়া বারি লইয়া অনতিবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিলেন; দেখিলেন তাহারও শেষ দশা উপস্থিত। তাঁহার হস্ত প্রদত্ত জলগণ্ডূষ মুখে প্রক্ষালিত হইবার দুই তিন অনুপল পরেই অশ্ব জীবলীলা সম্বরণ করিল।

ইন্দু কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্বের মৃত্যু হইল দেখিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ দুঃখ স্বার্থের, দ্বিতীয়তঃ সহানুভূতির। মানবের সহিত ইতর জন্তুর মনোম্মিলনের অধিকার নাই বটে, কিন্তু পরস্পর যে বিষম মায়াপাশে আবদ্ধ হইতে পারে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? মানব যখন পালিত

পশুর জন্য রোদন করেন, তখন পশুরাও তাহাদের পালক মানবের জন্য কাঁদিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত্যুকালে অশ্বের চক্ষু দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া অবিরল জলধারা বিগলিত হইতেছিল। যাঁহারা বলেন নিকৃষ্ট জন্তুর আদৌ বুদ্ধিবৃত্তি নাই, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে আমরা উহাদের ভাষা বুঝিতে অক্ষম বলিয়া ওরূপ উপসংহার করিয়াই সন্তুষ্ট হই; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখিতে গেলে উহাদের মায়াদয়া সহানুভূতি প্রভৃতি অনেকগুলি মানুষিক গুণ আছে যাহাতে উহাদিগকে মনুষ্যের সহিত অনেক বিষয়ে সমকার্য্যক্ষম করিয়াছে। মানবের ন্যায় উহারাও শিক্ষা পাইলে উত্তম শিখিতে পারে। পরমুহূর্ত্তেই বিজনকুমারের মৃতদেহের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বিপদের একমাত্র সঙ্গী তাঁহাকে বিজনে একাকী ফেলিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন, এই শোকে তিনি বিহ্বল হইলেন; নিকটে গিয়া তাঁহার স্পন্দহীন হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"ভাই বিজন! উঠ, বাঘ শীকার হইয়াছে. উঠিয়া দেখ, ভয় কি? তুমিই না আমায় এইমাত্র বাঘছালের জন্য অনুনয় করিতেছিলে?" বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, রোদন অকস্মাৎ শব্দে প্রকটিত হইল, ক্রন্দনস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বিজনকুমারত নাই কিন্তু আমিত জীবিত আছি। আমার প্রাণদাতার সদ্গতি আমাকেই করিতে হইবে। কাষ্ঠ আহরণ ও অগ্নিসঞ্চয় উভয়ই এস্থানে দুরূহ। অন্বেষণ করি; যদি এসময় কাহারও সাহায্য পাই এজন্যে তাঁহার নিকটে কেনা হইয়া থাকি। কিন্তু মৃতদেহ এস্থানে রাখিয়া কোথাও অপসরণ করিলে উহা শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে।" এই ভাবিয়া তিনি উহা স্কন্ধে তুলিলেন। তরবারি মৃত হস্তে নিহিত থাকায় বারবার মৃত্তিকায় আঘাত করিতেছিল এজন্য ইন্দু তাহা বিমোচনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তখন শরীর কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে; শোণিত শুষ্কপ্রায় হইয়া স্থানে স্থানে বসিয়া জমাট হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে এক এক বিন্দু জলকণার ন্যায় নাতি-লোহিত রুধির মৃত্তিকাতে পড়িয়া যেন ভূমি হইতে উত্তোলন হেতু মাধ্যাকর্ষণের চৌথ প্রদান করিতেছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও ইন্দু সে বজ্রমুষ্টি শিথিল করিতে সমর্থ হইলেন না। নিরুপায় হইয়া অবশেষে অসিসমেত হস্ত পৃষ্ঠে তুলিয়া লইলেন এবং গাঢ়চিন্তায় মগ্ন হইয়া ধীরে ধীরে উত্তরমুখে চলিতে আরম্ভ

কম্বিলেন। চলিতে চলিতে তরবারির আঘাত লাগিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ পদে কত যে ক্ষত হইতে লাগিল তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। স্নেহের কি মধুময় ভাব! বন্ধুত্বের পরিচয় কেবল বিপদেই পাওয়া যায়। সেই ভীষণ শৈলশিখরে নানা বিভীষিকা দেখিতে দেখিতে সুহৃৎ-মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া আনমনে মৃদুমন্দগতিতে ইন্দুশেখর উত্তর মার্গে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। এক শ্রেণীর পাহাড় অতিক্রম করিতে না করিতেই আর এক শ্রেণী তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিল। কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া তিনি তাহাও অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অন্ধকার হেতু পথ অদৃশ্য হইয়াছিল তাহাতেই বিলম্ব হইতে লাগিল। তখন রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে; চরণ চলিতে ইতিপূর্ব্বেই ক্লেশ অনুভব করিতেছিল, ইন্দুশেখর তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি উচ্চান্তঃকরণ, কি শারীরিক কি মানসিক, কোন ক্লেশই তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কখনও কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারিবে না। তিনি চলিতে লাগিলেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

"The friends thou hast, and their adoption tried,
Grapple than to thy soul with hooks of steel."

SHAKESPEARE.

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে কোম্পানীর সৈন্যদিগের মধ্যে নূতন আবিষ্কৃত টোটা লইয়া মহা গোলমাল বাঁধে। গো-বরাহ-মেদসংশ্লিষ্ট টোটা দন্তদ্বারা ছিন্ন করিয়া বন্দুকে প্রবেশকরণ হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মনিষিদ্ধ। সিপাহীরা এইজন্যই তাহাতে অস্বীকার করে। লর্ড ক্যানিঙ্ তখন কোম্পানীর অধীনে ভারতবর্ষের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তিনি কৌশলক্রমে উহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে টোটাতে ধর্ম্মহানির উপযুক্ত কোন অস্পর্শীয় সামগ্রী নাই; অতএব তাঁহার মতে ঐ নবাবিষ্কৃত বহুব্যয়-সাধ্য টোটাগুলি নষ্ট হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত সান্ত্বনাবাক্যে সিপাহী-দিগের সন্দেহ দূরীভূত না হইয়া বরং অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে ঐ অসন্তোষ ধূমশিখা, উত্তর পশ্চিম বায়ুবিতাড়িত হইয়া এক দুর্দ্দমনীয় মহা বিদ্রোহে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

বিদ্রোহের প্রধান ছবি কানপুর ও লক্ষ্ণৌ নগরে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্রোহ-নায়ক নানা সাহেব এবং তাঁহার যোগ্য মন্ত্রী তাঁন্তিয়া তোপী যে সমস্ত ভয়াবহ ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন, পাঠক, বোধহয় ইতিহাস পাঠে অবগত আছেন, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার বর্ণনা অবিধেয়। তবে এই পর্য্যন্ত আপনার জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে এই বিদ্রোহীরা যে কেবল ইংরাজ কর্ম্মচারী ও বালকদিগের উচ্ছেদ সাধন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এমত নহে, ইংরাজ অধি-ষ্ঠানের মূল, কারণ বাঙ্গালী, এই বিশ্বাসে তাঁহারা তত্রত্য বাঙ্গালীদিগের প্রতিও অত্যাচার করিতে ত্রুটী করেন নাই।

যৎকালে সেই ভীষণ বিদ্রোহানল কানপুর ভস্ম করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরী আশ্রয় করিল উক্ত সহরে এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। সকলেই প্রাণভয়ে ব্যস্ত। অযোধ্যাবাসীগণ তত্রত্য নবাব বাহাদুরকে সিংহাসনচ্যুত করার অপরাধে ইংরাজ রাজের প্রতি মহা কুপিত ছিলেন,—এই অবসরে তাঁহারাও বিদ্রোহে যোগ দিলেন। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তখন রণরঙ্গে মাতিয়াছে, শান্তি প্রাণভয়ে বিদায় লইয়া কিছুকালের জন্য পলায়ন করিয়াছে; ব্রিটিশ কেশরীর বলবীর্য্য সমস্তই সেই হোমানলে আহুতি-প্রদান হইয়াছে। দেশ অরাজক; লুণ্ঠন, অপহরণ, প্রতি মুহূর্ত্তেই শত শত হইতেছে। সতীর সতীত্বনাশ, দুর্ব্বলের সর্ব্বস্বাপহরণ, বিদেশীর প্রাণদণ্ড, বলীর উন্মত্ততা, কাপুরুষের ভীতি ইত্যাদিতে দেশ পরিপ্লুত হইয়া গিয়াছে। একদিকে দুর্ভিক্ষের কালমেঘ, অপর দিকে রণরঙ্গের জয়পতাকা, উত্তর পশ্চিম আকাশে অহর্নিশি উড্ডীয়মান হইয়া যথাক্রমে ভীতি ও সাহস বিস্তার করিতেছে। প্রতিক্ষণেই শ্বেতাঙ্গনিধনজনিত 'জয়' 'জয়' শব্দ গগণ ভেদ করিয়া সমগ্র ভারত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। চতুর্দ্দিক্ কোলাহলে পরিপূর্ণ। অদৃষ্টদেবী কি করিবেন জানিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক হইয়াছেন। এমন সময়ে ব্রিটীশ সিংহের তৎকালিক প্রধান সেনানী লরেন্স সমরে নিহত হইলেন।

মানবের অদৃষ্টপরিবর্ত্তনের অবসরই রাজার দুর্দ্দিন। এই ভাগ্য-পরীক্ষাকালে কেহবা বিপুল সম্পত্তিশালী হইতে একেবারে দরিদ্র, আবার কেহ বা দরিদ্র হইতে একেবারে লক্ষপতি হইয়া উঠেন। উপায় নানাবিধ। কোনও ব্যক্তি সময় বুঝিয়া হুণ্ডিপত্র ক্রয় করতঃ লাভালাভের বীজ রোপণ করেন; আবার অন্যতম কোনও ধনপ্রয়াসী প্রাণপণে বিপদগ্রস্তকে রক্ষা করিয়া পরে কৃতজ্ঞতাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হন। বিদ্রোহের সময় যে যে বঙ্গনিবাসী নিরাশ্রয় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে সাধ্যানুসারে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন, বিদ্রোহ দমন হইলে পর তাঁহারা কৃতজ্ঞতার স্মারকস্বরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা মহৎ অন্তঃকরণের উন্নতিসোপান। এই মহৎ গুণেই ইংরাজ জগদ্বিশ্বাসী ও প্রশংসাভাজন সসাগরা ধরার অর্দ্ধাধিক শাসন করিতেছেন। অপরিচিত পথ

দেখাইয়া দিলে যাঁহারা সে সামান্য উপকারও অপ্রতিদত্ত রাখেন না তাদৃশ সদাশয় ব্যক্তিরাই জগতের শ্রদ্ধাস্পদ। জীবন্তজাতিমাত্রেরই এই গুণ আছে বলিয়া ভগবানেরও তাহাদের প্রতি অপার করুণা।

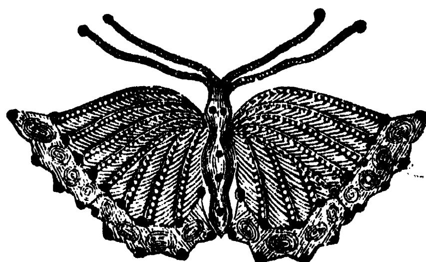
এই দুর্য্যোগের দিনে বংশীধর মুখোপাধ্যায় অযোধ্যার রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন। প্রথমতঃ তিনি নবাব সরকারের বেতনভোগী ছিলেন, পরে কোম্পানীর অধীনে সহকারীতশিলদারী পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিন দক্ষতাসহকারে কর্ম্ম করিয়া শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন বংশী বাবু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সহযোগী কোন এক ইংরাজ কর্ম্মচারী তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেও তিনি সিপাহীদিগের ভয়ে তাঁহাকে সপরিবারে আশ্রয় দিতে প্রথমতঃ সাহস করেন নাই। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন, সৈনিকের পুত্রগুলি বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইল, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া সস্ত্রীক তাঁহাকে আনিয়া গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। আপনার কাল আপনি ডাকিয়া আনিলেন। কারণ, সৈনিক তখন ক্ষিপ্তপ্রায়, পুত্রশোকে অভিভূত; অরিমাঝে ঝম্পপ্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিবেন, এই উৎসাহে প্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শে উন্মত্তের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে সিপাহীরা বুঝিতে পারিল যে বংশী বাবুর বাটীতে কোনও শ্বেতমূর্ত্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তখন দুর্বৃত্তেরা বলপূর্ব্বক দ্বার ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, প্রবেশ করিয়াই দেখিল যে ইংরাজ প্রাঙ্গণে তাঁহাদিগকে সমরে আহ্বান করিতেছেন। কতকগুলি ভয়ানক মূর্ত্তি তাঁহার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইল। দলপতি "পহেলা ইস্‌কো শির্ লেও" বলিয়া বংশী বাবুর প্রতি কটাক্ষ করিলেন, নিমেষ মধ্যেই বংশী বাবুর মস্তক স্কন্ধ হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িল।

ইংরাজ সহজে পরাস্ত হইবার নহেন, এজন্য বহুক্ষণ যুঝিলেন; তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আর একজন সাহায্য করিতেছিল। ইহাতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। উভয়েই অরাতিদিগকে বাটী হইতে দূরে অপসৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কতক সফলও হইল। অসুবিধা হওয়ায় দুর্বৃত্তেরা লুটপাট করিতে সময় পায় নাই। স্ত্রীলোকেরা ইত্যবসরে বাটী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বংশী বাবু নিজ-

পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ইন্দু—আমি চলিলাম,—জন্মের মত বিদায় লইলাম, তুমি পলায়ন কর, রমণীদিগের রক্ষার্থ প্রয়াস পাইও না; তাহা হইলে সমূলে নির্ব্বংশ হইব। তাহাদের কপালে যাহা লেখা আছে, হবে. আমার কথা রাখ, তুমি পলাও আর"—কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাঁহার শিরশ্ছেদন হইয়াছিল। ইন্দু ভাবিলেন, পরিবারবর্গকে বিপদে ফেলিয়া পলায়ন করা কাপুরুষের কর্ম্ম। আবার পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাও অতীব গর্হিত, বিশেষতঃ মৃত্যু-আদেশ। মনে মনে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাতে দেখিলেন শ্বেত সৈনিক নিহত হইয়াছেন। হতাশ হইয়া তখন "সবই গেল তবে আর কি হইবে" বলিয়া অসি দূরে নিক্ষেপ করিলেন, অমনি বিপক্ষেরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বন্দি করিয়া ফেলিল। পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে সংহার করা উচিত কি না তাহাই স্থির করিতেছিল এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি দলপতির কর্ণে চুপি চুপি কি পরামর্শ দিলেন দলপতিও তদনুসারে তাঁহার হস্তে বন্দীর ভার অর্পণ করিয়া সসৈন্যে লক্ষ্ণৌ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যে ব্যক্তির উপর ভার অর্পিত হইয়াছিল, পাঠক, ইনি আপনার অপরিচিত নহেন; ইনি ইন্দুশেখরের পরমবন্ধু বিজনকুমার; যিনি হিমালয় শিখরে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। বিজন দেখিলেন যে তিনি একবার কৌশল ক্রমে বন্ধুর প্রাণভিক্ষা পাইয়াছেন, আবার সম-বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন, এনিমিত্ত তাঁহাকে লইয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন। লক্ষ্ণৌ পার হইয়া ক্রমান্বয়ে ফতেগড়ে, ফরেক্কাবাদ, সাজি-হানপুর, বেরিলী, নৈনিতাল ও আলমোড়া অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিমালয় উপত্যকায় উপনীত হইলেন। পথে "মাতা ও ভগিনীর কি হইল" কেবল ইহাই ভাবিতে ভাবিতে ইন্দু চলিতেছিলেন। বেরিলীতে আসিয়া উভয়েই দুইটী অশ্ব ও শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইলেন। বিজনকুমারের ঘোড়াটী কিছুদুর গিয়াই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল; সে কারণে তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। এই হিমালয় উপত্যকায় এক দিবস অপরাহ্নে তাঁহারা ত্রস্তভাবে বিচরণ করতঃ

কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আমরা তাঁহাদিগের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতে উৎসুক হইয়া, পাঠক, আপনাকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বিজনকুমারের জন্মপত্রিকা ফুরাইয়া গিয়াছে। ইন্দুর অদৃষ্টচক্র ক্রমশঃ প্রকাশ্য।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মধুরবর্ষণ।

"Whence could this music be!
In the Earth or in the air?"

SHAKSPEARE.

চলিতে চলিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। ইন্দু তদবধি শবদাহের কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। আর অধিকদূর স্কন্ধে বহন করাও তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। সময় অতিবাহিত হওয়ায় মৃত দেহের ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে আবার দারুণ শীতে কলেবর অবসন্ন হইয়া আসিল। তখন প্রচুর পরিমাণে তুষারবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে; মনে করিলেন, রাত্র অধিক হইলে জ্যোৎস্না বিকশিত হইবে, কিন্তু একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়াই সে সামান্য আশায়ও নিরাশ হইলেন; দেখিলেন সমস্ত আকাশ মেঘে সমাছন্ন, একটী নক্ষত্রেরও আবির্ভাব হয় নাই। আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এ অন্ধকারে কোথায় যাইব, যাইবার স্থানত নাইই, স্থান থাকিলেও তদুপযুক্ত শক্তি কোথায়? অদৃষ্টে যাহা আছে, কে খণ্ডন করিবে? যাহাহউক, আমিত আর পারি না।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কে ইন্দু বিজনকুমারের দেহ এক প্রস্তরখণ্ডের উপর রাখিয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উপবেশন করিলেন।

বিপদাগ্নি একাকী কুত্রাপি কার্য্য করেন না। তাঁহার আনুসঙ্গিক-অবস্থাভেদ-জনিত ক্লেশরাশি পবনদেবের ন্যায় তাঁহাকে যথাযোগ্য সাহায্য করিয়া থাকেন।

ইন্দু তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এ ঘোর বিপদে কি সমস্ত জগতই তাঁহার প্রতিকূল? স্বভাবের একটী অঙ্গও কি তাঁহার দুঃখে দুঃখিত নহে? স্বয়ং প্রকৃতিও বিরূপা? তবে কি প্রকৃতিরও সন্তানের প্রতি স্নেহ নাই? লোকে বলে "কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনও নয়" এই কি তাহার পরিচয়?

অথবা সন্তানকে কোনও বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য মাতা এই কৃত্রিম মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ইন্দু বিমনা হইয়া পড়িলেন। মৃৎপুত্তলিকার স্থায় একভাবে বসিয়া বসিয়া গাঢ়চিন্তায় মগ্ন হইলেন। মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেছিলেন, তাহা কেবল বিজনকুমার যথাস্থানে আছেন কিনা, দেখিবার জন্য। দুঃখের সময় জনক জননীর মুখ আগেই মনে পড়ে। জননীর কি হইল? উপযুক্ত পাষণ্ড সন্তান তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়া পলাইয়াছে, তাঁহার আর কি হইবে? বোধহয় আত্মহত্যা করিয়া সন্তানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। বাবা কি নাই? আছেন বৈকি। না—না—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? সেই যে ভীষণ চণ্ডালমূর্ত্তি তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিল! মৃত্যুকালেও কত আমাকে উপদেশ দিলেন! আহা! পিতার প্রাণ! আর তিনি আমাকে উপদেশ দিতে আসিবেন না, আর আমার জন্য ভাবিবেন না, আর সে মুখ, সে নিস্বার্থ ভালবাসা, সমস্ত পৃথিবী উৎপাটন করিলেও দেখিতে পাইব না! ওঃ! কি কষ্ঠ! প্রাণ থাকিতে মৃত্যু!! ইহার কি প্রতিশোধ নাই? বলিতে বলিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল; ক্ষণেক পরে কি মনে হইল, বক্ষ উন্নমিত করিয়া দম্ভ সহকারে আস্ফালন করিয়া কহিলেন—"যাক্, সব যাক্, মা, বাপ, ভগিনী, বন্ধু, সব যাক্; যাহারা যাবার, যাক্; আমিত আছি! ঈশ্বরও আছেন! পৃথিবীও আছে! দেখা যাবে।"

এই সমস্ত প্রলাপ বকিতেছেন এমন সময়ে অকস্মাৎ পূর্ব্বদিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, হঠাৎ বিস্ময়সহকারে সেইদিকেই কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। একটী স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, মনে মনে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, এস্থানে কোন কি লোকালয় আছে? নতুবা মনুষ্যস্বর কোথা হইতে আসিবে? একি কোন পার্ব্বতীয় দেবতা! অথবা ভূতযোনি!—এই সন্দেহে প্রথমতঃ তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; পরে ভাবিলেন—বিপদে ভয় করা, কিছু নহে—অগ্রসর হইয়া দেখিতে হইবে, যদি কোনও সুবিধা হয়—এইরূপ সংকল্প করিয়া নিম্নে বিজনকুমারের দেহ আনয়নার্থ গমন করিলেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়াই অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন। শব তথায় নাই! আবার কি দৈববিড়ম্বনা! শব কোথায়

গেল? এস্থানেত কোনও মাংসাশী জন্তু আইসে নাই। তাহা হইলেত আমি জানিতে পারিতাম। নিশ্চয়ই এ কোন প্রেতের খেলা! হা ভগবান! এ আবার কি করিলে! এইবার বোধ হয় পার্থিব শত্রুর হস্ত এড়াইয়া কোনও ভূতযোনির কবলে পড়িলাম, আর রক্ষা নাই। মৃতদেহ সরিয়া পার্শ্বে পড়িয়া গিয়া থাকিবে,—মনে করিয়া এদিক্ ওদিক্ বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল সাশ্রুনয়নে "বিপদে মধুসূদন" বলিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "শব অন্তর্হিত হইয়াছে, বুঝিয়াছি এ নিশ্চয়ই কোনও কুহকিনীর মায়া; যাহাহউক বিজনকুমারের অদৃষ্টে এতও ছিল!!! বিধির নির্ব্বন্ধ, আমি কি করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং শ্রবণানুগামী হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন। স্বর ক্রমশঃ তাঁহার কর্ণে সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অল্প অগ্রসর হইয়াই বুঝিলেন—এ কণ্ঠস্বর বামার।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রায় চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতে যদি কোন পরিব্রাজক হিমালয় অভিমুখে গমন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার স্মরণ থাকিতে পারে, যে তথায় রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে এক অস্পষ্ট বামাকণ্ঠস্বর পথিকদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্ময়োৎপাদন করিত। কোথা হইতে এ শব্দ আসিত কেহই তাহা নির্ণয়ে সমর্থ হইতেন না; বরং ভীত হইয়াই উহা হইতে দূরবর্ত্তী হইবার চেষ্টা পাইতেন। মূর্খ পথিকেরা উহাকে কোনও ভূতযোনি ভাবিয়া ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিত না। নাস্তিকেরা উহা কোনও পাহাড়িয়া বালিকার আর্ত্তনাদ, বলিয়া উপেক্ষা করিতেন; স্বপ্নাবিশ্বাসী অদৃষ্টবাদীরা উহাকে রাজবিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ জ্ঞানে ভারতবাসীর প্রতি কোনও দেবতার উৎসাহবাণী বলিয়া মনে করিতেন। অনেকেই জানেন, প্রাচীন ধনবানদিগের অধঃপতন আরম্ভ হইলে গভীর নিশীথে প্রাসাদ-শিখরে রমণী-রোদন শুনিতে পাওয়া যায়; লোকে বলে, লক্ষ্মী যখন কোনও গৃহে বহুকাল বাস করিয়া অনাচার বশতঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহস্থকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন, তখন যেন মায়াত্যাগের দুঃসহ বিরহবেদনা সহিতে না পারিয়া গভীর নিশীথে প্রাসাদ শিখরে বসিয়া কিছুকাল রোদন করেন

গৃহস্থেরা অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় সেই ক্রন্দন শুনিয়া শিহরিয়া উঠেন। যাঁহারা এইরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাৎকালিক গিরিস্বর শুনিয়া বলিতেন, যে ভারতবর্ষের রাজলক্ষ্মী এতাবৎ কাল আর্য্যভূমে বাস করিয়া হিন্দু সন্তানের ম্লেচ্ছ আচারে, বোধ হয়, এতদিনে চঞ্চলা হইলেন, তাই যেন অত্যুচ্চ হিমাচল শিখরে বসিয়া কোটী কোটী বৎসরের মায়া এককালে ভুলিবার জন্য প্রাণপণে রোদন করিতেছেন। নচেৎ সম্মুখে এত দুর্ভিক্ষের আয়োজন হইবে কেন? ফলকথা, যিনিই যাহা অনুমান করুন, প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিতে কেহই সমর্থ হয়েন নাই।

ইন্দু চলিতে লাগিলেন,—কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল; একে একে বাক্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ভাষা বুঝিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এই সুদূর পর্ব্বতাভ্যন্তরে বঙ্গরমণী কিপ্রকারে আসিল! বঙ্গভাষায় বঙ্গরমণী সঙ্গীতে মাতৃ-খেদ করিতেছেন, সমস্তই অদ্ভূত! হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন. রাক্ষসীরা নানা মায়া জানে, কি জানি, হয়ত, আমাকে ভুলাইবার জন্য বঙ্গভাষায় স্বরালাপ করিতেছেন। এই হিমালয়েই না কিন্নরের বাস? কিন্তু তাহারাত বাঙ্গালা জানে না। মাতৃখেদ-সঙ্গীত অবশ্যই মানবীর,—সন্দেহ নাই। সঙ্গীতে কি দুঃখ প্রকাশ হয়? আশ্চর্য্য! নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছেন, অকস্মাৎ বসিয়া পড়িলেন; নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন "চলিতে চলিতে ভাল শোনা যায় না; বসিয়াই শুনি, কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। আহা কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর!"—ইন্দু বসিলেন, সঙ্গীতে অসাধ্য সাধন করে; সুতহারা অভাগিনী সঙ্গীত শুনিলে পুত্রশোক ভুলিয়া যায়, ইন্দু ভুলিবেন ইহাতে বৈচিত্র কি? সঙ্গীত এইজন্যই মর্ত্তে থাকিয়াও স্বর্গীয় বলিয়া অভিহিত। ইন্দু বিস্মিত হইলেন, তিনি পূর্ব্বে কখনও রমণীকে সঙ্গীতে খেদ করিতে শুনেন নাই; দুঃখ হইলে গৃহস্থ কামিনীকে বিনাইয়া কাঁদিতে শুনিয়াছেন। রাত্রী তখন প্রায় আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, হস্তে শিরোন্যস্ত করিয়া যুবা একমনে গীত শুনিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রশংসাও সহানুভূতিনিবন্ধন মস্তক ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছিল, এবং জিহ্বা হইতে মাঝে মাঝে "আহা!" "আহা!"

শব্দগুলি নয়ন আর্দ্র করিয়া গাঢ় মনোনিবেশের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। বিনাবিনিন্দিতস্বরে খেদশব্দ গীত হইয়া পবন হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইতেছিল, নিভৃতে নিরপেক্ষভাবে বনের তান বনেই মিলাইয়া যাইতেছিল, এতক্ষণ পরে তাহার একজন উপযুক্ত শ্রোতা মিলিল, ইন্দু শুনিতে লাগিলেন—

ঘোরা যামিনী, আমি একাকিনী,
নীরদের কোলে খেলিছে দামিনী,
ভয়ে আকুলিতা চিতবিহঙ্গিনী,
জননি আমার, কোথায় আছ মা!

অকুল-পাথারে তরণী ডুবালে,
সাধের সংসার ফেলে চলে গেলে,
ভবের মমতা পাশরিলে,
(একবার) ফিরে চাহ চাহ মা॥

দেববালা যাঁর চরণ ধেয়ায়,
অভাগীসন্তান তাঁরে নাহি পায়,
যোগমায়া তাঁরে ভুলায়ে মায়ায়,
মায়াময়ী ক'রে রেখেছিল।

এ কি বিড়ম্বনা! নিদয় বিধি,
দিয়ে কেড়ে নিলে হেন মাতৃনিধি,
কেননা কাঁদালে জনমাবধি,
পাষাণ মনে যদি এত ছিল॥

মা! দেখ চেয়ে, তোমায় না দেখিতে পেলে,
অবোধিনী কাঁদে 'মা' 'মা' ব'লে,
জেনে শুনে, মা গো! চরণে ঠেলিলে;
না ভাবিলে, মোদের কি দশা হবে।

এত ভালবাসা! সকলই ফুরা'ল,
অনন্ত আদর—মিলায়ে গেল!
প্রেতরূপ স্নেহমূরতি ধরিল,
এ বিজয়া নিশা কবে পোহা'বে ॥
কোথায় আছ দেবি! ভুলিয়ে দোসর,
নিশ্চিন্ত হয়েছ পেয়ে অবসর,
সেবিছে শ্রবণে বীণা সপ্তস্বর,
মা! আমি তোমার কাছে যাব;
যাব অই তব জ্যোতির্ম্ময় ধামে,
শান্তি পাব হোথা জপি' মাতৃনামে,
রাঙ্গা পদ পূজি' পূর্ণ মনস্কামে
ছায়া কোল জুড়ি' বসিয়া রব,—
চখে চখে তোমায় রাখিব, জননি!
ফাঁকি দিয়া না আর পলা'তে দিব ॥

ইন্দু শুনিলেন, স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন; মনের বেগ সঙ্গীতে ব্যক্ত হইতেছে; সে গানে তাল, মান, লয় কিছুই নাই; স্বভাবের ক্রন্দন স্বভাবেই মিশাইতেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই স্বর এত মিষ্ট; তাহাতে আবার বামাকণ্ঠবিনির্গমন হেতু কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ করিতেছিল। উঠিতে যাইবেন, দেখেন, ক্ষতস্থানে বেদনাবৃদ্ধি হইয়াছে, চলিতে যন্ত্রণা অনুভব হয়। দক্ষিণ পদে ভর করিয়াই অমনি গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠায় বাধা দিতে সাহস করিবে কে? চলিতেছে কে? মন। পদ? তাহার উপলক্ষ মাত্র। দুর্নিবার গতি রোধ করা সামান্য ক্ষতের সাধ্য নহে। ইন্দু বামার অনুসন্ধানে প্রস্থান করিলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেবী ? না মানবী ?

"O woman ! in our hours of ease
Uncertain, coy and hard to please ;
* * *
When pain and anguish wring the brow
A ministering angel thou."

SCOTT.

বক্রপথ অতিক্রম করিয়াই ইন্দু উত্তরাভিমুখে চলিলেন ; হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকিল, অমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তড়িতালোকে কি দেখিয়াছেন ? যাহা দেখিয়াছেন তাহা আর ভুলিবার নহে, এক অপূর্ব্ব দেবী-মূর্ত্তি ! অল্পক্ষণ পরেই আবার চপলা চমকিল, আবার সেই রমণীমূর্ত্তি ! এক খণ্ড শিলার উপর উপবেশন করিয়া আছেন। ইঁহারই কণ্ঠস্বর দূর হইতে পথিকদিগের চিত্তআকর্ষণ করিত। রূপের সমষ্টি একবার দেখিয়া উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য, এজন্য আর একবার ইন্দু সৌদামিনীর কৃপা প্রত্যাশা করিতেছিলেন ;—কিন্তু তখন তড়িতের প্রকোপ এত অধিক হইয়াছিল যে অধিক অপেক্ষা করিতে হইল না, সময় মতই আবার বিজলী বিকসিত হইল ; ইন্দু আবার দেখিলেন, চক্ষু দ্বিগুণ বিস্ফারিত করিয়া সমস্ত টুকু একেবারে দেখিবেন, এরূপ উদ্যোগী ছিলেন, নয়ন পতিত হইবামাত্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"আহা ! কি দেখিলাম ! যাহা দেখিলাম, এজন্মে আর তাহা ভুলিব না।"

বাস্তবিক, ইন্দু এজন্মে আর ভুলিও না। তুমি ভুলিবে কি ? আমিও ভুলিতে পারিব না ; তোমার মনে সে মূর্ত্তি চিরগাঁথা থাকিবে, আমার মনে, বোধহয়, গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যাঁহারা অনুভব করিতে সক্ষম, তাঁহারা কোন্ প্রাণে এ রূপরাশি বিস্মৃত হইবেন ? সেই বিকচারবিন্দ

সন্নিভ মুখকান্তি; শুক্লতৃতীয়ার শশীকলার ন্যায় ললাট-বিস্তৃতি; নলিনী-পলাশবৎ অশ্রুপূর্ণ নয়ন-যুগল; এবং তন্নির্গত খেদাশ্রুতে ভাসমান, অভিনব যৌবনসুলভ, পরিপূর্ণ গণ্ডস্থল; অন্যোন্যবিচ্ছিন্ন, কার্ম্মুকানুকারী ভ্রূযুগল; নিদাঘ প্রস্ফুটিত দুইটী গোলাপপুষ্প সদৃশ পরস্পর চুম্বনোন্মুখী ওষ্ঠাধর; অসংস্কার হেতু নাতিকৃষ্ণ, অমসৃণ, ঘনোন্মুক্ত কেশপাশ; যৌবন বিকাশ-সূচক, কমনীয় অঙ্গসৌষ্ঠব; চম্পকদামসদৃশ, মধুর মাধুরীপূর্ণ অঙ্গুলীনিচয়; বসন্তসমাগমোচিত অভিনব নবপল্লবসমহস্তপদাদির সুকোমল গঠন; ঢল ঢল, স্থির, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল কটাক্ষ, যে একবার দেখিয়াছে, সে কি কখনও ভুলিবে? দেহখানি একখানি মলিন গৈরিক বস্ত্রে আবৃত, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে সৌন্দর্য্য যেন আবরণ ভেদ করিয়া বিস্ফারিত হইতেছে; এক কথায়, রমণী একটী পরমাসুন্দরী; বর্ণ হিমপ্রদেশসুলভ দুগ্ধফেননিভ শ্বেত; তাহা আবার উজ্জলতায় মার্জ্জিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে। মোমের পুত্তলিকার অভ্যন্তরে যদি সেই বিমল, সাত্বিক, জীবন্ময়জ্যোতিঃ বিদ্যমানা থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইঁহাকে মোমের পুতুল বলিলে ইহঁার সৌন্দর্য্যের লাঘব হইত না! পাঠক, আপনি প্রতিমা সরস্বতী দেখিয়াছেন, কতক পরিমাণে নির্ম্মাণকর্ত্তার দোষগুলি ক্ষমা করিয়া প্রকৃতসরস্বতীমূর্ত্তির সহিত ইহঁার আকৃতি চিত্তে সমতুল করুন; তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে এই সুন্দরী বীণাপাণি অপেক্ষাও কোমলা, বাক্‌দেবী অপেক্ষাও বিনয়ভাষিণী এবং ভারতী অপেক্ষা ইহার কটাক্ষ বিলোল ও মনোহারি। অবয়ব ধাতুনির্ম্মিত অলঙ্কার হইতে একেবারে বঞ্চিত। পার্ব্বতীয় কাঞ্চনলতার একটী পত্র মস্তকে ন্যস্ত; আর একটী বামহস্তে বলয়বৎ সংলগ্ন; তাহারই বা কত শোভা! স্বভাবে সাজিলে মানবী মূর্ত্তি কি এতই সুন্দর দেখায়! প্রকৃতি কখনও অভাব ভালবাসেন না; যে স্থানে রমণীদেহ কৃত্রিম সুবর্ণ আভরণ হইতে বঞ্চিত, জননী তথায় নিজসঞ্চিত বনফুলে সাজাইয়া দেহের আর এক লাবণ্যময়ী মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়া দেন।

মানবীকে দেখিয়া ইন্দু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সন্নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে নিকটে যাইলে বালা সঙ্গীত

হইতে অবকাশ লয়েন, এই জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া গীত সমাপ্ত হইবামাত্র সম্মুখীন হইলেন; যুবতী ইত্যবসরে উঠিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ইন্দুশেখর দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পশ্চাতে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন হঠাৎ এই সময়ে বিদ্যুল্লতা আর একবার 'গগন আলোকরা হাসি' হাসিলেন। আলোক হইবামাত্র যুবতী দেখিলেন, পশ্চাতে একটী পুরুষ দণ্ডায়মান, দেখিয়া স্তম্ভিতার ন্যায় এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন পুনরায় তড়িৎবিকাশ হইল, যুবতী মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি"? সে ধ্বনি ইন্দুর হৃদয়ে বীণাধ্বনির ন্যায় বাজিয়া গেল "কে তুমি"? বাষ্পগদ্গদস্বরে ইন্দু উত্তর করিলেন, "আমি পথিক, বড় বিপদগ্রস্ত।"

বি-প-দ-গ্র-স্ত? বলিয়াই রমণী একবার হাসিলেন, অমনি সৌদামিনী বিকাশিতা হইল, ইন্দু দেখিলেন হাসিতে যেন লক্ষ লক্ষ বেলা মল্লিকা ফুটিয়া দুইটী গোলাপশ্রেণীর মধ্যে আবার লুকাইল। ইন্দুর অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, নতুবা ঘন ঘন বিজলী মেঘের কোলে এত লুকোচুরি খেলিবে কেন লোকের ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন স্বভাবের সমস্ত বস্তুই যেন মুখ্য অথবা গৌণভাবে তাঁহার সহায়তা করে। ইন্দু আবার ভাবিতে লাগিলেন কথার ভঙ্গিমাটী কি সুন্দর! 'বি-প-দ-গ্র-স্ত।'

তড়িতালোকে ইন্দু দেখিলেন, রমনীর বয়স ষোড়শ বৎসরের অধিক হইবে না; কিন্তু অনূঢ়া কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চয় নাই। এত বয়সে হিন্দু বালা কখনও অনূঢ়া থাকে না, তবে বৃথা আশা কেন করি? আবার জানিবার জন্য মন অতিশয় উৎসুক হইল, কি প্রকারে কথার প্রসঙ্গ করেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অপরিচিতার সহিত বাক্যালাপ, তাহার কিরূপ স্বভাব, কাহার দুহিতা, কোন্ কুলসম্ভবা, যদি বিবাহিত হয়, তবে কাহার পত্নী, ইত্যাদি প্রশ্ন মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে এক সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়া অপ্রতীভ হইয়াছে একারণ ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন "আপনি এখানে এতরাত্রে?"

রমণী উত্তর করিলেন "আমি আসি, মা এইখানে আছেন তাঁহাকে দেখিতে আসি, রাত্রি না হইলে তিনি দেখা দেন না; আজ কি অপরাধ করিয়াছি জানি না, তিনি আমার প্রতি একবারে বিমুখ হইলেন; কত কাঁদিলাম কিছুতেই শুনিলেন না; তুমি শুনিতে পাও নাই?" কি প্রশ্নের কি উত্তর হইল, ইন্দু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, ফলতঃ মনে করিলেন যে রমণী বোধহয় পাগলিনী, নতুবা এসব প্রলাপ বকিবে কেন? কি বলিতে-ছেন? অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন; এজন্য অন্য কথা রাখিয়া অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এস্থানে কি কোনও আশ্রয় পাওয়া যায় না? আমি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়াছি, চলিতে অক্ষম।"

কথা সমাপ্ত হইবামাত্র যুবতী উত্তর করিলেন, "আমার সহিত আইস, অদূরে ঐ যে আশ্রম দেখিতেছ, আমার পিতার; ঐখানে চল, স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।"

ইন্দু চলিলেন, যুবতী অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন; যাইতে যাইতে পথে একটী প্রস্রবন দেখিতে পাইলেন, রমণী তথা হইতে জল লইয়া ইন্দুকে কহিলেন, "কোথায় তোমার ক্ষত? দেখি," বলিয়া তথায় জল-প্রক্ষালন করিলেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা তাহার উপরিভাগ পরিস্কার করিয়া দিতে লাগিলেন; রমণীকরস্পর্শ হওয়াতে ইন্দুশেখর ঘন ঘন শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। যতক্ষণ বালা ক্ষতস্থান ধৌত করিতেছিল, যুবা একদৃষ্টে তাঁহার মুখপানে চাহিয়াছিলেন; হঠাৎ আগন্তুকের মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?" ইন্দু অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন, "না";—মনে মনে উত্তর করিলেন, "কি দেখিতেছি, তাহা তোমাকে কি প্রকারে জানাই; যাহা জীবনাবধি দেখিবার সাধ, তাহাই দেখিতেছি; যাহা লোকালয়ে দুষ্প্রাপ্য, সাধারণ নরের আয়ত্তাতীত, তাহাই দেখিতেছি; দেখিতেছি যে এই অবনীমণ্ডলের কোন্ প্রান্তে কি রত্ন লুক্কাইত থাকে, কে তাহার তত্ত্ব রাখে? কে জানিত যে এই দুর্গম হিমাদ্রিখণ্ডে এ হেন সঞ্চিত রূপ-রাশি রাত্রে বিচরণ করে; কিন্তু অপরূপ এই, যে এসকল কুসুম কেহ আবাসে ফুটিতে দেখেন না, কাননে প্রফুল্ল হইয়া আঁধারে কানন-মাঝেই ঝরিয়া পড়ে; পথিক দেখিলে পলাশ অন্তরাল হইতে কখনও কখনও

উঁকি মারে, রসিক জনে চিনিয়া লয়; এ মণি অগম্য অচলে ধিকি 'ধিকি' জলে, অন্বেষী সুরসিক খনক বহুযত্নে ইহার আবিষ্কার করিয়া তুলে; এ শুক্তির বিরামস্থল অতল জলধিতল, বিরক্তিহীন শ্রমী মুক্তাচয়ককে দরিদ্রতা হইতে অকাতরে মুক্তিদান করে; কি দেখিতেছি, কি বলিব? দেখিতেছি, দেখিতেছি; আরও দেখিতেছি, আশ মিটে না, তাই দেখিতেছি, ক্রমান্বয়েই দেখিতেছি, তবুত তৃপ্তি নাই! এক নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, শ্বাসক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে কথাকয়টী বাহির হইয়া গেল;—"বিধাতার সৃষ্টি! আহা কি চমৎকার!"

রমণী কহিলেন, "বিধাতার সৃষ্টি চমৎকার, তাহা কি এতদিনে জানিলে? বিধাতার সবই চমৎকার! তুমি চমৎকার! আমি চমৎকার! পশুপক্ষী চমৎকার! আসাযাওয়া চমৎকার! আর সকলের চেয়ে, যাহাতে এই সমুদয় বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই অবিদ্যাই চমৎকার!"

ইন্দু কহিলেন, "আমি বহুদিন হইতেই 'চমৎকার' জানি, তবে যখন কোন সৃষ্ট বস্তু দেখিয়া লোকে বিস্মিত বা আনন্দিত হয়, তখনই মুক্তকণ্ঠে একবার ঈশ্বরের প্রশংসা গাহিয়া থাকে।"

রমণী কৌতূহলান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন এই অন্ধকারে এমন কি দেখিলে, যাহাতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলে?"

ইন্দু প্রথমে মনে করিলেন, কিছু উত্তর দিবেন না; পরে ভাবিলেন, এ রত্ন হস্তচ্যুত হইলে চিরকাল ক্ষোভ থাকিবে, এ অবসর ত্যাগ করা উচিত নহে, স্থির করিয়া উত্তর করিলেন, "ক্ষণপ্রভার আলোকে দেখিলাম, আপনার মুখখানি বড় সুন্দর, এরূপ সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, নূতন দেখিলাম বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।"

"কেন? তুমিওত বেশ সুন্দর।" বলিয়া যুবতী সহাস্যে উত্তর করিলেন, "তুমিও বেশ সুন্দর! শোধ বোধ গেল।"

ইন্দু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহার মনের ভাব স্পষ্টতঃ কিছুই বুঝিতে পারি না।" পারিবেন কি, কথা সবই লয়বর্জ্জিত; তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া উত্তর দিতে গেলেন, "শোধ বোধ যায় যদি—"কিন্তু আর বাহির হইল না; দেখিলেন, রসনা মনের দাসত্ব করিতে চাহে না, লজ্জার সহিত মিশিয়াছে,

কুসংসর্গে মিশিয়া অবাধ্য আচরণ করিতে শিখিয়াছে, মন ও তাহার উপর বিষম বিরক্ত হইয়াছেন। ইন্দু এক উপলখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলেন, মুখে বলিলেন, "একটু বসি, বিশ্রাম না করিলে আর চলা যায় না, আপনিও অনুগ্রহ করিয়া উপবেশন করুন।"

যুবতী চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া কোথাও স্থান না পাওয়ায় ইন্দুর বামদেশস্থ একখণ্ড শিলাতলের উপর অন্যমনস্কে (ঝপ্ করিয়া, বসিয়া পড়িলেন। নিভৃতে গিরিবক্ষে যুবাযুনী একত্রে আসীন হইলেন। যদি ইঁহারা একপ্রাণ হইতেন, সকল কথাই ফুরাইয়া যাইত; কিন্তু অদৃষ্টক্রমে তাহা নহেন; নহেন বলিয়াই ঔৎসুক্য, নহেন বলিয়াই সমস্যা, নহেন বলিয়াই উপন্যাস। ইন্দু ক্ষণকাল দেখিলেন, মনে মনে ক্ষণিক আনন্দ অনুভবও করিলেন; ভাবিলেন, এ দুরদৃষ্টে কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে এ মূর্ত্তি আমার বামে বসিবে; যাহা হউক একবার স্মরণ করাইয়া দিই, প্রসঙ্গ উঠিলে, বোধহয়, মনের ভাব জানিতে পারিব। কহিলেন, "আপনি যে এদিকে বসিলেন?"

রমণী কহিলেন—কেন?

ইন্দু। এটা আমার বামদিক্;

রমণী। তাহাতে কি?

ইন্দু। স্ত্রীভিন্ন কেহই এস্থানের অধিকারিণী নহেন; গৌরী শঙ্করের বামে থাকেন, আপনি কি জানেন না?

রমণী। হাঁ, সত্য বটে, জানি, কিন্তু এখন বসিয়াছি, আর উঠিতে পারি না; দ্বিতীয় স্থানই বা কৈ? দৈবাৎ বামে বসিয়াছি বলিয়াইত আর স্ত্রী হইলাম না!

ইন্দু লজ্জার মাথা খাইয়া উত্তর দিলেন, "কিন্তু আমরাত সেইরূপই দেখিয়া থাকি।"

রমণী। দেখিয়া থাকেন, দেখুন; আর স্থান নাই, সুতরাং উপায়ও নাই।

ইন্দু। উপায় নাই কেন? বলুন, যে আপত্য নাই।

রমণী। আচ্ছা তাই।

ইন্দু। 'তাই' কি?

রমণী। যদি আপনি সন্তুষ্ট হন।

ইন্দু। তবে আপনি 'আমার' হইলেন?

"তোমার হইলাম! সে কি? তোমার হব?" গম্ভীরস্বরে এই কথা বলিয়া যুবতী মৌনাবলম্বন করিলেন, ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন, "আচ্ছা, তাহা হইতে পারি, বাবা যদি বলেন, তোমারই হইব। তোমার হইতে হইলে আমাকে কি করিতে হইবে?"

ইন্দু এইবার সমস্ত হাসি একবারে হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "কিছুই করিতে হইবে না; যেমন আছ, তেমনই থাকিবে, আমাকে কেবল ভাল বাসিবে; উভয়ের বিবাহ হইবে; আমি তোমার স্বামী হইব, তুমি আমার স্ত্রী হইবে।

যুবতী সরলতামাখা মধুরস্বরে গ্রীবা ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া উত্তর দিলেন,—"ভাল বাসিব? তাহা বাসিব। তুমি আমার স্বামী হইবে? তা, এখনই হওনা। আমি সেদিন বাবার মুখে শুনিয়াছি, নিম্নদেশে স্বামীরা প্রায়ই স্ত্রীর প্রতি উৎপীড়ন করে; শুনিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। স্ত্রী হইলে তুমি আমায় মারিবে না?"

ইন্দু হৃষ্টচিত্তে আদরসম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "তোমায় আঘাত করিব? তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবে, তোমার গায়ে হাত দিতে পারি? এ কথা শুনিলেও আমার হৃদয় ব্যথা পাইবে। এমন কোমল শরীরে যে আঘাত করিতে পারে, সে পশু; আমাকে ততদূর মূর্খ বা নিষ্ঠুর ভাবিও না সকল স্থানেই ভালমন্দ লোক আছে, সকলেই একরূপ নহে, সুন্দরি!" এই সত্য, ইন্দু, আজ নির্জ্জনে গ্রহণ করিলে বলিয়া কি পরে এক কথায় ভঙ্গ করিতে পারিয়াছিলে? নির্জ্জন সত্য, কিন্তু মাথার উপর একজন ধর্ম্ম ছিলেন, এটুকু যদি তোমার মনে একবারও উদয় হইত, তোমার জীবন স্রোত বোধকরি এত কণ্টকপূর্ণ ঝোপের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত না।

উভয়ে উঠিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইন্দুশেখরের উক্তি শুনিয়া রমা পুনরায় সেইরূপ সরলভাষায় কহিলেন— "তবে তুমি আমার স্বামী হইয়াছ, আমি বাবাকে বলিব।"

ইন্দু তখন পুরুষোচিত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "সে কথা বলিলে তোমার

পিতা কুপিত হইবেন। আমিত এখনও তোমার স্বামী হই নাই; অগ্রে উভয়ের বিবাহ হউক, পরে স্বামী হইব; তোমাতে আমাতেত এখনও বিবাহ হয় নাই।"

রমা উত্তর করিলেন, "বিবাহ? তাহা বাবাকে বলিলেই হইবে। আজ রাত্রে আমিই বলিব; গৌরীর অষ্টম বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল, গিরিরাজ দিয়াছিলেন; আর আমার আজিও হইবে না? আমি বাবাকে বলিব। তোমার কটিদেশে জ্বলিতেছে ও কি?"

ইন্দু বুঝাইয়া বলিলেন, "ইহা তরবারি; তুমি, বোধহয়, পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই; আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহার আবশ্যকতা হয়; এই অসিতে আমি কত শত্রু হত্যা করিয়া আসিলাম।"

রমণী কৌতূহলের সহিত উত্তর দিলেন, "আমিত তোমার শত্রু নই, স্ত্রী; আমাকে হত্যা করিও না। আমি তোমার ক্ষত আরোগ্য করিয়া দিব, শুশ্রূষা করিব, আমাকে বিবাহ করিও।"

কথা শুনিয়া ইন্দুর মন আনন্দসলিলে ভাসিতেছিল; কি সুমিষ্ট কথাগুলি! সরলা বালা সংসারের কিছুই জানে না; যৌবন-সুলভ লজ্জা ইহার শরীরে অদ্যাপিও অধিকার পায় নাই। যুবা পুরুষের রূপ মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে তরলমতি বালার একমাত্র সম্বল লজ্জা। ঐ লজ্জা ঐশ্বরিকী সৃষ্টি। কিন্তু দৃষ্টান্ত অভাবে এই নিভৃত পুরুষবিহীন খটে উহার বিকাশ হইতে পায় নাই। লোকে বলে, লজ্জা মনোমালিন্যের বহির্চিহ্ন; তাহা সরলার হৃদয়ে স্থান পায় না; সে কথা প্রকৃত নহে। মিষ্টআলাপনে পথশ্রম কিছুই অনুভূত হয় নাই, সুতরাং অক্লেশে তাঁহারা কুটীরের অনতি-দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ইন্দুর অসুখ তখন মনে মনে আরাম হইয়া-গিয়াছে; পথ আর একটু দীর্ঘ হইল না কেন? তাহাই যুক্তি করিতে-ছিলেন; ইতিমধ্যে দৈবাৎ একবার মুখ উত্তোলন করতঃ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, সম্মুখে একটী আলোক দৃষ্ট হইতেছে; অনুমানে স্থির করিলেন, ঐটী সরলার পিতৃআশ্রম। অতিদূরে আরও প্রচুর দীপমালা নয়নগোচর হইতেছিল; এ সমস্ত লোকালয়ের নিদর্শন; দূর হইতে প্রথমতঃ অতি সন্নিকটস্থ বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই সে ভ্রম

অপনীত হইয়া যায়। যে স্থান প্রথমে সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা অন্ততঃ চারি পাঁচ ক্রোশের ন্যূন নহে। চলিতে চলিতে পথে এক এক খণ্ড হিমশিলা (গ্লেসিয়র) বিরাটতুষারভাণ্ডার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক এক ভয়াবহ শব্দে শৃঙ্গ হইতে নিম্নে নিপতিত হইতেছিল, ইন্দু দেখিয়াই চমকিত হইতেছিলেন। ইন্দু আরও দেখিলেন, যে বালা এসকল কিছুতেই ভীতা নহেন। এই সমস্ত দুর্যোগের মধ্যে তিনি আপনমনে চলিতেছেন। ইত্যবসরে পর্ব্বতবাসিনীকে বিজনকুমারের মৃতদেহের বিষয় জ্ঞাপন করা যুক্তিযুক্ত কিনা, যুবা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, অন্তর্ধানের রহস্য বোধহয়, ইঁহার অবিদিত নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই বা ক্ষতি কি? এই ভাবিয়া যাইতে যাইতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিলেন।

কথা সমাপ্ত হইলে, যুবতী সহাস্যে উত্তর করিলেন, "শব হারাইয়াছ? ভয় কি? অদূরে দেখিতে পাইবে।"

ইন্দু কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না, কি বলিলেন? 'অদূরে দেখিতে পাইবে!' ইহার অর্থ কি? ভাবিলেন, পাগলিনী হয়ত তাঁহাকে মিথ্যা প্রবোধ দিতেছেন, কিম্বা পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু সরলার কথায় অনাস্থাপ্রদর্শন অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আনমনে চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎদূর গমন করিলে, রমণী সম্মুখে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ঐ দেখ, ঐ তোমার শব দাহ হইয়া গেল, যাহার কথা বলিতেছিলে।"

ইহা শুনিয়া ইন্দু আরও বিস্মিত হইলেন; বিজনকুমারের মৃতদেহ এখানে কে আনিল? কেই বা দাহ করিল? মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন, প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করাতে রমণী উত্তর করিলেন, "এখন চল, পথে নহে; ইহার পর আমি অবসরমত সমস্ত বলিব; ইহারই আলো তুমি দূর হইতে দেখিতে পাইতেছিলে।"

ইন্দু দেখিলেন, বিজনকুমারের বাস্তবিকই গতি হইল। শব তখন সম্পূর্ণ দাহ হইয়া আসিয়াছে; কি আর করিবেন! অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া কহিলেন, "বন্ধু! প্রাণদাতা! মৃত্যুর পরেও আমি তোমার কিছুই করিতে পারিলাম না; যাহাহউক পবিত্র হিমবান্ তোমাকে স্থানদান করিয়াছেন; এই স্থানেই তুমি চিরদিনের মত বিশ্রাম কর! বিদায়!" এই কথা বলিয়াই

তিনি দক্ষিণপার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলেন. দেখিলেন, একটী শূন্য প্রস্তরের কমণ্ডলু পড়িয়া আছে। কমণ্ডলু. ঝরণা হইতে উপর্য্যুপরি তিনবার পূর্ণ করিয়া আনিলেন, এবং উহার দ্বারা চিতানির্ব্বাণ করতঃ জীবনদাতার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। যুবতীও নিয়মমত তিনবার সিঞ্চন করিলেন; যাইবার সময়ে বলিলেন, "জীব! একাকী শান্তিলাভ কর; আমরা চলিলাম।"

অতঃপর ইন্দু নিঃশব্দে চলিতে আরম্ভ করিলেন; ভালমন্দ নানা চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল; ক্ষণেক পরেই দেখিলেন, সম্মুখে এক কুটীর; অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; দেখিলেই ভক্তিরসের উদ্রেক হয়, পূর্ব্বকালের ঋষিতপোবনের কথা মনে পড়ে। প্রবেশদ্বারের বামদিকে বিল্বতলে প্রস্তরনির্ম্মিত এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক রমণী পথিককে কহিলেন, "এইখানে নমস্কার কর; সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছ, উনি আমাদের আশ্রমদেবতা ভগবান্ অনন্তদেব; শুনিয়া থাকিবে, এইস্থানে গিরিদুহিতা উমা হর-আরাধনায় বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন! শিবশক্তির অপরূপ বিহার; একাধারে প্রকৃতিপুরুষ; ভক্তিভাবে নমস্কার কর।"

ইন্দু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং ধীরে ধীরে কুটীরদ্বারে উপনীত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এরা কারা ?

"The poet sings,—
That sorrow's crown of sorrow is remembering happier things."
TENNYSON.

প্রায় ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর অতীত হইল, শক্তিপুর গ্রামে হরনাথ ভট্টাচার্য্য নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রূপনারায়ণ নদের উত্তরতীরে গ্রামের কোলাহলশূন্য বিজনপ্রদেশে তাঁহার পর্ণকুটীরখানি বিরাজ করিত। ব্রাহ্মণ অতিশয় নিষ্ঠ ও ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। দরিদ্র হইলেও তিনি অতিথি-সেবায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। নিজের ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়া অনিমন্ত্রিতের সেবা করিতে পারিলেই লোকে তৎকালে উপার্জ্জন সার্থক বিবেচনা করিত, কিন্তু এক্ষণে আর সেকাল নাই; পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রকোপে এতদূর স্বার্থ-পরতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে অতিথি দূরে থাকুক, বার্দ্ধক্যে পিতামাতা এবং শৈশবে সহোদরও আজিকাল বঙ্গীয়দিগের বিরাট অন্নে বঞ্চিত।

হরনাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবারবর্গের মধ্যে একমাত্র পত্নী। তাঁহার কিছু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল, তাহাতেই জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি পূজা আহ্নিকেই অতিবাহিত করিতেন। পত্নী কাত্যায়নী অবিরত তাঁহার সেবায় নিযুক্তা থাকিতেন। সংসারে কোনও সুখের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই বলিয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ মাঝে মাঝে স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—সে সম্বোধনে কাত্যায়নীর অর্দ্ধেক রক্ত শুকাইয়া যাইত—বলিতেন, "ব্রাহ্মণি, সন্তানের মুখত দেখা আর হ'ল না, বোধহয় আর হবেও না, তবে কেন মিছে এ সংসারের বিড়ম্বনায় প্রতারিত হই; আর কিছুদিন দেখে বেরিয়ে পড়া যাবে। পরকালের কাজ করি, নহিলেত আর এ পশুজন্ম ঘুচিবে না।" কাত্যায়নী অনেক অনুনয় বিনয় করিলে বলিতেন, "তোমাকে অনাথিনী করিয়া কি

কোথাও যাইতে পারি? তোমাকেও সঙ্গে লইব।" বলা বাহুল্য, এই সমস্ত বৈরাগ্য কেবল একটী সন্তানের জন্য। এ বৈরাগ্য অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। ১২৪৮ সালের মার্গশীর্ষে বুধবাসরে রোহিণীনক্ষত্রে, গুরুর ক্ষেত্রে, চন্দ্রের হোরায় তাঁহার এক কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। জাতঃকালীন লগ্নস্বামী খেট্ নীচস্থানগত ও অরিপ্রপীড়িত হওয়ায় কুণ্ডলীমধ্যে অতিশয় ক্ষীণ ছিলেন। যাহাহউক, সন্তানের মুখ দেখিয়া উভয়ের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। কন্যা উত্তরোত্তর যত বাড়িতে লাগিল, দম্পতী তত মায়ায় আবদ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন কেবল কন্যার ভরণপোষণই পরকালের কাজ হইতে লাগিল। কাত্যায়নী বাঁচিলেন, স্বামী আর ফাঁকি দিতে পারিবেন না; স্বামীও বাঁচিলেন, ব্রাহ্মণীর একটী দোসর হইয়াছে।

সকলই সুখের হইল বটে, ব্রাহ্মণের কিন্তু মনের শান্তি হইল না; কন্যার নেত্রপানে দৃষ্টি পড়িলেই তাঁহার মুখ মলিন হয়, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন; হা হুতাশে বদনসন্নিকটস্থ বায়ু বিলোড়িত হয়; যখন তখন বলেন, "হায়! যদি বা ঈশ্বর দিলেন, তবে এত বাদ সাধিলেন কেন? বেশ ছিলাম, নিশ্চিন্ত ছিলাম, মরিলেই ফুরাইয়া যাইত; শেষদশায় কেন এ বৃথা মৃত্যুযন্ত্রণা বাড়াইলেন।" তাঁহার এ সমস্ত অশান্তির কারণ তিনি বালিকার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টচক্র জানিতেন বলিয়া; রোহিণী নক্ষত্রে জন্মলগ্ন হইয়াছিল, এবং গ্রহসমাবেশ তদ্রূপ অকল্যানকর দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে কন্যা যাবজ্জীবন দুঃখ পাইবে। বিচক্ষণ পিতা একথা কন্যার গর্ভধারিণীর নিকট হইতে অতিকষ্টে গোপন রাখিয়াছিলেন। মাতা, পিতাকে মায়াপাশে বদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আহ্লাদে দুহিতার নাম "যোগমায়া" রাখিলেন। পিতা কিন্তু, বৎসার দুঃখময়ী জীবনীর কথা স্মরণ করিয়া মনের খেদে তাহাকে "রোহিণী" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কন্যার বয়সের সপ্তম বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল।

কন্যা অষ্টম বৎসরে পদার্পণ করিল। শিশু বাড়িতেছে দেখিয়া মাতার আর আনন্দ ধরে না। মা না খাওয়াইয়া দিলে খায় না, এবং দিবারাত্রই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। কত কি বলে, কত কি জিজ্ঞাসা করে, মাতা সে সমস্তের উত্তর দিতে পারেন না। "বৃষ্টি হয় কেন? বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসে?

(নদী দেখিলেই তাহাকে গঙ্গা বলিত) গঙ্গা কোথায় চলিয়া গিয়াছে? কোথা থেকে আস্ছে? আমি যাব ওর সঙ্গে; আকাশের কোলে পাখী উড়ে, কত দেশ দেখে, আবার উধাও হয়ে কোথায় মিশিয়া যায়," এই সমস্ত প্রশ্ন মার কাছে হইত। মা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়েন নাই, সুতরাং যাহা উত্তর দিতেন, বুদ্ধিমান পাঠকের তাহা আর শুনিবার আবশ্যক করে না। উত্তরের পরিবর্ত্তে তিনি তনয়াকে নানাবিধ উপদেশ দিতেন; "কাহারও সঙ্গে বিবাদ ক'রো না মা! তোমাকে যদি কেহ গালি দেয়, তুমি বলিবে, 'ভাল থাক, সুখে থাক,' তা হলেই তোমারও খুব গালি দেওয়া হবে; তোমার জিত হবে, তাদের হারি হবে। যদি কেহ মারে, নিঃশব্দে কাঁদিবে, কিছু বলিবে না। তোমার চক্ষে জল দেখিলে তাহারা আপনিই মুছায়ে দিবে। আমার উপদেশগুলি মনে ক'রে রেখো; আমি ম'রে গেলে, 'মা ব'লে গেছে,' এই মনে ক'রে সেগুলি প্রতিপালন ক'রো. দুঃখের দিন তা'হলে সুখে কেটে যাবে।" মাতৃসহবাসে এই সমস্ত উপদেশ শুনিতে শুনিতে ক্রমে মায়ার আর এক বৎসর বয়স বাড়িল।

চিরদিন সমান যায় না; বিশেষতঃ মায়ার অদৃষ্টে কখনই যাইবে না নবম বৎসরে পদার্পণ করিবার কিছুদিন পরেই কাত্যায়নী শয্যা আশ্রয় করিলেন। তাঁহার শরীরে পূর্ব্ব হইতেই আভ্যন্তরিক বিষমজ্বর ভোগ হইতেছিল, সুবিধা বুঝিয়া ব্যাধি বলপূর্ব্বক বহির্গামী হইল। দেহযষ্টি শয্যাশায়িনী হইল; কিছুদিন মধ্যে উত্থানশক্তিও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল। গ্রামের কবিরাজ চিকিৎসা বন্ধ করিলেন; বলিলেন, "আর আশা নাই, প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দাও, পরকালের কাজ কর।" হরনাথ পরদিন প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করিলেন। প্রায়শ্চিত্ত সমাপন হইলে পর, কাত্যায়নী রোহিণীকে ডাকিলেন শয্যাগতা হইবার পর রোহিণী আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বিরক্ত করিত; বলিত,—"মা, তেমনি করে গঙ্গার ধারে বেড়াবি চল্না মা।" কাত্যায়নী পূর্ব্বে পূর্ব্বে মায়ার হাত ধরিয়া রূপনারায়ণের ধারে ধারে বেড়াইতেন, এবং কন্যাকে গাছগুলির শোভা দেখাইয়া বলিতেন, "মায়া দেখ্, কেমন গাছে ফল হয়েছে! এই রকম তুইও আমাদের ফল, গাছ বুড় হ'লে ফল নীরস হয়; তুমি মা আমার বেশী বয়সের; দেখো মা যেন কর্কশ

ভাষিণী হইও না।" এইরূপে সুতার সহিত নানাবিধ কথা কহিতেন। পীড়িতা হইয়া অবধি আর নদীতীরে যাইতে পারিতেন না; রোহিণী বিরক্ত করিলে বলিতেন; "আজ আমার অসুখ বেড়েছে মা; ভাল হ'লে আবার যাব।" অদ্য মাতা রোহিণীকে সম্মুখে পাইয়া পার্শ্বে বসাইলেন, মেয়ের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে ক্ষণেক কাঁদিলেন; চক্ষু মুছিয়া মায়াকে বামহস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া বলিলেন—"মায়ে, আমি, বোধহয়, এজন্মের মত চলিলাম, আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমি যে উপদেশগুলি দিয়াছি, সেগুলি মনে রেখো, সেইমত কার্য্য করিও; যথাসাধ্য পিতার সেবা করিও, নহিলে, আমার বোধহয়, উনি বিবাগী হইবেন; যদি তোমার যত্নে না পারেন। তোমার বুদ্ধি হইয়াছে, কখনও স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সঙ্গে কথা কহিও না। তোমার বাবাকে ব'লে যাহাতে তোমার ভাল স্বামী হয়, আমি তা' ক'রে যাব। আমি অভাগিনী দেখিতে পেলাম না! তুমি আমাকে 'মা' বলিয়া কত ভাল বাসিতে, যদি সতীত্ব রক্ষা করিতে পার, ইহলোকে পরম-সুখে থাকিবে, এবং পরলোকে আমার সহিত আবার তোমার দেখা হইবে; নচেৎ আমি যেখানে যাইব, সেখানে তুমি স্থান পাইবে না; মার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। আমি আর বেশীক্ষণ নয়; দেখো যেন চিরকাল মনে থাকে।" কাত্যায়নী চুপ করিলেন; তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। ক্ষণেক পরে ইঙ্গিতে স্বামীকে কহিলেন, "মায়াকে সরাইয়া লইয়া যাও, নতুবা কাঁদিবে; তুমি কাছে থাক, তোমাকে কিছু বলিব।"

মায়া চলিয়া গেলে পর, হরনাথ মুমূর্ষু পত্নীর শয্যার একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন, কাত্যায়নী তাঁহার দক্ষিণ হস্তটী নিজ হস্তদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া ক্ষণকাল নিরব রহিলেন; উভয়েরই চক্ষু জলে পরিপূর্ণ। কতদিনের ভালবাসা! তাহাতে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিবে! এই চিন্তায় প্রাণে কি এক নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। প্রকাশের সামর্থ্য না থাকিলেও তাহা জানিতে বাকি থাকে না। কাত্যায়নীর দুঃখ, তিনি হৃদয়ের যথাসর্ব্বস্ব এজন্মের মত ফেলিয়া চলিলেন, কে দেখিবে? হরনাথও ভবিষ্যৎ গৃহশূন্যতা ভাবিয়া

বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়েই ধৈর্য্য আশ্রয় করিলেন; কাত্যায়নী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার শেষ হইয়া আসিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি; সেইজন্য কতকগুলি কথা তোমাকে বলিয়া যাইব। আমার বোধহয়, আমার অবর্ত্তমানে তুমি আর বিবাহ করিবে না;"—হরনাথ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন;--কাত্যায়নী কহিলেন, "স্থির হও; বৃথা রোদনে আর কি ফল ফলিবে? আমাকে প্রাণ থাকিতে থাকিতে সব কথাগুলি বলিতে দাও। যদি বিবাহ কর,—পুরুষকে বিশ্বাস কি? আমি থাকিতেই বিবাগী হইতে চাহিতে, হয়ত আমি গেলে আবার নূতন সংসারের সাধ হইবে; এমনত কত লোককে দেখিলাম;—তাই বলিতেছি, যদি বিবাহ কর, দেখো, নিরাশ্রয়া মাতৃহীনাটী যেন না 'পর' হয়। আমি ভাগ্যবতী, স্বামীর কোলে যাব, ইহা অপেক্ষা সুখের আর আমার কি হইবে? কিন্তু কেবল ভয় হয়, পাছে আর কোন ভাগ্যবতী সুন্দরীর হাতে পড়িয়া বাছা আমার দুটী অন্নের জন্য কাঙ্গালিনী হয়। আমি কর্কশ হইতেছি বলিয়া মনে কিছু করিও না; এসময় যাহা কিছু বলিব, তাহা তোমার যাবজ্জীবন মনে গাঁথা থাকিবে। আমি জানি, তুমি এজীবনে আর কাহারও গলায় মালা দিবে না; যদি ভালবাসা ব'লে কিছু থাকে, তাহা আমাদের ন্যায় দুঃখী লোকের ঘরেই আছে। সংসারে আমাদের মত লোকের চিরদিনই হাহাকার, চতুর্দ্দিকেই বিষাদের ছবি। এই কণ্টকময় জীবনে, যে আমাদের প্রতি একটুকু দয়া করে, আমরা তাহারই মুখচেয়ে থাকি। আমাদের ভালবাসা দুর্লভ পদার্থ নহে; সামান্য যত্নেই পাওয়া যায়, ধর্ম্মের সহিত বদ্ধমূল হয়। এ সংসারে আমাদের স্বামীই অলঙ্কার। ধনী-কন্যাদিগের ন্যায় আমাদের প্রতিপ্রেম গহনারও মুখ চাহে না; দণ্ডে দণ্ডে রূপ দেখিয়াও, পরিবর্ত্তন হয় না। তাই বলি, আমাদের মত দুঃখীর মেয়ে যাহারা বিবাহ করে, তাহাদের চিরকাল সমান সুখে কাটে।"

কাত্যায়নী বলিতে বলিতে চুপ করিলেন; অবস্থান্তর হইতেছে, মনে করিয়া হরনাথ তাড়াতাড়ি দেখিতে গেলেন; দেখিলেন, নয়নের দুই প্রান্ত দিয়া অবিরল মায়া-অশ্রু বহিতেছে। হরনাথকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কাত্যায়নী কহিলেন, "ভয় নাই, আমি এখনও মরি নাই। ভাবিতেছিলাম

যে এই দুঃখের সংসারে আমি কি সুখে ছিলাম! কত ছোটটী তোমার কাছে আসিয়াছিলাম! তোমারই যত্নে এতকাল এতসুখে কাটাইলাম! যখন যে অনুরোধ করিয়াছি, সকলই রাখিয়াছ; শেষ এই অনুরোধটী রেখো; মায়া আমার বড় অভিমানিনী, অল্পেই কাতরা হয়; উহার জন্যই আমার মরিতে এত যন্ত্রনা। মায়া রহিল, তুমি রহিলে, দেখো যেন বাছাকে কেহ কষ্ট না দেয়। আর, একটী ভাল ছেলে দেখিয়া উহার বিবাহ দিও; বৃথা ঐশ্বর্য্যের আশায় আমার সুবর্ণ-প্রতিমাকে যেন জলে ভাসাইয়া দিও না। সৎপাত্রে দিও, তাহা হইলেই আমার এ জীবনের আশা পূর্ণ হইবে।”

হরনাথ ধীরচিত্তে শুনিতেছিলেন; কথা ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল; ক্ষণেক বিলম্বে এক গণ্ডুষ জল মুখের ভিতর দিলেন, তাহা ভিতরে প্রবেশ করিল না; দংষ্ট্রাপার্শ্ব দিয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িল। চক্ষু কিয়ৎক্ষণপূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল এখন উন্মীলিত হইল। হরনাথ দেখিলেন, আর বড় বিলম্ব নাই, যথাসময়ে গৃহ হইতে বাহিরে আনিলেন; এবং মাতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মায়াকে কাছে বসাইয়া “শীঘ্র আসিতেছি” বলিয়া আত্মীয় সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় অল্প বিলম্ব হইল। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, রোহিণী ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ‘মা’ ‘মা’ শব্দে রোদন করিতেছে, এবং অবসর বুঝিয়া হতভাগিনী ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিমালয় যাত্রা

"The breezy call of incense-breathing Morn
* * *
No more shall rouse them from their lowly bed"

GREY.

তুমি ধ্বংসাবতার মহাকাল! চরাচরে তোমার নিধনমহিমা কীর্ত্তন না করে, ঈদৃশ অপরূপ বস্তু ত্রৈলোক্যের কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। দেবযোনি হইতে তীর্য্যক, কীট. পতঙ্গ, উদ্ভিদ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় চেতন তোমার করালকবলাধিকৃত রহিয়াছে। অচেতনও তোমার অনায়ত্ত নহে; দিবাবসানে যে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র সুবিস্তীর্ণ গগনমার্গ পরিশোভিত করে, কল্পান্তে তাহারাও তোমার বিরাট গ্রাসানুভুক্ত হইবে। বিধিলিপি তোমার সংহারসীমান্ত, তথাচ তুমি অঘটনঘটনশীল পূর্ণ ব্রহ্মের স্বেচ্ছাধীন নহ। তোমার প্রক্রিয়াকালে শিবলোকে 'হর' 'হর' শব্দে স্বতন্ত্র শিঙ্গা বাজে, পঞ্চভূত তোমার দিগ্বিজয়ের যথাসাধ্য সহায়তা করে, এবং ব্যাধি তোমার অলৌকিক কার্য্যকলাপের শস্ত্রীভূত হন। ধ্বংসই তোমার সাধনা! মৃত্যু তোমার জয়পতাকা! বিলাপ তোমার কৌতুক! কখনও বা তুমি সমীরণকে আহ্বান করতঃ বৃক্ষগুল্মাদি উৎপাটন করিয়া জনপদগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া থাক, কখনও বা হুতাশনের সহিত মিত্রতা করিয়া দীর্ঘকালের নগরীগুলিন নিমেষমধ্যে 'ধূ' 'ধূ' শব্দে ভস্মসাৎ করিয়া ফেল, আবার কখনও কোন অতল সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া এক বৃহৎ বন্যার সৃষ্টি করতঃ ক্ষেত্রজাত সমুদায় শস্য নষ্ট কর এবং তদ্দ্বারা অকালমৃত্যুর সরলপথ আবিষ্কার করিয়া দাও। তোমার প্রবল আদেশে [illegible]লোকে ভূমিকম্প[illegible]র, আগ্নেয় ভূধর অগ্নি উ[illegible] করে, আকাশমার্গে অশনিসম্পাত হইতে থাকে, বায়ু স[illegible]নে মারীভয় উপস্থিত করে, এবং সর্পদংষ্ট্রায় হলাহল জন্মে। তুমি ক্ষুধা[illegible]লে জীবগণ ভয়ে বলির ন্যায় কাঁপিতে থাকে; আলোল জিহ্বা [illegible] করি

তেছে দেখিলে তাহাদের প্রাণপাখী উড়িয়া যায়, এবং উহা হইতে অবিরাম রুধির ক্ষরিতেছে, শুনিলে সর্ব্বাঙ্গের শোনিত শুষ্ক হইয়া যায়। তোমার খল খল অট্টহাস্যে মানবের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এবং তোমারই প্রকোপ লাঘব করিবার জন্য তাহারা ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকে। বৈতরণীর তীরে বসিয়া অগ্রচর বায়স 'আ'—'আ'—রবে যখন জীবকে আহ্বান করিতে থাকে, তখন কে যাবে? কার দিন ঘনাইয়া আসিল? ভাবিয়া জীবগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করতঃ নিরাশ্রয় বোধে সে স্থান হইতে পলায়ন করে। কোন জীব তোমার চিরনিদ্রা আশ্রয় করিলে আত্মীয় স্বজনেরা 'হরিবোল' দিয়া অন্ধজনের কর্ণে তোমারই মহিমা ঘোষণা করিয়া দেয়। বিচারও তোমার অলৌকিক! সুবিধা বুঝিলেই তুমি জগন্মাতা আদ্যাশক্তির ক্রোড় হইতে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকেও সংহার করিয়া ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করিয়া থাক। তোমার বধির কর্ণে পুত্রহারা জননীর বক্ষনিপীড়নসহ আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিতে পায় না; তোমার পাষাণপ্রাণে আলুলায়িতকুন্তলা ষোড়শীর পতিবিয়োগ-ক্ষোভ বিদ্রুপ বলিয়া উপেক্ষিত হয়; আবার তোমারই মহিমা স্মরণ করিয়া বিচ্ছেদকালে দম্পতির চক্ষু অশ্রুতে আপ্লুত হইতে থাকে। তোমার তীব্র কটাক্ষ অতিক্রম করিলে পর, পশ্চাৎগামী সময়ের জোয়ার নববিরহবেগের আতিশয্য শ্লথ করিয়া আনে বটে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সেই দুর্ব্বিষহ জ্বালা জীবের স্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় না। ধন্য তুমি সংহারক! ধন্য তোমার বিশ্বব্যাপী প্রতাপ! এবং ধন্য তোমার নির্ম্মম কর্ত্তব্যপরায়ণতা! ঐ দেখ সম্মুখে তোমার স্মরণার্থ প্রতিজনপদে শ্মশানভূমি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং ঐ দেখ তোমারই প্রিয়স্থান বলিয়া প্রতিশব-ভূমিতে এক এক প্রেতেশ্বর ভৈরব স্থাপিত হইয়াছে। ঐ দেখ তোমার সদ্যভুক্ত কাত্যায়নীর চিতা 'হু' 'হু' শব্দে জ্বলিতেছে; এবং প্রতিমূহুর্ত্তে "শান্তি" "শান্তি" বলিয়া তোমার বিরাট পদে জ্বলন্ত অর্ঘ সাজাইয়া দিতেছে। চিতা ভস্মীভূত হইলে পর রাহুললাটে বৃহৎ হোমের ফোঁটা পরিবে বলিয়া, হৃষ্টচিত্তে তুমিও অপেক্ষা করিতেছ! তোমার উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করা দেবতারও অসাধ্য, কারণ তুমি বাহ্যান্তর উভয় ইন্দ্রিয়েরই অতীত। কেবল কার্য্যকৌশলে জর্জ্জরিত আছে বলিয়া সামান্য জীব তোমার নিদারুণ

অস্তিত্বের অনুমিতি করিতে পারে। হে দেব দেব কৃতান্ত, ব্রহ্মাণ্ডনিপীড়ক তোমার ঐ বিশালপদে নশ্বর আমরা সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করিতেছি।

পত্নীর সৎকার করিয়া হরনাথ গৃহাভিমুখী হইলেন; তারকা না দেখিয়া বাটী প্রবেশ করিতে নাই, এজন্য স্নান করিয়া সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মন এতই অবশ হইয়াছিল, যে তাঁহার যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহার উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সোপানে উপবেশন করিয়া একমনে কাত্যায়নীর হস্তমুক্ত বলয়যুগলের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনর্গল অশ্রুক্ষরণে উহার ক্লেদরাশি ধৌত হইয়া যাইতেছিল; মাঝে মাঝে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিলেন, "এ বালা যার হাতে ছিল, সে কত যত্নে রাখিয়াছিল, আবার কোথায় যাইবে, কে পরিবে, তাহাও আমাকে দেখিতে হইবে! হায় রে সংসার! অমন অমূল্য দেহ চিরতরে বিসর্জ্জন দিলাম, পুড়াইয়া অঙ্গার করিলাম, কিন্তু সামান্য এই বালার মমতা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই হাতখানি ধরিয়া কাড়িয়া লইবার সময়, হৃদয়ে আমার কি যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা হইতে লাগিল, তাহা আর কাহাকে জানাইব? লোকে যে দেহ জীবিত অবস্থায় কত আহ্লাদের সহিত হীরক আভরণে মণ্ডিত করে, কালপ্রাপ্তে তাহার সহিত একখানি ভাল বস্ত্র পর্য্যন্ত প্রাণ ধরিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে না। যাহারা কৃতী, তাহাদের এই রীতি, আমি নির্ধন, বিশেষতঃ রোহিণী অনূঢ়া, নতুবা আমার আর সুবর্ণে প্রয়োজন কি ছিল?" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে দিবাবসান হইয়া আসিল।

'উঃ———'এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরনাথ কুটীরে প্রবেশ করিলেন; শূন্যঘর দেখিয়া প্রাণ কেমন করিতে লাগিল; ক্লান্তিপ্রযুক্ত একখানি জীর্ণ শপ পাতিয়া শয়ন করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাযোগে কতপ্রকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। কখনও দেখিলেন, কাত্যায়নী তাঁহার ক্রোড় ছাড়িয়া অমরায় বিচরণ করিতেছে, কত স্ফূর্ত্তিতে আছে! দুঃখী স্বামীর কথা একবার মনেও পড়ে না! আবার কখনও দেখিতেছেন, সবই মিথ্যা! কাত্যায়নী যে এখানে কিছু পূর্ব্বে গৃহসংস্কার করিতেছিল! ঘর বড় অপরিস্কার হইয়াছিল; এইমাত্র সে নদীতে গাত্র সংস্কার করিতে গেল! এখনি আসিবে, আসিয়া আমায় নিদ্রা হইতে

জাগাইবে, বলিয়া গিয়াছে; নচেৎ অধিকক্ষণ ঘুমাইলে সে বিরক্ত হইবে, বেশী ঘুম সেত ভাল বাসে না! এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বিভাবরী অবসান হইল। ভোরের সময় একবার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, উঠিয়া প্রত্যহের মত "কাত্যায়নি" বলিয়া এক ডাক দিলেন, "আমি প্রাতঃস্নান করিতে যাইব, উষা হইয়াছে; পূজার ফুলগুলি তুলিয়া রাখ;" আবার ক্ষণেক পরে বলিলেন, "না, না, তুমি যে পীড়িতা! আমার ভুল হইয়াছে।" আবার পরমুহূর্ত্তেই, "না, আজ যে সবে এক দিন! কালও এমন সময়ে আমার ~~আছে~~ ছিলে! এইরূপ কতদিন সেখানে থাকিবে, কাত্যায়নি? আমি যে একাকী!"—আবার নিদ্রিত হইলেন, দেখিলেন, দিব্যাঙ্গনারা তাঁহার পুষ্পোদ্যানে ক্রীড়া করিতেছে; কাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। "দূর হ," "দূর হ," বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন; দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে অরুণ, আদিত্যের উদয় ঘোষণা করিবার জন্য মেঘগুলিকে লাল পরিচ্ছদ পরিতে অনুমতি করিতে-ছেন, মেঘেরাও ত্রস্তভাবে সকলে সুসজ্জিত হইতেছেন; দেখিয়া বাহিরের দাওয়ায় গিয়া বসিলেন। রোহিণীকে পূর্ব্বদিনে আত্মীয় কুমারীরা, "তোমার মা আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন, তোমাকে ডাকিতেছেন" ইত্যাদি প্রবোধ দিয়া ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল; বৎসাকে দেখিবার জন্য এ সময় তাঁহার মন চঞ্চল হইল। কিন্তু বাহিরে যাইতে কেমন এক লজ্জা অনুভূত হইতে লাগিল; পাছে লোকে সহানুভূতির ভান করিয়া তাঁহার মন্দভাগ্যের উপর টীকা টিপপ্নি করে। ক্ষণকাল নিস্তব্ধে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাড়ার বিপত্নীক দুই একজন, যাঁহারা নবদলভুক্ত অভাগাকে আশ্বাস দিতে অপ্রকাশ্যভাবে আনন্দ অনুভব করেন, প্রত্যুষে আসিয়া তাঁহার দ্বারে দুই তিনবার আঘাত করতঃ নিদ্রিত বোধে চলিয়াগিয়াছিলেন; এক্ষণে পুনরায় আসিয়া বহুদিনের অভ্যস্ত সান্ত্বনাবাণী আরম্ভ করিলেন। কেহ কহিলেন, "জীবন গোশৃঙ্গে সরিষাবৎ, কখন আছে কখন নাই;" কেহ বলিলেন, "'কল্পান্তস্থায়িনঃ গুণাঃ' ; সে কি মরিয়াছে? তাহার গুণে সে জীবিতা রহিয়াছে; আহা কি সুপাচিকাই ছিল!" ইত্যাদি বাক্য-বর্ষণে তাঁহাকে স্মৃতিব্যথিত করিতেছেন। আবার কেহ বা অতিরিক্ত

আত্মতা দেখাইয়া "এখনও বয়স কি? আমাদের চেয়েও ছোট! দুদিন গেলেই সব ভুলে যাবে; আবার সংসার হবে; পৃথিবীর এই রীতি; আমরা দিবারাত্রই দেখিতেছি"—এইরূপ বিবিধ সৎপরামর্শে চিন্তানলে আহুতি প্রদান করিতেছেন। হরনাথ দুর্ভাগ্যক্রমে এসকল কিছুই শুনিতে পান নাই; তাঁহার মন তখন পূর্ব্বদিনের কথা আলোচনা করিতেছিল; লাল-পেড়ে শাটী-আবৃতা, সিঁথিতে সিন্দুররেখাভূষিতা, এলোকেশী, চিতার উপরি প্রিয়তমা মূর্ত্তি "তিনি ধ্যানে দেখিতেছিলেন। 'তোমায় আমায় আজ হইতে সম্পর্ক উঠিল,' বলিয়া যে তৃণ তিনি স্বহস্তে ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে যথার্থই সম্পর্ক ত্যাগ হইল? না, এখনও আর দশদিন সে সম্বন্ধ থাকিবে? চিন্তা করিতে করিতে সেদিনও অবসান হইল; অমার্জ্জনা-হেতু গৃহ অসংস্কৃত ছিল, সেইরূপই রহিয়া গেল। হরনাথ একমনে উপবিষ্ট হইয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

দশদিন পরে মায়া জননীর শ্রাদ্ধ সমাপন করিল। কাত্যায়নী শয্যাগতা হইয়া অবধি মাঝে মাঝে বলিতেন, "মায়ে, ভগবান তোকে দিয়াছেন, তবু আমরা দুজনে তোর হাতে এক এক গণ্ডুষ জল পাব; নহিলে আমাদের আর গতি হইত না।" মায়া সেই কথাগুলি আজ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে প্রাণ ভরিয়া জল খাওয়াইল। তাহার ধারণা হইয়াছে, 'মা আজ দশদিন জল খান নাই, কতই তৃষ্ণা পাইয়াছে!' কার্য্য যথাবিধি সমাপ্ত হইলে, মায়া পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল "মা আমার স্বর্গে গেছেন, কেমন আছেন?" পুরোহিত উত্তর করিলেন, "সাধ্বী স্বর্গে গেলে যেমন থাকেন; আছেন ভাল। বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল কিনা? তাই তোমার কাছে পানীয় চাহিতেছিলেন; তুমি জল দিলে, এখন আর এক বৎসর পিপাসার কষ্ট হইবে না।"

"আমি কি এত জল দিয়াছি? আমি বৎসর বৎসর এইরূপ দিব, কি বলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন;" এই বলিয়া গুরুর চরণে প্রণতা হইলেন; গুরুও, 'সতী সাবিত্রী ভব' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ পিতাকে বলিলেন, "তোমার মেয়েটী যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি মিষ্টভাষিণী।" হরনাথ শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া দিতেছিলেন, কন্যার এই অলৌকিক

মাতৃভক্তি, ও জননীর উদ্ধারের জন্য কাতরতা দেখিয়া তাঁহার নয়ন সজল হইল; ভাবিলেন, যদি ঈশ্বর কৃপায় বাঁচে, একদিন আমার মুখেও এইরূপ করিয়া জল দিবে। জননীর মৃত্যুর পর উপদিষ্টা রোহিণী যথাসাধ্য পিতার সেবা করিতে লাগিলেন; এখন মায়াই হরনাথের একমাত্র উপলক্ষ। কিছুদিন এইরূপে কাটিতে লাগিল।

এক বৎসর অতীত হইলে পর, হরনাথ পত্নীর সপিণ্ডীকরণাদি সমাপ্ত করিয়া তপস্যা করিবার মানসে হিমালয়-যাত্রা সিদ্ধান্ত করিলেন। মায়াকে কি করিবেন, একবৎসরকাল ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। একে মাতৃহীনা, তাহাতে আবার পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা হইয়া পাছে অকালে শুকাইয়া যায়, এজন্য তিনি কাহারও কাছে রাখিয়া যাইতে সাহস পাইলেন না। মায়াকে দুই চারিটী প্রশ্নও করিলেন; দেখিলেন, তাহারও একান্ত ইচ্ছা পিতার সঙ্গে যায়। অনেক ভাবিলেন, মনে মনে নানাপ্রকার আন্দোলন করিয়া দেখিলেন; শেষে মীমাংসা করিলেন, "জন্মদুঃখিনীর বিবাহ দেওয়া আবশ্যক করে না, রোহিণী চিরকুমারীই থাকিবে। জনহীন দরীকন্দরে ইহার স্বভাব বিচলিত হইবার আশঙ্কা নাই; অতএব সঙ্গেই লইব। এইরূপ সংকল্প করিয়া শুভদিনে শুভযোগে গিরিসন্নিধানে যাত্রা করিলেন। সমতল অতিক্রম করিয়া হিমালয় অধিত্যকাস্থিত কুমায়ুনের রাজধানী আলমোড়ায় উপনীত হইলেন। তথা হইতে চত্বারিংশৎ ক্রোশ উত্তরমুখে, বিষ্ণুগঙ্গার দক্ষিণতীরে, ৺শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ বদরীনাথ তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিল। শীত ও তুষারের উৎপাতে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। নিকটেই বৃষরূপী 'রুদ্রনাথ' শিব আছেন, তাঁহারই আশ্রয়ে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার আশ্রমের পার্শ্ব দিয়া তিব্বত যাইবার পথ ছিল; সন্ন্যাসীগণ ঐ পথ দিয়া কৈলাশপর্ব্বত দেখিতে যাইতেন, এবং রাত্রিকালে তাঁহার আশ্রমে অতিথি হইতেন। শীতের সময় হুইনগল (তুষারসঙ্ঘ) পাতের ভয়ে আশ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে যনীমঠে নরসিংহমন্দিরে বাস করিতে হইত, এবং বসন্তাগমে পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া স্বয়ং ভগ্ন কুটীরের সংস্কার করিয়া লইতেন। গ্রীষ্মের আধিক্য হইলে তিনি রোহিণীকে সঙ্গে লইয়া কখন কখনও মানসসরোবর দেখিতে যাই-

তেন; 'মানস' দেখিয়া রোহিণী পুলকিতা হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিত, "বাবা, কত পুণ্য করিলে আরজন্মে এই সরোবরের রাজহংসী হইতে পারিব? দেখুন, ইহাদের স্বভাব কেমন সুন্দর অথচ কোমল, মর্ত্তের মানুষী অপেক্ষাও আমার বোধহয়, ইহারা স্বাধীনা এবং সুখিনী।" তপস্যার পরিচর্য্যাহেতু রোহিণী কায়মনোবাক্যে পিতার সেবা করিত বটে, কিন্তু মাতার স্মৃতি একবার হৃদয়ে জাগরূক হইলে অহরহঃ তাঁহাকে বিরক্ত করিত। ধ্যানের ব্যাঘাত জন্মাইত বলিয়া তিনি রোহিণীকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে পিতৃলোক পরলোকপ্রাপ্ত হইলে যখন বৈকুণ্ঠে বাস করেন, সন্তান কাঁদিলে তাহাকে নক্ষত্রআকারে দর্শন দেন। রোহিণীও বুঝিয়া ছিল, যে আকাশে প্রত্যহ যতগুলি তারকা উঠিয়া থাকে, সমস্তই এই পৃথিবীর কোনও না কোন জীবের পূর্ব্বপুরুষ; এবং তাহার মধ্যে জনকপ্রদর্শিতা সায়মুদিতা সাঁজতারাটী তাহার বিগতা মাতা কাত্যায়নী; হরনাথ আরও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে এই সমস্ত তেজোরাশি গতিশীল; যতই দিন যাইতেছে, উহারা ক্রমশঃ অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইতেছে; কাত্যায়নী অল্পদিন মাত্র গিয়াছেন, এখনও অধিক ভ্রমণ করিতে পারেন নাই; এজন্য সন্ধ্যা হইলেই তাহাকে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁজ-তারা উদিত হইলে, মায়া আহ্লাদে 'মা', 'মা' বলিয়া জড়পিণ্ড সায়ংগ্রহের সহিত কত খেলা করিত, কত হাসিত, কত মনের কথা কহিত, কত প্রশ্নোত্তর হইত, তাহা মায়া বুঝিত, আর তাহার 'তারা মা' বুঝিতেন। কিন্তু যেদিন গগনমণ্ডল মেঘে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া নক্ষত্র-বিকাশের পথ একবারে রুদ্ধ হইত, রোহিনীর দুঃখের আর সীমা থাকিত না। "মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিবেন, বোধহয়, চরণে কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি," বলিয়া বালা অশ্রুবিসর্জ্জন করতঃ একক্রমে এতই কাঁদিত, যে তাহার আর্ত্তনাদসঙ্গীতে হিমালয় প্রতিধ্বনিত হইয়া পথিকদিগের কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিতে থাকিত। অদ্য ইন্দুশেখর এই অমৃতবর্ষণে মুগ্ধ হইয়াছেন। রোহিণী এখন ষোড়শী; কিন্তু কিন্তু অদ্যাবধি অনূঢ়া।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবাহ।

"অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব
তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং
প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥"

কালিদাস।

ঊষার প্রাক্কালে পুরুষ সমভিব্যাহারে কন্যাকে কুটীরে আসিতে দেখিয়া প্রথমতঃ হরনাথের লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইল। সমস্ত রাত্রি কিভাবে যাপিত হইয়াছে, ইতিসন্দিগ্ধচিত্ত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় কিয়ৎক্ষণ ব্যথিত হইতে লাগিল; না হইবে কেন? হবিঃ ও বহ্নির একত্রে সমাবেশ দেখিলে সাধুব্যক্তি মাত্রেই মর্ম্মপীড়িত হয়েন। পরন্তু অল্পকাল মধ্যেই রোহিণী পথিককে 'অতিথি ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত করায় তাঁহার সে ভ্রম অপনীত হইল। সরলার কথায় প্রত্যয় করিয়া তিনি আগন্তুককে কুটীরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। মনে মনে কহিলেন, "স্বাগত হে অদৃষ্টপ্রেরিত পান্থ, ভবিতব্যতা বিধি তোমাকে অচেষ্টিত মম সকাশে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানার্থে প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব তুমি হৃষ্টচিত্তে বিশ্রাম লাভ কর।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "তুমি, দেখিতেছি, হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, জাগরণ-ক্লিষ্ট ও ক্লান্তকলেবর, অতএব সম্মুখস্থিত বিস্তৃত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষণকাল নিদ্রা যাইতে পার।"

"যথা আজ্ঞা দেব", বলিয়া ইন্দু শির নত করিয়া গুরুর আদেশ গ্রহণ করিলেন; সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করিয়া কাতরস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন্! আমি যে বিপদে অদ্য পড়িয়াছিলাম, কেবল আপনার মহৎ অনুকম্পায় রক্ষা পাইয়াছি। আমাকে শ্রীচরণে রাখিবেন; আমি আপনার শিষ্য হইব, এ কথা বলিতে সাহস করি না; যদি কৃপা করেন, সেবক হইব। পদসেবা

করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিব। ইহাতে আপনার এ উপকারের প্রতিশোধ না হউক, আমার পাপের অনেক ক্ষয় হইবে।

হরনাথ সহাস্যে উত্তর করিলেন, "বৎস, সম্পদ্ বিপদ্ মনুষ্যের অবশ্য-ম্ভাবী ; কেন না, এই দুইটী লইয়াই আয়ুমাত্রে সংগঠিত। অতএব, বিপদ্ বলিয়া ঈশ্বরে কোনরূপ দোষারোপ করিও না। বিপদ্ না হইলে মনের শিক্ষা হইতে পারে না ; লোকে উচ্চান্তঃকরণ হয় না, ভগবানকেও চিনিতে পারে না। সম্পদের কীট শিক্ষাবর্জ্জিত, অহংমত্ত, প্রকৃতবিষয়ে অজ্ঞ ; কেবল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিতে, ভাগ্যসাহায্যে, সংসারসাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায় ; তরঙ্গের সহিত উঠিয়া নামিয়া অনুকূল তুফানে কেবল সন্তরণ করিতে সক্ষম হয় ; অভ্যন্তরের কিছুই দেখিতে পায় না ; তথাপিও এ সমস্ত তাঁহার স্বকৃত বলিয়া অহংকার হয় ; কিন্তু বিপদসেবী প্রাণী এক-বার তরণীচ্যুত হইলে প্রথমতঃ ডুবিয়া যান বটে, কিন্তু রত্নাকরের তলস্থিত মুক্তারাশি একমাত্র তাঁহারই নয়নে প্রতিফলিত হয় ; সংসারের সত্য-ভাণ্ডার আবিষ্কার করিতে কেবল তিনিই সমর্থ ; কে বলিতে পারে, এই বিপদ্ কি সুখসম্পদের সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে! এখন নিদ্রা যাও, রাত্রি সামান্যমাত্র অবশিষ্ট আছে ; ইহার পর, সময়মত তোমার সহিত আলাপ করিব। ইন্দু আশ্বস্ত হইলেন ; উৎকণ্ঠার ভয় তাঁহার এতক্ষণে কিছু লঘু হইল, তিনি করজোড়ে কহিলেন, "ভগবন্, জ্ঞানের আকর! আপনা আনন্দমূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয়, যেন আপনি ত্রিকালদর্শী ; এ দাসের অপ রাধ গ্রহণ করিবেন না।" বলিয়াই ইন্দু শয়ন করিলেন। একে পর্ণশয্যা তাহাতে অপরিচিত স্থান, নিদ্রার কোন সম্ভাবনা ছিল না ; তথাচ অতিরা শীঘ্রই তাঁহার সংজ্ঞা অপহরণ করিল। তাঁহার নিদ্রাকালে রোহিণী পিতা নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন ; হরনাথ অতিরি মনঃসংযোগ করাতে, কথাগুলি যেন সেবন করিতেছেন বলিয়া প্রতী হইতেছিল। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল ; ঋষিকে স্নানাহ্নিকাদি প্রতু কৃত্য অসমাপনান্তে ঘোর সাংসারিকের ন্যায় তত্তৎ বাক্য উৎকণ্ঠার সহি এইরূপে পান করিতে দেখিয়া মানিনী ঊষা যেন লজ্জায় মুখে বস্ত্র আড়নয়নে হাসিতে হাসিতে লুকাইতেছিলেন, আর তাহা দেখিয়া অ

কৌতূহলে উষাকে 'কি হইয়াছে' জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত যেন প্রত্যহ অপেক্ষা দ্রুততর বেগে তাঁহার কাছে আসিতেছিলেন। হরনাথ অকস্মাৎ মনোযোগ ভঙ্গ করিলেন। চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "আজ এত সত্বর বেলা হইয়াছে?" তিনি কারণ জানিলেন না। রোহিণী ব্যস্তসমস্তা হইয়া পুষ্পচয়ন করিতে প্রস্থান করিলেন; হরনাথও ঝরণাভিমুখে ত্রস্তভাবে প্রয়ান করিতে লাগিলেন। দৈনিক কার্য্যে অবহেলা করায়, উভয়ে যেন কাহার নিকট কত অপরাধ করিয়াছেন, এজন্য পিতাপুত্রী হইলেও উভয়ে উভয়ের নিকট লজ্জিত বোধ করিলেন। সাধুর পক্ষে কর্ত্তব্যহেলা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি আছে?

ইন্দু নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রোহিণী পুষ্পপাত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রে পুরুষের আকৃতি ভাল করিয়া দেখেন নাই, এখন দেখিয়া স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, পথিক সুপুরুষ; বর্ণ গৌর, কিঞ্চিৎ রক্ত আভাযুক্ত; নাসিকা পুরুষোচিত দীর্ঘ, ও সুদৃশ্য; কেশ মসৃণ, রশমের ন্যায় সূক্ষ্ম; লোচনযুগল মুদ্রিত; স্ফুটনোন্মুখ ইন্দিবরদ্বয়ের ন্যায় বিতৃ-উদয়ের অপেক্ষায় নিমীলিত আছেন। ললাট প্রশস্ত; কিন্তু অনুক্ষণ ক্ষিত থাকাতে চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছে। মুখের ভাব দেখিলে যুবাকে সাতিশয় চিন্তাকুল বলিয়া উপলব্ধি হয়। অবয়ব সকল দীর্ঘ ও বীরের ন্যায় সুদৃঢ়; ক্ষঃস্থল পীন ও বিশাল; বক্রভাবে করে শিরোন্যস্ত করতঃ যুবা শয়ন করিয়াছেন; দেখিলেই অনুমান হয়, যেন কোন গুহাতাড়িত নরকেশরী সংখ্যাগুরু রির নিকট পরাস্ত ও আশয়চ্যুত হইয়া মৃগমন্দিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। মুখে শ্মশ্রুগুম্ফের লেশমাত্র নাই। মনিবন্ধের অস্থি সকল দৃঢ় ও প্রশস্ত। লেবর বলিষ্ঠ, নাতিস্থূল, নাতিকৃশ; এবং সর্ব্বাংশে পরিচ্ছদে আবৃত। পরিদগুলি কোন স্থানে ছিন্ন; কোনও স্থানে রুধিরচিহ্নিত; সকোষ অসি শেই নিহিত রহিয়াছে দেখিয়া মায়া ক্ষণকাল নির্নিমেষলোচনে স্তব্ধভাবে ায়মানা রহিলেন। মাধবীলতা আসিয়া বায়ুতাড়িত সহকারকে দেখিতে ইলেন; কমলিনী হাসিয়া ঘনপীড়িত ভাস্করকে ডাকিয়া লইলেন; হিণী উদিয়া অরিদষ্ট ইন্দুকে জাগাইলেন। নিদ্রা হইতে উঠাইয়া উষ্ণ-ল তাঁহার ক্ষতগুলি প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমতসময়ে পিতৃদেব স্নান

হরনাথ। সে কতদিন?

ইন্দু। চারি বৎসরের কিছু অধিক হইবে।

হরনাথ। তুমি ব্রাহ্মণসন্তান, এক্ষণে নিরোগ হইয়াছ, ব্রাহ্মণের কার্য্য জপ, তপ, পূজাদি কিছুইত করিতে দেখি না।

ইন্দু। আমার দীক্ষা হয় নাই।

হরনাথ। আমি তোমায় ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিব। এবৎসর তোমার মহাগুরুনিপাত হইয়াছে। এ বৎসর অন্য কোন শুভকর্ম্ম করিতে নাই। পিতৃতর্পনাদি প্রত্যহই করিবে। আহার, নিদ্রা, ক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ে মনুষ্য ও পশু এক নিয়মে পরিচালিত; কোনও বিশেষ নাই। পশু হইতে মনুষ্যের প্রভেদ এই, যে মনুষ্যের কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে, যাহাতে পশুদিগের অধিকার নাই; যথা কর্ত্তব্য, ভক্তি, সাধনা, অহংজ্ঞান ইত্যাদি; সমষ্টি করিলে ইহারা এক কথায় "ধর্ম্ম" এই নামে অভিহিত হয়। এই ধর্ম্মোপাসনায় মনুষ্য পশু হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। যদি প্রকৃতই বিবাহ করিবার বাসনা থাকে, এই সকল ধর্ম্মপালন শিক্ষা কর; অকপটচিত্তে ধার্ম্মিক হও; নচেৎ নিশ্চয় জানিও, আমি পশুর হস্তে কখনও কন্যাসমর্পণ করিব না। অতঃপর, আপাততঃ পিতৃকার্য্য কর, পরে বিবাহ হইলে দম্পতী মম হস্তে দীক্ষিত হইবে। তখন সস্ত্রীক স্বদেশে যাইও, আমার আপত্তি নাই। ইন্দুশেখর প্রণাম করিয়া আদেশ সমর্থন করিলেন। বলিলেন, "দেব আপনার দয়া অসীম; যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব।"

হরনাথ কহিলেন, "তবে আজি হইতে এই অগ্নিসমক্ষে তোমাদের ভাবী বিবাহ স্থিরীকৃত হইল। পরস্পর পরস্পরকে মনোমধ্যে অধিকার দাও। এ কার্য্যে আমিই পুরোহিত। বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি দুইজনের একজন গতায়ু হয়, অপরকে বিধবা অথবা মৃতদার হইতে হইবে; অন্যথা না হয়।" হরনাথ উভয়কেই প্রতিশ্রুত করাইলেন; এবং ইন্দুকে সাবধান করিলেন, যেন বিবাহের পূর্ব্বে কোনরূপ অবিনয় না ঘটে। অবিধেয় অশাস্ত্রীয় কার্য্যে ভগবান কুপিত হয়েন, একথাও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। ইন্দু শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং অধোবদনে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইন্দু প্রত্যহ অপরাহ্নে পর্ব্বতপরিদর্শনে বহির্গত হইতেন; রোহিণী সঙ্গে যাইতেন এবং অপরিচিত স্থান সমূহ দেখাইয়া উহাদের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিতেন। একদিন ইন্দুশেখর, বিজনকুমারের যে স্থানে সৎকার হইয়াছিল, সেইস্থান দেখিতে মানস করিলেন। রোহিণী অগ্রে অগ্রে চলিলেন; পথে স্বীকৃত বিষয়ের স্মরণ হইল। রোহিণী কহিলেন, "আমাদের পরমব্রত এই, যে অনাথ মৃতজীব দেখিলে তাহার সৎকার করিতে হয়। প্রায়ই ছুইনগল (তুষারসঙ্ঘ) পাতে কিম্বা অতিশয় হিমে, অথবা উচ্চ পাহাড় হইতে পদ-স্খলন হেতু পথিকদিগের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; তাহাদের যাহাতে হিংস্রজন্তুগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া অপগতি না হয়, তজ্জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকি; সেদিন তোমার অজ্ঞাতসারে একজন ব্রতধারী তোমার বন্ধুকে লইয়া গিয়াছিলেন, সৎকার শেষ হইলে তিনি প্রচ্ছন্নবেশে চলিয়া যান, পরে আমরা গিয়া ভস্মাবশেষ দেখি। তাঁহাদের মহিমা এরূপ, যে তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দাহকার্য্য সমাধা করিতে পারেন। পরে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অনতিদূরে ইন্দুশেখরকে দেখাইলেন, 'এই সেইস্থান।'

ইন্দুশেখরের তখন শোকসাগর পুনরায় উচ্ছলিত হইল; অনেকক্ষণ বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন, অশ্রু গণ্ড বহিয়া চিতার উপর পতিত হইতেছিল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে কিছু চিতাভস্ম সঙ্গে লইলেন; এবং এক খণ্ড অঙ্গার দ্বারা প্রস্তরের উপর লিখিলেন।—

"বিজনে রহিলে বিজনকুমার!
জানিতে কেবল পর-উপকার।
বিধির বিপাকে এদশা তোমার;
গিরিকোলে, সখা, পাইলে স্থান॥"

সজল নয়নে উভয়ে কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগের সঞ্চার হইতে লাগিল। একদিবস ইন্দুশেখর নন্দিকেশ্বর দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। গৌরীশঙ্করের শৃঙ্গ দেখিয়া রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এস্থান এত মনোরম কেন?" রোহিণী কহিলেন, "এইখানে হরগৌরীর মিলন হইয়াছিল; এই শৃঙ্গ তাহার নিদর্শন।"

কিছুদূর গিয়া মদনভস্মের স্থান দেখাইলেন; পরে রতিবিলাপ, কার্ত্তিকের জন্মকথা প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। স্থানীয় সৌন্দর্য্যে এবং তথাঘটিত মনোহর দেববিহারাদি শ্রবণে ইন্দুশেখরের শরীরে রোমাঞ্চ হইল; পুরুষের রোমাঞ্চ হইতে দেখিয়া যুবতীরও ভাবান্তর হইল; ইন্দুশেখর আত্মবিস্মৃত হইয়া রোহিণীর মুখচুম্বন করিলেন। রোহিণী শিহরিয়া উঠিলেন; লজ্জায় আর কথা কহিলেন না। অবনতবদনে আশ্রমে ফিরিলেন। ইন্দু গুরুর নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত রোহিণীকে অনেক মিনতি করিতে লাগিলেন। রোহিণী বাটী আসিয়া প্রত্যেহের মত সমস্ত পিতৃসন্নিধানে নিবেদন করিল; কেবল চুম্বনের কথাটী বলিল না। তাহার মনে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। পরদিন সায়াহ্নে ইন্দুশেখর বেড়াইতে যাইবার জন্য আহ্বান করিলে, রোহিণী যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন। তিনি ভাবী স্বামীকে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আপনি পিতৃআদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন, আমার বোধহয় বিবাহের পরিণাম শুভ হইবে না।" ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া একাকী বহির্গত হইলেন। মায়া তদবধি বিবাহ পর্য্যন্ত আর তাঁহার অনুসরণ করেন নাই।

সময় উত্তীর্ণ হইলে পর, শুভলগ্নে উভয়ের বিবাহ হইল। মা দেখিতে পাইলেন না, রোহিণীর মনে বড় দুঃখ রহিল। তাঁহার 'তারামা'ও সে রাত্রিতে উদিতা হন নাই। মায়া মনে করিলেন, এ বিবাহ, বোধহয়, তাহার মাতার অনুমোদিত নহে। এই অমূলক বিশ্বাসে পরিণামে বিষময় ফল ফলিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বসময় অতি আনন্দকর থাকে, কিন্তু নিগড় একবার পায়ে পরিলে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তা আসিয়া পরক্ষণেই সে আনন্দকে আচ্ছাদিত করে। বিবাহ-বাসরের শেষ প্রহরে শৃঙ্খলবদ্ধ বরবধূর চিত্তবৃত্তি দারুণ ভারজনিত ঔদাস্যে পরিণত হয়, এ কথা কে না জানেন? যেদিন অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে শূন্যহৃদয়া দেখিয়া কাতরে দুষ্মন্তের চরিত্র-সমালোচনা করিতেছিলেন, সেদিন তাঁহাদের সেইভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে কে বলিবেন, যে ইঁহারাই কাশ্যপকন্যার বিবাহবাসরে রাজার সহিত রঙ্গরসে মাতিয়াছিলেন? আশ্রমে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক না থাকায়, আমোদের পরিবর্ত্তে উপদেশেই রজনী অতিবাহিত হইল। হরনাথ বলিতে লাগিলেন.

"বাবা ইন্দু! তোমার হস্তে আমার যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিলাম, যত্নে রাখিও; যদি আবশ্যকমত তোমার স্নেহ, মমতা প্রভৃতি পায়, ইহা হইতে সুবর্ণ ফলিবে। ইহার গর্ভধারিণী যদি আজি জীবিতা থাকিতেন, তোমার কত অধিক আদর হইত! পুরুষে সেরূপ আদর করিতে জানে না। কন্যা আমার বড়ই অভিমানিনী, মাতৃহীনা বলিয়া তাহার এই দোষ এপর্য্যন্ত সংশোধন করিতে পারি নাই; তুমি আত্মগুণে শিখাইয়া লইও। অপরাধ করিলে যথারীতি শাসন করিবে, কিন্তু, বাবা, পীড়ন করিও না, এইটী আমার অনুরোধ। পিতৃমাতৃস্নেহে বঞ্চিতা হইয়া তোমার আশ্রয়ে তোমারই মুখ চাহিয়া থাকিবে, তুমি পীড়ন করিলে কোথায় আর স্থান আছে বল? আর উহার অভিমানও একবারে নষ্ট করিও না। শরীরে অভিমান থাকিলে স্ত্রীলোক নির্লজ্জা হয় না।" পরে রোহিনীকে যথাযথ উপদেশ দিলেন। কহিলেন, "মায়ে, তোমাকে যে পতিব্রতাধর্ম্ম শিখাইয়াছি, তাহার আধার তুমি তোমার স্বামীতে পাইবে। প্রাণপণে ইহার ও তোমার শ্বশ্রূর সেবা করিবে। ননদিনীকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিবে। স্বামী তিরস্কার করিলে কদাপি অভিমান করিও না। পতি পার্থিবদেবতা; যতদিন পতি জীবিত থাকিবেন, ততদিন উনি ব্যতীত আর কোন দেবতাই তোমার পূজার্হ নহে। স্বামী অবর্ত্তমানেও উদ্দেশে তাঁহার পূজা করিতে হয়। পতির মৃত্যুর পর পুনর্মিলনের আশায় ব্রতাদিসৎকর্ম্মে পরিত্যক্ত অদ্ধ আমরণ কোন প্রকারে রক্ষা করিতে হয়। আর্য্যনারীর এই আদর্শচরিত্র। এই তোমার প্রকৃত দীক্ষা হইল; ইহার পর পতিকুলগুরুর নিকট নামমাত্র একবার দীক্ষিতা হইবে। সাধ্বীরা সাধ করিয়া স্বহস্তে স্বামীপদ ধৌত করতঃ আপন কুন্তলগুচ্ছদ্বারা মুছাইয়া থাকেন; পাতিব্রাত্য রমণীজীবনের পরাকাষ্ঠা।"

হরনাথ উপদেশ সমাপ্ত করিলেন; ইন্দু তখন কাঁদিয়া বলিলেন, "তাত! আপনার অঙ্ক হইতে প্রত্যুষে বিদায় লইতে হইবে, এই চিন্তায় আমার হৃদয়ে বড় যন্ত্রনা হইতেছে। কত আনন্দে আপনার পবিত্র আশ্রয়ে ছিলাম! কত উপদেশ শিখিলাম! এখন কিরূপে বিদায়গ্রহণ করিব, তাহাই ভাবিতেছি। আর আমরা চলিয়া গেলে আপনিই বা কিপ্রকারে একাকী থাকিবেন? কত কষ্ট হইবে, কে জানে।

হরনাথ মৃদুমন্দ হাসিয়া বলিলেন "বৎস! মায়া কাটাইয়াছি, যেদিন সেই মহামায়াকে হৃদয় হইতে নিরঞ্জন করিয়াছি। আমি আরণ্যক, আমার এসব মায়ায় বদ্ধ থাকা আর উচিত নহে; এতদিন কোন উপায় ছিল না, এখন তুমি ভার লইয়া আমায় নিষ্কৃতি দিলে, এজন্য তোমার কাছে আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করিলাম। তবে আমার দোসরটী লইয়া চলিলে, নির্জ্জনে কিরূপে থাকিব, এই যন্ত্রনা আপাততঃ বড় প্রবল হইবে; বিশেষতঃ রোহিণী পুষ্পচয়নাদি অনেক বিষয়ে আমায় সাহায্য করিত; এখন স্বয়ং সমস্তই করিতে হইবে। তথাপি তোমরা উভয়ে যদি সুখী হও, এ কষ্ট আমি 'কষ্ট' বলিয়া বিবেচনা করিব না।"

হরনাথের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে নামিয়া মৃত্তিকাস্পর্শ করিল; লঘুত্ব প্রকাশ হইয়াছে ভাবিয়া তিনি উহা অপসারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন; রোহিণী অঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইতে গেলেন। হরনাথ কহিলেন, "আর মায়া বাড়াইও না। আমার অভ্যন্তরে ভয়ানক যন্ত্রনা হইতেছে।" রোহিণী পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমি আপনার শ্রীচরণ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। আপনি আমাকে কোথায় পাঠাইতেছেন?" হরনাথ গম্ভীর হইলেন; বলিলেন, "আমার উপদেশ?" রোহিণী কহিলেন, "পালন করিব।" হরনাথ তখন ইন্দুকে দেখাইয়া রোহিণীকে বলিলেন, "এই তোমার স্বামী, ইঁহার সহিত তোমাকে অবশিষ্ট জীবন অতিপাত করিতে হইবে। ইনি তোমার পরকালের কাণ্ডারী।"

রোহিণী ইন্দুর দিকে চাহিয়া তাঁহার পদের অঙ্গুষ্ঠপ্রান্ত হইতে কেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একবার নিরীক্ষণ করিলেন; বোধ হইল, যেন সম্যকরূপে স্বামীকে চিনিয়া লইতেছেন, যাহাতে ভবিষ্যতে লোকসমাজে কভু না ভ্রম হয়। তিনিত জানেন না, যে এ মায়াসংসারে নিত্য কতপ্রকার বহুরূপী ঘুরিতেছে, অহরহঃ স্বামী সাজিয়া পরস্ত্রী ভুলাইবার জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে; মুষ্টিভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে 'জয় রসিকতা' বলিয়া গিয়া সাধিতেছে। ভাণ না বুঝিতে পারিলে কত অবোধিনী হেয়ঃদিগকে ভিক্ষাও দিতেছে; পরে অনুতাপ করিতেছে। প্রীতির ব্যবসা, হাটে বাজারে প্রেম বিক্রয়, শেষে জীবিকায় পরিণত। এ সকল দৃশ্য রোহিণী ভবিষ্যে

খনও দেখিবেন বলিয়া, যেন, বোধ হইল, আজি পতিকে প্রাণপণশক্তিতে দয়ঙ্গম করিয়া লইলেন।

ক্রমে নিশাসুন্দরী ভূতল ছাড়িয়া পাতালে রাজ্যবিস্তার করিতে গেলেন; যোগ পাইয়া স্ত্রৈণ রবিও পদ্মিনীকে বারেক হাসাইবার জন্য বদন রঞ্জিত করিয়া পূর্ব্বদিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন; তাঁহার হাব ভাব দখিয়া পদ্মিনীও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি বিকসিতা ইলেন। সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ অবৈধ আচরণে ক্ষুণ্ণ হইয়া তীর্য্যক্ সম্প্রদায় কিচিরমিচির' করিয়া নানাকথা বলিতে আরম্ভ করিল; অবশেষে সুরসিক াপিয়া উপর হইতে ডাকিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিল, যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বি দিবসেও গৃহিণীর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করিলে উহাতে দোষ নাই। হিণীর মন না যোগাইতে পারিলে তাঁহার এতকালের চাকুরিটী যাইবার ম্ভাবনা; তাহাতে জগতেরই ক্ষতি। রবি এতদিন কার্য্য করিলেন, এক-দিনও তাঁহার অনুপস্থিতি নাই; এরূপ উপযুক্ত লোকের সামান্য দোষ ধরা উচিত নহে। বড়লোক হইলেই কিছু স্ত্রৈণ হয়; স্ত্রীর প্রাধান্য না হইলে কমলার কৃপা হয় না; অতএব একক রবি কেবল এ দোষে দোষী নহেন। পক্ষীসমাজ তাহা শুনিয়া রৌদ্র উঠিবামাত্র নিরব হইল; হরনাথও ম্পতীকে বিদায় দিতে গাত্রোত্থান করিলেন। রোহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, 'বাবা, আবার কবে আপনাকে দেখিব? কিরূপেই বা সংবাদ পাইব?" হরনাথ উত্তর করিলেন, "অতঃপর, মা, আমি মহাব্রত অবলম্বন করিব; মার তৃণ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিব না। সুতরাং আমার সংবাদ, বোধহয়, আর পাইবে না। কিছুদিন পরে আমার সমাধি হইবে, যদি স্বামীর সহিত কখনও এস্থানে আইস, সেই অবস্থায় দেখিতে পাইবে। রৌদ্র প্রখর হইতেছে, এইবেলা তোমাদের যাত্রা করা উচিত।" হরনাথ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; উভয়েই পিতৃপদযুগলে প্রণাম করিলেন; কাত্যায়নীর হাতের বলয় ও খাড়ু তিনি রোহিণীকে পরাইয়া দিলেন; এবং পাথেয় কিঞ্চিৎ ইন্দুর হস্তে অর্পণ করিলেন; ইন্দু রোহিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন; এবং বিদায় লইয়া সম-তলাভিমুখী হইলেন। প্রথম পাদবিক্ষেপেই রোহিণীর প্রস্তরোপরি পদস্খলন হইল; তদ্দর্শনে ইন্দু কিয়ৎবিলম্ব করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। রোহিণী

আসিতে আসিতে পশ্চাতে যতদূর দেখিতে পাইতেছিলেন, বারংবার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; এক একটী পরিচিত গুল্ম বা নির্ঝরিণী অতিক্রম করিবার সময়, 'ক্রমে দূরবর্ত্তিনী হইতেছি আর পিতৃদর্শনের আশা নাই' মনে করিয়া তাঁহার চিত্ত উদাস হইতে লাগিল। জন্মভূমি হইতে বিদায় লইবার সময় কল্পনাপ্রিয় জীবমাত্রেরই মনে এইরূপ হয়। হরনাথ কিছুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন; পরে একখণ্ড পাহাড় দুহিতার দৃষ্টি অবরোধ করিল। তথাপি মায়া বারংবার গ্রীবা বক্রীকৃতা করিয়া পশ্চাৎভাগে দেখিতে লাগিল। হরনাথ দেখিলেন, কন্যার চক্ষুদ্বয় জলে ভাসিতেছে। সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইলে এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুটীরে ফিরিলেন; কাত্যায়নীকে মনে পড়িল; কাত্যায়নীর চিহ্নটী এতদিনে চক্ষের অন্তরাল হইল। তথাপি সৎপাত্রে কন্যা-দান করিয়া সহধর্ম্মিণীর চরমপ্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, এই আশ্বাসে চিত্তকে তৃপ্ত করিলেন। উপরের দিকে চাহিলেন, করজোড়ে নিয়ন্তাকে কহিলেন, "ভগবন্ অনন্তদেব! তোমার বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে ঠাকুর? কি ছলে কাহার জন্য কাহাকে রাখিয়াছ; কি মহিমায় কিরূপে আনিয়া উহাদের মিলন ঘটাইতেছ; কি মায়াডোরে পুনঃ উহাদের ভুলাইয়া সংসারী করিতেছ জানিয়াও জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না, হায়! অনিত্যকে কত সার বলিয়া মনে করে! এসকল কি ঠাকুর? হে নিরাকার, আত্মবিকার সাকারকে মোহিনীফাঁদে ন্যস্ত করিয়া তোমার কি ক্রীড়া হইতেছে? না, কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে? অথবা পরমাত্মার কোন অংশ বিকাশে মলিন হইলে ক্রিয়াদ্বারা তাহার সংস্কারের জন্য ইন্দ্রিয়রূপ বন্ধনে আবদ্ধ কর। কিছুই বুঝিতে পারি না; দেব!"—দম্পতী বিদায় হইলেন; হরনাথও স্নান করিয়া যোগে বসিলেন; আর উঠিলেন না।



নবম পরিচ্ছেদ

স্বদেশ-প্রত্যাগমন।

"The meek intelligence of those dear eyes!
(Blest be the art that can immortalize)."

COWPER.

সারাদিন পথভ্রমণ করিয়া নিশাগমে স্ত্রীপুরুষ এক সরাইয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; রোহিণী পাক করিলেন, এবং উভয়ে আহারাদি করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে রোহিণী অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িয়াছিলেন; অঙ্গে বেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছিল; এজন্য অদ্য চলিতে যন্ত্রনা অনুভব করিতেছিলেন। কিছুদূর যান, বিশ্রাম করেন; আবার কিছুদূর যান, আবার বসিয়া থাকেন। এইরূপ করিতে দেখিয়া ইন্দু তাঁহাকে নিকটস্থ এক আপণে রাখিয়া যানান্বেষণে বাহির হইলেন। যুবতী একাকিনী বসিয়া রহিলেন। আপণমধ্যে একজন পশ্চিমদেশীয় বস্ত্রবিক্রেতা ছিল, একাকিনী পাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দেহের আভ্যন্তরিক জ্যোতিঃ ও নয়নের তেজোময়ী ভাতি দেখিয়া দুষ্ট মন্তব্যপ্রকাশ করিতে সাহস পায় নাই। দুই চারিটী কথা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে, উত্তর না পাইলেই ক্ষান্ত হয়; আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। পাপাত্মা বিষম বলবান; কিন্তু রোহিণী তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিতা বলিয়া বোধ হইল না। বলবান হইলে কি হয়? শরীরে পবিত্র ঐশিক তেজের অভাব হইলে বল কেবল দেহের ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। নারীর নিকটে অভাগা কখনও ইতস্ততঃ চাহিয়া চোরের ন্যায় করজোড় করিতেছে, কখনও কাতরতা জানাইতেছে; কখনও চক্ষু ছলছল, ওষ্ঠ কম্পমান, যেন কাঁদিতেছে; কখনও বা অঙ্গুলি-দ্বারা সঙ্কেত করিতেছে, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে; এইরূপ আপনা

আপনি নানাপ্রকার ভাবের অভিনয় করিতেছে। দোকানদার সমস্তই দেখিতে ছিল, সে ব্যক্তিও বস্ত্রবিক্রেতাকে প্রতারণা করিয়া যুবতীর প্রতি মাঝে মাঝে আড়কটাক্ষ করিতেছিল; আরও দুই একজন পান্থ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা চোরের উপর পাটচ্চোর হইয়া দোকানীও বিক্রেতাকে ফাঁকি দিয়া বালাকে তাঁহাদিগের সঙ্গে পলায়ন করিবার ইঙ্গিত করিতেছিলেন। এইরূপে তথায় এক (অপ্‌টিকেল্ ইলিউসান্) অক্ষির প্রবঞ্চনলীলা চলিতে-ছিল; লক্ষ্য এক; কিন্তু প্রত্যেকেই ইঙ্গিতের পূর্ব্বে চারিদিক চাহিয়া অপর সকলের অন্যমনস্কতা পরীক্ষা করিতেছিলেন; ফলে কিন্তু ভাল; কোনরূপ বেয়াদবি হইবার উপার নাই। যেমন সৌরজগতের গ্রহচয় প্রত্যেকেই সবিতৃ-আকর্ষণে আকৃষ্ট, অথচ পরস্পর সকলেই একশৃঙ্খলবদ্ধ থাকায় কেহই সূর্য্যমণ্ডলের দিকে, অগ্রসর হইতে পারে না, সেইরূপ অত্র এই প্রাণীচতুষ্টয় পরস্পরের অবিশ্বাসনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া কেহই সাধারণ লক্ষ্যের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইতে সাহস পাইতেছিল না। হঠাৎ সকলে দেখিল, দোকান-দারের অতিচার উপস্থিত; তিনি কিছু খাদ্যসামগ্রী লইয়া গাত্রোত্থান করিতেছেন; বক্তব্য এই, যে স্ত্রীলোক অবলা, লজ্জায় ক্ষুধার কথা কখনও বলিতে পারিবে না; তিনি দোকানী; তাঁহার কর্ত্তব্য, সকল বিষয়ের তত্ত্বাব-ধারণ করা; বলিতে কি, রোহিণীর সেরূপ সু-অদৃষ্ট নয় যে বিনামূল্যে আহার্য্য উদরসাৎ করিতে পান। মহা অরিযোগ লাগিয়া গিয়াছে। পাপগ্রহে পাপ-গ্রহে বিবাদ, কিন্তু জীবের পক্ষে ভাল। বিক্রেতা বাবাজী বলিলেন, "তুমি এইমাত্র একটী ক্ষুধার্ত্ত অনাথ ভিক্ষুক বালককে তাড়াইয়া দিলে! এ তোমার দয়া নহে, কু-অভিসন্ধি; তোমার শরীরে দয়া মায়া নাই, আমি তাহা জানি-য়াছি।" এইরূপে তিনজনে বিবাদ করিয়া দোকানীকে সে অভিপ্রায়-হইতে ক্ষান্ত করিল। ইন্দু প্রত্যাগমন করিলেন; রোহিণী দেখিলেন, সঙ্গে এক অশ্বতরী আনিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া দোকানদার সাদরে অভ্যর্থনা করি-লেন; আরও পত্নীকে আশ্রয় দিবার জন্য তাঁহার নিকট পুরস্কার চাহিলেন; সকলেই মিষ্টভাষায় ইন্দুশেখরকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন; স্ত্রীপুরুষ উভয়েই জলযোগ করিলেন; এবং স্ত্রীকে অশ্বতরীর পৃষ্ঠে উঠাইয়া যুবক স্বয়ং অশ্বের মুখ ধরিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। রোহিণী প্রথমতঃ তাহাতে

আপত্য জানাইলেন; ইন্দু কহিলেন, "আমরা পুরুষজাতি, সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি; তোমরা কোমলাঙ্গী, তোমাদিগকে সুখে রাখিতে পারিলেই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল; তুমি ইহাতে আপত্য করিও না। রমণী তখন উঠিয়া অশ্বতরীর কেশগুচ্ছ ধারণ করিলেন; যুবক প্রগ্রহ অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; কষাঘাতে বেশ্বরী হ্রেষারবে স্থানত্যাগ করিল।

সমতলে আসিয়া ইন্দু শুনিলেন, দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্রোহ সকলস্থানেই দমিতপ্রায়। ইংরাজসিংহের জয়পতাকা আবার গগণ-ক্রোড়ে পবনবেগে উড্ডীয়ন করিতেছে। বিদ্রোহীরা সমবেত হইয়া রাজদ্বারে অস্ত্রসমর্পণ করিয়াছে: এবং মহারাণীর ঘোষণাপত্র ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইতেছে। ক্রমে লক্ষ্ণৌ সহরে আসিলেন; দেখিলেন, সেনাপতি আউট্রাম্ তথাকার বারুদভাণ্ডারে অগ্নিযোজিত করিয়া সমুদয় ভস্মাবশেষ করিয়া গিয়াছেন; তাহাতেই রাজত্বরক্ষা হইয়াছে। অযোধ্যায় আউট্রাম্ যেরূপ বলবিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, সিন্ধু এবং রাজপুতানা অঞ্চলে নেপিয়র তাহা অপেক্ষা সমধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়া বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে সৈন্যদিগের এরূপ রাজদ্রোহ পূর্ব্বে আর কখনও ঘটিতে দেখা যায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষেরা স্থির করিলেন, যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুরাচারিতা নিবন্ধন এই বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যুক্তি করিয়া তাঁহারা ভারতসাম্রাজ্যকে কোম্পানীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ইংলণ্ডের শাসনাধীন করিলেন।

ইন্দু গৃহে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, বাহিরের দ্বার রুদ্ধ। রুদ্ধ দেখিয়াই বদন বিষণ্ণ হইল; বুঝিলেন, মাতা ও ভগিনীর পরলোকগমন ঘটিয়াছে। রাজদ্বারে সংবাদ দিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তদনুসারে তদন্ত করিতে আসিলেন; অনুসন্ধান করিয়া, এবং ইন্দুর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি কুলুপ ভাঙ্গিয়া বাটী প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের কোনরূপ তথ্যনির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। যাইবার কালিন ইন্দুকে বলিয়া গেলেন, 'নিশ্চয়ই অরাজক অবস্থায় তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে; অনুসন্ধান করা বৃথা।'

আদেশ পাইয়া ইন্দু দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তৈজসপত্রাদি সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। বাটীতে কিছুই নাই; কেবল একখানি পালঙ্ক ও একটী সিন্ধুক রহিয়াছে। অপর কক্ষে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, পিতার প্রতিকৃতিখানি পূর্ব্ববৎ দেয়ালে নিবদ্ধ আছে। প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যাইবার সময় তিনি জনকের মৃতদেহ দেখিয়া গিয়াছিলেন, এখন আসিয়া কেবল প্রতিকৃতি দেখিলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে যে লোককে হাসিয়া কথা কহিয়া বেড়াইতে দেখিয়া গিয়াছি, আজ আর সে নাই; সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলেও নাই। প্রতিকৃতি দেখাইয়া রোহিণীকে কহিলেন, "প্রণাম কর; ইনি আমার পিতা;" রোহিণী বিস্ময়ান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কে?" ইন্দু উত্তর করিলেন, "তোমার শ্বশুর, পরম গুরু; জীবিত থাকিলে ইঁহাকে 'পিতা' সম্বোধন করিতে।" রোহিণী সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত করিলেন; প্রতিকৃতি লইয়া উভয়ের অনেক বাদানুবাদ হইল; রোহিণী সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "আমার মার রাত্রে যে প্রতিকৃতি দেখিতে পাই; সে আর এক রকম।" ইন্দু একটু হাসিলেন, অহঙ্কারের সহিত বলিলেন, "এ সকল প্রতিকৃতি বহু ব্যয়সাধ্য; ইহার নির্ম্মাণ যার তার ক্ষমতায় সঙ্কুলন হয় না।" তাঁহার বুঝা উচিত ছিল, যে জায়া স্ত্রীলোক, সংস্কারহেতু বিশ্বাস, অতএব অহঙ্কার প্রকাশ অকর্ত্তব্য। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ বংশতিলকদিগের অবস্থার তারতম্য হইলেও পূর্ব্বপ্রাধান্যজনিত মদ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না; ইন্দু রোহিণীর প্রাণে অনায়াসে ব্যথা দিলেন। সন্ধ্যার সময় মায়া ছাদের উপর বসিয়া কাঁদিতেছিলেন; অচলশিখরে 'তারা মা'কে একরূপে দেখিয়াছেন, সমতল হইতে তাঁহাকে যেন ভিন্নরূপা দেখিতে লাগিলেন। ইন্দু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে ছাদে উঠিলেন; ভুলাইবার জন্য পত্নীকে বুঝাইলেন, যে নরকৃত শিল্প ক্ষণবিধ্বংসী; কিছুদিন পরেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু বিশ্ব-রচয়িতার চিহ্নরাশি কল্পান্তঃস্থায়ী; উহাদের ধ্বংস নাই। প্রণেতার কারু-কৌশল উজ্জ্বল রশ্মিতে কি অপরূপ মাধুরী ধারণ করে, কীটানুকীট, তস্য কীট, পরমানুসদৃশ জীবের কি সাধ্য, যে তাহার অনুকরণ করিতে চাহে? রোহিণী অল্পেই তুষ্টা হইতেন; হাসিয়া বলিলেন, "ভগবান্ বিষ্ণু ব্যয়কুণ্ঠ

নহেন!" ইন্দু তাঁহাকে মনোবেদনা দিয়াছেন বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন; রোহিণী স্বামীর পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক হাত ধরিয়া নিম্নে লইয়া গেলেন; উভয়েই আহারাদি সমাপন করিলেন; এবং যথাসময়ে প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত হইলেন।

একমাস কাল এইরূপে গেল; একদিন রোহিণী একাকিনী বাটীতে আছেন, ইন্দু নগরে গিয়াছেন; এমন সময়ে এক নর্ত্তকী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল; বলিবার পূর্ব্বেই নাচগান আরম্ভ করিল; এবং যাইবার কালে কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিল। রোহিণী তাহাকে স্বামীর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে কহিলেন। এরূপ অঙ্গচালনা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, এজন্য নৃত্যবিষয়ে অনেক কথোপকথন হইল। পরে অন্য কথা পড়িল; নর্ত্তকী কহিল; "এ বাটীর গৃহিণী দেশে গিয়াছেন, কবে আসিবেন জান? আমার কিছু প্রত্যাশা আছে; তিনি আমাকে কিছু দিবেন বলিয়া স্বীকৃত আছেন।" রোহিণী উত্তর করিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে কখনও দেখি নাই; কোথায় গিয়াছেন তাহাও জানি না।"

নর্ত্তকী কহিল "তাঁহারা স্বদেশে গিয়াছেন, আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছেন; আমার নিকট বাটীর চাবি রাখিয়াও গিয়াছেন। বলিয়া গেলেন, 'যদি আমার পুত্র আসেন,—যদি ভগবান্ তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া থাকেন,—আসিলে এই চাবি তাঁহাকে দিও।' আমি এখানে ছিলাম না, এইজন্য এতদিন আসিতে পারি নাই, তুমি তোমার স্বামী আসিলে একথা বলিও; আর এই চাবিটী দিও, আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।" রোহিণী নটীকে কিছুক্ষণ থাকিতে অনুরোধ করিলেন, সে স্বীকৃতা হইল না; কহিল, "তোমার শ্বশ্রূকে আমি 'মা' বলিয়া জানি; তোমার স্বামী আমার ভাইয়ের মতন; আমি ইঁহাদিগেরই প্রতিপালিতা; থাকিতে কোনও বাধা নাই, তবে আজ থাক্, আর একদিন আসিব;" বলিয়া সে প্রস্থান করিল। রোহিণী গণ্ডে করন্যস্ত করিয়া ভাবিতে বসিলেন।

ক্রমে দিবাবসান হইল; ইন্দু দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাটীতে আসিলেন। রোহিণী অতিশয় আনন্দ সহকারে তাহার নিকট গেলেন, হাত ধরিয়া স্বামীকে কহিলেন "ইন্দু, তোমার মা ও ভগিনী দেশে গিয়াছেন, আজি এক নর্ত্তকী

আমায় বলিয়া গেল; ও তোমাকে দিবার জন্য আমার নিকট বাটীর চাবি রাখিয়া গেল।" ইন্দু প্রথমতঃ বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক কেন?" রোহিণী উত্তর করিলেন, "তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক কেন?" ইন্দু বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি বয়সে ও সম্পর্কে ছোট, আমি নাম ধরিলে তত ক্ষতি নাই; কিন্তু তুমি প্রকাশ্যে আমার নাম ধরিলে লোকতঃ অবাধ্য আচরণ করা হয়; সেটা কি ভাল?" রোহিণী কহিলেন, "এবার ক্ষমা কর, এইবার হইতে, না হয়, গোপনে নাম ধরিব; কিন্তু ভবিষ্যতে কি বলিয়া প্রকাশ্যে ডাকিব, বলিয়া দাও, যাহাতে লোকতঃ অপমান না হয়?" ইন্দু ভাবিয়া কিছুই খুজিয়া পাইলেন না; বলিলেন, "এখন মনে নাই, অবসরমত পরে বলিয়া দিব।" পরে রোহিণীকে নর্ত্তকীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; রোহিণীর মুখে বিবরণ শুনিয়া অতিশয় হর্ষ অনুভব করিলেন; জায়ার কথায় তথাচ তাঁহার উৎকণ্ঠাদূর হইল না; এজন্য স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া নর্ত্তকীকে আনাইলেন; এবং তাহার মুখে অবশিষ্ট সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দে স্বদেশযাত্রা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন।

অনন্তর একদিবস নাতিশীতোষ্ণ তপনতাপনে সিক্ত হইতে হইতে, অনুকূল একটান্ স্রোতে আবহমানা, পথশ্রান্ত আরোহীযুগ্মসমন্বিতা, বৃহৎ একখানি নৌকা, গঙ্গার স্নিগ্ধ বিশাল বক্ষ পরিত্যাগ করতঃ, ছাপ্ঘাটীর মধ্য দিয়া ভাসিতে ভাসিতে, তন্বী ভাগীরথীর উপর আসিয়া দেখা দিল। মাতা গঙ্গা প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া ভাগীরথীও উহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং আপনার ক্ষুদ্র কুলকুলস্বনমধুর তরঙ্গপ্রবাহে আরও কিঞ্চিৎদূর তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন; কিছুদূর গিয়াই তরীমধ্যস্থ পুরুষ আরোহী নাবিককে নৌকার গতিরোধ করিতে অনুরোধ করিলেন; নৌকা থামিল, সহযায়ী ভাগীরথীতরঙ্গ তখন ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ স্বমার্গে চলিয়া গেল। আরোহীদ্বয় ধীরে ধীরে তীরে অবতরণ করিলেন।

খড়িপুর হইতে প্রায় চারিক্রোশ উত্তরে পলাশীর বিস্তীর্ণ প্রান্তর বিপরীততটে নদীকূলে বিলাসপুর নামে গ্রাম ইন্দুশেখরের পিতৃস্থান। ভাগীরথী হইতে এক পরিখা উক্ত গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

পরিখার অপরপার্শ্বেই গ্রামের জমীদার নিতাইচরণ ঘোষালের প্রাসাদ। পরিখা তাঁহারই কুটীরচতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়াছে। পরিখার একতটে বংশী বাবুর দ্বিতল গৃহ; অপরতট হইতে নিতাই বাবুর অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গন, প্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহা নানাবিধ পুষ্পোদ্যানে পরিপূর্ণ; ছোট ছোট কুঞ্জ কৃত্রিম ঝোপ, বাঁশবন, আম্রকানন, পঞ্চবটী, দেবদারুশ্রেণী প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। পরিখাটী প্রায় সাত আট হস্ত বিস্তৃত। একস্থানে কতকগুলি বংশকাণ্ড পড়িয়া যাওয়াতে সেতুস্বরূপ হইয়াছে। উহাতে খালের পরপার হইতে নিতাই বাবুর বাটীর প্রাঙ্গনে যাওয়া যায়। অন্তপুরের দিকে একটী চক্; সারি সারি গবাক্ষমালায় শোভিত। প্রাসাদটী আধুনিক অট্টালিকার ন্যায় ও নহে, পূর্ব্বকালের মতও নহে; চারিদিকে স্তম্ভরাজিত সুধাধবলিত মনোহর একটী বিস্তীর্ণ হর্ম্ম্য মাত্র। নিম্নে জমীদারি কাছারি, পূজার দালান, তাহা নামমাত্র, পূজা বহুদিন হইতে বন্ধ হইয়াছে; অপর-দিকে বৈঠকখানা, তোষাখানা ইত্যাদি। দ্বিতলের উপরে নাচঘর, দাওয়ান-খানা, পৈতৃক ঠাকুরবাড়ী (দেবসম্পত্তি), ও তৎপার্শ্বে অন্তঃপুর। নিতাই বাবু লোক বড় সরল নহেন; জমীদার হইলে বিষয়রক্ষার্থ সচরাচর যেরূপ কুটিলপ্রকৃতি হইয়া থাকে, সেরূপও নহে; এ এক স্বতন্ত্র ভাব। প্রায়ই হিন্দুভূস্বামীমাত্রেরই গৃহে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে; তাঁহার সময়ে সে সকল চিহ্ন কিছুই ছিল না। পূজার কথা বলিলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেন। তখন ৺ রাজা রামমোহন রায়ের মন্ত্রে অনেক লোকেই দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন। আবার কর আদায়ের সুবিধার জন্য অষ্টম, পুণ্যাহ প্রভৃতি করিতেন; প্রজারা এইরূপ অবৈধ আচরণে দুঃখিত হইলে বলিতেন, "প্রতিমাপূজা পৌত্তলিকতা; আমাদের এরূপ আচরণ যুক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু বিষয়কার্য্যে বাধা কি?" আবার ব্রাহ্ম-সমাজের কোনও সাহায্য আবশ্যক হইলে বলিতেন, "আমার ন্যায় লোকের অন্য সমাজে যোগ দিলে প্রজারা আমাকে বিধর্ম্মী মনে করিবে; ও কেহই উচিতমত ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে না; তাহাতে বিষয়কার্য্যের বড় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ফলকথা, তিনি একটী প্রকার নাস্তিক ছিলেন; স্বার্থসিদ্ধিই তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়াছিল; কোনও ধর্ম্মেই তাঁহার সম্পূর্ণরূপ আস্থা ছিল না; না থাকাই সম্ভব; যেমন দুইটী

বিভিন্ন বিদ্যালয় নিকটে থাকিলে কোনটীই ছাত্রশাসনে সম্যক সমর্থ হয় না, সেইরূপ দুইটী ভিন্নমত একস্থানে প্রচলিত থাকিলে কোনটীই সমাজের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না ; তাহার ফল এই, যে যাবৎ বিষয়ে স্বেচ্ছাপরতার প্রাবল্য হয় ; এক কিম্বা আর মতের দোহাই দিয়া সকলপ্রকার দুক্রিয়া অবলীলাক্রমে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে ; এবং কেহ তাহার নিরাকরণ করিতে সাহস পায় না। নিতাই বাবুর সাধের মধ্যে ঘোড়ার সখই বিশেষ প্রবল ছিল ; এজন্য লোকে তাঁহাকে উপহাস করিয়া 'ঘোড়া ব্রাহ্ম' বলিত। তাঁহার পরিবার অতি অল্প ; একমাত্র কন্যা পঞ্চদশ বর্ষীয়া, নাম প্রেমলতা ; একটী ভাগিনেয়, যৌবন বয়স্ক, নাম নটবর ; স্বয়ং এবং গৃহিণী। আয় প্রচুর ; সৎব্যয়ের অভাব, অপব্যয়েরও অভাব ; কেন না, নিজে অতিশয় কৃপণ। আমরা তাঁহার অনেক পরিচয় দিলাম ; দিবার তাৎপর্য্য আছে ; এক্ষণে ইন্দুশেখরের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

ইন্দুশেখরের পিতা ৺বংশীধর মুখোপাধ্যায় বিলাসপুরের একজন মধ্যবিৎ অবস্থার লোক ; ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। এজন্য প্রতিবেশী নিতাই বাবুর মনে তিনি ঈর্ষার পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন ; যাহাতে তিনি সমাজে অপদস্থ হন, যাহাতে তাঁহার গ্রাম হইতে বাস উঠিয়া যায়, তজ্জন্য নিতাই বাবু বিলক্ষণ চেষ্টাবান্ ছিলেন ; তাঁহার গুপ্তআদেশে কতকগুলি দুশ্চরিত্র লোক একবার বংশী বাবুর বাটী লুণ্ঠন করে, বংশী বাবু তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন ; চেষ্টা করিয়া তাহাদিগের সকলকেই রাজদ্বারে দণ্ডিত করান। ইহাতে নিতাই বাবুর দ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল ; উৎপাত উপদ্রব নিত্যই চলিতে লাগিল ; নীচত্বের প্রদর্শনী বর্ণনার অতীত ; অবশেষে একদিবস বংশী বাবুর কন্যা হরপ্রিয়াকে ভুলাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর অর্থের লোভ দেখাইয়া এক দূতী প্রেরিত হইল। বংশী বাবু দেখিলেন, প্রমাদ ! অগত্যা দেশে বাস তুলিয়া সপরিবারে পশ্চিমে গিয়া রহিলেন ; তিনি পশ্চিমেই কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু সুবিধা হয় বলিয়া পরিবার দেশে রাখিয়াছিলেন ; কখনও কখনও আসিতেন; এখন বাধ্য হইয়া সকলকে লইয়া গেলেন।

ধনীলোকের যাঁহারা প্রতিবেশী, তাঁহাদের শীর্ষমজ্জা পরীক্ষা করিলে এসকল ভাবের অনেক আভাস পাওয়া যায়। কুক্ষণে বংশী বাবু বাস্তত্যাগ করিলেন. সস্ত্রীক বিদেশে যাইবামাত্র তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইন্দুর বিধবা মাতাও ভগিনী নিরূপায় হইয়া স্বদেশে আসিলেন; আসিয়া অগ্রেই নিতাই বাবুকে জানাইলেন; তাঁহাদের ভয় হইল, পাছে নিতাই বাবু শত্রু হইয়া পুনরায় অমঙ্গলসাধন করেন। নিতাই বাবু কিন্তু এখন আর সেরূপ নাই; কালমহিমায় তাঁহাকে অনেক শান্ত করিয়াছে; তিনি বংশী বাবুর মৃত্যুসংবাদে দুঃখপ্রকাশ করিলেন; এবং রমণীদিগের রক্ষণাবেক্ষণার্থে আপনিই বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি অভয় দেওয়াতে স্ত্রীলোকেরাও নিশ্চিন্তা হইয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষ যায়, যেমন জল যায়; বধূসমভিব্যাহারে একবৎসর পরে পুত্রকে গৃহে প্রত্যাগত শুনিয়া মাতা আনন্দে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চেতনা হইল; উঠিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই ইন্দু আসিয়াছেন; তখন স্বামীর উদ্দেশে ক্ষণেক কাঁদিলেন। হরপ্রিয়া আসিয়া নববধূকে লইয়া গেল; এবং সকলে বরণ করিয়া ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে তুলিলেন। পল্লীর নবীনা মাত্রেই বধূকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। অভিরুচিমত সকলেই কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন; সকলেরই মন্তব্য এক হইল, "বউ কিছু বড়, যাহো'ক কিন্তু সেজেছে।" প্রেমলতা দেখিতে আসিয়াছিলেন; তিনি কেবল দেখিয়া চলিয়া গেলেন; অস্পষ্টে বলিতে বলিতে গেলেন, "সুন্দরী বটে;" আর কোন কথা কহিলেন না। সন্ধ্যার পর ইন্দু মাতা ও ভগিনীর সকাশে সমুদয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিতে লাগিলেন; তাঁহারা শুনিয়া বিস্ময়ে মৌনা রহিলেন। মাতা সর্ব্বশেষে এক শ্বাস ছাড়িলেন; বলিলেন, "তুই বেঁচে ফিরে' এলি, বাবা, এই আমার ঢের; আবার বউ এনেছিস্, এ আনন্দ কোথায় রাখিব বল্? আহা! কর্ত্তাগো, তুমি কোথায় আছ? একবার আসিয়া দেখিয়া যাও; আমি একেলা আর কত দেখিব?" মাতা বিলাপ করিতে লাগিলেন; ইন্দু শুনিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, 'হা! হা! হা! হা! হা!!!

দশম পরিচ্ছেদ।

নটবরের দাওয়াইখানা।

"Cursed be the social wants that sin against the strength of youth."

TENNYSON.

পরিবর্ত্তনশীল জগতের গতিমান চলৎজীবের শ্রীবৃদ্ধি অথবা অপগতি। ভ্রাম্যমান বা নিশ্চল ইন্দ্রিয়ব্যক্ত এই উভয়পদার্থেরই শ্রীবৃদ্ধি ও অপগতি দুই নির্দ্দিষ্ট বিভাগে সংঘটিত হইয়া থাকে; যথা আকৃতিক ও প্রাকৃতিক; অর্থাৎ কায়িক ও আভ্যন্তরিক; (structural and functional.) পাত্রভেদে এই দুইএরও তারতম্য হয়। আকৃতিক পরিবর্ত্তনে নির্ব্বিকার হস্তপদাদি শূন্য জড় হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, সরল হইতে কুটিল, ভেদসংবলিত নানাজাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইতেছে। জড় হইতে উদ্ভিজ্জ;—যথা প্রবাল ইত্যাদি; কীট হইতে পতঙ্গ;—যথা প্রজাপতি প্রভৃতি; এবং পশু অর্থাৎ বানর হইতে মনুষ্যের উদ্ভব হইতেছে; কঙ্কালসাদৃশ্য হইতেই ইহার প্রমাণ। আবার অচেতন হইতেই চেতনের বিকার; চেতন অচেতন এই উভয় পদার্থেই আত্মার সম-অবস্থিতি; তবে চেতন বস্তুতে আত্মা স্ফুট, অচেতনে অস্ফুট; এই মাত্র প্রভেদ। দ্রব্যগুণে, রাসায়নিক প্রকরণে, সংযোজনে কিম্বা বিশেষ গতিদ্বারা পরমাণু চেষ্টাবান্ হয়; ঘূর্ণ্যমান পরমাণু হইতে আত্মার বিকাশ হইয়া থাকে; এবং তাহা হইতেই আকৃতিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। 'ডাইনেমো' বৈদ্যুতিক যন্ত্র ইহার অন্যতম উদাহরণ।

বিকাশে যতই উন্নতিলাভ করিতেছে, ততই অবয়বের পরিস্ফুটতা, ও পারকতা, এবং দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতেছে। আভ্যন্তরিক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ইহার সহগামী; এই বিভাগে জীবের ক্রিয়াপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয়। সামান্যগঠনবিশিষ্ট, হস্তপদাদিশূন্য প্রাণীর কেবল মুখের দ্বারাই আহারকার্য্য সমাধা হয়, কিন্তু চেষ্টাদ্বারা বিশেষগঠনে পরিণত হইবামাত্র উক্ত ক্রিয়ার

যেসকল বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনই তাহার কারণ। আবয়বিক উন্নতি অনুসারে স্নায়বিয় পরিবর্ত্তন; ক্রমশঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদির বিকাশ; সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেচ্ছা, পরিশেষে চরম আকৃতিক বিন্যাস, মানব গঠন, ও তদানুসঙ্গিক পূর্ণ নৈতিক লক্ষণ; সমুপার্জ্জিত জ্ঞানের এবং গুণের উত্তরাধিকারিতায় সামাজিক উন্নতি; ক্রমশঃ সতীত্বের আবির্ভাব, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ওঁ জ্ঞানের প্রাধান্য। মনুষ্য হইতেও কাল্পনিক উৎকর্ষবিকাশ আরও অনেক ঘটিতেছে। আকৃতিক যথা,—পক্ষসনাথ পরী, দৈত্য ইত্যাদি; প্রাকৃতিক, যথা,—প্রেত, দানব, মায়াজীব; অর্থাৎ ইচ্ছায় সর্ব্বসাধক। উন্নতিশীল আত্মা পৃথিবীতে পার্থিবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদেহ ছাড়িয়া অপর কোনও উৎকৃষ্ট গ্রহে গিয়া পূর্ণ বা পরম দেহলাভ করিয়া থাকেন; কিম্বা সুকৃতিফলে সূক্ষ্মশরীরীও হইতে পারেন; জননান্তরেও এইরূপে আত্মার যথাক্রমে আকৃতিক বা প্রাকৃতিক শ্রীবৃদ্ধি, অপগতি সাধিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই দুই পরিবর্ত্তন এক নিয়মাধীন নহে; পাত্রভেদে উহাদের তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ, কতকগুলি প্রাণীর আকৃতিক উন্নতি বিশেষ কিছুই হইতেছে না, অথচ প্রাকৃতিক বিকাশ এত অধিক হইয়াছে, যে পশু হইলেও তাঁহারা পূজার্হ; চতুস্পদ হইলেও ক্রিয়াগুণে তাঁহারা মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন; যথা, গাভী। আবার কতকগুলি প্রাণীর আকৃতিক পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ মনুষ্যের ন্যায়ই হইয়াছে, আকৃতিতে মানব হইতে তাঁহাদের কোনই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আভ্যন্তরিক নৈতিক ভাবের কিছুমাত্রও বিকাশ হয় নাই; পশুর ন্যায় উহারা আদিম অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ ইঁহাদিগের সমালোচনা করিয়া 'দ্বিপদ পশু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা আজি যে চরিত্র সমালোচনা করিব, তাহা এই প্রকার জীবের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্তক্ষেত্র। কথায় বলে, বিশেষ না জানিয়া কাহারও উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবে না। সুতরাং যখন তাঁহাকে এরূপ নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তখন বিশেষ করিয়া তাঁহার বিষয় অনুশীলন করা উচিত। অতএব তাঁহার রূপ গুণ সমস্তই বর্ণনা করিব। পাঠক বিচার করুণ, তিনি ঐ উপাধির উপযুক্ত কি না? যদি উপযুক্ত হন, কোনও কথাই নাই;

বন্দি না হন, মানহানির দাবী আসিতে পারে; অতএব সাবধানে অবধান করুন, যেন পরে অনুশোচনা করিতে না হয়।

নটবর নিতাই বাবুর ভাগিনেয়; সবে যৌবনকালে পদার্পণ করিয়াছেন। বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসরের কিছু অধিক হইবে। বর্ণ কৃষ্ণ, মসির ন্যায়; অবয়ব খর্ব্ব, কিন্তু দৃঢ় ও মাংসল; গ্রন্থিনিকটস্থ মাংস পেশীবদ্ধ। কেশগুলি আফ্রিকাবাসির মত কুঞ্চিত, এবং মস্তকের উপরি চতুস্পার্শ্বে তরঙ্গিত; সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্য্যন্ত এক সিঁথি কেশগুলিকে দুই পার্শ্বে বিন্যাসে বিভক্ত করিয়া মাথার মধ্যদিয়া ধাবিত হইতেছে; কেশগুচ্ছগুলি দেখিলে, অতিশয় সাবধানে ও যত্নে রক্ষিত বলিয়া বোধহয়। মুখের আয়তন গোল, চক্ষুও গোল; ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন, সংযোগস্থলে ললাটে একটী আঁচিল আছে। নাসিকা খর্ব্ব; শেষাংশে বিস্তৃত। দন্তগুলি ঈষৎ হরিদ্রা আভাযুক্ত, শ্লথ ও পরস্পর অসংলগ্ন; ললাট অপ্রশস্ত; কর্ণদ্বয় হ্রস্ব; শ্মশ্রুগুম্ফে বদন অল্প অল্প আচ্ছাদিত করিয়াছে। শ্মশ্রু, মধ্যে একস্থানে লোপ পাইয়াছে; তাহার কারণ, বাল্যে সে স্থান কাটিয়া গিয়াছিল। হনু দুইটী উন্নত; ওষ্ঠ খর্ব্ব ও স্থূল; তাম্বুলরাগে রঞ্জিত হইলে তথায় ত্রিবেণীর ন্যায় শোভা হয়। উপবীতখণ্ড গলদেশে মাল্যাকারে রক্ষিত। যুবক সর্ব্বদাই ভাবে ঢল ঢল; কৃত্রিম অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে স্বাভাবিকে দাঁড়াইয়াছে; তাহারও আবার উৎকর্ষ অপকর্ষের তারতম্য দর্শিনীবৃন্দের রূপভেদে দেখা যায়। যুবক অবিবাহিত; অতিরিক্ত অত্যাচারে মুখের লাবণ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রচুর বিষয়ের ভাবী অধিকারী ছিলেন, এজন্য, শৈশবে বিদ্যাভ্যাসে অবহেলা করিয়াছেন। তথাপি নিতাই বাবু অনেক অর্থব্যয় করিয়া তাঁহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইয়াছেন। নিতাই বাবুর সদর বাটীতে এক দাতব্য ঔষধালয় আছে; ঔষধগুলি ভাল, কিন্তু নটবরের হস্তে ভার দেওয়ায় ঔষধগুলি অপব্যবহারে ব্যয়িত হইত। বহির্বাটীতেই ডাক্তারখানা; সুতরাং নটবরের অন্যত্র যাইবার অনুমতি নাই। প্রাতে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিতে হয়; ব্যবস্থা কেবল নামমাত্র; কাষ্ঠফলকের মান রাখিবার নিমিত্ত; প্রকৃতপক্ষে দাওয়াইখানাটী গঞ্জিকাসেবনের এক পীঠস্থান হইয়াছিল।

বেলা আট ঘটিকা হইলেই ডাক্তারখানায় ঘণ্টা বাজিত, অমনই কতক-

গুলি প্রাণেরসুহৃৎ তথায় উপস্থিত হইতেন; দিবসে যেরূপ সৎবন্ধুর সমাগম, রাত্রিতেও সেইরূপ সতীদিগের আমন্ত্রণ; নটবরের দৌরাত্ম্যে পল্লীর সকলেই শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাইনবোর্ডের জন্য কেহ কিছুই বলিতে সাহস পাইতেন না। নিতাই বাবুকে জানাইলে তিনি বুঝাইয়া দিতেন, যে চিকিৎসালয়ের এরূপ অপবাদ দেওয়া অন্যায়; নটবর যে ততদূর নীচ প্রকৃতির নহেন, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সাইনবোর্ডের মহিমাই স্বতন্ত্র; ইহার অভয়দানে অনেক দুষ্টলোক গোপনে অনেক দুষ্কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, লোকেও নির্ভয়চিত্তে যায়; সাইনবোর্ড আছে, মন্দ বলিতে সাহস করিবে কে?

যাহার যেরূপ শিক্ষা বা প্রবৃত্তি, যৌবনের ব্যবহার সে সেইভাবেই করিয়া থাকে; আবার যে, যে দরের লোক, তাহার বন্ধুও সেই দরের আবশ্যক। নটবর, গঞ্জিকাবিতরণে অল্পদিন মধ্যে কতকগুলি সমবয়স্ক যুবাকে 'একপ্রাণ' করিয়া তুলিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, একপ্রকার মাদকতায় দীক্ষিত না হইলে লোকে 'একপ্রাণ' হইতে পারে না। নিতাই বাবু জানিতে পারিয়াও এসকল দমনে বড় মনোযোগ করিতেন না। যে সকল যোষিৎবর্গ নটবরের মনোরঞ্জন করিত, তাঁহাদের অধিকাংশই নীচজাতীয়া, দাসী-কুলোদ্ভবা; কেবল একটী সৎকুলজাতা অভাগিনী বিধবা দৈবাৎ তাঁহার করকবলে পতিতা হন। বিধবাটী আচার্য্যকন্যা; নাম জলেশ্বরী; নটবর, প্রকাশ হইবার ভয়ে, তাঁহার বিষয়ে 'সজনী' নামে কথোপকথন করিতেন। জলেশ্বরী নটবরের প্রণয়পাত্রী ছিলেন, একথা প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। তখন সমাজে শাসন অতিশয় কঠোর ছিল, এজন্য লোকের কথায় বিধবাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করা হয়। নটবর গোপনে তাহার অন্নবস্ত্রের ভার লইয়াছিলেন। জলেশ্বরী প্রত্যহ রাত্রে নটবরের নিকট অভিসারে আসিত; সর্ব্বাঙ্গ নিরাভরণ; নাকে কেবল একটী বড় নলক ঝুলিত; নটবর উহা প্রেয়সীকে উপহার দিয়াছিলেন, এবং প্রত্যহ আসিবামাত্র তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিতেন—

"আহা! সজনীর নাকে নলক দোলে,
যেমন শিশির একবিন্দু শতদলে।"

'সজনী' নটবরের নিকট কখন্ আসিতেন, কখন্ যাইতেন, নটবরের অন্যান্য বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহই তাহা জানিতেন না; জানিতেন কেবল তাঁহার প্রাণের বন্ধু 'হংসেশ্বর'। হংসেশ্বর নটবরের বন্ধু বটেন্, কিন্তু তাঁহার শরীরে কোন প্রকার দোষের লেশমাত্রও ছিল না, অবস্থাস্রোতে বিপন্ন হইয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে দুষ্টলোকের মনোরঞ্জন করিতে হইত। বাল্যকাল হইতে তিনি পিতৃমাতৃহীন; শৈশব অবস্থায় ব্রাহ্মণঅপোগণ্ডকে একজন স্ত্রীলোক প্রতিপালন করেন; পরে শিক্ষার উপযুক্ত বয়সপ্রাপ্ত হইলে ব্যয়নির্ব্বাহে অসমর্থা হওয়ায়, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নিতাই বাবুর হস্তে সমর্পণ করেন; নিতাই বাবু তদবধি তাঁহার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিষয়ী লোকের মন্তব্য নানাপ্রকার হইয়া থাকে। নীতিকুশল বংশী বাবুর নিকট নিতাই বাবু কোন এক সামাজিক সূত্রে পরাস্ত হন; এজন্য তাঁহাকে চিরকালের মত হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে বংশী বাবুর কন্যা হরপ্রিয়ার সহিত হংসেশ্বরের বিবাহ দেন। কন্যা অরক্ষণীয়া হওয়ায় বংশী বাবু তাহাতে অমত করিতে পারেন নাই। হংসেশ্বর এখন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিলাসপুরে পরিচিত; আমরা তাঁহাকে তদ্রূপ বলিয়া জানি। বংশী বাবু যখন সপরিবারে লক্ষ্ণৌ নগরে ছিলেন, হরপ্রিয়া পিতার নিকটে থাকিতেন; হংসেশ্বর খৃষ্টান হইয়াছেন শুনিয়া বংশী বাবু কন্যাকে আর স্বামীর নিকটে পাঠাইতে চাহেন নাই। শ্বশুরের মৃত্যুর পর শ্বশ্রূ ও জায়া পুনরায় বিলাসপুরে আসিলেন; হংসেশ্বরও জায়াকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু খৃষ্টান প্রবাদ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করিতে সাহস পাইলেন না। নটবরের সহিত যুক্তি করিলেন; নটবর মূর্খ, বুদ্ধিমানের মত কোন সৎপরামর্শ দিতে পারিলেন না; তখন মনে মনে হংসেশ্বর এক অব্যর্থ সন্ধান স্থির করিলেন। অদ্য স্বকার্য্যসাধন করিয়া তিনি নটবরসকাশে আসিয়াছেন; নটবর বহুদিন পরে তাঁহাকে পাইয়া 'বন্ধু এস, বন্ধু এস,' বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন; পরে হাত ধরিয়া আসনে বসাইলেন। হংসেশ্বর কহিলেন, "বন্ধু, অনেকদিন পরে আবার তোমার কাছে আসিলাম, একটা কথা বলিব।" নটবর উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?" হংসেশ্বর কহিলেন, "কাজ ফতে করে এসেছি।" নটবর আহ্লাদে গাত্র আন্দোলন

করতঃ পুনর্জ্জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরূপে?" হংসেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলিব কেন? তুমি অনুমান কর দেখি, কিরূপে?"

নটবর। আমি অনুমান করিব কিরূপে? আমিত আর ন্যায়বাগীশ নই, যে অনুমানখণ্ড মুখস্থ আছে, অনুমান টনুমান কিছু নাই, বাবা; একটু আধটু যদি বাত্‌লে দাও, তবে বলিতে চেষ্টা করিতে পারি, নহিলে আমার মাথায় যে অনুমান আসে, এমন বোধ হয় না। কিন্তু তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, উপরচাল চাল্‌ছ কি? কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

হংসে। সত্য বল্‌ছি, ভাই, আমি হাতে পর্য্যন্ত ধ'রে অনেক কথা ব'লে এলাম।

নট। হাত ধরেছিলে? কি বাবা! চুড়ি বিক্রি করতে গিয়াছিলে না কি? না হ'লে হাত্‌টা আস্‌টা ধরা বড় সুবিধা মাফিক হয় না।

হংসে। চোরের মনে মন্দটাই আগে আসে; চুড়ি বিক্রয়ে কি, বন্ধু, মনের কথা জানা যায়?

নট। তবে কি গণক্‌কার?

হংসে। এই! পথে এস। হংসেশ্বর হাত বাড়াইয়া দিলেন, নটবর কর-মর্দ্দন করিলেন। নটবর তখন পুলকিত হইয়া কহিলেন, "মনের কথা না বলিতে পারিলে আর বন্ধু কি, দাদা? যদি না বলিতে পারিতাম, ভেবে ভেবে নির্ঘাত আজ আমার একবার মূর্চ্ছা হইত।"

হংসেশ্বর ভয় পাইলেন; বলিলেন, "তবে থাক্, আজ আর কাজ নাই।"

নটবর দুই জঙ্ঘায় সজোরে দুই চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "শুনিতেই হবে, কাজটা বড় মজার হইয়া গিয়াছে; কি শুনিলে বাবা, সব বলে যাও;—বলে যাও একে একে।"

হংসেশ্বর কহিলেন, "আমার দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল; কি করি? কিছুতেই উপায় করিতে পারি না; শেষে একদিন বুদ্ধিক্রমে বৈদ্যনাথের গণকের মত বেশ ধরিলাম। 'সীতারাম সীতারাম' বলিতে বলিতে বাটীতে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, বাটীতে পুরুষ নাই; বড়ই সুবিধা হইল; বাটীর দুই একটী অতীত বিষয় নিজে নিজেই বলিতে লাগিলাম; পরক্ষণেই দেখিলাম দুইটী স্ত্রীলোক বাহিরের দ্বারে আসিল।

নট। তুমি তখন কি করিলে?

হংসে। আমি তাহাদিগকে দেখিয়াই "এ—রে—দিদি, তো'দের কপাল বড় ভাল আছে;—আছে, লেখা আছে; তোরা লক্ষ্মী আছিস্." বলিয়াই দাঁড়াইলাম; তাহারা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এমন পোড়া কপাল সমস্ত দুনিয়া ঢুঁড়িলে আর একটী পাবে না."—আমি বলিলাম, "হাসিস্ না; হামি গণক, হামি বল্‌ছি—ভাল আছে।" দেখিলাম আমার গৃহিণী আগে আগে, পশ্চাৎ এক তরুণী,—অপরূপ সুন্দরী,—আমার সমীপে আসিতেছেন। দুজনে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া ভিতরে বসাইল; আমি নানারকম গণনা আরম্ভ করিলাম।

নট। প্রথমে কি বলিলে, ভাই!

হংসে। দেখিলাম, গৃহিণী আমার গায়ে সারেন নাই; পূর্ব্বে যেমন একহারা ছিলেন, তেমনই আছেন; বলিলাম,—এই যেমন বলে—"অন্ন খায়, ত তেরা গায় লাগে না।"

নট। তারপর কি বলিলে, দাদা?

হংসে। তারপর স্ত্রীর হাত দেখিয়া অতীত বিষয়গুলি একে একে সমস্তই বলিলাম; সত্যগণনা শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া রহিল।

নট। তোমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল না?

হংসে। কেবলই তাই, দুচারটী কথা কয়, আবার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করে; দেখিলাম স্বভাবটী সেইরূপই সুন্দর আছে; কাতরতা দেখিয়া অতি 'পতিপ্রাণা' বলিয়া বোধ হইল।

নট। তুমি কি বলিলে?

হংসে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামী খৃষ্টান্, কি প্রকারে পাইব; কি প্রকারেই বা তাঁহার কাছে যাই; গেলে তিনি লন কিনা?" আমি বলিলাম, "কাহে, জরুকো 'সহধর্ম্মিণী' বোল্‌তা হ্যায় কি নেই?" সে বলিল, "হাঁ, বলে;" আমি বলিলাম, "ব্যস্।"

সে কুণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল "ব্যস্ কি?" আমি উপদেশ দিলাম, "কুচ্ পরোয়া নেই; জরুর খিরিষ্টান্ হো যাও, আপ্‌সে সব্ ঠিক্ হো জাগা।"

তখন সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আমাকে তিরস্কার করিতে উঠিল; মুখে

/ল না; পাছে ভবিষ্যৎ আর কিছু না বলি; কেবল মৃদুমন্দস্বরে উত্তর ।.র্ল, "আমরা হিন্দু নারী; স্বামীর আদর্শ পূজা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া স্বামী কুপথে গেলে কুপথে যাইব না; বরং নানা উপায়ে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিব।" আমি তখন হাসিয়া বলিলাম, "আরে হামি তোরে পরীক্ষা কর্‌বার লাগি' আসেছিলেম। লেকেন্ তোর ত স্বামী খিরিষ্টান হোয় নি; ও সব ঝুটবাত।" সে তখন ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে এক প্রণাম করিল; কহিল, "তাই বল, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, ব্রাহ্মণের বাক্য যেন মিথ্যা না হয়।

নট। তারপর, কি কাজ হাঁসিল করে আস্‌ছ?

হংসে। ব'লে এলাম, "তেরা আদ্‌মি তেরা ওয়াস্তে বাউরা। গ্রহণ-রোজ রাত্‌মে ওস্‌কো সাথ্ তোমারা মোলাকাৎ হোগা; ক্যায়্‌সে, ও হাম্ জান্‌তা নেই। জ্যোতিষ্‌মে কুচ্ লিখ্‌তা নেই; লেকেন্ দেখা হোয়, তো একদম্ উস্‌কো পাশ যানে হোগা, জরুর; আপ্‌সে না জাগা, তো পিছু পস্তানে হোগা; এই তো তেরা লিলাট্‌মে লিখা হ্যায়।"

নট। সে কি বলিল?

হংসে। বল্‌বে আর কি? স্বীকার হ'ল। মেয়েমানুষকে ভুলাইতে আর কতক্ষণ লাগে? তাহাতে আবার বিরহজ্বরে একেবারে জ্ব'রে রয়েছে—কাৎলা মাছের মত জালে প'ড়ে ধড়্‌ফড়্ কচ্ছিল।

নট। কিছু বিধান টিধান দিয়ে এলে না?

হংসে। এসেছি বৈকি; রবিবারে তেল মাখিতে বারণ করে এসেছি।

নট।' ভালা মোর ভাই রে; এ বিরহের কারণটা কি, বাৎলাইয়া দিয়া আসিলে না কেন?

হংসে। তা' কি আর বাকি আছে? বলিলাম "একঠো যোগিনী চক্র হ্যায়, তেরা শির্‌মে; ওইঠো স্বামীস্ত্রী দোনোঁকো তফাৎ করতে হোঁ।" সে তৎক্ষণাৎ কপালে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "তবে আর স্বামীর দোষ দিব কি ছাই. সবই আমার অদৃষ্টের লিখন।" আমি কহিলাম, "হাঁ, হাঁ, সব ত এই কপালমে হ্যায়, শাস্তরমে বোলে, 'ভাগ্যম্ ফলতি সর্ব্বত্র;' থোড়া রোজ আউর এস্‌মাফিক হ্যায়, লেকেন্ হাম্ সব ঠিক্ কর্ দেগা।"

নট। ফাঁড়া কাটিয়ে দিলে না কেন ?

হংসে। হাঁ, দিলাম বৈকি, একটা ফুল দিয়ে এলাম ; মাদুলি ক'রে রাখ্‌তে ; ব'লে দিলাম "মাদুলি ধারণ করিলেই স্বামী তোমার জন্য আনাচে কানাচে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াবে।"

নট। তবে এখন কিছুদিন ঘুরিবার পালা পড়িল।

হংসে। আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "মাদুলি যদি হারাইয়া যায়, কি করিব ?" আমি বলিলাম, "লেকেন্ ও খোয়া যানেসে শিরকা বালিস্কা নিচুমে ঢুঁড়্‌নেসে মিলেগা," অর্থাৎ যেখানেই পড়ুক, শিয়রের বালিসের নিচে অনুসন্ধান করা, আর পাওয়া।

নট। তাইত! তুমি, বাবা, আমাকে মৎলব কিছুকাল ধ'রে শিখাইতে পার ? এত খাটিলে, কিছু পেলে ?

হংসেশ্বর পিরাণের বিবর হইতে একটা টাকা ও চারি আনা পয়সা বাহির করিলেন ; বলিলেন, "গ্রহসঞ্চার করিলাম, অনেক ক্লেশ হইল, গৃহিণী এই পারিশ্রমিক দিলেন।"

নট। তবে রেখে' দাও ; এ বড় মজার টাকা। আগে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হউক, তারপর একদিন আমোদ ক'রে খাওয়া যাবে। নয়ত উহাতে তোমাদের কোন' দেবতার সিন্নি মান্‌সিক কর। স্ত্রী মিলাইয়া দেয় কোন্ দেবতায় ?

হংসে। প্রজাপতি।

নট। বেড়ে দেবতা, বাবা ; ক্ষীণজীবী পক্ষীটী ; বেশী খেতে টেঁকে পার্‌বে না।

হংসে। পক্ষী কিহে ? পতঙ্গ বল ; সে প্রজাপতি নয়, প্রজাপতি ব্রহ্মা, অর্থাৎ বিধাতা। আর দেবতায় কি খায় ? উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। দেবতাকে না দিয়া কি কোন জিনিষ ব্যবহার করিতে আছে ? মানুষেই খায়, দেবতার প্রসাদ হয় মাত্র।

নট। উঃ! এক একটা দেবতা আছে, বাবা, যেন এক একটা ক্ষুদ্র রাক্ষস; সব খেয়ে ফেলে দেয় ; আমি, বল্‌তে কি, দাদা, ঘটনাক্রমে একবার তোমাদের কালীঘাটে গিয়াছিলাম, মামীমার পূজা মান্‌সিক ছিল ; এক ডালা

কাঁচা গোল্লা কিনে দিলাম ; নিবেদন হইলে দেখি, তাহার সিকি জিনিষ নাই ; একটা পাঁঠা দিলাম, কাঁচা মুড়িটী অন্তর্ধান হইল ; আর খুঁজিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম ; তাহারা বলিল, "মা খাইয়াছেন।" তখন শরীর গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। রাগে মনে করিলাম, বেটীর পেট্‌ চিরিয়া বাহির করি। বলিতে কি, দাদা, মেয়েমানুষের এত নোলা আমি কুত্রাপি দেখি নাই ; তা দেবতাই হউক, আর মানুষই হউক। আমি সেই অবধি মামীর জন্য যখনই যাই, লুকাইয়া গঙ্গাপূজা করি। প্রাণে সব সয়, দাদা, মাংস কম হলে সয় না।

হংসে। ও সব পাণ্ডার কাজ। বিগ্রহ কি আর তোমার কাঁচাগোল্লা খাইতে গিয়াছিলেন ? না, মুড়ি সাৎ করিয়াছিলেন ? দেবতার অবমাননা করিও না, বিশেষতঃ আমার সমক্ষে।

নট। তা যেই হউন, প্রসাদ কিছু থাকিবেই, তাহার আর ভুল নাই ; একদিন যে খাওয়া হবে, তাহাও নিশ্চিত।

হংসে। খেতে কি আর বাকি আছে, দাদা ? বলিলাম, "ব্রাহ্মণ, খিলায়ে দেও ;" অমনি ফলাহারের আয়োজন হইল ; চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, সব রকম ক'রে আস্‌ছি।

নট। তবে সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাটী পর্য্যন্ত সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে না কেন ? ল্যাঠা চুকে' যেত ; যদি এত কৃপা, জের রেখে এলে কেন, বাবা ? অকস্মাৎ বেশ পরিত্যাগ করিলেই সব গোল মিটে' যেত।

হংসে। তা' হ'লে বড় বাড়াবাড়ি হ'ত। আমার উপরও অশ্রদ্ধা জন্মিত ; আমি তাহাকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম ; মনের ভাব জানিলাম, তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইলাম ; আর একদিন সে চেষ্টা হ'বে। আর সঙ্গে ইন্দুশেখরের নববধূ ছিলেন। তিনিই বা কি মনে করিতেন ?

নট। বধূমনিকে কেমন দেখিলে ? বেস রসিকা, ন্যাপাতি ? না কর্কশা, কাট্‌ঝুনো ?

হংসে। দেখিতে কিরূপ, তাহা আর তোমায় বলা উচিত নহে। তুমি বাস্তুঘুঘু ; বলিয়া কি শেষ এক বিপদ ঘটাইব, তবে এই অবধি বলিতে পারি যে, সে রকম আকৃতি আমি এপর্য্যন্ত এদেশে কখনও দেখি নাই। চুল

এলো ক’রে, দাদা বসে’ আছে, যেন স্থানটী আলো করে আছে; কথায় কিন্তু সেরূপ বোধ হইল না, যেন কিছু উগ্রস্বভাবা।

নটবর ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন? কিসে? কি ক’রে জানলে?”

হংসে। হরপ্রিয়া আমাকে তাহার হাত দেখিতে অনুরোধ করে, আমি কাছে যাইবামাত্র তিনি বদন ভারি করিয়া কহিলেন, “আঁমি পঁর পুঁরুষকেঁ স্পঁর্শ কঁরি নাঁ।”

নট। এঁ নিঁতান্তঁ অঁরসিঁকা।

হংসে। হরপ্রিয়া বলিলেন, “আশ্‌মানে হাত রাখ, উনি দেখিয়া বলিয়া দিবেন।” তখন ওষ্ঠ ফুলাইয়া তর্জ্জন করতঃ ননদিনীকে কহিলেন, “ও সাধু নয়; কিছু জানেও না; আমি অনেক সাধু দেখিয়াছি, তাঁহারা স্ত্রীলোককে ‘মা’ ভিন্ন অপর সম্বোধন করেন না।”

নটবর মুখবিকৃতি করিয়া কহিলেন, “অ্যাঃ, বাবা, একদম খাজা, রসের নাম গন্ধ নাই।”

হংসে। বধূ এই কথা বলাতে, দেখিলাম হরপ্রিয়া দুঃখিতা হইল; যে মনের মতন কথা বলে, তাহার বিপক্ষে কথা কহিলে কোন্ স্ত্রীলোক না ক্ষুব্ধা হন? আমি কিন্তু সাম্‌লাইয়া লইলাম; বলিলাম, “কি জানিস্, দিদি, তেরা মায়ী—হামারা মায়ী, তুই হামারা ধরম্‌বোহিন্। তখন সে উত্তর করিল, “আপনার জায়া ভিন্ন জগতের সমস্ত নারীই মাতাস্বরূপ; যিনি এইরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থ সাধু।”

আমি উপহাস করিয়া বলিলাম, “তবে, যদি জায়া মরিয়া যায়, আর বাকি সকলেই যদি মাতা হন, আর দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবে কিরূপে? কি জানিস্, দিদি, এক বামুন ঘটি চুরি করে, তো সাত বামুনকা নাম করে; সব আদ্‌মি কি মন্দ?” হরপ্রিয়া আমার কথায় ষোল আনা রকম সায় দিল; কাজেই তাঁহাকে তখন চুপ করিতে হইল। আমি দেখিলাম, দাদা, বড় বেগতিক; বড় তর্কবাগীশ মেয়েমানুষ; অগত্যা বলিতে হইল, “দেখিয়ে দিদি, একদিনে তুই গণনা হোবে না; আর এক দোসরা দিন হামি আসে’ সব ব’লে দিব, আর তুই, হামি যো কুচ্ বোল্ দিয়া, ওই ঠিক্ কর্।” হরপ্রিয়াকে এই কথা বলিয়া আজিকার মত পলাইয়া আসিয়াছি, ভাই।

নট। বধূমনির মনের ব্যাপারটা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে ?

হংসে। কথার ভাবে বোধ হইল, সে সংসারের কিছুই জানে না, কেবল আপনার মনে, ব'সে ব'সে কি ভাবে।

নটবর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এঃ! কোথা থেকে, বাবা, এক ভুটিয়া জঙ্গলী ধ'রে নিয়ে এল ? বেস্ এদেশী কেউটে হবে, লোক দেখ্‌লেই ফোঁস্ ক রে উঠ্‌বে, ডালি ধ'রে, বুক চিতিয়ে তালে তালে খেলাবে ; তা' নয়; এক পাহাড়ে ময়াল নিয়ে এল, নড়েও না চড়েও না, চক্ষু বুজে পড়েই আছে। ইন্দু মানুষ করিতে পারিবে কি, বোধ হয় ?

হংসে। না পারিলে, আমি ব'লে দিব, তোমার হাতে দিয়া যাবে এখন। ভুটিয়া কি রে ? ডাহা বাঙ্গালীর মেয়ে, দেখে এলাম। তুই সাপের সঙ্গে তুলনা দিলি যে ?

নট। ওঃ 'শালাজ' ব'লে গায়ে লেগেছে নাকি ? অন্যায় কাজটা কি করা হয়েছে ? তোমরা পাঁচজনেই বল ; কাল সাপের জাত যে, বাবা ; এই দেখ্‌ছ তোমার, আবার এখনই আমার হ'তে পারে ; আর, কি জান হাতপায়ের উপমা ফণিনীর সঙ্গেই দিতে হয় ; মহাকবিরাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

হংসে। হাত পা ফণীর মতন ব'লে সমস্তই ফণী হয়ে যাবে ? কি বুদ্ধি

নট। না, আর মুখে যে গরল নির্গত হয়েছে, বল্‌লে ?

হংসে। বিবেচনা কর, তোমার হাত, পা, মুখ মরকটের মতন ; তবে তোমাকে 'মরকট' উপাধি দেওয়া হউক ?

নটবর আত্মোচিত বিদ্রূপের সহিত উত্তর করিলেন, "অঙ্গহীন কর্‌লে কেন, বাবা ? হাত, পা, সব দিয়ে ল্যাজ্‌টা কি নিজে সাৎ কর্‌তে হয় ? এ কোন্ দেশী লৌকতা ?"

হংসেশ্বর উঠিলেন, বলিলেন, "বেলা হয়েছে, আজি আসি।" নটবর কহিলেন; "এস দাদু, কিন্তু শীকার ভুল'না ; তোমার মনে না থাকে, আমাকে, না হয়, মুক্তিস্নানে প্রতিনিধি পাঠাইও।"

হংসেশ্বর চলিয়া গেলেন, বলিলেন, "না না, ও সব পাগলামী করিও না।"

নটবর ডাকিলেন, বলিলেন, "রাগ হয়েছে, শুনে' যাওনা ; একটা কথা

বলিব।” হংসেশ্বর কহিলেন, “দেখা হবে এখন, আপাততঃ ঢের কাজ আছে।”

হংসেশ্বর চলিয়া গেলেন; নটবর তখন তামাকুসেবনের আয়োজন করিতে লাগিলেন; পানযন্ত্রটীকে বাহিরে আনিয়া পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময়ে নিতাই বাবুর কন্যা, এক দাসী সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় গাত্রপ্রক্ষালন করিতে আসিতেছেন। ডাক্তারখানার সম্মুখ দিয়াই পথ; প্রেমলতার প্রতি নটবরের আভ্যন্তরিক অনুরাগ ছিল, কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিতেন না; কেবল দেখিলেই নানাপ্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিতেন। দূর হইতে প্রেমলতাকে দেখিয়া আপনা আপনি কবিতা বলিতে আরম্ভ করিলেন;—

“এই যে, আস্‌ছেন আমার গজ্‌গামিনী।
অকস্মাৎ একি হেরি সম্মুখে আমার!
অথবা, কি, কোন সৌভাগ্যের ফলে
মন্থরগামিনী, ইন্দুনিভাননা,
অধমে দলিয়ে পায়ে
চলেছেন বিরিঞ্চির কুল উজলিতে?”

নটবর বাহিরে সট্‌কায় জল ভরিতেছেন দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতা ঐ দাসী ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

“কি হচ্ছে গো, বড়মানুষের ভাগিনারা?”

নটবরও সেইরূপ ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিলেন—“এই মুখ-অগ্নির যোগাড় হ’চ্ছে গো, ভালমানুষের ঝি। রাত্রিতে যেমন ‘মধু’পান, দিনেও তেমনি ‘ধূম’পান আছে ত? জিনিষ একই, তবে অক্ষর গুলো উল্টোপাল্টা।”

ঝি। তা’ মুখ-অগ্নি কর্‌বে কে? নিজে নিজেই নাকি?

নট। যাঁ’দের কাজ, তাঁ’রা সশরীরে এসে’, ক’রে যাবেন; আমাকে বাড়ী ব’য়ে যেতে হবে না।

ঝি। তা’ বৈকি, আঁতের টান্ বড়টান্! তবে কিনি, শুনিতে পাই না।

নট। এই যেমন তুমি একজন এসেছ, এমনি পাঁচজন এলেই সুখে দুখে আমার দিন চ’লে যায়।

। পোড়াকপাল আর কি! আমারত আর মরিবার যায়গা াই!

প্রেমলতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন; বলিলেন, "তুই মাগী বড় বেহায়া; থানে দাঁড়ালি কেন?"

ঝি। ঠাক্‌রুণ! তুমি, না হয়, একটু এগিয়ে যাওনা; এতটা চ'লে লুম, গরিব লোকের পা ব'লে, কি ধ'রে যায় না, গা? তুমি কি রকম কথা ল? বলত ঠাকুরমশাই।

লতা কুপিতা হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরমশাই তোমার মুণ্ডু বল্‌বে। তুইও তটা পথ এসেছিস্, আমিও ততটা এসেছি। আমার পা ধরিল না, তোর 'রে গেল? রঙ্গ কর্‌বার ইচ্ছা আছে, তাই বল্; আমি যাই, তুই থাক্।"

ঝি। আহা, রাগ কর কেন গো, দিদি? তোমাদের এখন ডব্‌কা বয়েস্, ামাদের কি তাই? গাঁটে গাঁটে বাত্ ধরেছে। এই যাচ্ছি, তুমি একটু গিয়ে যাওনা।

নট। না, ঝি, তুই যা, যা। লতা আবার একেলা হারিয়ে যাবে; ি বল, লতা? যে গাঁটকাটার ভয় হয়েছে, এ এখন আর বিলাসপুর নাই; থন কলিকাতা।

নটবর প্রায়ই প্রেমলতাকে কলিকাতায় বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ রিতেন; বলিতেন, "মামার অনুমতি পাইলেই আমি সঙ্গে করিয়া একবার তামায় 'যাদুঘর' দেখাইয়া আনিব।"

প্রেমলতা শুনিয়া ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, "বড় আস্পর্দ্ধা; আমি াকে ব'লে দিব; যতবড় মুখ, ততবড় কথা?"

নট। বলিলে কি হবে বল? কার্ মুখে সরাচাপা দিবে, মণি? দাসী যাহাতে বুঝিতে না পারে, এইরূপ আড়্‌ভাষায় বলিতে আরম্ভ রিলেন, "বলিলে কি হবে বল?

"ভাঙ্গ্‌লে পারিতের বাঁধ, বাহার ধুয়ে যায়,
"তখন আনাড়ীতে চায়———
"ইয়া দুনিয়ার কারসাজি, বাবা, রগড়্ বুঝা দায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

"কুত্ঘাটে লেগেছে গাঁদি, স'রে যাও, যার আছে সাদি,
"দাঁড়কাকের উচ্ছিষ্ট খাবে বাদুড়বৈরাগী।

ঝি। আহা! বৈরাগীর কথা, হিতকথা লো, শোন্ শোন্।

লতা। শুনেছি, তুই শোন্।

"কি বল গো, ক'নেবয়ের ঝি?

[ঝি। বটেত।]

"সরকারী গদিতে আমরা নজর দিব কি?

[ঝি। কি দেব?]

"নুরীর পায়ে লোহার ঝাঁজ!
"সরস্বতীর সোলার সাজ!

[ঝি স্বগণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "সোলার সাজ!"]

"মাঝদরিয়ার মিঠাপানী খালাসীতে খায়—
"তা' কি প্রাণে সহা যায়?

[ঝি। যায় কি? আমিও বলি।
[লতা। মুখে আগুন তোমার।]

"কেনাবেচার হাটে, তবু দরে পড়্তে পায়।
"নয়ত, ফোড়ে আছে, চালান্ দিবে সহর কল্কাতায়।

[ঝি। দেবেইত? দেবেনা? খেতে না পেলেই দিতে হবে।]

প্রেমলতা দেখিলেন, নটবর তাঁহাকে ঠেস্ দিয়া বলিতেছেন; আর দাসী তাহাতে সায় দিতেছে; বলিলেন, "হাসিও পায়, কান্নাও পায়, আচ্ছা, ঝি, তুই যে সায় দিলি, কি বুঝ্লি বল্ দেখি।"

ঝি। আমি আর বুঝিনি? এত ন্যাকা মনে কোরো না; তা' হ'লে আর চাকুরী ক'রে খেতে হ'ত না। হাট করছি, বাজার করছি, কখনও এক পয়সার তফাৎ কেউ বল্তে পারে?

প্রেমলতা হাসিতে লাগিলেন।

ঝি। এই শোন, এক বৈরিগী পীরিত্ করতে গিয়েছিল, আনাড়ী কি না? ধরা প'ড়ে গেল; গাঁয়ের লোক ধ'রে সাদি দিয়ে দিলে; বৈরিগী তখন

দাঁদীর কাজ আরম্ভ কল্লে, মাগ্‌কে ত খাওয়াতে হবে। পোড়া লোকের তাই দেখে চোক টাটিয়ে উঠ্‌লো। বেচারির চাকুরিটী খেয়ে দিলে; কি করে? ফোড়ে হয়ে কল্‌কাতায় হাটের সব আলু কুম্‌ড়া চালান্ করতে আরম্ভ কর্‌লে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, তুনিয়ার জিনিষ সব তুর্মূল্য মাগ্‌গী হ'য়ে উঠ্‌ল। তখন গুণ্ডগুলো সেবাদাসীকে ধ'রে টানাটানি আরম্ভ কর্‌লে বৈরিগী ছেড়ে দিতে পথ পেলে না। আহা। বৈরিগী মানুষগো! তার পিছনেই সব লাগে! কি অত্যাচার বাপু! এই অর্থ; নয় গা, ঠাকুরমশাই?

লতা জনান্তিকে বলিলেন—

"এ না বুঝেছে আছে ভাল।"

নটবরও জনান্তিকে উত্তর দিলেন—

"আর আধবুঝুনির প্রাণ যে গেল!"

লতা। বাড়ীতে চলনা, হবে এখন—

নটবর হাসিয়া বলিলেন—

"যার কথা, তার গায়ে বাজে, আমি কর্‌ব কি?
কি বলগো, ভালমানুষের ঝি?"

[ঝি। বটেত।]

প্রেমলতা দাসীর গতিক দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। "আচ্ছা, সায় দিস্ তখন, এখন চল্"; বলিয়া ঝিকে লইয়া ভাগীরথীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন; নটবরও সট্‌কায় মুখ লাগাইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করতঃ ধূমপানে মনঃসংযোগ করিলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

কা'র মন রাখি ?

"চক্রবাকবধূ আমন্ত্রয়স্ব সহচরম্ উপস্থিতা রজনী"

কালিদাস।

আমরা সমতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সমাজের কলঙ্ক চিত্রিত করিতে ভাষাও কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই পাঠকের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

মধুমাস। মলয়ানিল দশদিক সৌরভে আমোদিত করিয়াছে; নানাবিধ কুসুমকলি প্রত্যহ বিকসিতা হইয়া সুবাসে ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাদিগকে মধু আহরণ করিতে প্রলোভন দেখাইতেছে; ফুলে ফুলেও বিহারার্থী মৌমাছি, বোল্‌তা, ষট্‌পদ, প্রজাপতি প্রভৃতির জনতা লাগিয়া গিয়াছে। বসন্তের কোকিল পঞ্চমতানে বনস্পতিদিগকে ঋতুরাজের আগমন জানাইয়া দিতেছেন; বিটপীশ্রেণীও তৎশ্রবণে 'মধু আসিলেন' বলিয়া বৎসরকার দিনে পুরাতন বেশ পরিহার পূর্ব্বক নবকিশলয়ে সাজিতেছেন। রুচিরা চুতমঞ্জরী অনঙ্গের অতিরিক্ত শর; অলৌকিক পরিমলে তাহার পরিচয় প্রদান করতঃ দম্পতি মাত্রেরই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুরাগের সঞ্চার করিতেছেন। জীবজগতে নবভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে। বেলা, মল্লিকা, শ্বেতচম্পকা, রজনীগন্ধা, যাঁতি, যুঁতি, টগর, গন্ধরাজ, কামিনী, অশোক, বকুল, মালতী প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে বটে; কিন্তু একা লেবুফুলের উন্মাদস্নিগ্ধবাসে ধরা যেন পুনঃ পুনঃ নব উল্লাসে ভাসিয়া উঠিতেছে। একে দিবসের মোহিনী ছলনায় জীবকুল দিশেহারা, অবশপারা, তাহাতে আবার দিবস গতে মধুযামিনী আরও মনোহরা। বিরহকাতরা, নিরাশে সারা অনাথিনীর পক্ষে সে মাধুরী কেবল দুঃখের ভরা, প্রাণে মরা। কমল নেত্র মুদিলেন, কুমুদ নয়ন মেলিলেন; গন্ধে দিগ্‌দেশ আমোদিত হইতে লাগিল। সুহাসিনী নিশীথিনীর

[আগ]মনে মেদিনী নিস্তব্ধা হইলেন; দিবসের চেষ্টা জনমণ্ডলে মন্দীভূতা [হই]ল; কেবল প্রেমিকের চঞ্চলচিত্ত অভীষ্ট জনের দর্শনলালসায় নানাবিধ [উ]পায় উদ্ভাবন করিতে বসিল।

ক্রমে রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইতে চলিল। সন্ধ্যার সময় [বা]লিকারা নারিকেলমালার অভ্যন্তরে যে দীপগুলি জলে ভাসাইয়াছিল, সে[গু]লি একে একে ভাসিয়া ভাসিয়া ক্রমে একস্থানে আসিয়া সম্মিলিত হইল। [দুঃ]সহ শীতে এতাবৎকাল প্রাণীকুল অবসন্নপ্রায় ছিল, আজি অনেক দিনের [প]র দক্ষিণবায়ু প্রবাহিত হওয়াতে বাতায়নে পৃষ্ঠদিয়া বসিয়া প্রাণভরিয়া [যে]ন তাহা সেবন করিতে লাগিল। রজনী কৃষ্ণপক্ষ; চন্দ্রোদয়ের সময় হয় [না]ই, তথাপি আকাশে নক্ষত্রগণ যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া তিমিরের পরিমাণ [হ্রাস ক]রিতে কতক পরিমাণে সক্ষম হইতেছিলেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব[প্র]ধান তমোমান ‘কালপুরুষ’ (ওরিয়ন্) নীলনভঃস্থলের মধ্যভাগে বিরাজিত [হ]ইয়া, জীবের কার্য্য পর্য্যালোচনা করতঃ চন্দ্রের অনুপস্থিতিতে যেন প্রতি[নি]ধিত্বের ভার লইতে ছিলেন। নগর এতক্ষণ কোলাহলপূর্ণ ছিল, ক্রমে [নি]স্তব্ধ হইতে লাগিল। দিবাচরেরা নিদ্রা আশ্রয় করিল; নিশাচরেরা [ব]হির্গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কৃষকবৃন্দ সমস্তদিন রৌদ্রে পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে এক এক খণ্ড কাষ্ঠাসনে পড়িয়া নাসাধ্বনিতে বাষ্পাধারের ন্যায় যেন আভ্যন্তরিক বাষ্পীয় উত্তাপ বাহির করিয়া দিতে লাগিল। তস্করেরা, কে অসাবধান আছে, কাহার গৃহে অর্থ প্রচুর, কোথায় বা কিরূপে সুবিধা হইতে পারে, ইত্যাদি মন্ত্রণা করিয়া স্ব স্ব নিয়োজিত দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল। কৃপণের বিশ্রামেরও অবসর নাই; তিনি এতাবৎ রাত্রি জাগরণ করিয়া যক্ষের ধন আগুলিয়া বসিয়া আছেন। কোথাও বা কোন ধনকুবের তুষারধবলিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রাভাবে কাতরে কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছেন। গণিকাগৃহে নায়কের পরিতোষার্থে মদোন্মত্তা বারাঙ্গনা উচ্চতানে স্ফূর্ত্তিপ্রদ প্রেমসঙ্গীত আলাপ করিতেছে। নদীবক্ষে নৌকার উপরি শয়ান কর্ণধার তটিনীর সমস্বরে সারিগীত গাহিয়া চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলিতেছে। কোথাও কোনও তৃপ্তকামা প্রৌঢ় দম্পতি অর্দ্ধ সচেতন অবস্থায় চাউলের অতিরিক্ত

দর লইয়া পরস্পর বাদানুবাদ করিতেছেন। আবার কোথাও বা কোনও নবোঢ় যুবকযুবতী নবপ্রেমের ঔৎসুক্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া ভুজমৃণাল চতুষ্টয়ে পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ মুখে মুখে নীরবভাষায় প্রেমালাপ করিতেছেন। জাগরণপ্রিয়া সৈরিন্ধ্রীগণ সচকিতে গবাক্ষপ্রান্তে নাগরের সঙ্কেত-অপেক্ষায় কপটভাবে বসিয়া আছে। কোথাও বা কোনও প্রজা-পীড়কের তৃতীয়পক্ষের তরুণী নিদ্রিতপতির অঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপনে আসিয়া ইতরজনের সহিত স্বামীসহবাস অভিনয় করিতেছে। ক্বচিৎ কোন প্রাসাদে কোনও সুপ্তোত্থিতা বিদেশিনী, ঋতুপরিবর্ত্তন হেতু বিচ্ছেদ সহিতে অসমর্থা হইয়া অল্পদিন প্রয়াত বঁধুকে প্রবাসপ্রত্যাগত হইতে পত্র লিখিতেছেন। কোথাও বা কাচিৎ অনন্যমনা পতিহীনা, একাকিনী বিরহ শয্যায় শয়ন করতঃ মৃত প্রাণকান্তের উদ্দেশে অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। জ্যোতিষশিক্ষার্থী যুবকগণ কোথাও দলবদ্ধ হইয়া গ্রহনক্ষত্রগণের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিবার জন্য এক দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন; আবার কোথাও কোনও প্রকোষ্ঠে কোন এক হঠাৎ-কবি সহসা রাত্রে জাগরিত হইয়া, যামিনীর তাৎকালিক শোভায় মুগ্ধ হওতঃ ভাবব্যঞ্জক কবিতার জন্মদান করিতেছেন। দিবসের কার্য্যে কাহারও চিন্তার অবসর হয় না; এজন্য দিনান্তে জীবগণ নিজ নিজ পাপ পুণ্যের সমা-লোচনা করিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে সহসা পরিখার পরপার হইতে যেন একটী ক্ষীণ রমণীকণ্ঠস্বর কর্ণগত হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হইল। কণ্ঠস্বর অথচ সঙ্গীত। এ সুস্বর ইন্দুশেখরের পূর্ব্বপরিচিত, এজন্য তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া আরও মনোযোগ সহকারে উহা শুনিতে আরম্ভ করিলেন; একে মিষ্ট বামাস্বর, তাহাতে আবার প্রবাহিনীসলিলে প্রতি-ধ্বনিত হইয়া আসিবাতে আরও স্পষ্টতর শ্রুত হইতেছিল; রমণী অভিমান করিয়া গাহিতেছেন—

"বসে ভোমরা ফুলে, কত রঙ্গে খেলে,
ভরে কোমল কলি অম্‌নি পড়ে হেলে',
অলি তাড়না করে না মধু পেলে॥

পুলকে জানায় কত, সোহাগে সোহাগী হাসে তত ;
ফুল্লপ্রাণে ধনী অঙ্গ ঢালে ;
ঝঙ্কার করি' বঁধু হেসে' ঢলে ॥

আল্‌গোছে ভালবাসা, পরিমলে বাড়ে মিলন-তৃষা,
ছলে মুখ আনে পাতার আলে,
প্রাণখুলে চুমু খাবে ব'লে ॥

সজোরে লুটে মধু, মানে না, কোমলদল টুটে স্থধু ;
গুঞ্জরি' রসরাজ পলাশ খুলে,
মলয়ভরে কুস্থম আপ্‌নি দোলে ॥

পিয়াসে মাতুয়ারা, জর জর, কলি হ'ল সারা,
(অলির) নিমেষে মিটিল আশা ফুলে,
কুস্থম না লাজে আর বয়ান্ তুলে ॥

মজায়ে ফুলের প্রাণে, শঠবঁধু চলে আকাশ পানে ;
'আমি তোমার অলি, কোথায় যাওরে ফেলে' ;
'আজি আসি' ব'লে কপট ফাঁকি দিলে ॥

'সময়ে যৌবন নিলে, অসময়ে, ভৃঙ্গ, পরের কোলে',
(তাই) আপ্‌শোষে খসে ফুল ভূমিতলে,
সতিনী ফুটেছে অন্তরালে ॥"

ইন্দু স্বর চিনিলেন ; মন অগ্রেই চঞ্চল হইয়াছিল, এখন দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। প্রথমে মনে করিলেন, যে সংসারীর পক্ষে এসব কৌতুক আর ভাল নহে ; যে সমুদ্রমন্থনে তিনি এখন আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহার ফলই এখন তাঁহার পক্ষে শিব ; অতিরিক্ত পাথার-আলোড়নে অশিব হলাহল উঠিবে, সে বিষে স্থখের সংসার ছারখারে যাইবে। ভাবিলেন বটে, কিন্তু মনকে বাঁধিতে পারিলেন না। অনেক দিনের আলাপ, মানিনী ধরাশয়নে

রোদন করিতেছেন, এ সময় মনোমত জনের সাক্ষাৎ করা উচিত; তবে আর দুঃখের দুঃখী কি? দেখা করিলেই ত আর সত্য ভঙ্গ হইবে না; কেবল দুটী একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মাত্র। রোহিণী অন্যমনস্কে আর এক কক্ষের গবাক্ষে বসিয়াছিলেন, ইন্দুশেখর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বংশ সেতুর উপর আরোহণ করিলেন; ভর পড়িবামাত্র বংশগুলি নামিবার পূর্ব্বে ক্যাঁচ্, কোঁচ্, কটর্, কটর্, খট্ খট্ শব্দ করিয়া উঠিল। রোহিণী বাতায়নে উপবিষ্টা ছিলেন, শব্দ শুনিবামাত্র সেদিকে নেত্র ফিরাইলেন, দেখিলেন, তাঁহার প্রাণকান্ত সেতুর উপর দিয়া পরপারের দিকে যাইতেছেন; তখন একমনে সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেন। ইন্দু এতৎ বিষয় কিছুমাত্রও জানিতে পারিলেন না, তিনি নিতাই বাবুর অন্তঃপুরের দিকে চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই চন্দ্রোদয় হইয়াছিল; ইন্দুর গতিবিধি রোহিণীর চক্ষে কিছুই গোপন রহিল না। দেখিলেন, প্রাণেশ্বর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কণ্ঠস্বরে কি এক ইঙ্গিত করিলেন, অমনি এক তরুণবয়স্কা কিশোরীর গবাক্ষে উদয় হইল; চন্দ্রমার আলো তাঁহার মুখে আসিয়া পড়িল; মনোহারিণী ছবি বাতায়ন হইতে ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তর দিলেন। প্রত্যুত্তর পাইবামাত্র উভয়ে উভয়কে চিনিলেন; চিনিলেন যে তাঁহারা সেই দুই ব্যক্তীত অপর কেহ নহে। যুবক চিনিলেন "প্রেমলতা"; প্রেমলতা চিনিলেন "ইন্দু"।

প্রেমলতা কিশোরী; বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র; তাঁহার রূপরাশি যৌবনের স্ফূর্ত্তিতে দিন দিন পুষ্ট হইতেছে। মধুরিমার প্রসার অতি অলৌকিক; শরীরে মাধুরীর আর সংকুলান হয় না; পথ দিয়া চলিয়া যান, যেন কতক কতক রূপ চরণের অলক্তকহইতে ঝরিয়া পড়ে। মূর্ত্তি দেখিলেই বোধহয়, যেন জগৎকে মজাইতে, ছলে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। রূপের সমুচিত বর্ণনা করিতে হইলে রোহিণীর পার্শ্বে তাঁহাকে উপবেশন করাইতে হয়। উভয়ের রূপসমষ্টি ভিন্ন প্রকারের, এজন্য উভয়ের সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্বে উভয়কে সমধিক উজ্জ্বল চিত্রিত করিতে পারিবে। রোহিণীর বর্ণ হিমপ্রদেশসুলভ শ্বেত; অথচ গোলাপপুষ্পপ্রতিফলিত দীপ্তিমান হীরকখণ্ডের ন্যায় গোলাপী

আভায় মণ্ডিত। প্রেমলতার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় পীত, উজ্জ্বল হেম-প্রভায় দেহখানি বিশিষ্টরূপে মার্জ্জিত হইয়াছে। বদন অতি সুন্দর; কিন্তু রোহিণীর মুখ যে প্রকার, সে প্রকারের নহে; রোহিণীর মুখায়তন দেবীর ন্যায় ঈষৎ দীর্ঘ; প্রেমলতার বদন মানবীর ন্যায় ঈষৎ বর্ত্তুল; রোহিণীর মুখমণ্ডল পরিপুষ্ট, কোনও স্থানে অসম্পূর্ণ নহে, চিবুক ঘোরাল, কিছু ভারি ভারি, তাহাতে গম্ভীরা বোধহয়; প্রেমলতার মুখছবি ধারাল, স্থানোপযোগী মোহিনী নিম্নোচ্চতায় শোভমান, চিবুকটী হ্রস্ব ও টেপা, সুহাসিনীর চপলতায় বদনের চটক অতি চমৎকার; মুখখানি যেন ভালবাসা মাখা। রোহিণীর কেশপাশ রাশীকৃত, আজঙ্ঘালম্বিত, কিন্তু রুক্ষ ও তৈল বিবর্জ্জিত হওয়ায় সম্পূর্ণ কাল নহে; প্রেমলতার কুন্তলগুচ্ছ কুঞ্চিত, তৈলসিক্ত, কৃষ্ণ ও মসৃণ, এবং সম্মুখে ললাটোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তনকারী অলকদামে বিন্যস্ত। রোহিণীর কটাক্ষ ঢল ঢল, স্থির, গম্ভীর; অবিনয়ী শঠকে সম্মুখ হইতে যেন দূর হইতে আদেশ করে; প্রেমলতার নেত্রদৃষ্টি খঞ্জনার ন্যায় চঞ্চলা, লোচন রশ্মি তারকাবিবরে কেন্দ্রীভূত হইয়া দর্শককে যেন দূর হইতে আকর্ষণ করে। রোহিণীর পয়োধরযুগল পীন হইলেও লোকলজ্জায় যেন আবরণ মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে চাহে; প্রেমলতার কুচযুগ স্ফুটনমুখী কমলকলির ন্যায় দিনমনিমুখদর্শনাপেক্ষী; বসনবিবরে বন্দী হইলে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে থাকে, সেজন্য কোমলপ্রাণ রমণীবসন আপনা হইতেই শ্লথ হইয়া উহাদের বায়ুসেবনের মত পরিসর দেন। রোহিণীর নিতম্বভাগ গুরু, জঙ্ঘার সঞ্চার নিয়মিত করিবার জন্য যেন ঐ ভারের সৃজন হইয়াছে, এজন্য মন্দ মন্দ গমন কালেও দেহের সমতা থাকে, কোনও দিকে টলে না; প্রেমলতার নিতম্বদেশ গুরু বটে, কিন্তু উহারা আপনার ভারে আপনি অবসন্ন, গজগমনেও উহাদের আন্দোলন হয়, চলিতে অঙ্গ-খানি দুইপার্শ্বে হেলিতে থাকে। রোহিণীর কথাগুলি ধীরে ধীরে মধুর গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত, সত্য বলিয়া সময়ে সময়ে নীরস বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বলিয়া কর্কশ নহে; প্রেমলতার ভাষার স্থিরতা নাই, মিষ্টকণ্ঠ বটে, কিন্তু কথা কখনও আধ আধ, কখনও আদরে আদরে উচ্চারিত, কখনও ভাবে পরিপূর্ণ। রোহিণীর মুখের ভাব দেখিলে ভক্তি ও স্নেহের

উদ্রেক হয়; প্রেমলতার দিকে নয়ন ফিরাইলে কেহ না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিবেন না, যেন সাক্ষাৎ প্রেমময়ী।

এ হেন সুকোমল কোরকেও কীট প্রবেশ করিয়াছে। এ হেন মনোরম কুসুমকেও নিদারুণ কলঙ্কের ভাগী হইতে হইয়াছে; বিধাতার উদ্দেশ্য কে বুঝিবে?

ইন্দু গবাক্ষ সন্নিধানে অগ্রসর হইলেন; নিকটে গিয়া প্রেমলতাকে ডাকিলেন; প্রেমলতা কাছে আসিলেন; ইন্দু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গান হচ্ছিল কেন?"

প্রেমলতা ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "কে আবার গান কচ্ছিল? তাহাতো শুনি নাই, তোমার কাছে বুঝি যত নূতন খবর যায়?"

ইন্দু কহিলেন, "আর রসিকতায় কাজ কি? আমি কি আর গলা চিনি না? যে না জানে, তা'কে বোলো; সত্য বলিতেছি, হঠাৎ এমন অভিমান হ'ল কেন?"

প্রেমলতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "অভিমান থাকিলে কি আর উঠিয়া আসিতাম? পরের উপর কি কখনও মান অভিমান খাটে? যাহা হউক, তুমি যে শুনিতে পাইয়াছ, এই যথেষ্ট, আমার সৌভাগ্য; আমি মনে করিলাম, বুঝি কানে ছিপি দিয়ে ব'সে আছ। এতদিন আসিয়াছ, একদিন কি আর দেখা করিতে নাই? মজ্‌ইয়ে কি শেষে এম্‌নি ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে হয়? ধন্য তোমাদের পুরুষের অন্তঃকরণ!"

ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "কি জান, লতে, অনেক দিন আসিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার নিকটে এখন দোষী হইয়াছি, সেইজন্য সাক্ষাৎ করিতে লজ্জা বোধহয়।"

লতা। কি এমন কাজ করিলে, যাহাতে দেখা করিতে লজ্জা বোধ হয়?

ইন্দু। আমি বিবাহ করিয়াছি; তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তোমায় ছাড়িয়া এ জীবনে আর কাহাকেও গ্রহণ করিব না, কিন্তু অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে সত্য রাখিতে পারিলাম না।

লতা। ওঃ, এই কথা! মেয়েমানুষকে মজাইবার আগে সাড়ে পনর

আনা লোকেই এই রকম প্রতিজ্ঞা করে; কাজসিদ্ধি হইলেই আর সম্পর্ক থাকে না, সত্য আপনা হইতেই ভঙ্গ হন; এই কথা! এর জন্য আর চিন্তা কি? বিবাহ করিয়াছ, ভালই করিয়াছ, সংসারী হইয়াছ; আমার জন্য কি তুমি চিরদিন বিবাগী থাকিবে? আমি এমন পরামর্শ তোমায় দিতে পারি না। কিন্তু যে ভালবাসে তাহার সহিত একবার দেখা করিতে দোষ কি? আমিও ত একজনের স্ত্রী; তোমায় ভালবাসি, একবার দেখিবার জন্য ধড়ফড় করিয়া মরি।

ইন্দু কহিলেন, "মনে করি তোমায় আর দেখা দিব না, দেখিলেই আবার আগুন জ্বলিবে, কিন্তু না আসিয়াও থাকিতে পারিলাম না।"

লতা কহিলেন, "তা' দেখা দেবে কেন? তোমাদের, ভাই, এখন নূতন আশালতা, তাহাতে নূতন নূতন ফুল ফুটিবে. পুরাতনে আর ফিরে' চাহিবে কেন বল? কিন্তু বেসী দিন থাক্‌ছে না, মনি, তোমাকে আমি ভাল রকমই চিনি, 'নতুন' 'নতুন ন কড়া, পুরান হলেই ছ কড়া;' হ'ল ব'লে, হ'ল ব'লে, আর বড় বেসী দেরী নাই; হায়! হায়! শেষে স্যাঁত সেঁতে ভিজে মাটিতে পড়ে' থেকে' থেকে' উইধ'রে যাবে, এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে কাট্‌বে, কেউ দেখ্‌বে না, কেউ দেখ্‌বে না, বড় দুঃখ হয়, আপনার জিনিষ কি না? তাই।"

ইন্দু দুঃখিত হইলেন, কহিলেন, "আমাকে কি এত নীচ অন্তঃকরণ ভাব?"

লতা ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন, "না না, তা' কি বল্‌ছি? তুমি কি সেরকম হ'তে পার? তবে আমি দাঁড়াব কোথা? শুন শুন, একটা কথা আছে— সেদিন তোমার নূতন ঘরণীকে দেখে এলাম; কথাবার্ত্তা জানি না, শুনি না, মূর্খ, পাড়াগেঁয়ে, মেয়েমানুষ, ; শুনিলাম নাকি সহর থেকে নিয়ে এসেছ, ভারি বুদ্ধিমতী, ভারিত্তি, বেসী কথা কয় না, সকল কাজেই পণ্ডিত, তাই ভয়ে কথা কহিতে ভরসা করিতে পারিনি; মনে করিও না, যে মনে হিংসা হ'ল, কি রাগ হ'ল, তা'হলে আসিতাম না; আমি, ভাই, বলিতে কি, ওরে দেখে বড় ভালবেসে ফেলেছি, এখন কতকগুলি ফুলের গহনা, আর গড়ে মালা গেঁথে রেখেছি, যদি অনুগ্রহ ক'রে নিয়ে যাও, দাসী কৃতার্থ হয়।"

ইন্দু কহিলেন, "এই কথা? দাও না, এ আর বেশী কি? তুমি ত

ভাল বাসিবেই, তোমার অন্তঃকরণ উদার; আমায় ভালবাস, কাজেই আমার গৃহিণীকে না ভালবাসিয়া কেমন করিয়া থাকিবে?

ইন্দু ফুল লইয়া ফিরিলেন, লতা কহিলেন, "তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, কবে দেখা হ'তে পারে?" ইন্দু দিনস্থির করিয়া দিলেন, প্রেমলতা ও তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন, অবৈধ প্রণয়জালে পুনরপি উভয়ে উভয়কে আবদ্ধ করিতে মানস করিলেন।

ইন্দু গবাক্ষ হইতে নামিবামাত্র কে একজন স্ত্রীলোক আলো লইয়া প্রেমলতার কক্ষে আসিল; লতা বুঝিলেন, তাঁহার মাতা; অমনি ভাব-পরিবর্ত্তন করিলেন, যেন ঘরের চারিদিকে পদচালনা করিতেছেন। লতাকে অনিদ্রিতা দেখিয়া মাতা কহিলেন, "লতা এখনও ঘুমাস নাই?" লতা কহিলেন, "আজ শরীর বড় মাটি মাটি কর্‌ছে, ঘুম হইতেছে না।" মাতা কহিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, ঘুমাও; কাল ভোরে উঠিতে হইবে।" প্রেমলতা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, মা?" মাতা কহিলেন, "কাল শুন্‌তে পাবি, আজ শুয়ে পড়্।"

মাতা স্বস্থানে চলিয়া গেলেন; প্রেমলতাও এদিক ওদিক চাহিয়া আসিয়া ইঙ্গিতে ইন্দুশেখরকে বিদায় দিলেন। ইন্দুও তদন্তে চলিয়া আসিলেন।

রোহিণী বাতায়নে বসিয়া বসিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন, আসিবা-মাত্র ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এতরাত্রে ওদিকে কি করিতে গিয়াছিলে?"

ইন্দু উত্তর করিলেন, "নিতাই বাবুর কন্যা সেদিন তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন;—যাহার প্রতি তুমি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি তোমায় বড় ভাল বাসেন; তোমার জন্য এই ফুলের গহনাগুলি গাঁথিয়াছেন; বলিলেন, সুন্দরীকেই এসব পরিলে মানায়। আমার হস্তে দিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।"

রোহিণী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "কেন? উহাদেরত অনেক দাস দাসী ছিল? অক্লেশে পাঠাইয়া দিতে পারিত। তোমার যাওয়া উচিত নহে; বিশেষতঃ তুমি স্বামী, পূজ্য, ওসকল ভৃত্যের কার্য্য তুমি কেন করিতে যাও?

বাবা উপদেশ দিতেন, তুমিওত শুনিয়াছ,'যে শরীরে স্ত্রীচিহ্নের অভ্যুদয় হইলে আর পুরুষের সহিত আলাপ করা শোভা পায় না'; বিশেষতঃ রাত্রি-কালে। আমি তোমার উপর কোনও সংশয় করিতেছি না; তুমি সৎ হইতে পার; কিন্তু এরূপ আচরণ ভাল নহে।"

ইন্দু উত্তর দিলেন, "ফুল দিতে ডাকিল, যাইয়া লইয়া আসিলাম, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? সংশয়ের কাজত কিছু করি নাই।"

রোহিণী দুঃখসূচক স্বরে বলিলেন, "ও ফুল বড় বিষম ফুল; তুমি জাননা, ও ফুলে আমার আস্থা নাই; ফুল দিয়া আমার কি যেন বদল লইতে চাহে; তুচ্ছ ফুল লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে কে অমূল্য শিরোমণি দিতে পারে? তুমি যাইও না, মানা করিতেছি।"

ইন্দু বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন কথা বলিতেছ কেন? কি হইয়াছে?"

রোহিণী কহিলেন, "যেদিন সেই ভাবিনী আমাকে দেখিতে আসিলেন, কোনও কথা কহিলেন না, তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল; মনে হইল যেন কি আমার অপহরণ করিতে আসিয়াছেন। আমি শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম।"

ইন্দু। ছি ছি! সে তোমায় দেখিতে আসিল, ভদ্রলোকের মেয়ে; তাহাকে ওইরূপ কি বলা উচিত?

রোহিণী কহিলেন, "উচিত অনুচিত জানিনা; সেই রাত্রিতেই স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিলাম; বোধহয়, সমস্তদিন একথা ভাবিয়াছিলাম বলিয়া স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, যে তিনি সুন্দরী নন; রাক্ষসীর মত আকৃতি; নখগুলি কুলার মত, দাঁতগুলি মূলার মত, চুলগুলি পাটের মত। আমাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, আমি পলাইলাম; তখন তোমার হাত ধরিল; ধরিয়াই দৌড়িতে আরম্ভ করিল, তুমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিলে। আমি তোমায় ফিরাইবার জন্য পাছে পাছে ছুটিতে লাগিলাম; তুমি তাহার সঙ্গেই চলিলে, আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিলে না। আমি আর কত দৌড়িব, স্বপ্নে দৌড়াইতে গেলেই পড়িতে হয়, আমি পড়িয়া গেলাম, তোমরা চলিয়া গেলে; অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল, উঠিয়া দেখি, তুমি আমার

পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছ। বড় ভয় হইল, ভোরের স্বপ্ন প্রায় মিথ্যা হয় না; সেইজন্য নিষেধ করিতেছি, তুমি ওখানে যাইও না; গেলে আমার মনে বড় ধোঁকা লাগে।”

ইন্দু শুনিলেন, সবই বুঝিলেন, বলিলেন, “আচ্ছা, আর যাহাতে না যাইতে হয়—তাহার চেষ্টা করিব।”

রোহিণী ফুল পরিলেন না, ইন্দুও পরিবার জন্য সাধিতে সাহস করিলেন না। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া উভয়ে নিদ্রিত হইলেন। তন্দ্রা আসিবার সময়ে ইন্দু ভাবিতে লাগিলেন, “কার মন রাখি?”

বংশী বাবু যখন লক্ষ্ণৌসহরে থাকিতেন, ইন্দুশেখরকে মধ্যে মধ্যে বাটী পরিদর্শনার্থ বিলাসপুরে আসিতে হইত। কিছুদিন জন্মভূমিতে বাস করিয়া আবার পশ্চিমে চলিয়া যাইতেন। নিতাই বাবুর সহিত তাঁহার পিতার বিবাদ হইয়াছিল, এজন্য বাটীতে গতায়াত ছিল না। কিন্তু প্রতিবারেই তিনি বাটীতে আসিয়া দেখিতেন, একটী নবীনা বালা নিতাই বাবুর প্রাসাদের ছাদে খেলা করে; কখনও বা নৃত্য করে, কখনও বা একপায়ে খঞ্জের মত চলে। বাল্যবিহার দেখিলে বুদ্ধিমান জনে ভবিষ্যৎ স্বভাব বুঝিতে পারেন; ইংরাজিতে বলে,—শিশু অবস্থা দেখিলে নরনারীর ভাবী চরিত্র নির্দ্ধারণ করা যায়। ইন্দুশেখর বুঝিলেন, এ বিহঙ্গিনী উড্ডীয়ন-আকাঙ্ক্ষিনী, কিছুদিন মধ্যেই শৃঙ্খল কাটিয়া যাইবে। তিনিও যুবা পুরুষ, ধরিবার জন্য মনে মনে সাধ হইল; পরন্তু চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই খেচরী আপনা হইতে ধরা দিল। ইন্দু অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইলেন।

প্রেমলতা নিতাই বাবুর কন্যা; লোকে বলে পোষ্যতনয়া, অর্থাৎ তাঁহার প্রতিপালিতা। আমরা সে বিষয় পরে জানিবার চেষ্টা করিব। প্রতিপালিতাই হউন, আর ঔরষজাতাই হউন, পিতামাতা উভয়ে তাঁহাকে অতিশয় আদর দিতেন। লতা ইচ্ছামত কার্য্য করিত, কাহারও বারণ মানিত না; ইচ্ছা হইলেই গান গাহিত, ইচ্ছা হইলেই কান্না ধরিত, ইচ্ছা হইলেই নৃত্য করিত, আবার ইচ্ছা হইলেই হাসিতে হাসিতে ভূমিতে লুটাইয়া যাইত। ইহার অনেক গুহ্য কারণ আছে, পরে বলিব। প্রেমলতার স্বামী আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় অতিশয় ধার্ম্মিক লোক। তাঁহার বয়ঃক্রম

দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ হইবে; দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ, এজন্য প্রেমলতা তাঁহার অতি আদরের স্ত্রী। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের যে পরিণাম, তাহা প্রায় লঙ্ঘন হয় না। লতা বিবাহ অবধি পতির অবশীভূতা ছিলেন, এপর্য্যন্ত কখনও স্বামীসহবাস করেন নাই। কেহ তাঁহাকে বুঝাইয়াও পতিসকাশে পাঠাইতে পারিতেন না। আদিনাথ অতি বিদ্বান লোক, সংস্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কথকতা করিয়া তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত; কিন্তু উপার্জ্জন অতিশয় অল্প ছিল। তাহার কারণ, বোধহয়, বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন, তিনি অন্যান্য কথকের মত স্ত্রীলোকের হাবভাবের অনুকরণ করিতে পারিতেন না, এজন্য তাঁহার মুখনিস্থত অমৃতসমান মহাভারত কথাও মেয়েদের ভাল লাগিত না। গৃহিণী-সেবক কর্ত্তাদেরও ঘরণীর মতের বিরুদ্ধে মীমাংসা করিতে সাহসে কুলাইত না, এজন্য তাঁহারা কেহই আদিনাথকে প্রতিপালন করিতেন না; পণ্ডিতেরা কিন্তু আদিনাথের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। প্রেমলতার সহিত ইন্দুশেখরের প্রসক্তির কথা, বিলাসপুরে জনান্তিকে সকলেরই মুখে চলিত; কেবল নিতাই বাবুর ভয়ে কেহ প্রকাশ্যে গল্প করিতে ভরসা করিত না। প্রেমলতা কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। প্রেমলতা গ্রাহ্য করিতেন না, বলিয়া ইন্দুও সাবধান হইবার চেষ্টা করিতেন না। অনেকে বলিতেন, বংশী বাবুর প্রতি নিতাই বাবুর ব্যবহারের শোধ লইবার জন্য ইন্দু এই কীর্ত্তি করিলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না। বিবাদ না হইলেও যে এইরূপ ঘটিত না, এমত নহে। গৃহস্থ রক্ষণাবেক্ষণে অপটু হইলে প্রলোভনীয় বস্তু চোরে অপহরণ করিবে, তাহার আর উপায় কি? অগ্নির ভয় থাকিলে শুষ্ক ইন্ধনকে সতর্কে রাখিতে হয়, তবে মানীর মান থাকে। নিতাই বাবু সকলের মনস্তাপ দিয়া বেড়ান, তাঁহার এইরূপ একটা মনস্তাপের কারণ না জন্মিলে সৃষ্টির বিচার থাকে কৈ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

লুকোচুরি।

"তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যম্ যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ।"

ভবভূতি।

একে একে এক একটী দিবস ইন্দুর পক্ষে এক একটী যুগের মত কাটিতে লাগিল; ক্রমে সকলগুলি সরিয়া গেল, নিরূপিত অহনে ভাস্কর উদিত হইলেন। সূর্য্যোদয় হওয়া অবধি সমস্তদিন ইন্দুর মন কি একপ্রকার সুখানুভব করিতেছিল। মাঝে মাঝে রোমাঞ্চ, মাঝে মাঝে পুলকহেতু উন্মত্ততা, যেন কি এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। মনে মনে গোপন করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ প্রয়াস, আভাসে কিন্তু অর্দ্ধেক প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। রোহিণীকে দেখিলেই ভয় হয়, সাবধান হইবার সম্যক চেষ্টা করেন, তথাপি একাগ্রতাহীন অন্যমনস্ক চিন্তাশীল ও অপরাধীর ন্যায় সশঙ্কিত ব্যক্তিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মন কেবলই চঞ্চল, না জানি, কি অদ্ভুত কথাই শুনিবেন; কি দিন! মনে মনে প্রশ্ন হইল, 'আজি কি বার'? উত্তর সঙ্গে সঙ্গে, 'সোমবার'; অমনি মন্তব্যপ্রকাশ, 'ভালবার মিলনের পক্ষে অশুভ নহে।'

দুইটা বাজিল, তিনটা বাজিল, চারিটা বাজিল, তথাপি সময় আর যায় না; ঘণ্টা যেন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; রবিকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন; ঘড়িগণনাও অসম্ভব হইয়া উঠিল, ক্রমশঃ অধীর হইতে লাগিলেন। প্রদোষ আসিল, তখনও পিঞ্জরবদ্ধ ঋক্ষের ন্যায় ইতঃস্তত: ভ্রমণ করিতেছেন, মনোনীত স্থানে আসিবার কোনও উপায় নাই; ইন্দু খাতের তীরে তীরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাকালে পরিখাতীরে তাহাকে মৃদুমন্দ সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া রোহিণী শঙ্কিতা হইলেন; আর দিনের বিষয় তাঁহার স্মরণে আসিল; মন্যুবিঘূর্ণিতলোচনে তিনি স্বামী

প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দু দেখিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না।

ক্রমে রাত্রি আট ঘটিকা উত্তীর্ণ হইল, ইন্দুশেখর দেখিলেন, লগ্ন উপস্থিত। এ যোগে অবগাহন না হইলে আজিকার মত সুবিধা হইবার আর নিশ্চয় নাই; তিনি পারে চলিলেন। জানালার নিম্নে উপস্থিত হইয়াই সঙ্কেত করিলেন; অমনি সেই পরমারূপযৌবনশালিনী মানবীমূর্ত্তি উর্দ্ধে সমুদিতা হইলেন। মূর্ত্তিই মূর্ত্তির উপমা, অন্য তুলনা দিবার মত কিছুই নাই; দিলে কেবল অপকর্ষ সাধন হয় মাত্র। যুবতী হাসিতেছেন, সতৃষ্ণনয়নে যুবকের প্রতি বিশাল স্মরকটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন, মৃদুমধুরস্বরে বলিলেন, "কে? ইন্দু?" ইন্দু কহিলেন, "কে বোধ হয়?" যুবতী উত্তর করিলেন, "পরিচয় না দিলে, বোধহয়, 'চোর'—" ইন্দু অল্প ক্রোধপ্রকাশ করতঃ কহিলেন, "তাহাত হইবেই, যাহার জন্য চুরি করি, সেই বলিবে 'চোর'—তোমার কি চুরি করা হইয়াছে?"

যুবতী উত্তর করিলেন, "বলিতে লজ্জা করে না,? সর্ব্বস্ব নিয়েছ, ভাল যাহা কিছু ছিল; সকলইত হরণ করিয়াছ; স্ত্রীলোকের এ অপেক্ষা বেশী আর কি থাকে? চোর না হইলে এত রাত্রে পাঁদাড়ে কেন?"

ইন্দু উত্তর করিলেন, "যৌবন ধরিয়া দিলে যে না লয়, সে অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ; কিম্বা নপুংসক অজ; ছাগাদি যতে পরের পুষ্টির জন্য আত্মসংবরণ করে। ডেকে' দিয়ে যদি বল চুরি করিয়াছি, তবে এ অধীন নিরূপায়; বরঞ্চ কাঙ্গাল বল, স্বীকার আছি। পাঁদাড়ে কেন? সে কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, একবার অনুগ্রহ করিয়া নামিয়া আইস।"

সুন্দরী তখন হাসিতে হাসিতে অভ্যাস মত কটিতে বস্ত্রের দুই তিন ফের দিলেন; পুরুষে যেরূপ মল্লকোচ্চা করিয়া কাপড় পরে, সেইরূপ করিয়া পরিলেন; পরে স্তনের উপর দিয়া দুইদিকের স্কন্ধ হইতে দুই বেড় দিলেন; স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের মত সাজিলেন; কিন্তু দেখিতে সম্পূর্ণ পুরুষ হইল না; যেন আধ রাধা, আধ শ্যাম; আধ রতি, আধ কাম; আধ সাড়ী, আধ ধড়া; আধ বেণী, আধ চূড়া; এইরূপ কি একপ্রকার হইল। দুই কাণে দুইটী বড় চৌদানী ছিল, তাহাতে পার্ণার দুই মিনা দল্ দল্ করিয়া সর্ব্বদা দুলিতেছে।

দুই হস্তের মণিবন্ধ, দুইটী হীরকমণ্ডিত বলয়দ্বারা শোভমান; পায়ে জলতরঙ্গ মল, শব্দ হইবার ভয়ে ডিমের উপর আঁট করিয়া গুঁজিয়া রাখা হইয়াছে। গায়ে একটী অতি পাতলা কাপড়ের কাঁচলি; তাহার উপর একছড়া সুন্দর সরু তারাহার জ্বলিতেছে। কবরীটী সমস্ত বেলফুলের গড়েমালায় আবৃত; ওষ্ঠাধর তাম্বুল চর্ব্বণ করায় বিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে। যুবতী অগ্রে একপদ বাড়াইলেন, পরে দ্বিতীয়চরণসঞ্চালনে গবাক্ষ লঙ্ঘন করতঃ কার্ণিষের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার ঠিক্ বামপ্রান্তে এক সহকার দ্বিতল পর্য্যন্ত শির উচ্চ করিয়া ছিলেন; ইন্দু ইত্যবসরে ঐ গাছের উপর উঠিয়া নামাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন; যুবতী আসিবামাত্র, তিনি হস্তদ্বারা কটিবেষ্টন করিয়া লইলেন; এবং একহস্তে তাঁহাকে লইয়া দ্বিতীয় হস্তে বৃক্ষ আশ্রয় করতঃ ধীরে ধীরে তরুতলে অবতরণ করিতে লাগিলেন। যুবতীও সজোরে পুরুষকে হস্তপদদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন; গণ্ডে [illegible] আতর মাখান ছিল, সংঘর্ষণে উহা যুবকের মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া [illegible], এবং গন্ধে সেস্থান আমোদিত করিতে লাগিল। উভয়ে নিম্নে আসিয়া [illegible] তলে উপবেশন করিলেন।

লতা অবতরণ করিয়াই এক কটাক্ষবাণ হানিলেন। ইন্দু মুচকে [illegible] কহিলেন, "আমরা দুইটী এক বৃন্তের ফুল; একসময়ে ফুটিয়াছি, আবার এক-সময়েই ঝরিব; যে কয়দিন থাকি, হেসে' হেসে' মুখখানি দেখি, [illegible] আর কে আস্‌বে, বিধুমুখি?"

লতা হাসিয়া ঢলিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "এক গাছের বলিতে পারি, এক বৃন্তের হয় কৈ? যে খাত মাঝে আছে, কালে কদাচ দেখা [illegible] হইল, ত, কেবল সাড়া দাও, আর সাড়া লও; চোখের দেখাটী [illegible] নাই; লোকেই বা শুনিলে বলিবে কি?

বলে,—

'এপারে ডাকে চকা, ওপারে ডাকে চকী;
রাত্ দুপুরে নদীর ধারে একি মেকামেকি?'

ইন্দু উত্তর করিলেন, "আচ্ছা রাত্রিতে যেন দেখা হইবার উপায় নাই,

বাটীর বাহির হইতে পাওনা ; দিনেত সর্ব্বত্রই যাও ; আমাদের গরিবের কুটীরেও মাঝে মাঝে আসিয়া থাক ; সেদিন এত ডাকিলাম, সাড়া দেওয়া হ'ল না কেন? মুখখানি, দেখিলাম, যেন ভার ভার, কেউ বকেছিল নাকি?

লতা উত্তর করিলেন, "ভাই, দিনে আমি অন্যরকম থাকি ; মনে বড় স্ফূর্ত্তি থাকে না ; কত কি হয়!" বলিয়া এক নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গরম নিশ্বাস ফেলিলে যে, কি হয়েছে? আমাকে সমস্ত ব্যাপার ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে, নহিলে আমি ছাড়িব না।

লতা কহিলেন "কিছুই হয় নাই, দিনে মন আপনা আপনিই অবসন্ন হয়।"

ইন্দু কহিলেন "কেন?" "আমার জন্য?"

লতা উত্তর করিলেন,—

"এ চোরা মন আঁধারে টলে,
দিবালোকে পুড়ে পোড়া অনুতাপানলে ॥
যামিনীতে আবেশে বিভোরা,—
সারিকা লুকায়ে নাথে চাহে মনোচোরা ;
(হের) চকোরী অমিয়-আশে চাঁদ পাশে চলে—
চোরা মন আঁধারে টলে ॥

দিবসে তা' না মিঠা লাগে,—
লাজে মরি, কত কথা হৃদয়ে জাগে,—
কতপণে বাঁধি বুক ভাল হব ব'লে ;—
আবার হেরিলে নিশি যাই সব ভুলে ;—
চোরা মন আঁধারে টলে ॥"

উভয়ে ক্ষণকাল নীরব।

ইন্দু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "তবে আমিই তোমার সকল মনোকষ্টের কারণ, লতে?" ইন্দুর চক্ষু সজল হইল।

লতা সুযোগ পাইয়া তখন আর এক তীব্র কটাক্ষশর হানিলেন; কহিলেন, "কি মজা দেখ; আমি তোমাকে এক কথাতেই হাসাইতে, এক কথাতেই কাঁদাইতে পারি; আমাকে কখনও বিষণ্ণ দেখিয়াছ, বলিতে পার?" ইন্দু ব্যথা পাইয়াছেন দেখিয়া লতা বুদ্ধিচালনাপূর্ব্বক কহিলেন, "যেদিন তুমি আমাকে ডাকিয়াছিলে, পশ্চাতে নুটুদাদা ছিলেন, দেখ নাই? নুটুদাদা ভাললোক নহে, বড় সন্দিগ্ধচিত্ত; পাছে কিছু মনে করে, আমি সেইজন্য উত্তর দিলাম না।"

ইন্দু শুনিয়া পূর্ব্ববৎ হৃষ্টচিত্ত হইলেন, লতা তখন তাঁহার হাতখানি ধরিয়া আপন হাতের উপরে রাখিল; ইন্দু রোমাঞ্চিত হইলেন, বালা আবার স্মরকটাক্ষ করিল; ইন্দু প্রত্যুত্তর দিলেন; ক্রমে উভয়ে তন্ময়ভাবে পূর্ণ হইতে লাগিলেন। অপরূপ দৃষ্টি! অনঙ্গকটাক্ষের আকর্ষণী শক্তি অতীব প্রবলা; নয়নকে যেন নয়নতারার ভিতর প্রবেশ করিতে আহ্বান করে; কিন্তু যায় কোথা? ললাটপ্রাকারে বাধে; পথ নাই তাহাতেই এই! পথ থাকিলে, বোধহয়, কেহ আর বৈকুণ্ঠধামেও যাইতে চাহিত না।

উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন; নয়নে নয়নে রঙ্গ; কি যেন চায়; যেন পরস্পর শরীর বিনিময় করিতে কহে। আম্রবৃক্ষের ছায়ায় উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া বসিয়া ছিলেন; বৃক্ষছায়ায় সেস্থান অন্ধকার হইবারই কথা, কিন্তু পল্লব-অন্তরালে চন্দ্রিকা প্রবেশ করায় অন্ধকার গোচরীভূত হইতেছিল; উভয়ে উভয়কে দেখিতে পাইতেছিলেন। যুবতী যুবককে দেখাইলেন,—"বৃক্ষের অন্তরালে একবার দেখ, চন্দ্রমার কি শোভা হইয়াছে!" যুবক না ভাবিয়াই যুবতীকে উত্তর দিলেন, "প্রিয়ে, তোমার মুখের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতেই শশী এত শোভা ধারণ করিয়াছেন, তুমি এস্থান হইতে সরিয়া গেলে, দেখিবে ইহার অর্দ্ধেকও থাকিবে না।" লতা একটু হাসিলেন, বলিলেন, "এত? অবশ্য এ তোমার চক্ষে; তবু ভাল, থাকিলে বাঁচি।"

ইন্দুশেখর কহিলেন "কেন?"

লতা উত্তর করিলেন, "যে অদৃষ্ট; ভয় হয়, পাছে দাসীকে মনে না থাকে।"

ক্রমে নয়ন নয়নকে আরও ভুলাইয়া ফেলিল; উভয়ে উভয়ের প্রতি

আসক্ত হইয়া পড়িলেন। প্রেমলতা তখনও ইন্দুশেখরের হস্তধারণ করিয়া আছেন, সতৃষ্ণনয়নে যুবা যুনীর মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; উভয়ের নেত্ররশ্মি উভয়ের তারকাযুগলের উপরি আসিয়া পড়িল, এবং ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে এক সাধারণ সরলরেখায় মিলাইয়া গেল; এক রেখায় উভয়ে উভয়কে দেখিতে লাগিলেন। নয়ন ডাকিল,—

"আয় আয়, কে যাবি সুখের হাটে, আয়;
সেথা মিনিসুতোর সোহাগমালা মিনিদরে বিকিয়ে যায়।"

পুলক আসিয়া পরে উভয়কে ক্ষণিক মোহে আচ্ছন্ন করিল। পুরুষের অক্ষি তখন বলপূর্ব্বক নারীহৃদয়তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে গেল; কিন্তু সে গোলোক-ধাঁধায় কোনদিকে প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পাইল না; ভগ্নমনোরথ হইয়া পুনরায় করুণকটাক্ষের আশায় আবার রমণীর মুখের পানে চাহিল। অঙ্গনানয়ন তখন ঠারে ঠারে গুপ্তপথ বলিয়া দিলেন; বলিলেন, "ভালবাসা শিক্ষা কর, এই ইহার সরল পথ, আর পথ নাই।" কুটিল পুরুষলোচন কপট হাসিয়া পরুষসহকারে উত্তর করিল, "অন্য উপায় থাকে, প্রচার কর; ভাল বাসিতে বলিও না, তাহা আমি পারিব না; আমি প্রণয়ী নহি, প্রীতি-উপাসকমাত্র; অত ক্লেশ সহ্য করা আমার রীতি নহে; পথ না পাই, বেড়া ভাঙ্গিয়াই গোলোকধাঁধায় প্রবেশ করিব; তাহাতে যদি রক্ষক তাড়না করে, প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব; তথাপি ভাল বাসিতে পারিব না। আমার কাছে প্রেম পাইবার আশা দুরাশামাত্র।"

রমণী অপ্রতিভ হইলেন; ক্ষণকাল আর কটাক্ষ করিলেন না। ইন্দ্রিয়-দিগেরও পাহারা বদলের সময় হইল। নয়ন অবসর গ্রহণ করিলেন, রসনা ক্রম অনুসারে নিয়োগ স্বীকার করিলেন। যুবতী মধুমাখাকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে?" যুবক মুচ্‌কে হাসিয়া বলিলেন, "আর জন্মে যাহা ছিলাম, এ জন্মেও তাহাই আছি।" রমণী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আর জন্মেও কি তুমি ভাব, আমি তোমার উপপত্নী ছিলাম?" যুবক অন্যমনস্কে উত্তর করিলেন, "উপপত্নী নহে, পত্নী; আমি তোমাকে আমার স্ত্রীর মতন ভাবি।"

প্রেমলতা কহিলেন "কেন? তোমার নববধূ?"

ইন্দু। হাঁ, সে স্ত্রী বটে; কিন্তু সে আজিও আমার মনের অধিকারিণী হইল না; সে আমার সুখ দুঃখের অংশ লইতে চাহে না, কেবল আপনার মনে অনুক্ষণ কি ভাবে।

প্রেমলতা বিস্মিতা হইলেন; কত কি ভাবিলেন, মনে মনে নিজের সহিত নববধূর তুলনা করিলেন, আপনার দিকে অনেক পাষান চাপাইলেন, যাহাতে তুলাদণ্ড সমান হয়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; মন সর্ব্ববাদীসম্মতিতে নববধূকেই শ্রেষ্ঠা করিল। প্রেমলতা ভাবিলেন, "কি চমৎকার রমণী! আমি যাঁহার জন্য এত লালায়িতা হইয়া বেড়াইতেছি, সে তাঁহাকে স্বামী-স্বরূপে পাইয়াও রূপের বিষয়ে গ্রাহ্য করে না। হায় হায়! আমি তাঁহার দাসীর যোগ্যাও নহি। সে সতী, আমি কুলটা।"

মনে মনে যখন এইসকল আন্দোলন হইতেছিল, মুখে তাহার কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতেছিল, ইন্দু কহিলেন, "কি ভাব্‌ছ?"

লতা উত্তর করিলেন, "এইবার তুমি আমায় ভুলিয়া যাইবে।"

ইন্দু ওষ্ঠাধরে তাচ্ছল্যসূচক এক শব্দ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"তোমায় ভুলিব? পূর্ব্বে আমার আর এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তাঁহাকে ভুলিয়াছি, ইঁহাকেও ভুলিতে পারি, কিন্তু তোমায় কখনও মন হইতে অপসৃত করিতে পারিব না। যদি এই দণ্ডে পৃথিবীর সমস্ত জীব কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহা হইলে তোমায় আমায় নিষ্কণ্টক হইয়া একবার প্রাণের সুখে সাধ মিটাইতে পারি। এ লুকোচুরি আর ভাল লাগে না। তোমার মধুর হাবভাবগুলি আমার প্রাণে যেন অনঙ্গের ফুলশর বলিয়া বোধহয়; আহা! তুমি যদি আমার স্ত্রী হইতে!" এই বলিয়া ইন্দু গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ যুবতীর মুখচুম্বন করিলেন।

প্রেমলতা রোমাঞ্চিতা হইয়া কহিলেন, "হায়! আমিও যদি তোমার পরিণীতা পত্নী হইতাম, তাহা হইলে একদিনের জন্যও তোমাকে 'প্রাণনাথ' বলিয়া ডাকিয়া জীবনসার্থক করিতে পারিতাম। তুমি ভালবাস, না বাসিলেও আমি তোমার পদসেবা করিয়া, দাসী হইয়া, মনের খেদ মিটাইতাম। এ বিলাসিনী বৃত্তি এখন আমার পক্ষে যেন বিষতুল্য বোধহয়। তথাপি

আমি তোমায় কি যে দেখি, তাহা পোড়া মন জানে, আর মাথার উপর যিনি, তিনি জানেন। এ ভবের প্রাঙ্গনে তোমার বামে প্রকাশ্যে বিচরণ করিতেও আমার অনুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না। মনে হয়, যেন, যে যেখানে আছেন, আসিয়া দেখুন, পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই জাগুন, জানুন, মুমূর্ষুও একবার আমার অনুরোধে আরোগ্য হউন, দেখিয়া যাউন, সাক্ষী থাকুন, যে আমি তোমায় কি নয়নে দেখিয়াছি। কথায় আর কি বলিব. ইন্দু, বলিলে লোকে পাগল বলে।" লতা সাশ্রুনয়নে ইন্দুর বুকের উপর মাথা রাখিলেন।

ইন্দু কহিলেন, "বাস্তবিক, লতে, এক এক সময় মনে কি যে হয়, প্রকাশ করিতে পারি না, মনে হয়, যেন বুক ভাঙ্গিয়া গেল; তুমিও বোধহয় সে ভোগ মাঝে মাঝে ভুগিয়া থাক?"

লতা সেইভাবেই শিরোন্যস্ত রাখিয়া কহিলেন. "দিবারাত্র।

"যেমন প্রাবৃটে, পয়োদ উঠে', শূন্য জুড়ে', ছড়ায় গরম;
গুমঠে, হাঁপিয়ে উঠে, প্রাণের ভিতর শতেক রকম।
পবনা,—সময় বুঝে আর খেলেনা,—
একেলা জ্বল্‌তে নারি, ঘেমে মরি, জানাই কা'কে?
যাব কি—জলের কাছে, ঢল্ নেমেছে, ভিজ্‌লে দুকূল
হাস্‌বে লোকে॥

ইন্দু শুনিয়া একবার মুচ্‌কে হাসিলেন, পরে করদ্বারা লতার দুই কপোল নিপীড়ন করতঃ আদর করিলেন, "ও আমার রসিকে!" লতাও লজ্জাবনতমুখী রহিলেন।

ইন্দু কহিলেন, "ভয় কি? সবুরে মেওয়া ফলে; গুমঠ্ কতক্ষণ থাকিবে? অতিরিক্ত হইলে আপনি ভাঙ্গিবে, আকাশও নামিবে, দুই এক পশ্‌লা বর্ষিয়াও যাইবে। তখন সকল দিকেই সুবিধা হবে; গাঙ্গে বান্ ডাকিবে, ঢলে তরঙ্গ ছুটিবে। আরদিকে নবীন মাঝি ভয়ে কেবল সামাল্ সামাল্ ডাক্ ছাড়িতে থাকিবে।

বলে—'আসমানে জল, চড়ায় বান্,
সামাল্, মাঝি, আপন জান॥'

প্রেমলতা 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইন্দু কহিলেন, "তুমি কি কথা বলিবে, প্রিয়ে, সেদিন বলিয়াছিলে?"

প্রেমলতা কহিলেন, "জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, নূতন গৃহিণীটীকে কোথায় পেলে?"

ইন্দু। হিমালয়ে।

লতা। কি ক'রে, শুনিতে পাই না?

ইন্দু। সে অনেক কথা; বলিতে গেলে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে।

লতা। সংক্ষেপে বলনা; শুনিতে আমার বড় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

ইন্দু তখন অতি অল্প কথায় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। প্রেমলতা শুনিয়া স্তব্ধা হইয়া রহিলেন।

ইন্দু কহিলেন, "শুনিলে?"

লতা। হাঁ, বড় সুন্দর ঘটনাটী; আচ্ছা এঁর নাম কি?

ইন্দু। ইঁহার প্রকৃত নাম 'যোগমায়া'; ইঁহার পিতা ইঁহাকে 'রোহিণী' বলিয়া ডাকিতেন।

লতা। তুমি কি বলিয়া ডাক?

ইন্দু। আমি 'ওগো' বলি।

লতা। সত্য করে বল না।

ইন্দু। "রোহিণী" বলি।

লতা। তোমার সে ঘরণীর নাম কি ছিল?

ইন্দু। মনে নাই।

লতা। নিজের স্ত্রীর নাম মনে থাকে না? তুমি কি রকম পুরুষ?

ইন্দু। আমি মহাপুরুষ। লতা ভ্রূকুটী করিলেন।—

ইন্দু। তবে সুপুরুষ।

লতা। ঠাট্টা রেখে দাও, বল সত্য ক'রে; রাত্রি অনেক হয়েছে, যেতে হবে।

ইন্দু। আমি তোমার বালাই নিয়ে দিনরাত্ ম'রে আছি, ভাই; আর তুমি আমায় কেবলই রাঙ্গাপায়ে ঠেল্‌তে চাও! ইন্দুর সজল নয়নে কপট হাসির ত্বরিত প্রবাহ, বিজলীর মত একবার দ্রুত বহিয়া গেল।

লতা কহিলেন "তুমি বলিবে না তবে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না।"

ইন্দু! কি জান, লতে, বিবাহের সময় সেই যা তাহাকে দেখিয়াছিলাম, আরত দেখি নাই, তা'র নাম ছিল, বুঝি—'নৃত্যকালী।'

লতা। ঠিক্ ক'রে বল্‌ছ?

ইন্দু। আজ্ঞা হাঁ, ঠিক্।

লতা "আমার মাথার হাত দিয়ে বল দেখি," বলিয়া ইন্দুর হাত লইয়া আপনার মাথায় চাপাইয়া দিলেন; ইন্দু কহিলেন, "এইরূপত জানি, পিত্রালয়ে 'নৃত্যকালী' বলিয়াইত সকলে তাহাকে ডাকিত।"

প্রেমলতা প্রথমে বিস্মিতা, পরে বিষণ্ণা হইলেন। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; মস্তিষ্ক ঘুরিয়া উঠিল, কহিলেন "সে এখন কোথা?"

ইন্দু "পরলোকে," বলিয়া এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার বিয়োগ ও বিদেশে মৃত্যুর বিষয় সমুদয় প্রেমলতার সমীপে বিবৃত করিলেন।

প্রেমলতার চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, ইন্দুশেখরের বক্ষে তিনি মস্তক লুকাইলেন; দুই একটী উষ্ণধারাও ইন্দুর বুক বহিয়া পড়িতে লাগিল।

ইন্দু কহিলেন, "লতে, এত উতলা হ'লে কেন? তোমার সহিত তাহার কোনরূপ বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক ছিল নাকি?"

লতা ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "কি জান, ভাব্‌ছি এই বয়সেই তোমার দুটী বিবাহ হইয়াছে, আর আমি হইলে সর্ব্বসমেত তিনটী হইত।

ইন্দু। তুমি মনে করনা কেন যে, আমি তোমার স্বামী?

এইবার লতার চক্ষে হাসি দেখা দিল;—বলিলেন, "সে মহাশয়ের দয়া; তুমিও মনে করনা কেন, যে আমি তোমার দাসী?"

ইন্দু লতার হাত ধরিয়া টানিলেন, লতা উঠিল, যুবা নির্দ্দিষ্টস্থানাভিমুখে চলিলেন; প্রকোষ্ঠের সহিত সমদূরত্ব রক্ষা করিবার জন্য লতার দেহখানি যেন সঙ্গ লইল; উভয়ে এক ক্ষুদ্র কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। নিকুঞ্জটী নিবিড়, তিমিরে আচ্ছন্ন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রগ্রহণ।

"সে রাত্রিতে কি সহরে কিবা পল্লীগ্রামে,
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে।"

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রজনী পৌর্ণমাসী। আকাশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শশীর একাধিপত্য। জ্যোৎস্নাযশ শুধু শূন্যমার্গ ঢুঁড়িয়াই ক্ষান্ত নহেন, সুদূর ধরাতল পর্য্যন্ত অংশু সহোদরগুলিকে একে একে পাঠাইয়া দিতেছেন; আলোক আসিয়া পৃথিবীর লোককে নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়াতুলিতেছে। জগতে স্বার্থশূন্য হইয়া কেহই কার্য্য করে না; বিশেষতঃ প্রতাপশীল ব্যক্তিদিগের কথা ছাড়িয়া দাও, তাঁহাদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা ভার। অপ্রার্থিতা মেদিনীকে এইরূপে আলোক বিতরণ করায়, তোষামোদকারী কবিরা ইহাকে চন্দ্রের নিজগুণ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু বিষয়ীর রহস্য বুঝিবে কে? কলঙ্কময় লম্পটকে প্রকৃতপক্ষে কে চিনে? যখন কোনও অসভ্য অর্থব্যবহারানভিজ্ঞ আদিমজাতি রাজার কর মুদ্রাস্বরূপে দিতে অক্ষম হয়, তখন মুদ্রার ব্যবহার শিখাইবার জন্য তাহাদিগের হস্তে প্রথমতঃ ধাতু বিতরণ করা হয়; পরে ব্যবহার শিখিলে, কর যথারীতি আদায় হইয়া থাকে। যাঁহারা চন্দ্রকে বিষয়ী বলিতে না চাহেন, না বলুন, আমরা কিন্তু তাহা বলিব। বিষয় লইয়া থাকিলেই বিষয়ী হয়, চন্দ্র প্রাণীদিগের বিষয় লইয়া কেবলই আলোচনা করেন; তাঁহার এত দয়ার অবশ্য অভিপ্রায় আছে, কেবল কুমুদ ফুটাইবার জন্য নহে। কুচক্রীর স্বভাব, লোকের মনোভাব জ্ঞাত হইবার জন্য প্রাণপণ করে; কুচক্রীর হস্তে দৈবাৎ কোন ভালবাসার পত্র পড়িলে, পাঠ করিবার জন্য তাহার প্রাণ আন্‌চান্ করে; কলঙ্কীর চেষ্টা, কিসে পরের কলঙ্ক বাহির করিতে পারে। চাঁদের আপনা হইতেই এই কিরণ বিতরণ, আমার বোধহয়, কেবল নরনারীর মনের কথা বাহির করিবার নিমিত্ত। সুধাংশু

উদিত হইলেন, অমনি বিরহী বিরহিনীর প্রলাপ আরম্ভ হইল, আইবুড়র বিবাহের সাধ হইল, বৃদ্ধের যুবা হইতে ইচ্ছা হইল, বন্ধ্যার পুত্র কোলে করিবার বাসনা হইল, চোরের সিঁধ কাটিটী ঘরে উঠিল, ভাবুকের ভাব লাগিয়া গেল, গায়ক গান ধরিলেন, চকোর বাসা ছাড়িলেন, পোষাকী বাবু পোষাক পরিলেন, ছড়ি লইলেন। কাক জ্যোৎস্নাকে দিন মনে করিয়া ডাক দিল; কোকিলা কাকের কুলায়ে ডিম পাড়িতে আসিল; পেচক বায়সকে দিবসের শোধ দিতে বদ্ধপরিকর হইল; চর্ম্মকার গরু মারিবার জন্য গোয়াল খুঁজিতে আরম্ভ করিল। ছোঁড়ারা পান্‌সী লইয়া গঙ্গায় বাচ্‌ খেলিতে গেল, ছুঁড়ীরা গাছকোমর বাঁধিয়া কাঁচা আম চুরি করিতে গাছে উঠিল, আর ইহা ব্যতীত কে কাহার মাথায় যে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল, তাহা আর কত বলিব? বলিবার দিশ্‌পাশ নাই। বাত্‌রোগী চাঁদকে যম দেখে, পূর্ণ দেখিয়াই ভয়ে নিশিপালন করিতে বসিল। একটু মুচ্‌কে হাসিলেই যদি এত দেখিতে পাওয়া যায়, বাবাজী কেননা হাসিবেন? কিন্তু হাসি কতক্ষণ? যতক্ষণ সময় ভাল, যতক্ষণ শত্রু ক্ষীণ আছে, যতক্ষণ কমলার কৃপা থাকে। চাঁদের এত প্রতাপ কি চিরকাল থাকিবে? তবেত আর কাহারও উচ্চপদের আশা নাই। এই দুঃখে কাতর হইয়া বড় বড় কতকগুলি হিংসুক নক্ষত্র মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিতে বসিল। ষড়যন্ত্রে কে কবে বিফল হইয়াছে? যাটসহস্র সৈন্যসমেত সেরাজুদ্দৌলা এক সামান্য ষড়যন্ত্রের দাস হইয়াছিলেন; ইউরোপবিজয়ী, দুর্দ্দম্য, মহাবীর নেপোলিয়নকেও সময়বিশেষে এক ক্ষুদ্র চক্রান্তের বশবর্ত্তী হইতে হইয়াছিল। প্রভাব সময়াপেক্ষী; তুঙ্গচ্যুত হইলে কে কবে বলবান্ থাকিয়াছে? ষড়যন্ত্রে স্থির হইল, যে বলবান্ রাহুভ্রাতাকে এ কার্য্যসাধন করিতে অনুরোধ করা যাউক; রাহু ইন্দুর চিরবৈরী, ধ্বংস করিতে সদাই প্রস্তুত আছেন, বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পার্শ্ব হইতে গ্রাস চালাইতে স্বীকৃত হইলেন। লোকে বিস্ময়ে দেখিল, মৃগাঙ্কের হ্রাস আরম্ভ হইয়াছে; অমনি কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খাদিতে শব্দ করিয়া গ্রহণ প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। সে রাত্রিতে কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ হইবার কথা ছিল, পঞ্জিকায় লিখিয়াছিল; এত সাবধানের ব্যোমষড়যন্ত্র লোকে মর্ত্ত্যে থাকিয়া পূর্ব্বে জানিতে পারিল কি প্রকারে?

হিন্দুসমাজে এখন স্ত্রীলোকদিগের উক্তিই প্রধান। কাটামুণ্ড পেটুক সিংহিকাসুত গ্রাস করে বলিয়া চাঁদের এই দুর্দ্দশা; আর বাসুকী ভার সহিতে না পারিলে ফণা পরিবর্ত্তন করেন, সেইজন্য ভূমিকম্প হয়; এই বিশ্বাস কেবল মেয়েদের নহে; অনেক পুরুষেরও বটে। বাল্যকাল হইতে স্ত্রীলোক-দিগের মুখে ঐ কথা শুনিয়া শুনিয়া সংস্কার জন্মিয়া যায়, এজন্য বয়স হইলেও অনেকে সে বিশ্বাস মন হইতে দূর করিতে পারেন না। হায়, হায়! কি শোচনীয় সংস্কার! কোথায় ভাস্করাচার্য্যের সূর্য্যসিদ্ধান্তরহস্য, বরাহমিহিরের গণিতজ্যোতিষতত্ত্ব, শতানন্দের ভাস্বতী, নীলকণ্ঠের তাজিক, আর কোথায় এই সকল কুসংস্কারপূর্ণ লৌকিক বিশ্বাস! আবার দুঃখের বিষয়, যে এই বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়া অনেক মহাত্মা হিন্দুধর্ম্মকে উপহাস করিয়া থাকেন। আমরা তাহাদিগকে কেবলমাত্র গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে উপদেশ দিতেছি। শূন্য কলস কেবলই ঠাং ঠাং শব্দ করে, পূর্ণ হইলে করিবে না, একথা শপথ করিয়া বলা যায়।

ভূকক্ষা অর্থাৎ পৃথিবীর গতিবৃত্ত, এবং চন্দ্রকক্ষা অর্থাৎ চন্দ্রের গতিবৃত্ত যে দুই বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে, তাহাদিগকে চন্দ্রপাত বলে। এই চন্দ্রপাত-দ্বয়ের একটীর নাম রাহু, আর একটীর নাম কেতু; ভূকক্ষা ও চন্দ্রকক্ষা সমতল হয় না; কেবলমাত্র ছেদবিন্দুদুইটীর তীর্য্যক্‌ভাবে সন্ধি হয়। এই পাতস্থলে চন্দ্র আসিলে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী এক সমতলভুক্ত হয়; এনিমিত্ত অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমাতে চন্দ্র স্বীয় পাতস্থ না হইলে কিম্বা পাতের নিকটে না আসিলে সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ হয় না; নচেৎ প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমাতেই গ্রহণ হইত। পূর্ণিমা তিথিতে রাহুচ্ছেদে চন্দ্র আসিলে, চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী এক সমতলস্থ হয়; এইরূপ ঘটনায়, সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীর দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে, অর্থাৎ ভূচ্ছায়াতে চন্দ্রপ্রবেশ করিলে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে।

গ্রহণ পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষে যেরূপ ইহার উৎসবাদি নিয়মমত পালন করা হয়, এরূপ আর কুত্রাপি হয় না। গ্রহ-গণের গোচর ও স্থিতি অনুসারে যখন মনুষ্যের অদৃষ্টচক্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন উহাদের এইসমস্ত আকস্মিক বা সাময়িক পরিবর্ত্তনে মানবের দৃষ্টি রাখা উচিত। এইজন্য, বোধহয়, রাহুপাতে চন্দ্র আসিলে অর্থাৎ রাহুগ্রাস

হইলে শুভস্নানদানাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। শ্রাদ্ধ জপাদির ও এতৎ সঙ্গে বিধান দেখিতে পাওয়া যায়; রাশি বিশেষকে দেখিতেও নিষেধ থাকে। এসকল পালনে অশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপ্রাণা রমণীরাই অধিকতর তৎপরা; ইংরাজী পড়িলে এসকলে আস্থা থাকে না; রাত্রিতে মুক্তিস্নান করিতে তখন জ্বর কিম্বা ওলাউঠা হইবার ভয় হয়। ইংরাজী পড়িলে চাষার ছেলের তাত্‌বাত্‌ সয় না, গলায় সর্ব্বদা ফ্লানেল জড়াইয়া রাখিতে হয়। ধীবরনন্দনকে অতি গ্রীষ্মেও চা সেবন ও মোজা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়; পাছে শ্লেষ্মাধিক্য জন্মে। শিক্ষাভিমানী ভদ্রসন্তানগণ হিম লাগিবার ভয়ে রাত্রিতে মুখ-অগ্নি পর্য্যন্ত করিতে যান না; এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ চর্ম্মপাদুকা ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া, কোন অশৌচ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। এসকল যে দৈববিড়ম্বনা, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আজি এই গ্রহণের রাত্রিতে বিলাসপুরের ঘাটে বিস্তর স্ত্রীপুরুষের সমাগম হইয়াছে। যাঁহারা আদৌ পুরুষের সম্মুখে বাহির হন না, তাহারাও অদ্য লজ্জার কথা ভুলিয়া গিয়া, মাথার বস্ত্র অপসারণপূর্ব্বক সাধারণের সমক্ষে স্নান করিতেছেন। যেসকল গ্রামাঙ্গনা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন, যাঁহাদের পক্ষে গঙ্গার দৃশ্য নূতন কিছুই নহে, তাঁহারা প্রত্যহের মত স্নান করিয়া কাহারও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে তীরে উঠিতেছেন; আর যে অন্তঃপুরবাসিনী তরুণীবৃন্দ এইরূপ যোগ বা পুণ্যাহ ব্যতীত গঙ্গাস্নান করিতে পান না, তাঁহারা চিত্তের চাপল্যে এককালে উদ্বেজিতা হইয়া এদিক ওদিক চারিদিক চাহিয়া কখনও হাসিতে হাসিতে হেলিয়া পড়িতেছেন; কখনও পুরুষদিগকে দেখিয়াই অমনি একটী চক্ষু ঢাকিবার মত আড়-অবগুণ্ঠন টানিতেছেন; আবার কখনও প্রবীণাগণ তাড়না করিলে ভয়ে লজ্জাবতী লতার ন্যায় একবারে কুণ্ঠিতা হইয়া বসনবিবরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। এদিকে অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেগুলো সাঁতার দিতে দিতে পরস্পর জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিতেছে; সন্ধ্যাহ্নিকরত কোন ব্রাহ্মণের গাত্রে সেই জল লাগায়, তিনি বিরক্ত হইয়া উহাদিগকে ভৎর্সনা করিতেছেন। বৃদ্ধা বৈষ্ণবীরা কুঁড়জালির ভিতর অঙ্গুলিচালনা করিয়া হরিনাম জপ করিতেছে। মাঝে মাঝে কিন্তু, সুদের সুদ, তস্যসুদ, গহনার ভরি, ডায়মীনের বাণী ইত্যাদি

লইয়া বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। পুরুষের ঘাটে ভণ্ডতপস্বীমহাশয় শিখায় একটী বিরাট গ্রন্থি বাঁধিয়া দক্ষিণ নাসিকায় অঙ্গুষ্ঠ সংস্থাপনপূর্ব্বক ন্যাস করিতে করিতে, অপাঙ্গের সাহায্যে কোনও এক মোহিনীমূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতেছেন। বাউল, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি গুণী ভিক্ষুকেরা, এবং অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি নির্গুণ ভিক্ষুকগণ বস্ত্র পাতিয়া পাতিয়া ভিক্ষাদত্ত বিস্তর চাউল সংগ্রহ করিতেছে; ছোক্‌রা সম্প্রদায়ের কাহারও শর্দ্দি লাগিয়াছে, কাহারও বা জ্বরভাব হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা গ্রহণ দেখিতে ঘাটে আসিয়াছেন; জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলিলেন. "ধর্ম্ম শরীর সাপেক্ষ নহে, অসুখ নিত্যই আছে. কিন্তু গ্রহণ কালে কদাচ দেখিতে পাই।" এইরূপ অনেকেই অনেক কথা বলিলেন। কেবল একজনের মুখে সুনৃতা বাণী প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন. "ফুল নানাস্থানে নানাপ্রকার দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু মরসম্-ব্যতীত তোড়া দেখিবার অবসর হয় না; বেয়াদবি মাপ হয়, মহাশয় সেইনিমিত্তই অত্র আমাদিগের আগমন।" যাহা হউক, ধুমধাম যে অতিরিক্ত, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ইন্দুর মাতা. রোহিণী ও হরপ্রিয়াকে লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা জলে নামিয়া দেখিলেন, প্রেমলতাও আসিয়াছেন। সাগর দেখিলে যেমন নদী প্রফুল্লিতা হয়, অথবা চুম্বক দেখিলে যেমন লৌহ ধাবমান হয়, সেইরূপ প্রেমলতাকে দেখিয়া হরপ্রিয়া হৃষ্টচিত্তে দ্রুত নিকটে চলিলেন। আবার কুম্ভীর দেখিলে যেরূপ পিপাসু জলে যাইতে সঙ্কুচিত হয়. ব্যাঘ্রের গন্ধ পাইলে যেরূপ ঘোড়া থম্‌কাইয়া দাঁড়ায়, সম্মুখে অগ্রসর হইতে চাহে না. সেইরূপ প্রেমলতাকে দেখিয়া রোহিণী আতঙ্কে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তিনজনেই একস্থানে ছিলেন; শ্যামাঙ্গী হরপ্রিয়া যমুনার ন্যায় প্রেমলতা-গঙ্গায় আসিয়া মিলিতা হইতেছেন; কম্বুগ্রীবা ঈষৎ দোলা-ইয়া দোলাইয়া সঙ্গিনীকে কত কি বলিতেছেন; আর মায়াস্বরস্বতী সতর্কিত-শ্রবণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতেছেন. সে যুক্তত্রিবেণীতে তীর্থ করিতে কত কামদেবকেও মস্তকমুণ্ডন করিয়া যাইতে হয়। রোহিণীকে বিষণ্ণা দেখিয়া বাক্‌চতুরা প্রেমলতা তাঁহার সহিত আলাপ করিতে গেলেন। হরপ্রিয়া আজি অতিশয় অন্যমনস্কা, তাঁহার পুরুষের ঘাটের দিকেই, ঘন ঘন দৃষ্টি,

যেন কাহার অন্বেষণে ব্যস্তা আছেন; তথাপি কুলবালারীতি অনুসারে সমস্ত ক্রিয়াই লজ্জার অন্তরগর্ভাঙ্ক মাত্র। এদিকের সকল কথাতেই তিনি অনুমোদন করিতেছেন, বা হাসিতেছেন; যাহাতে অধিক কথা কহিতে না হয়, বা যাহাতে তাঁহার গতিবিধি সঙ্গিনীরা লক্ষ্য না করেন। প্রেমলতা রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেকদিন পরে আবার দেখা! ভাল আছেন ত?" রোহিণী কোনও উত্তর দিলেন না; প্রেমলতা পুনরপি কহিলেন "শারীরিক? মানসিক? উত্তর দিবেন না?" রোহিণী তথাপি কোনও উত্তর দিলেন না। হরপ্রিয়া তখন রাগ করিয়া ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন, "কথার উত্তর দাও না? লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে জান না?"

রোহিণী ক্ষুব্ধা হইয়া বলিলেন, "শারীরিক, মানসিক ভাল আছি কিনা, তাহা আমা অপেক্ষা আপনি অধিক জানেন; এজন্য ওকথার উত্তর দিই নাই।"

প্রেমলতা হাসিয়া হরপ্রিয়াকে বলিলেন, "ওহো হো! সেদিন তোমার দাদা আমার নিকট হইতে ফুল লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া, উনি তাঁহাকে খুব এক চোট শাসন করিয়া লইয়াছেন; সে ফুল আবার উঁহারই জন্য ছিল, কলিকাল কি না? ভাল ভাবিয়া দিলাম, হয়ে গেল মন্দ; তুমি আবার বল, ও কিছু জানে না; বাবা! ও পাহাড়ে মেয়ে, আমাদের সাতহাটে বেচিয়া আসিতে পারে।"

রোহিণী। আমি আপনার কিছুই করি নাই; আপনার সঙ্গে অগ্রে কথাও কহি নাই। গায়ে পড়িয়া বিবাদ করেন কেন? আমি যাহাই হই, ভগবানের কৃপায় কুলটা নই।

প্রেমলতা। সতী! সতী! কলিতে সাবিত্রীর সাক্ষাৎ অবতার! গিদের দেখেছ, বাবা! গুমর দেখেছ? মাটিতে পা পড়ে না; ভিজে বিড়ালটীর মতন চুপ করিয়া থাকে, কথা কহে না, তাই; কথা একেবারে মিছরীর ছুরী!

[হরপ্রিয়া প্রেমলতার কথায় সায় দিয়া হাসিতেছিলেন, রোহিণী দেখিবামাত্র মুখ ফিরাইয়া দিলেন।]

রোহিণী। আপনি আমার সহিত কথা কহিবেন না, আমিও আপনার সঙ্গে কথা কহিতে চাহি না; আমি আপনাকে ভালবাসি না।

প্রেমলতা। তা' বাসিবে কেন? আমি তোমার গোলার মাসকড়াই খেয়ে ব'সে আছি কি না? আমি হইয়াছি তোমার যত আপদ্! তোমার চোখের বালি, পায়ের কাঁটা, দাঁতের শূল, নখের কুনি, জিবের ঘা, গলার ব্যথা, পেটের আম, মাইয়ের ঠুন্কো, কানের কুটারী, নাকের ব্রণ, মাথার ঘুরুণী, বুকের ধড়্‌ফড়ানি, মনের মলা; আমাকে তোমার ভাল লাগিবে কেন? তা' অমন রূপ আছে। যৌবনের ভুরি আছে! ভাতারকে বেঁধে রাখিতে পার না? পরের উপর ঝাল ঝাড়িলে কি হবে? ঘর শাসিত্ত কর গে।

রোহিণী। তাই করি, ঘরশাসনই করি; পরকেত কিছু বলি না। ঘর শাসন করিয়াছি বলিয়াইত আপনি প্রথমে এত বিদ্রূপ করিলেন। রূপ যৌবন থাকিতে পারে, কিন্তু সে মিথ্যা; তাহাতে স্বামীর মন উঠে নাই। ঠাকুরঝি সেদিন গল্প করিলেন, পশ্চিম পাড়ায় একজন লোক, ঘরে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত স্ত্রী থাকিতে একটা চণ্ডালিনীর প্রেমে আসক্ত হইয়াছে; এদেশের এই ধরণ; ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা এদেশের লোকের নাই।

প্রেমলতা। বিচারের ক্ষমতা থাকিবে না কেন? আছে। তুমি বয়সের ব্যবহার করিতে জাননা, তাই তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। টাকা অনেকের থাকে, কিন্তু সকলে কি ব্যবহার করিতে জানে? হয়ত, যেখানে ব্যয় আবশ্যক, সেখানে আদৌ ব্যয় করিল না; আবার মিছামিছি কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া বসিল। লেফাফা দুরস্ত চাই; সৌখীন পুরুষদিগের মন রঙে তত ভুলে না, যত ঢঙে ভুলে; তাহাত বুঝিবে না? মান করিলে, ত একেবারে ক্ষেপাড়া মান করিলে; যমের দ্বারে না গেলে আর সে মান ভাঙ্গিবে না; আবার খুসী হলে, ত আর গালে হাসি ধরে না, রাঙা ঠোঁট চব্বিশঘণ্টাকাল উল্টাইয়া আছে। তা' ত নয় নরম গরম চাই; ঘণ্টা হিসাব কাজ; সাজ্‌ছত সাজ্‌ছই; সেই ঘোড়ার সাজের মতন একসুট্ আছে, তাই রোজ রোজ একরকম ক'রে জড়িয়ে সড়িয়ে জটেবুড়ীটী সেজে' ব'সে রহিলে; একঘেয়ে কি ভাল লাগে? রকমারি চাই। হ'ল, একদিন বা পেটে পাড়িলে, একদিন বা আল্‌বার্ট তুলিলে; একদিন বা ফিরিঙ্গি খোঁপা বাঁধিলে, কাঁটা দিলে; একদিন বা হরতনের টেক্কা তুলিলে, ফুল লাগা'লে; একদিন চ্যাটা বাঁধিলে।

জাল দিলে, আবার একদিন বেণী ঝুলালে বেলের গড়ে দিয়ে; একদিন বা সুধু এলোচুলই রাখিলে, মুক্তা জড়াইয়ে। পাঁচরকম করিয়া দেখিতে হয়। একদিন বা গায়ে সুগন্ধি তেল মাখিলে, একদিন বা সর, সাবান; কোনদিন মাকড়ী পরিলে, কোনদিন বা দুল্‌; কোনসময়ে নলক নিলে, কোনসময়ে বা নাকছাবি; দিনকায়েক ঘুমুর দেওয়া মল পরিলে, দিনকয়েক বা জলতরঙ্গ, একদিন বা সুধু পাঁজোর; একদিন বা সোণার চুড়ি হাতে রহিল, একদিন বা জলচুড়ি; দুদিন সোনার গহনা পরিলে, একদিন বা সাধ করিয়া ফুলের গহনা গাঁথাইয়া আনাইলে; এ ছাড়া এক একরকম ঋতু পরিবর্ত্তনে এক একরকম কাপড় কাঁচলি বদল করিতে হয়। গর্ম্মিতে একরকম, বর্ষায় একরকম, শীতে একরকম, রকম রকম চাই, বিবিদিগের দেখ নাই?

রোহিণী বিস্মিতা হইলেন; বলিলেন, "এত করিয়া তবে মন পাইতে হইবে?"

প্রেমলতা। হাঁ; সুধু কি এই?—রকম রকমের চালচলন শিখিতে হবে; মেয়েদের এক মুখের ভঙ্গীই একশত আটরকম করিতে শিখিতে হয়। হাসিও সব মার্কার দেওয়া থাকিবে; এক মার্কার হাসি, একটু মুচ্‌কে হবে; দুই মার্কার, তা'র চেয়ে একটু জোরে, কিন্তু শব্দ হবে না; দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটকে একটু চাপিয়া হাসির তালে নিশ্বাস ফেলিবে মাত্র। এই রকম ক্রমে পর পর উঠিতে চলিল। আর, গলা দোলান, মুখ ঘোরান, চোকের চাহনী, এসকলও প্রায় পঁচিশ, ছাব্বিশ রকম শিখিতে হবে। এত যদি হ'ল তখন দুটা একটা বা ভালবাসার গান গাহিলে, একটু রঙ্গরস করিলে, দুটা ছড়া কাটালে, পাঁচটা ঠাট্টা করিলে, আর বলিতেই বা কি, একটু নাচিলে, তবে জানিবে, তোমার অন্ন আর মারে কে?

রোহিণী। ক্ষমা কর ভাই, আমার শুনে' ঘৃণা জন্মেছে; আমিত এসব আমার স্বামীর কাছে পারি না, পারিবও না; তুমি পার?

প্রেমলতা। হিসাব ক'রে কথা কও না কেন? তোমার স্বামীর কাছে আমি নাচিতে যাব? আমি কি বেশ্যা?

রোহিণী। আমি, আমার স্বামীর কাছে বলি নাই, তোমার নিজের স্বামীর কাছে।

প্রেমলতা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "সে কপাল যদি হ'ত, তবে আর দুঃখ কি? আমার স্বামী আমার চেয়ে বায়ান্ন বৎসরের বড়, তাহার সঙ্গে কি মনের মিল হয়?—এসব যদি না পার, তবে তোমার অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি আছে, দেখিতেছি; এ হাটে যে যতরকম ফেলিতে পারিবে, সে তত বেশী সওদা করিবে; যে না পারিবে, তার বেসাত্ হবে না।"

রোহিণী। তা হ'লে আর, এ সংসার নয়, এ বাজার; আর যেসব রূপসী এ বাজারে আদায় আমদানী করিতে আসেন, তাঁহারাও বাজারে। গরীব দুঃখীর তা'হ'লে আর কোনও উপায় নাই, তাহাদিগকে শাক্ পাতাড়্ কিনিতে হবে।

প্রেমলতা। তাও মিলে কিনা, সন্দেহ; যেরকম দিনকাল পড়্ছে, এর পর ঘরে ভাত জুটিবে না, তবুও গৃহিনীদের পোষাক চাই; বাহার চাই, গন্ধ চাই, অনুষ্ঠানের কিছু ক্রটী হবে না।

রোহিণী। তুমি ভাই সব গুণে গুণিনী; কিন্তু কেমন ভগবানের বিড়ম্বনা, তোমারও কপালে সুখ নাই! সব সুখ এক ললাটে ঘটে না; যার রূপ আছে, যৌবন আছে, তার গুণ নাই। যার গুণ আছে; তার রূপ নাই। যার অগাধ ধন আছে, সে একটী সন্তানের জন্য লালায়িত; পোষ্যপুত্র পালন করে; যে ভিখারিণী তার কোলে পিঠে বুকে ছেলে ঝুলিতেছে, মা ষষ্ঠীর কতই কৃপা! তাই বলি, সুখ কাহারও অদৃষ্টে নাই।

প্রেমলতা। নাই নাই বলিতেছ কেন? শিখনা, যাহা বলিলাম।

রোহিণী। তুমি থাকিতে আমার শিখিয়া কি হইবে? আমি যতই শিখিনা কেন, তোমাকে জিনিতে পারিব না; আমার ওসব শিখিবার প্রবৃত্তিও নাই। আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি, শীঘ্রই তথায় চলিয়া যাইব।

প্রেমলতা বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "দেখিতেছ কি, চাঁদে গ্রহণ লাগিয়াছে? চলিয়া যাইবে? কোথায়? আমি শুনিয়াছি, পাহাড়ীদের মেয়েরা স্বামীর জীবদ্দশায় দুটা তিনটা বিবাহ করে। আর কোথাও বিবাহ টিবাহ আছে নাকি? সে ভর্ত্তার জন্য যদি মন কেমন করে,—তা অবশ্য

করিতে পারে, ভাতার সবই সমান—তাহাদিগকেও আসিয়া কেন এখানে রাখনা ?”

রোহিণী ক্রোধভরে উত্তর দিলেন, “পাহাড়ীরা বিবাহ করে কি না, জানি না, আমিত পাহাড়ীর মেয়ে নই ; কিন্তু পতি থাকিতে ভিন্নপতিগ্রহণ এদেশে আসিয়া এই প্রথম দেখিলাম। সত্য কি মিথ্যা, আপনিই বলুন।”

প্রেমলতা। আর ‘আপনি আপনি’ করিতে হবে না; কুমীরের কান্না, প্রাণে প্রাণে দগ্ধিয়া মারিতেছেন, আবার চোকেও জলটুকু আছে। ঠাট্ দেখিলে বাঁচা যায় না।

রোহিণী, আর কোনও কথার উত্তর দিলেন না।

প্রেমলতা তখন হরপ্রিয়ার দিকে নয়ন ফিরাইলেন। দেখিলেন তাঁহার খরদৃষ্টি আর একদিকে আছে ; সেদিকেও লক্ষ্য করিলেন, দেখিলেন, একটী যুবক দেখিতে বেশ সুশ্রী, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, সুগঠন, নাতিকৃশ নাতিস্থূল অবয়ববিশিষ্ট, স্নানের বেশে আলিন্দের উপরি উপবিষ্ট আছেন ; দেখিয়াই যেন ‘পরিচিত পরিচিত, বলিয়া বোধ হইল ; কিন্তু তথাপি কে, স্থির করিতে পারিলেন না। হরপ্রিয়াকে বলিলেন “কিলো, তুই যে হারাইয়া গেলি, দিক্‌ভ্রম হইতেছে নাকি ?”

হরপ্রিয়া উত্তর করিলেন, “হারাইয়া যাই নাই এখনও, যাব বটে ;” এই বলিয়া প্রেমলতার কাণে কাণে কি বলিলেন, প্রেমলতা ‘হা হা’ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “সত্যি নাকি ?”

হরপ্রিয়া বলিলেন, “হাঁ ;—আমার ভাই লজ্জা করে ; ও যাইবার জন্য কতরকম সঙ্কেত করিতেছে ; আমি কিন্তু চাহিতে পারি না, বুঝিতেও পারিতেছি না।”

প্রেমলতা বলিলেন, “আর লজ্জায় কাজ নাই, চেয়ে থাক্ ; যা বলে, শোন্ ; লয়ে লয় দে ; সময় বড় কম—এখনি সকলে স্নান করিয়া উঠিবে,—তা’ হ’লে ষোল আনাই ফাঁকি হবে ?”

হরপ্রিয়া কহিলেন “যাঃ তুই ভারি খারাপ, তোর কথা আমি শুনিতে পারিব না, আমার লজ্জা করে।”

প্রেমলতা উপহাস করিয়া কহিলেন, “ওলো থাম্ থাম্, আর চালাকিতে

কাজ নাই, এইমাত্র চাহনীর ঠেলায় আমাদের সঙ্গে একটা কথা কহিতে পারিস্ নি; যেই আমরা মন দিয়াছি, আর অমনি যতদেশের লজ্জা এল; বলি শোন্; আরবারের রোগী এ বারের রোজা; আমি যা' মুষ্টিযোগ ব'লে দিব, তাহা তোর একেবারে ধন্বন্তরি লেগে যাবে; নহিলে উপবাস করিয়া তোমার যেরকম মন্দাগ্নি হয়েছে, আজন্মকাল মকরধ্বজ খেলেও কিছু হবে না।

হরপ্রিয়া কহিলেন, "তা'ত বটেই, ভাই, তুমি হলে রোগীর বৈদ্য, পাপীর গোঁসাই, আর অভাগা বেরসিক মেয়ে মানুষের গুরুমশাই"; বলিয়া হরপ্রিয়া একবার হংসেশ্বরের দিকে চাহিলেন, হংসেশ্বর কটাক্ষ করিলেন। হরপ্রিয়া প্রেমলতাকে দেখিয়া, লজ্জায় উঠিতে পারিতেছিলেন না, বুঝিতে পারিয়া প্রেমলতা 'এইসময়' বলিয়া হরপ্রিয়াকে গা' ঠেলিয়া উঠাইয়া দিলেন। উপরে উঠিলে তাঁহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে কিন্তু একদিন দেখা করিস্।"

হরপ্রিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উপরে উঠিয়া কেবল হাত নাড়িয়া প্রত্যুত্তর দিলেন, কথা বাহির হইল না; ভয়ে বুক ধড়ফড় করিতেছিল; মাতাকে কিছু বলিলেন না, মাতাও দেখিতে পাইলেন না; রোহিণী কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। উপরে উঠিয়াই হংসেশ্বরের সহিত মিলিতা হইলেন, এবং উভয়ে সেই গোলমালের ভিতর দিয়া কোথায় যে অন্তর্ধ্যান হইলেন, কেহ দেখিতে পাইল না।

হরপ্রিয়া পলায়ন করিলে পর, মাতা স্নানান্তে ঘাটে অনেক অন্বেষণ করিলেন, কোথাও পাইলেন না, মনে করিলেন, বোধহয়, তাহার বিলম্ব দেখিয়া অগ্রে বাটীতে গিয়া থাকিবে। বাটীতে গেলেন, সেখানেও চারিদিক্ খুঁজিয়া দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। ভাবিলেন, একাকিনী ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই, কে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে; একটু চক্ষের অন্তরাল হইয়াছে, আর এই দুর্ঘটনা। লোকসমাজে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব! যদি তেমন তেমন হয়, বলিব "গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে।" "পোড়ারমুখি, সেইত মুখ পোড়ালি! তবে দুদিন আগে পোড়ালি না কেন? বিদেশে কোনও খোঁট হ'ত না। ব্যায়রাম হয়েছিল, মরতিস্'ত বালাই

যেত, পাপ চুকিত। এখন আমি মেয়েমানুষ, কি করি? ইন্দু আবার আমায় কত বকিবে, সে সঙ্গে লইতে সদাই মানা করিত; হাজার হউক পুরুষ মানুষ, সব বুঝে; হায় হায়, পেটে পেটে তোর এত ছিল? মেয়েত নয়,—শত্রু।" পরক্ষণেই রোহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন," মা, ঠাকুরঝির কোনও সংবাদ পেলেন? শ্বশ্রু ক্রুদ্ধা হইয়া বসিয়াছিলেন, রাগ ঝাড়িবার লোক পান নাই, সুত্র পাওয়াতে সমস্ত বেগটা বধূর স্কন্ধে পড়িল; বলিলেন, "সংবাদ পাওয়া যাবে কি? যে তুমি কাল ঘরে আসিয়াছ! সে অনেকদিনই পলাইত, কেবল আমার মেয়ে ব'লে,—বড় কড়া জান্ ব'লে সয়েছিল। সমর্থ মেয়ে, তার স্বামী লয় না একে, তাহাতে আবার পিছনে রাতদিন টিক্ টিক্ করিলে সে কতক্ষণ টিকিতে পারে? মনের দুঃখে চ'লে গিয়াছে; ভাল এক ভুজঙ্গিনী পুষিয়াছি, সব খাবে, সব খাবে, তুমি মা সব খাবে, আমাকেও খাবে, ইন্দুকেও খাবে। আগে ইন্দুর বিয়ে দিয়াছিলাম, কত বড়মানুষের ঘরে! তারা সোণার দোয়াত কলম দিয়ে ছেলেকে তত্ত্ব করিত, গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে সংসারের অর্দ্ধেক সামগ্রী পাঠাইয়া দিত; ভারে ভার সন্দেশ, ঢাকাই কাপড়, সাল, গন্ধ, কত কি দিত; আর এ কোথা থেকে এক আধানী কাঠকুড়ানীর মেয়ে এনেছি. এক নাগ্‌রী গুড় পাঠাইয়াও বাপ্ উদ্দেশ করে না? হলেই বা না হয় মা ম'রে গেছে; মা কি আর কাহারও মরে না? বাপ্ কিনা তপস্যা কর্‌ছেন্; তপস্যা ক'রে ত আমার ভাঙ্গা কোঠাটা নূতন করে দেবেন, স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিবেন, যা রাবণ রাজা বাঁধিতে পারে নি; ছাই হবে, পাঁশ হবে, আমায় বঞ্চিত করিলে পুণ্যের জ্বালায় ফুটো হয়ে সব ধ্বংসে যাবে। মেয়েটাত গেছেই, তার মায়াত ছেড়েই দিয়েছি, এখন তোমায়, বাছাধন রোজ একবেলা আমানি আর পান্তাভাত খাইয়ে রাখিব, দেখি কত রস। আহা! ওর জন্যেইত মেয়েটা গেল গা?

রোহিণী বলিলেন, মা ওবাড়ীর সেই মেয়েটী তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়াছে, আমি দেখিয়াছি।

মা। তার সঙ্গে তোমার শত্রুতা আছে "তুমি তার নামত করিবেই। তুমি যার আমার নিষ্কলঙ্ক চাঁদেই কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াইতেছ! পাজি, ছোট-লোকের মেয়ে।

রোহিণী চুপ্ করিলেন; ইন্দু বাটিতে আসিলেন; আসিয়াই শুনিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শুনিয়া প্রথমতঃ তাঁহার রাগ হইল; বলিলেন "বেশ হয়েছে, এত বারণ করিলাম, গ্রাহ্য হইল না, ঠিক হইয়াছে।" মাতা কুপিতা ছিলেন. বলিলেন, "তোমারইত ভগিনী. বাবা, তুমি এক কীর্ত্তি করিতেছ, সে, না হয়, আর এক কীর্ত্তি করিতে গিয়াছে। তুমি লেখাপড়া শিখিয়া এই হইলে; আর সেত মূর্খ মেয়েমানুষ।" মাতা আরও আপনার দোষ খণ্ডাইবার জন্য আগেই বলিলেন, "আমি রাগে বউকে বড় বকিয়াছি, বেচারির তত দোষ ছিল না।" ইন্দু দুঃখিত হইলেন; বলিলেন, "একজন দোষ করিল. আর একজন তাহার জন্য তিরস্কৃতা হয় কেন? এ বড় অন্যায়।" মাতা তখন কর্ত্তার উদ্দেশে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন; ইন্দু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার শরীরে সহ্যগুণ এত কম না হইলে ভগবান্ বৃদ্ধবয়সে এত যন্ত্রণা দিয়া তোমাকে সহ্য শিখাইবেন কেন? স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার মতে, যৌবনে স্বামীর মতে এবং বার্দ্ধক্যে উপযুক্ত সন্তানের মতে চলিবে; এই নিয়ম। এখন তোমাকে আমার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করা উচিত।

মাতা কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার কি উপযুক্ত সন্তাম আছে, যে দুঃখ নিবারণ করিবে? আমার কেউ নাই।"

ইন্দু কহিলেন, "কেন, তোমার কি অভাব আছে বল? কি তুমি চাহিয়াছ, অথচ পাও নাই, যে এত দুঃখ হইল?

মাতা। বিধবা হইলে সকলে তীর্থ, ব্রত, ধর্ম্ম করে, আমার কিছুই হইল না; কি করিয়া হইবে? কে আছে? কে দেখে? 'জন্মের মধ্যে কর্ম্ম শেষ চৈত্রী মাসে রাস,' একবার গঙ্গাসাগর যাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহা আর এজন্মে ঘটিল না; অন্য সব দূরে থাকুক।"

ইন্দু কহিলেন, "অহো! বিপদ্ ভোগ করিয়াও তোমার দুঃখ হয় নাই; দুঃখ যত কেবল তীর্থ হইল না বলিয়া; তোমাদের মাহাত্ম্য বুঝা ভার। বাবা আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল স্বর্গে গিয়াছেন, আমি প্রত্যহই তাঁহার জন্য কাঁদি; কিন্তু তোমাকেত এক মূহুর্ত্তের জন্য সংসারের ভাবনা ভাবিতে দেখি নাই। কেবল কোন বিষয়ে একটুকু ত্রুটী হইলেই, দেখি, তাঁহার উদ্দেশে চিৎকার

কর। তাঁহার মতন অবশ্য কে যত্ন করিতে পারিবে? স্বামীর মতন কে কোথায় দেখিতে পারে; সন্তান যতটা যত্নের প্রত্যাশী যতটা আবদার করে, তত সহ্য করিতে জানে না; পিতামাতাই সহ্য করে; কিন্তু আমার অদৃষ্টদোষে সে সুখে আমি বঞ্চিত হইয়াছি; পিতা চলিয়া গিয়াছেন, মাতা থাকিতেও নাই।” মাতা তখন উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন. চিৎকারে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সমবেতা হইল; ইন্দু দন্তসংঘর্ষণ করিয়া তিরস্কার করতঃ বলিলেন, “আঃ কি অব্রাহ্মি স্ত্রীলোক তুমি. সব মাটী করিলে; এইবার কলঙ্ক রটিবে, পাড়ায় মুখ দেখান ভার। চুপি চুপি হরপ্রিয়াকে সন্ধান করিয়া ধরিয়া আনিতাম, কেহ জানিতে পারিত না, চিৎকারে ঢেঁড়া পিটিয়া দিলে, সবই পণ্ড হইল; আমি আর বাড়িতে থাকিব না।

মাতা কহিলেন, “বাবা, এখন তুমি আমায় নিরাশ্রয় পাইয়া দিবারাত্র অপমান কর, এখন তোমাদের হাতে পড়িয়াছি; রাগ হইলে কি না বল? কিন্তু যখন কর্ত্তা বাঁচিয়াছিলেন, তখন আমি অন্যায় করিলেও কোন কথা বলিতে সাহস পাইতে না; সেইজন্য অপমান বোধ হইলে তাঁহার কথা মনে পড়ে, কাঁদি।”

ইন্দু কহিলেন, “মা হাসিও পায়, দুঃখও হয়; আমি তোমার কে? তুমিইত বল, যে, সন্তান নাড়ীছেঁড়াধন, স্বামীর চেয়েও আপনার; স্বামীর কাছে মান রাখিলে তবে মান থাকে; ভাল হইলে তবে আদর যত্ন হয়, নহিলে কিছুই নাই; সন্তান বেশী আপনার।”

মাতা। যদি সুসন্তান হয়, বাবা, তবেই; না হলে নয়।

ইন্দু। স্বীকার করি, মা, কিন্তু বাবার অবর্ত্তমানে তুমি কিই বা জানিতে পারিয়াছ? একটু অযত্ন হইলেই, যেন তাঁহাকে ভাব, কিন্তু যেদিন তিনি মরিলেন, সেইদিন হইতে আমাকে দশদিক শূন্য দেখিতে হইয়াছে। কত য় মাথার উপর দিয়া গেল, কে জানে। ছেলেবেলা ভূগোলতত্ত্বে পড়িয়াছিলাম পৃথিবী ঘোরে, তাহার বিস্তর প্রমাণ ও পরীক্ষা, পুস্তকে লেখা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কোনপ্রমাণই আমার মনে লাগে নাই; মা, বলিতে কি, যেদিন বাবার মৃত্যু হইল, সংসাররক্ষক চিরদিনের মত বিদায় হইলেন, মাথায় বন্ধন খসিয়া গেল, জীবিকার মূলে দারুণ কুঠারাঘাত পড়িল,

সেইদিন সত্যসত্যই দেখিলাম, দিবসেও চতুর্দ্দিক যেন অন্ধকার; দেখিলাম, মেদিনী শন্‌শন্‌ শব্দে বায়ু বিলোড়ন করিয়া শূন্যপথে প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতেছে; ঘোর লাগিয়া হতভাগ্য আমি পড়িয়া গেলাম, পৃথিবীতে এত সুখী জীব আছেন, কেহই সে নিদারুন অসময়ে আমার মুখে একবিন্দু জল দিতে আসি-লেন না। সুখীলোকে দুঃখীর দুঃখ বুঝিতে পারে না; কেহ বুঝিলও না। আমি পুরুষ, আপনা হইতেই উঠিলাম; উঠিয়া দেখি, দুইজন জন্মদুঃখী আমার দুঃখ দেখিতে আসিয়াছেন। একজন ভূতল ছাড়িয়াছেন, তাঁহার ঋণ আমি এজন্মে পরিশোধ করিতে পারিলাম না; আর একজনকে আমি আপনার করিয়া গৃহে আনিয়াছি, উঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে বদ্ধ; সেইজন্য করজোড়ে আপনার পদে মিনতি করিতেছি, যে উঁহাকে আপনি কিছু বলিবেন না।”

মাতা ক্রোধ অগোপন রাখিয়াই কহিলেন, “না বাবা, না, তোমার বউকে আমি আর কিছু বলিব না; আমি জানি সাপ্‌কে মারিলে শিবকে লাগে, তোমার গায়ে বাজে; তুমি দুঃখিত হইও না, আমার অন্যায় হইয়াছে। গঙ্গাসাগর যাইব বলিয়াছিলাম বলিয়াইত এত কথা? আমাকে চালকুমড়া করিও, আমি কোথাও যাইতে চাহি না।

ইন্দু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “যত শীঘ্র পারি আপনাকে এই মাসের মধ্যেই গঙ্গাসাগর লইয়া যাইব। না গেলে আমার মহাদিব্য আছে।”

মাতা দেখিলেন, পুত্রের রাগ হইয়াছে, তখন বাৎসল্যস্নেহোচিত মৃদু ভাষায় তনয়কে বলিলেন—“অসময়ে সাগরে, বলিস্‌ কিরে?”

ইন্দু। হাঁ এই গ্রীষ্মেই, শীতে বড় কষ্ট পাইতে হয়; তুমি একেত শীত-কাতুরে মানুষ।

মাতা। গঙ্গাসাগরে কি অসময়ে যায়, বাবা? তুমি যে ছেলে মানুষের মত কথা কহিতেছ।

ইন্দু। আচ্ছা, তবে এই মকরে;—

মাতা। তাই যাব, মেয়েটা গেল, ঘরে আর থাকিতে মন টিকিবে না; তোমরা সংসার ধর্ম্ম কর, ঘর কর; আমাকে তীর্থে পাঠাইয়া দাও। আমি গঙ্গাসাগরে গেলে বউ কি সঙ্গে যাইবে?

ইন্দু। হাঁ, নহিলে একাকিনী কোথায় থাকিবে?

মাতা। হরপ্রিয়ার কিছু সন্ধান করিবে না? হতভাগিনী কোথায় গেল, একবার দেখিবে না?

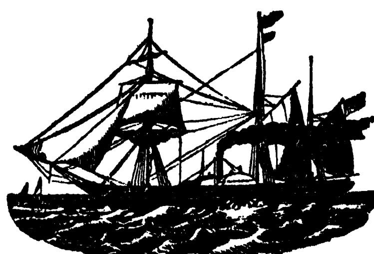
ইন্দু। আর কি সন্ধান করিব? ইদানীং বিলক্ষণ পরিহাসপ্রিয়া হইয়াছিল, সর্ব্বদাই প্রেমলতার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত। আমার বোধহয়, একাজ হংসেশ্বরের দ্বারাই হইয়াছে। যে—নটবরের সঙ্গে অষ্টপ্রহর পরামর্শ চলিত; আমার সন্দেহ হয়, এ তাহারই কাজ। যদি তাহাই হয়, শাপে বর হইয়াছে। যদি না হয়, উপায়ান্তর নাই; একবার নামমাত্র অন্বেষণ করিয়া দেখিব।

মাতা বলিলেন, "আচ্ছা, বাবা, তাই একবার কিন্তু দেখিও; মার পেটের বোন্!"

ক্রমে মাসের পর মাস অতিক্রম করিতে লাগিল: মকর সংক্রান্তি নিকট-বর্ত্তিনী হইল; মাতা পুত্রকে প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিলেন, পুত্রও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন; উভয়ে শীত বস্ত্রাদিতে গাঁট্‌রি বাঁধিতে বসিলেন। ইন্দু সাগরের নৌকা ভাড়া করিয়া আনিলেন এবং উভয়ে হৃষ্টচিত্তে তাহাতে পদার্পণ করিলেন। অভাগিণী রোহিণী অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে বাধ্যা হইলেন; নৌকা সঙ্গমমুখে ছাড়িয়া দিল। এই ঘটনার অনতি-পূর্ব্বে বিলাসপুরে আর এক বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পর-অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণিত হইতেছে।

আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে বাস, কারাবাস মাত্র; কারাগারে যেরূপ কয়েদীদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, পরিতে দেওয়া হয়, কিন্তু কাহারও সহানুভূতি নাই, সেইরূপ শ্বশুরাশ্রমে ছোট ছোট বধূগুলিকে খাইতে পরিতে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কেহই সহানুভূতি করেন না। একমাত্র স্বামীর মুখ ভরসা, পরন্তু সে অবস্থায় স্বামী একে উপার্জ্জনে অক্ষম থাকেন, তাহাতে আবার বাল্যস্বভাব প্রযুক্ত লজ্জাশীল, সকলই গৃহিণী-দিগের দয়ার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের স্ত্রীকে যত্ন করিতে যান, অন্যান্য পরিবারবর্গ তাহাতে আপত্য করেন, বা ক্রুদ্ধা হন; কেহ কেহ অসভ্য বলেন; প্রতিবাসীরাও শুনিলে নিন্দা করে।

পিতামাতা এইজন্যই অজ্ঞাতশীল লোকের গৃহে সুকুমারমতি, কোমলপ্রকৃতি বালিকা কন্যাকে পাঠাইতে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। কিন্তু বলিলে কি হয়, দেশাচারই যে সকল অনিষ্টের মূল; এ দেশাচার নির্ম্মূল করিতে না পারিলে, কিম্বা মনকে উচ্চতর সীমায় না উত্তোলন করিলে, এ নিস্তেজ জাতির কোন কালেও উন্নতির পথে যাইবার আশা নাই।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পর (?)—স্ত্রী পরিত্যাগ।

——————"চিত্রকর অতি
স্বভাব নিপুণ ; কীট কুসুম মাঝারে,
কলঙ্ক চন্দ্রের হৃদে যার কল্পনায়,
সে বিধি কঠিন প্রাণে গড়েছে বালায়"।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। সেদিন ইন্দুশেখর প্রেমলতার প্রাঙ্গণে যাইবার জন্য যখন সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, এবং রোহিনী আরক্ত লোচনে ঘন ঘন তীব্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার স্ফূর্ত্তির পথে কণ্টক হইতেছিলেন, ইন্দুশেখর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—ইচ্ছা করিয়া কেন এ গলগ্রহ গলায় পরিয়াছিলাম বলিতে পারি না, স্বাধীনতার সুখটুকু একেবারে চলিয়া গিয়াছে ; এতটা ভয় করিয়াত থাকিতে পারি না,—যাই ভাবিয়া দুই একপদ বাড়াইলেন, আবার পরমূহুর্ত্তেই রোহিণী-আগমন-কারণ হিমালয় উপত্যকা তাঁহার মনে উদিত হইল ; ধিক্কারে কহিলেন, "ছি ! ছি! কি বলিতেছি, আমি অতি মূঢ়, অকৃতজ্ঞ ; যে আমার হিতৈষিণী, আমি তাহার অমঙ্গল কামনা করিতেছি ? সে ভীষণ রাত্রিতে হিমাদ্রিশৃঙ্গে একটুকু আশ্রয় না পাইলে 'ইন্দুশেখর' নাম এতদিন কোন্‌কালে ধরণী হইতে বিলুপ্ত হইত। যাওয়া উচিত নহে, যাইলে কান্তা আমার, মনে ব্যথা পাইবে, সেদিন একবার যাওয়াতেই সরলার হৃদয়ে অপ্রত্যয় জন্মিয়াছে, আজ আর যাইব না ; এই মনে করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, আবার ভাবিলেন,—কিন্তু আজ কি কথা বলিবে বলিয়াছিল, তাহাত জানিতে পারিলাম না ; প্রতিশ্রুত আছি, প্রেমলতাও অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, না যাইলে হয়ত মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দিবে। নিরাশা হইলে আবার অনেক চেষ্টা না করিলে দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। নূতন কথা কি বলিবে ? একবার যাই, শুনিয়া

আসি; আজিকার মত যাই; ভবিষ্যতে সাবধান হইব, আর যাইব না।” মনে মনে ভাবিয়া রোহিণীর অগোচরে প্রস্থান করিলেন। রোহিণী ইদানীম্ স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন; সরল অন্তঃকরণে সন্দেহ প্রবেশ করায় বালা মাঝে মাঝে অকারণ চমকিয়া উঠিতেন; রাত্রিতে স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতেন বটে, তথাপি গাত্র সর্ব্বদা ছম্ ছম্ করিত; নিদ্রা হইতে দশবার উঠিয়া দেখিতেন, পতি প্রবঞ্চনা করিতেছেন কি না? সেদিন ইন্দু অন্তর্হিত হইবার পর রোহিণী হিংস্রপশুপদশব্দে চকিতা হরিণীর ন্যায় এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইন্দু গোপন করিবার নিমিত্ত যেদিন যত সাবধান হইতেন, সেদিন তত শীঘ্র ভার্য্যার নয়নে পড়িয়া যাইতেন; রোহিণী দ্বিতল হইতে দেখিলেন, স্বামী পরপারে যাইতেছেন; অমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। বংশসেতুর উপর দিয়া ধীরে ধীরে পরপারে উপনীত হইলেন বটে, কিন্তু প্রাঙ্গণের অরণ্যমধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। উপর হইতে যেসমস্ত সঙ্কীর্ণ পথগুলি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছিলেন, নীচে আসিবামাত্র দিক্‌ভ্রম হইল, কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। পন্থা বাহির করিবার জন্য তখন ধীরপাদবিক্ষেপে খাতের ধারে ধারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

নটবর ইন্দুশেখরের পরম শত্রু ছিলেন। প্রেমলতার সহিত ইন্দুর প্রসক্তির বিষয় প্রথমে তিনিই জানিতে পারেন; পরে তাঁহার মুখ হইতে পরম্পরায় গ্রামে প্রচারিত হয়। প্রেমলতাকে তিনি অনেকদিন হইতে সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থা করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, এজন্য নিশীথকালে মধ্যে মধ্যে প্রাঙ্গণ অভিমুখে আসিতেন; কিন্তু ইন্দুশেখরের কোনওরূপ সন্ধান পাইতেন না। ইন্দু বহুদিনান্তরে কদাচিৎ কখন প্রেমলতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। নিতাইবাবুর বাটীতে বিস্তর ভৃত্য, দাসী, দ্বারপাল, লাঠিয়াল ছিল, তাহাদের সকলের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া অন্তঃপুরে গতায়াত করা বড় সুবিধাজনক নহে; তবে খড়্‌কীর দিক্ বলিয়া যাহা কিছু সম্ভব ছিল। অদ্য নটবর দৈবাৎ প্রাঙ্গণের দিকে আসিয়াছিলেন; ঝোপের মধ্যে ভয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। পূর্ব্বে একদিন ঐ ঝোপের মধ্যে এক বৃহৎ খরিস্ গোখুরাকে তিনি প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন; সেই অবধি আর

সেদিক ভুলিয়াও মাড়াইতেন না। তাঁহার বিশ্বাস, সাপ্ সেইখানেই আছে। এনিমিত্ত খাতের ধারে ধারে গুপ্তচার হইয়া অদ্য বিচরণ করিতেছেন। অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী পথ পাইতেছেন না, খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন; নটবর মনে করিলেন, কে'ও এতরাত্রে? এইরে সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। বেজার মার বাটীর পার্শ্বেই চিড়ের দোকান ছিল, বেটী চিড়ে কুটিত; সেদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে, চেহারাটাও সেইরকম বোধ হইতেছে; ওই যে, বাবা, কস্তাপেড়ে কাপড় হাওয়ায় ফড়্ ফড়্ ক'রে উড়্ছে! মাথায় লম্বা সিন্দুর! কি সর্ব্বনাশ! তুমি বেজার মা না হয়ে আর যাও না। "এখানে আর থাকা নয়, পলাই," বলিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলেন; কিছুদূর গিয়াই আবার ভাবিলেন, লোকে সামান্য একটা চোর ধরিয়া কত বাহবা লয়; আর আমি যদি একটা পেত্নী ধরিয়া বশ করিতে পারি, রাতারাতি এখনই এককাণ্ড করিয়া ফেলি; ওরা মনে করিলে কি না করিতে পারে? মেয়েমানুষ ভূত বৈত নয়, যদি তেমন হয়, ওর সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিব; লোককে পরীতে পায়, শুনিয়াছি; আমায়, না হয়, পেত্নীতে পাইবে। যদি ঘাড়ে চাপে একান্তই, সখের প্রাণটী, না হয়, একবার যাবে; অসাধ্য সাধন করিতে গেলে অমনত কত যায়! এই যে সেদিন রতন দাদার শ্মশানে বশীকরণ সাধিতে গিয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল; যায় না কি? একবার বেয়ে চেয়ে দেখিতে হচ্ছে, বাবা! জীবনে একটা কীর্ত্তি রেখে' যেতে হবে; বিবাহ করি নাই যে, স্ত্রীর বৈধব্যের ভয় আছে; একটা প্রাণ বৈত নয়, যায় যাবে। এতাবৎ জল্পনা করিয়া তথা হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রাঙ্গণে আসিয়া অগ্রে দূর হইতে লক্ষ্য করিলেন; দেখিলেন, প্রেতিনী পূর্ব্ববৎ মন্থরগমনে পদচালনা করিতেছেন; মনে মনে ভাবিলেন, কিরূপে উহার সম্মুখে যাই; আবার মনে মনেই উত্তর করিলেন, "কেন? আমরাওত ভবের ভূত, আমাদের উপদ্রবে শম্ভু বাবুর বাটীতে এপর্য্যন্ত কেহ বাস করিতে পারিল না; আমাদের আবার ভয় কি? আমি উহার কাছে এখনই যাইয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রস্তাব করিব।" নটবর মন্তব্য স্থির করিয়া ভয় দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ চক্ষের পাতা দুইটী উল্টাইলেন; অভ্যন্তরের লোহিত অংশ বাহিরে প্রকাশ পাওয়ায়, বোধ হইল, যেন পাকা

জামের উপরের কিয়ৎ অংশ আরসুল্লায় খাইয়া ফেলায় ভিতরের রাঙ্গা রঙ্ দেখা দিয়াছে। যুবক পরে আপন বস্ত্রখানির কিঞ্চিৎ অংশ পরিধান করিয়া অবশিষ্ট পাগ্‌ড়ীর মত মস্তকে বাঁধিলেন। পরিচ্ছদ সমাপ্ত হইলে প্রেতিনীর সম্মুখে আসিয়া দুই কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা ওষ্ঠের দুইপ্রান্ত আকর্ষণপূর্ব্বক, তর্জ্জনী-দ্বয় হনুর উপর স্থাপন করত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিঁ বেঁজার মাঁ. তুঁমি গিঁয়া অঁবধি অঁনেকদিঁন চিঁড়ে খেঁতে পাঁওয়া যাঁয় নাঁই; ভাঁল আঁছ তঁ?" রোহিনী ইন্দুকে না পাওয়ায় উৎকণ্ঠিতা ছিলেন, সম্মুখে বিকটাকার মূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" নটবর দেখিলেন, ইনি বনের পেত্নী নহেন. ভদ্রলোকের পত্নী; ভাবিলেন, ওরাত রোজই আছে, আজ ইন্দুর ঘরণীকে পাইয়াছি, লইয়া একটু আমোদ করি; উত্তর দিলেন, "আমি ঘরোয়া ভূত।" রোহিণী চমৎকৃতা হইয়া বলিলেন, "সে কি?" নটবর কহিলেন, "ভূত চার রকম; 'গেছুয়া ভূত', 'ঘরোয়া ভূত', 'মাম্‌দো' আর 'স্কন্ধকাটা'।" রোহিণী কহিলেন, "বুঝিলাম না, তাহাতে কি?" নটবর কহিলেন, "ব্যাখ্যা না করিলে বুঝিবে কি? বলি শুন, রাত্রিতে গাছে যখন লিচু গোলাপজাম পাকে, ফজলি, কাঁচামিঠে ঝাঁকে ঝাঁকে বিস্তর ফলে, তখন নিশীথে একরকম ভূতের আমদানি হয়, পাড়িয়া সব উদরসাৎ করে; লোকে ভয়ে কিছু বলে না; পাছে উৎপাত করে; চলিতভাষায় ইহাদিগকে বলে, 'গেছুয়া ভূত'। আর গৃহস্থের বাটীর অন্দর মহলে যখন নূতন নূতন উড়ুক্কু হাপ্‌লক্কা গলা কষিয়া কষিয়া বেড়াইতে থাকে, কিম্বা কাঁটিওঠা চন্নায় সবে মিষ্টি মিষ্টি বুলি ধরে, তখন একপ্রকার ভূতের বড় বাড়াবাড়ি হয়; তাহাদের বলে, 'ঘরোয়া ভূত'। উপদ্রবে গৃহস্থ অস্থির হয়; কতরকম শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে; তবু কি মানে সে অভাগীর পুত? যে ঘরেতে ময়না থাকে, সেই ঘরেতেই ভূত; এই দরের ভূত সংখ্যায় কিছু বেশী; এরা প্রাণে মারে। এই গেল দুরকম। তারপর 'মাম্‌দো'। রাস্তায় টাকা কড়ি কাপড় চোপড় সঙ্গে থাকিলে পুকুরের পাড়ে, কিম্বা সাঁকোর নীচে যে পা-বাঁকা ভূতগুলো মারিয়া কাড়িয়া লয়, সেইগুলোর নাম 'মাম্‌দো'; পরব্ পার্ব্বন হলেই এদের কিছু স্ফূর্ত্তি লাগে; এরা, কিন্তু, বড় ভয়ানক ভূত; দেহে প্রাণে পারে। আর বাকি রহিলেন কেবল 'স্কন্ধকাটা।' মন্বন্তর আসিলে অথব'

অজন্মা হইলে যাহারা ফসল অট্‌কাইয়া রাখে, বেচিতে চায় না; লোকে না খাইয়া মরিতে থাকে; শেষকালে রাজার তাড়নায় বেচিতে বাধ্য হয়; দরে, কিন্তু, এক পোঁচে গলা কাটিতে আরম্ভ করে, তাহারাই 'স্কন্ধকাটা'; ইহাদিগকে সচরাচর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না; দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে স্কন্ধকাটার শুভাগমন হয়। এই চাররকম ভূত; শর্ম্মা হচ্ছেন, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; ওরফে 'ঘরোয়া'।"

রোহিণী বিস্মিতা হইলেন। তিনি নটবরকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই; কহিলেন, "তুমি যেই হও, আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও; এখানে কি করিতে আসিয়াছ?"

নটবর কহিলেন, "তুমি এখানে কি করিতে আসিয়াছ? এ শ্মশানও নয়, মশানও নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী; কাহাকে পাইতে আসিয়াছ. ত্বরায় বল। যদি এ গরীবের স্কন্ধে চড়িবার ইচ্ছা থাকে, তাহাতে অরাজি নই, ঘাড় পাতিয়া দিতেছি; কিন্তু আর কাহাকে নজরে লাগিয়াছে, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেল, তাহা হইলে ঝাড়ান করি; শীল, জুতা কিম্বা ঝাঁটা যাহা হউক একটা লইয়া প্রস্থান কর।"

রোহিণী কহিলেন, "আমি আসিয়াছি আমার স্বামীর সংবাদ লইতে, তুমি কি করিতে আসিয়াছ?"

নট। আমি আসিয়াছি তোমায় গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিতে; ভূতের সঙ্গে প্রেতিনীর মিলন পৈশাচিক বিধানমতে যুক্তিযুক্ত; মানুষকে কৃপা করিলে সে দিন দিন ক্ষয় পায়।

রোহিণী তখন নটবরের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া সেতুর অভিমুখে আসিতে লাগিলেন; নটবর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে বস্ত্র ধরিয়া টানিলেন; মাথার কাপড় খুলিয়া গেল; বিরক্তা হইয়া বামা তিরস্কার করিলেন, "তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা, পাপিন্, তুমি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দাও? লজ্জা করে না?"

নটবর কহিলেন, "ভূত যে, লজ্জা কিসের? ভূতে কি কাপড় পরে? তুমি পরিয়াছ, তাই খুলিয়া দিতেছি;" মনে মনে কহিলেন, বড় সুবিধা হইয়াছে; একাকী ভিতরে যাইতে পারিতেছিলাম না, ইহাকে সঙ্গে লই; উহাকে অগ্রে যাইতে কহিব, যদি সাপে খায় উহাকেই খাইবে। আজ

একটুকু চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই ধরিতে পারিব। ইন্দু স্ত্রীকে আমার সঙ্গে দেখিলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিবে; আর আমারও প্রেমলতার প্রতি মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস, সখি, আমি তোমার স্বামীকে খুঁজিয়া দিতেছি।"

রোহিণী স্বীকৃতা হইলেন না। তিনি আজকাল সমাজে থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক চতুরা হইয়াছেন; ভাবিলেন, যদি ইহার কথায় সঙ্গে যাই; কোথায় আপন অধিকারের মধ্যে হয়ত লইয়া যাইবে, পরে বল-পূর্ব্বক আমার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে পারে; একাকিনী নারী, কি করিতে পারি? ইত্যাদি ভাবিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। নটবর দেখিলেন, বামা বংশসেতুর উপর উঠিতে যাইতেছেন; তখন সম্মুখে গিয়া পথ অবরুদ্ধ করিলেন; কহিলেন, "আমার সঙ্গে যাও বা না যাও, সে তোমারই ক্ষতিবৃদ্ধি. না গেলে তুমিই স্বামীকে দেখিতে পাইবে না, আমার কি? কিন্তু বাঁশে উঠিলেই ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিব; এই বুঝিয়া কার্য্য কর।" রোহিণী তখন বিষম বিপদে পড়িলেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি কুক্ষণেই এপারে আসিয়াছিলাম, এখন স্বামীর সম্মুখে দেখিতেছি, অবমানিতা হইতে হইবে। তিনি এখন আর সে পর্ব্বতবিহারিণী নাই; এখন সংসারীর পত্নী হইয়াছেন, গৃহস্থের কুলবধূ; তাঁহার ঐরূপ করিয়া রাত্রিকালে পরের প্রাঙ্গণে যাওয়া উচিত হয় নাই; ভাল হউন, আর মন্দ হউন, ঐরূপ অবস্থায় লোকে দেখিলে চরিত্রের উপর নানাপ্রকার সন্দেহ করিবে, বিশেষতঃ পরপুরুষের সঙ্গে। পূর্ব্বের সংস্কার এখনও তিনি ভুলিতে পারেন নাই, সেইজন্য এখনও সর্ব্বত্র একাকিনী যাইতে সাহস করেন। শেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া, বামা বলপূর্ব্বক নটবরের হাত সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া সেতুর উপরি উঠিলেন; ভাবিলেন, যদি ফেলিয়া দেয়, ডুবিয়া মরিব। যে কাজ করিয়াছি, তাহাতে স্বামীর মনে আজি ঘোরতর সন্দেহ জন্মিবে; অসৎচরিত্র পতির মুখে বৃথা চরিত্রের অপবাদ সহ্য করা অপেক্ষা মরা ভাল; মরিলে ভাবিবেন, মনের দুঃখে জলে ডুবিয়াছে। রোহিণী সেতুর উপর উঠিলেন; নটবর ভয় দেখাইতে লাগিলেন, "সাবধান! ফেলিয়া দিব, এই দিলাম!" এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে ইন্দুশেখর প্রেমলতার কুঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন; নটবর

দূর হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর পাইয়া বেগে পলায়ন করিলেন ;—ইন্দু বলিষ্ঠ বলিয়া নটবর তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতেন ;—ইন্দুশেখর দূর হইতে নটবরকে পলাইতে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন ; পাপের অভিনয়হেতু মনে শঙ্কা হইতেছিল ; নিকটে আসিয়াই তীরে রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন। হৃদয়ভেদী সংশয় কৌতুহলসহ ক্ষণিক মনকে স্তব্ধ রাখিয়া তৎক্ষণাৎ চিন্তার কবাটের অর্গল মোচন করিয়া দিল ; ইন্দুশেখর ভাবিতে বসিলেন, এ কি ! 'ঘরের গৌতম বাহিরে, বাহিরের গৌতম ঘরে' ? তিনি নিজেও দোষী, এজন্য ভার্য্যার প্রতি কটুভাষা প্রয়োগ করিতে সাহস হইল না। ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদিকে কি করিতে আসিয়াছিলে ?" রোহিণী কহিলেন, "তোমার অন্বেষণে ; আহারাদি না করিয়াই আসিয়াছ, এত রাত্র হইল, কোথায় আছ ? তাহাই দেখিতে আসিয়াছিলাম।"

ইন্দু। পলাইল ও কে ?

রোহিণী কহিলেন, "উহাকে আমি জানি না ; আমাকে একাকিনী পাইয়া নানাপ্রকারে ভয় দেখাইতেছিল ; বলিতেছিল, জলে ফেলিয়া দিবে ; আমি ভয়ে ওপারে যাইতে পারি নাই।"

তথাপি সন্দেহ দূর হইল না। ইন্দু ভাবিলেন, পরের মন্দ করিতে গেলে নিজের মন্দ অগ্রে ঘটে। আমি প্রেমলতার সঙ্গে মিশিয়াছি বলিয়াই কি রোহিণী নটবরের সঙ্গে মিশিবে ? রোহিণীত সেরূপ নহে ! কি জানি, ভাগ্যদোষে সকলই সম্ভব হয়। অনেক তোলপাড় করিয়াও সন্দেহের সামান্য শেষটুকু মন হইতে অপসৃত করিতে পারিলেন না। সেদিন উভয়েই উভয়ের নিকট অপরাধী ছিলেন, উভয়েই মার্জ্জনা করিলেন ; কেহ কাহাকে কোনও কথা বলিলেন না। ইন্দুশেখর দৈবের অনুগ্রহে সেযাত্রা যেন নিস্তার পাইয়া গেলেন। রোহিণী বিনাদোষে পতির সন্দেহের পাত্রী হইলেন। নির্ব্বোধ হইলে লোকে পাপ না করিয়াও অনেক সময়ে পাপের ফলভোগ করিয়া থাকে।

ইন্দুশেখর প্রত্যাগমন করিলে পর প্রেমলতা অনেকক্ষণ বসিয়া একমনে কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে উঠিয়া বিষণ্ণমনে গৃহে আসিলেন। রাত্রিতে কিছুই আহার করিলেন না ; কেবল বালিসে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া

অনবরত কাঁদিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন, ইন্দু বলিয়া গেল, 'নৃত্যকালী মরিয়াছে;' কৈ মরিয়াছে? মরিলেত ভালই হইত; কিন্তু তাহার হইয়া এত বিষের জ্বালা ভোগ করিত কে?

ভাবিয়া ভাবিয়া ভামিনী দিন দিন শুকাইতে লাগিলেন; কৃষ্ণপক্ষের শশীকলার মত প্রতি তিথিতে কলায় কলায় হ্রাস আরম্ভ হইল; দিনের পর দিনে, পক্ষের পর পক্ষে, মাসের পর মাসে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে লাগিল; অন্নে অরুচি হইল, শয্যায় কণ্টক বিঁধিতে লাগিল, সাধে বিরক্তি জন্মিল, পরিচ্ছদে প্রমাদ ঘটিল, উৎসাহে বিষাদ উঠিল, হর্ষে নিবৃত্তির সঞ্চার হইল; চিন্তাকুল চিত্তকে বালা কোন ক্রমেই সংযত করিতে পারিলেন না। স্ফূর্ত্তিতে সে স্পৃহা নাই, অলঙ্কারে সে আগ্রহ নাই, সুস্বাদু আহারে সে লোভ নাই, হাসিতে সে মধুরিমা নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ নাই, বদনে সে লাবণ্য নাই, মনে আনন্দ নাই, সুখে আস্থা নাই। ভূমিতে শয়ন, অনিচ্ছায় ভোজন, নির্জ্জনে রোদন, পরিধানে মলিন বসন, দিবারাত্র উষ্ণশ্বাস বহন, সদাশূন্যমন, যেন শরীরের অভ্যন্তরে কি এক উৎকট ব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে। আদিনাথকে দেখিলে দুঃখের সাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠে; যেন তিনিই এসকল মনোকষ্টের কারণ; তিনি না থাকিলে যেন অন্যবিধ কোনও উপায় ছিল। গুরুজন জিজ্ঞাসা করিলে কথার উত্তর দেন না; চক্ষু ছল ছল করে; বলেন, 'পেটবেদনা করে'। প্রতিবেশিনীরা স্থির করিলেন, প্রেমলতা, বোধহয়, অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া গোপনে নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন; প্রেমলতা কোনও কথার উত্তর দিতেন না; পড়্‌সীনীরা সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রথম বিয়ানে অধিক অরুচি জন্মায়, কোনও ভয় নাই। প্রেমলতার মাতাও তাহা শুনিয়া আনন্দপ্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "তাই বল, তোমরা পাঁচজন এয়োতে, আমার আদির বংশ থাকুক। বংশের জন্যই বাছা দ্বিতীয়পক্ষে আবার বিবাহ করিয়াছে।" প্রতিবেশিনীরা বিদ্রূপ করতঃ বলিলেন, "তা' থাকিবে, তোমার বাছার বুড় হাড়ে এখনও ঢের রস আছে", বলিতে বলিতে সকলে প্রস্থান করিলেন। যাহাহউক, লতা এদিকে দিন দিন ছিন্নমূলা সুবর্ণলতিকার মত শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। নয়নে নীলিমা পড়িল; রূপ তিরোহিত হইল; অম্লশূলগ্রস্তা রোগিণীর ন্যায়

বুকের বেদনায় ব্যাকুলা হইয়া বালা ভূমিতে পড়িয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন।

ইন্দু কিছুকালের জন্য বাটীতে ছিলেন না। লক্ষ্ণৌ সহরেরর কতিপয় ব্যবসায়ীকে তাঁহার পিতা অনেকগুলি টাকা কর্জ্জ দিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি আদায় করিবার জন্য, এবং পশ্চিমের বাটী ও বাগান বিক্রয়ার্থ তাঁহাকে ছয়মাসের অধিক কাল পশ্চিমে বাস করিতে হইল। সমুদয় কার্য্য সমাধা হইলে পর, প্রচুর অর্থ সঙ্গে লইয়া দুর্গাপূজার কিছু পূর্ব্বে তিনি নিরাপদে বিলাসপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পৌঁছন সংবাদ পাইবার দুই তিন দিন পরে প্রেমলতা গোপনে এক দাসীর হস্তে ইন্দুশেখরকে পত্রপ্রেরণ করিলেন; পত্রে লিখিলেন, "আমি মরিতে বসিয়াছি; যদি দয়া হয়, একবার দুখিনীর সহিত দেখা করিও; যেদিন তোমার সুবিধা হইবে লিখিও, আমি যথাস্থানে আসিব। আমার রোগ অতি সঙ্কট; এযাত্রা বাঁচি কি না, ঠিক্ নাই; কতকগুলি কথা আছে বলিব।

ইতি তোমারই।"

প্রেমলতার পত্রে স্বাক্ষর থাকিত না। ইন্দুশেখর পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারিলেন; এবং পত্রের পশ্চাৎভাগে স্বীকার উক্তি ও দিনস্থির করিয়া লিখিয়া দাসীর হস্তে উহা পুনরায় অর্পণ করিলেন; দাসী পত্র লইয়া চলিয়া গেল। ইন্দুশেখর ভাবিলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম্', যদি রোগ বাড়ে, বোধহয়, আর দেখা হইবে না। তিনিও সত্বর সাক্ষাৎ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

শরৎকাল। আকাশ পুনরায় পরিষ্কার হইতে সূত্রপাত হইয়াছে; প্রাবৃটের রাজত্বকালে কুটুম্ব জলদবর্গের বিস্তর সমন্ত্রণ হইয়াছিল; শরৎ আসিবামাত্র তাঁহারা সসুহৃৎ একে একে বিদায় হইতেছেন। যে দুই একখণ্ড নিবিরোধী পীড়িত মেঘ শূন্যমার্গে অদ্যাপি ছিলেন, যাইতে সক্ষম হন নাই, তাহাদিগকে, যত শীঘ্র হয়, গগন পরিত্যাগ করিতে কঠোর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; রাজাজ্ঞা পাইয়া তাঁহারা নিরাশ্রয়ভাবে বিমান বাহিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছেন। বর্ষাগতে পথ, ঘাট, ঘর, উঠান আবার পূর্ব্বের মত শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর আবার সুখ দেখা দিয়াছে। রাস্তায় আর হাঁটু পাতিয়া চলিতে হয় না, নদীতে আর শাস্কত

হইয়া স্নান করিতে হয় না, পরের বাটীতে আর টোকা মাথায় দিয়া বাহিতে হয় না। শারদীয়া আনন্দময়ীর আগমনে ধরা আনন্দোৎসবের মহা আয়োজনে বিব্রত হইয়াছে; দেবীপক্ষের ইতিমধ্যেই চণ্ডীপাঠের সূত্রপাত হইয়াছে; নহবতের বাদ্যে সহসা প্রাণ কেমন করিয়া উঠে; যেন কে কোথায় আছে, ডাকিয়া আনি; কে যেন ছিল, সে যেন নাই; আর বৎসর এমনদিনে যাহাকে দেখিয়াছি, এবৎসর তাহাকে দেখিনা কেন? উদ্ভিদ্ জগৎ শরতে নবকিশলয়ে সজ্জিত হইতেছেন; নব্যভারত নবপরিচ্ছদের সংস্থান করিয়া রাখিতেছেন; মায়ের আগমনে চতুর্দ্দিক প্রসন্ন, আনন্দে পরিপূর্ণ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একভাবাপন্ন; আকাঙ্খা কেবল সেই সুখ; সংবৎসরান্তে সুখের মুখ দেখিবার আশায় প্রাণীকুল কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া আছেন। দুঃখের সময় দুঃখের চিন্তা আইসে না, ভারে মন অবসন্ন হইয়া থাকে; সুখের কালে কল্পনার প্রাবল্য হয়, চিত্তের গতিনিরোধ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে; বিশেষতঃ সহানুভূতির অভাব হইলে, দেশের লোক আমোদে মত্ত থাকিলে, প্রিয়জন প্রিয়ের মত ব্যবহার না করিলে — এ সুখের দুর্গোৎসবেও অনেকের সুখ নাই; যাঁহার উপযুক্ত সন্তান বৎসরের মধ্যে যমে লইয়াছে, তাঁহার আর সুখ কোথায়? যে হতভাগিনীর রত্নসার স্বামী জন্মের মত ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে, এখনও ৩৬৫ দিন হয় নাই, তাহার সুখচিন্তা কি সম্ভব? সুধু নরনারীর এইরূপ নহে, পশুদিগেরও ভাবনায় নিদ্রা হয় না; ছাগ মেষ ও মহিষবর্গের তিলমাত্র শান্তি নাই; সদাই আশঙ্কা, কে কোন্‌দিনের বলি হইবেন। ভয়ের অবশ্য কারণ হইয়াছে। পূর্ব্বে পশুবধ হইত যজ্ঞার্থে, দুই একটী মাত্র প্রাণসংহার হইত; এখন হয় কেবল উদর পূরণার্থে, ঝাঁকে ঝাঁকে পশু হত্যালয়ে প্রবেশ করিতে থাকে। প্রেমলতা অন্যান্য বৎসরে কতপ্রকার নূতন বেশ প্রস্তুত করাইতেন, কত আমোদ করিতেন, কতপ্রকার আতর, গোলাপ, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি ক্রয় করিতেন, কত বিতরণ করিতেন, স্ফূর্ত্তিতে নাচিয়া নাচিয়া বাটীর প্রাঙ্গণে কত বিচরণ করিতেন, সামান্য আমোদ হইলেই হাস্যের লহরীতে প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইত; কিন্তু এবৎসর তাঁহাকে দেখিতে যাও, আর সেসকল দেখিতে পাইবে না। বসনখানি হয়ত জীর্ণ, দেহখানি শীর্ণ, কেশগুলি রুক্ষ, মুখখানি মলিন, অক্ষি দুইটী

অবিরাম অশ্রুসিক্ত, যেন অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়াছেন; তথাপি কিন্তু এখনও আশাকে চিত্ত হইতে বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই; আশাতেই বাঁচিয়া আছেন। বংশী বাবুর বাটীতে দুর্গোৎসব হইত; এ বৎসর ইন্দুশেখরের উপর বিধাতা সে ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবং সেজন্য ইন্দুও অতিশয় ব্যস্ত আছেন; তিলমাত্র বিশ্রাম নাই; যেটী না দেখিবেন, সেটী আর হইবে না। সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল, নবমী গেল, পূজা সমাপ্ত হইল, বিজয়াদশমীতে নির্ম্মাল্যবাসিনী বিদায় হইলেন, ইন্দুশেখর ~~মনে~~ মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, অদ্য দিনস্থির করিয়া দিয়াছি, অতএব আজই সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সমস্ত দিন সুযোগ পান নাই; প্রতিমা নিরঞ্জন হইল, ছেলেরা দুর্গানাম লিখিতে বসিল, মেয়ে পুরুষে ভাঙ্গ পান করিল, ইন্দু কিছু অতিরিক্ত পান করিলেন; মাথার উপর আর পিতা নাই, সুতরাং আর সে ভয় নাই। রাত্রিতে বংশপদ্ধতি অনুসারে একজন স্ত্রীলোক বিজয়ার গান করিতে বসিল;—বংশী বাবুর বংশের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, রাত্রিতে স্ত্রীলোকেরা বিজয়া গাহিবে; যিনি ভাল গাহিতে পারিতেন, তিনিই গাহিতেন; প্রতিবৎসর নূতন নূতন গান এই উদ্দেশে মেয়েরা রচনা করিতেন, যেমন নন্দোৎসব বা দোলের সময় ছেলেরা উৎসব অথবা হোরির গান রচনা করে।

গান আরম্ভ হইবে, নিতাইবাবুর বাটীর স্ত্রীলোকেরা পদার্পণ করিলেন;—প্রেমলতা পীড়িতা বলিয়া আসিতে পারিলেন না;—ইন্দুশেখর দেখিলেন, এই অবসর। ভাঙ্গের নেশা তখন রীতিমত জমিয়া আসিতেছিল; গায়িকা গান ধরিলেন—

"আলি, আজি বিজয়া।
দ্বারে নন্দী সাজায় বাহন, হের কৈলাসে যায় মহামায়া॥"

ইন্দু শুনিতে শুনিতে প্রস্থান করিলেন; গান চলিতে লাগিল—

"বিমানে দেবীমণ্ডলী, হের উদয় ভেদি' নভঃস্থলী,
আসি' বুঝায় সবে কত বলি,'
(আহা!) কাঁদে ততই গিরিজায়া॥

অচল শিখরে মেনা, কাতরে কহিছে নানা,
'আবার কবে আস্‌বে উমা ?
বাবা, যতনে রেখো বাছায়।'
গণপতি লয়ে কোলে, ভোলা তাঁরে বুঝা'য়ে বলে,
'বর্ষে বর্ষে এমন দিনে
মা, তোমার এনো তনয়া।'
আলি, আজি বিজয়া ॥"

গান শেষ হইলে পর রোহিণী স্বামীকে বিজয়ার প্রণাম করিতে গেলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না; তখন ভাবিলেন স্থানে অন্বেষণ করিলে, বোধ-হয়, পাওয়া যাইতে পারে; বিরক্তা হইয়া কহিলেন, "তোমার কি সময়বোধ নাই ? তোমার বাটীতে কাজ! পাঁচজন আসিয়াছে, আর তুমি কোথায় ?" হাতে অনেক কাজ ছিল, এজন্য ওদিকে সেদিন আর মন দিলেন না।

ইন্দু প্রাঙ্গণ কুঞ্জে পৌঁছিয়াই সম্মুখে প্রেমলতাকে দেখিতে পাইলেন; কহিলেন, "ইস্, এত কৃশাঙ্গী হইয়াছ! চিনিতে পারা যায় না যে!"

প্রেমলতা কহিলেন, "তবুত একদিনও খোঁজ লও নাই। অসময়ে,—যে স্বামীর আমি কখনও অনুগতা নহি, যাহার সহিত এতদিন বিবাহ হইয়াছে, একদিনের জন্যও প্রেমালাপ করি নাই, যে আমার সাধ্য সাধনা করিয়াও মন পায় নাই, সেও দশবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে; কিন্তু তুমি—যাহার জন্য আমি পাগলিনী, যাহার জন্য আমার আজি এই দশা!—তুমি একবার কথার কথাও জিজ্ঞাসা কর নাই। আমি, কিন্তু, তাহাতে দুঃখ করি না; সময়ে সবাই সবার, অসময়ে কে কার ?"

ইন্দু উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার জন্য এই দশা ? কৈ, আমিত কিছু জানি না!"

প্রেমলতা কহিলেন, "আছে—অনেক কথা আছে, বলিব।"

ইন্দু কহিলেন, "একটু শীঘ্র শীঘ্র বল, আমি পলাইয়া আসিয়াছি, এখনই ডাক্ পড়িবে। কাজ অনেক আছে।"

প্রেমলতা সর্ব্বাগ্রে একটী প্রণাম করিলেন; ইন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন,

"একি? পাগল হইলে, না কি?" তিনি কখনও পূর্ব্বে লতাকে প্রণাম করিতে দেখেন নাই।

লতা কহিলেন, "প্রণাম করিলাম, বৎসরকার দিন! আজি বিজয়াদশমী।" মনে মনে বলিলেন, "তোমাকে প্রণাম করিব না. ত, জগতে আমার প্রণম্য আর কে আছে?

ইন্দু হাসিয়া বলিলেন, "ভাল, কোলাকুলি করিতে হইবে কি?"

প্রেমলতা কহিলেন, "সেত নূতন নহে, অনেক হইয়া গিয়াছে, মনে রেখো, তাহা হইলেই সব হবে।"

ইন্দু তখন অধীরভাবে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত মলিনা কেন? কি বলিবে?"

প্রেমলতা কহিলেন, "বলিবার অনেক আছে, স্থির হও বলিতেছি;" প্রেমলতার চক্ষে একবিন্দু জল দেখা দিল।

ইন্দু বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্ষে জল কেন? কি হইয়াছে? গুরুজনে কেহ কিছু বলিয়াছে কি?"

প্রেমলতা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্দু, নৃত্যকালীকে তোমার মনে পড়ে?"

ইন্দু কহিলেন, "ভাল মনে পড়ে না, অনেকদিন সে আমার অঙ্ক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সে মুখ অনেককাল দেখি নাই; তবে সেই হাসিমাখা মুখখানি অল্প অল্প মনে পড়ে,—সেই বড় বড়, টানা টানা চোখ, সুন্দর নাক, দাড়ির কাছটী টেপা, মুখের হাঁটী ছোট, মনে পড়ে বৈকি! সময়ের স্ত্রী! দেখিতে কতকটা তোমার মতন ছিল; সেইজন্য, বলিতে কি, লতে, আমি তোমাকে আরও এত অধিক ভাল বাসিয়াছি।"

প্রেমলতা কহিলেন, "তুমি সেদিন বলিলে, 'নৃত্যকালী মরিয়াছে;' নৃত্যকালী মরে নাই, সে তোমার মুখ চাহিয়া আজও বাঁচিয়া আছে; পরের আশ্রয়ে আছে বলিয়া, ইচ্ছা হইলেও তোমার কাছে আসিতে পারে না।"

ইন্দু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "বাঁচিয়া আছে? আমি তাহার পিতার কাছে অন্বেষণ করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, "মাতার সঙ্গে তীর্থে

গিয়া তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।' যদি বাঁচিয়া থাকে, যেখানেই থাকুক, আমি তাহাকে একবার দেখিয়া আসিব। বড় ভালবাসিতাম বলিয়া সে মুখ আজিও ভুলিতে পারি নাই। সে কোথায়?"

প্রেমলতা ভূমির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমারই পার্শ্বে!"

ইন্দু বিস্মিত হইলেন; কহিলেন, "পার্শ্বে?" প্রেমলতা নিঃশব্দে কাঁদিতেছিলেন, মৃদুমধুরস্বরে বলিলেন, "আমিই সেই নৃত্যকালী, হতভাগিনী, বিধির নিদারুণ চক্রান্তে আজি আদিনাথের গৃহিণী।"

ইন্দু তৎক্ষণাৎ অন্যমনস্ক হইলেন; বোধ হইল, যেন পূর্ব্বের সকল কথা স্মরণ করিতেছেন। অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না; পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলেন, "না,—নৃত্যকালী! সে স্বর্গের রমণী; সে মৃতা, আমি জানি; সে সতী. ত্রিদিববাসিনী; সে তুমি নহ।"

প্রেমলতা সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আমিও তোমা ভিন্ন এ জগতে আর কাহাকেও জানি না; আদিনাথের সহিত এতদিন বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি কখনও তাঁহার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করি নাই। কায়মনোবাক্যে এতদিন তোমার পূজাই করিয়াছি; বিবাহের অগ্রেই তোমার প্রণয়ে মজিয়াছি; সেই অবধিই তোমারই;—আদিনাথ নামমাত্র নাথ; আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাহা না হইলে এমন হইবে কেন?"

ইন্দু কহিলেন, "যখন আবার বিবাহ হইয়াছে, তখন তুমি আমার হস্তের বহির্ভূতা হইয়াছ। এখন তোমাকে গ্রহণ করিতে গেলে আমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবে; করুক, তাহার জন্য আমি কিছুমাত্রও কাতর নহি; কিন্তু তোমাকে লইলেও লোকে অন্যপ্রকার ভাবিবে; মনে করিবে, স্বামীর ভাণ করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। নিতাইবাবু বড় বিষম লোক, জানিতে পারিলে আমাকে অনেক বিপদে ফেলিতে পারেন। সে বড় ঘৃণার কথা! আমি তোমাকে এখন আর গ্রহণ করিতে পারি না; তুমি যাহার আছ, তাহারই থাক। আরও বলি, তুমি যখন আমার সহিত মজিয়াছিলে, তখনত 'পরপুরুষ' ভাবিয়াই একার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছিলে! দৈবের ঘটনায় যেন তেহাই তালে আসিয়া পড়িয়াছে; তুমিত সতী নহ।

নৃত্যকালী, সে আমার স্ত্রী, সিংহের সিংহিনী, সে কখনও এরূপ হইতে পারে না; সে তুমি নহ।”

প্রেমলতা তখন আদ্যোপান্ত সমুদয় ঈশ্বরাধীন ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিলেন। শুনিয়া ইন্দুর চমক ভাঙ্গিয়া গেল; কহিলেন, “এতদিন তোমাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিয়াছি, লতে! কিন্তু আর না। আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া পরের ঘরণী হইল? বুকে হাত দিয়া দেখ, আমার হৃদয় বুঝি বিদীর্ণ হইতেছে! আপনার স্ত্রীর সহিত পরস্ত্রীর মত গোপনে আমোদ করিতে বুকে কি শেল বাজে! উঃ—আমি কুলটার মুখ দেখিতে চাহি না। যে আমার জায়া, সে পবিত্রতামাখা, শিবাণীর শাখা, সে রাকায় কালিমার লেশমাত্র নাই; আমি তাহাকে সেই পবিত্রপ্রতিমা ভাবেই ভাবিব; প্রেমলতা, এই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা; তুমি মর নাই কেন? কেন আমার ধন হইয়া পরকে বরণ করিলে? আমি যে তোমাকে ছাড়িতেও পারিতেছি না, লইতেও পারিতেছি না, কি বিভ্রাট! যত দেখিতেছি, ততই যন্ত্রনা বাড়িতেছে। তুমিই কি সেই নৃত্যকালী! সেই সত্যকালের লুপ্তচিহ্ন নৃত্যকালী! সেই আমার কণ্ঠের হার নেতা! সেই বালিকা-স্বভাবা চপলতাময়ী নেতু! উঃ, আঃ ওঃ উহুঃ হুঃ”; ইন্দু কাঁদিতে লাগিলেন; প্রেমলতা সাষ্টাঙ্গে ইন্দুশেখরের পদতলে পতিতা হইলেন; কহিলেন, “এতদিন জানিতাম না, নতুবা কোন্‌কালে মরিতাম; জানিয়া অবধিই এই দশা হইয়াছে; তোমার পায়ে পড়ি,—”বলিয়া চরণযুগল জড়াইয়া ধরিলেন;—“তোমার পায়ে পড়ি, আমায় পরিত্যাগ করিও না; তুমি আমার স্বামী, আমায় যেমন ভাবে থাকিতে অনুমতি করিবে, তেমনই ভাবে থাকিব। ফুল ফেলিয়া দিলেই যদি বিবাহ হইত, তবে যাহাকে তাহাকে কি বিধবা, কি সধবাকে ধরিয়া আনিয়া আবার বিবাহ দিলেই চলিত। আমায় ক্ষমা কর, দাসীকে চরণে ঠেলিও না, পথের ভিখারিণী করিও না, ভিক্ষা চাহিতেছি।”

ইন্দুর হৃদয়ে তখন দারুণ পীড়ন চলিতেছিল; মন্দার পর্ব্বতের মত দগ্ধ অন্তরের উচ্ছ্বাসদণ্ড যুবার মানসসমুদ্রকে একবারে মথিত করিয়া ফেলিতেছিল; নৃত্যকালীর এবং আপনার অতীত জীবনের স্মৃতিরাশি উহার

মন্থন-রজ্জু; উহারই প্রবল তাড়নে আলোড়ন করাইতেছিল। প্রেমলতা কি বলিলেন, তিনি শুনিলেন না; চরণযুগল বলপূর্ব্বক করবন্ধন হইতে ছিনাইয়া লইলেন; এবং কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রেমলতা যাইবার কালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর দেখা হবে?" ইন্দু ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "না;" তাঁহার আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অশ্রুরাশি উদ্ধমুখে কণ্ঠ অবরোধ করায় বাক্‌রোধ হইল, বলিতে পারিলেন না। দ্রুত পদভরে চলিয়া আসিলেন। রাত্র তখন অধিক হইয়া পড়িয়াছিল।

ইন্দু চরণ ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন; প্রেমলতা মূর্চ্ছিতার ন্যায় ক্ষণেক ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন; পরে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। বাত্যা-হতবিটপীচ্যুতা বাসন্তীবল্লরী বালুকা-বেদীতে পড়িয়া ধূলিকণার মধ্যে লুটাইতে লাগিলেন, তরুবর দেখিয়াও তাহা দেখিলেন না। কিয়ৎকাল এইরূপে কাঁদিয়া পরে 'মরিয়া' হইলেন; কহিলেন, "সমাজের ভয়ে তুমি আমায় গ্রহণ করিলে না, কপট! তুমি কি সমাজকে ভয় কর? সমাজে কি বলে, পরস্ত্রীকে ভুলাইয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট কর, আর আপনার জানিলে তাহাকে ত্যাগ কর? তাহা নহে; এ একটা ছল করিয়া আমার অনুরোধ কাটাইলে মাত্র। দেখা যাউক, এখন তুমি কোথায় যাও, আর আমি কোথায় থাকি! আমি তোমায় সাথে সাথে ফিরিব; মরিলেও প্রেত হইয়া তোমার সঙ্গ লইব; তোমায় লইব, লইব, লইব; তবে আমি নারী, তবে আমার প্রতিজ্ঞা, তবে আমার নাম 'নৃত্যকালী'।" বালা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন; করতালি দিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতদিন?" আবার নিজেই উত্তর করিলেন, "যতদিন ইন্দু উর্ব্বীতলে! যতদিন নকুল অহির কোলে! যতদিন এ সুতিকায় পেঁচোয় রাখে ছেলে! ততদিন—ততদিন থাকি তোমায় ভুলে! তারপর? তারপর নেব টেনে' কোলে!" নয়নজলে অঙ্গখানির অভিষেক হইয়াছিল; নিশম্ভু-ঘাতিনী দিগম্বরীর মত মুক্তকেশী নৃত্যকালী নৃত্য করিতে করিতে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, বিজয়ার সে দৃশ্য কেহ দেখিতে আসিলেন না।

ইন্দু বাটিতে আসিলেন; দেখিলেন, সদরের কবাট্ বন্ধ হইয়াছে। অনেক

ডাক দিবার পর মাতা আসিয়া অর্গলমোচন করিলেন। বিলম্ব হওয়ায় জননীর তিরস্কার সহ্য করিতে হইল। আহারে প্রবৃত্তি ছিল না, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আসিয়া আপন কক্ষে শয়ন করিলেন; রোহিণী ঈর্ষ্যা অতিশয় কুপিতা হইয়াছেন, স্বামী এখন তাঁহাকে আর গ্রাহ্য করেন না। প্রকাশ্য-ভাবেই গতায়াত করিয়া থাকেন। ইন্দু আসিবামাত্র রোহিণী উঠিয়া প্রথা অনুসারে স্বামীকে বিজয়ার প্রণাম করিলেন; ইন্দু মনে মনে কহিলেন, "আজি কি সৌভাগ্য! জায়া আমার রুষ্ট হন নাই!" রোদন করায় অধিক তৃষ্ণা লাগিয়াছিল, এক গেলাস জল চাহিলেন, রোহিণী দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা পালন করিলেন। ইন্দু তাহা দেখিয়া আরও আনন্দিত হইলেন; কহিলেন, "আজি যে এত কৃপা? এতরাত্রেও যে ও চন্দ্রবদন মেঘে ঢাকে নাই? আজ আমার আবার কপাল ফিরিল না কি?"

রোহিণী ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "আমি তোমার সেবিকা, দাসী; তুমি এদেহের সর্ব্বাংশের অধিকারী, অতএব, দেহ তোমার সেবা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" ইন্দু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এই যে মানিনী আমার মান করিতে শিখিয়াছেন! তবে আর দুঃখ কি? সুধু দেহের অধিস্বামী কেন, প্রিয়ে! মনের কি নই?"

রোহিণী ভ্রুকুটী করিয়া উত্তর দিলেন, "মন এখন বিদ্রোহী, ও মনের দাসত্ব করিতে আর চায় না; এত প্রকার বুঝাইতেছি, নারীর মন কিছুতেই বুঝিবে না; কাচের বাসনের মত, ভাঙ্গিলে আর জোড়া লাগিতে চাহে না।"

ইন্দু প্রেমলতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অতিশয় কাতর ছিলেন; কহিলেন, "কেন, মনকে কি কেহ শূলে দিয়াছে? নারীর মন কাচের বাসন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? একটু অসাবধান হইলে অমনি ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করে; আমাদের পুরুষের মন, হায়! যেন বেটো ঘোড়ার মন, ইস্পাতের তৈয়ারি, চালকের চাবুক খাইতে খাইতে দিন দিন এক অঙ্গুলি পরিমাণ বেড়ে' যায়;" ভাঙ্গিবার উপায় নাই, অমনি দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটী বন্ধ হইবে। ভঙ্গপ্রবণ হইলে যাহাদিগের চলে, তাহারা কেন না হইবে?"

রোহিণী। তুমি সত্যভঙ্গ করিলে কেন?

ইন্দু। কি সত্য ?

রোহিণী। মনে করিয়া দেখ, হিমালয়ে বাবার নিকটে তুমি কি সত্য গ্রহণ করিয়াছিলে, আর কি অবলীলাক্রমে তুমি সে সত্য ভঙ্গ করিলে! আমি সমস্ত সহ্য করিতে পারি, সত্যের অবমাননা সহ্য করিতে পারি না; অসত্যবাদীর সহবাসে নানা পাপ জন্মে।

ইন্দুর ভাঙ্গের নেশায় অল্প অল্প বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছিল, কহিলেন, "সত্যের অবমাননা সহ্য না হয়, গ্রাসের পরিমাণ বাড়াইতে অভ্যাস কর, মেজাজ ঠাণ্ডা থাকিবে। বিনা বেতনে চাকর আছি, মনি, দেখেশুনে খাটাইয়া লও; এত জুলুম কেন, ভাই ? পেটভাতে আর কত হবে ? দক্ষিণার বন্দোবস্ত ক'রে দেখ, কাজের একচুল তফাৎ পাও, জুতার বাড়ি মারিও, কোন্ নির্ব্বোধ কথা কহিবে! পুরুষ মানুষ! কোথায় কি করিয়া ফেলি, তাহাতে অত কি রাগ করিতে হয়, প্রেয়সি ? তবে, তোমায় আমায় সংসার হইবে কি করিয়া ?" এই বলিয়া ইন্দু রোহিণীর হাত ধরিয়া আদর করিতে গেলেন; রোহিণী ভ্রুকুটী করিয়া কহিলেন, "তুমি আমায় স্পর্শ করিও না; তোমার ও কলঙ্কময় দেহ, যে দেহ এইমাত্র রঙ্গিণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিল, সে দেহ স্পর্শ করিলেও আমার স্ত্রী-পবিত্রতার হ্রাস হইবে। তোমাকে অধিক কি বলিব, তোমাদিগের এই সকল কালকূট ব্যবহার দেখিলে আমাদের স্ত্রীলোকের মনে সময়ে সময়ে এতদূর আক্রোশ উপস্থিত হয়, যে শুধু প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়। ভাবিয়া দেখ, তুমি কত মিথ্যাবাদী, কত প্রবঞ্চক, কত শঠ! আমি নিকুঞ্জের বিহঙ্গিণীর মত আনন্দিত মনে বনে বনে গান করিয়া বেড়াইতাম, কেমন স্বাধীন ছিলাম! যদি তোমার এইসকল রঙ্গরসই ভাল ছিল, অকারণ কেন আমায় পিঞ্জরবদ্ধ করিলে ? ভাল না লাগে, দয়া করিয়া ছাড়িয়া দাও, আমি আর একবার সেইরূপ পক্ষবিস্তার করিয়া দ্যুলোকে উড্ডীয়ন করি।"

ইন্দু। হাঁ, এইবার স্বাধীনতা! তা বেশ; স্বাধীনতার লিপ্সাটুকু যে হইবে, অনেকদিন হইতেই তাহা আমি গণনা করিয়া রাখিয়াছি; সেদিন নটবরের সঙ্গে যখন একবার বাক্যালাপ হইতে দেখিয়াছি, তখনই বুঝিয়াছি অধীনতা ভোগ অদৃষ্টে আর বড় অধিকদিন নাই।

রোহিণী। পরিহাসের সময় ইহা নহে, পরিহাসচ্ছলে আমার চরিত্রে দোষারোপ করিলে এ সময় আমার অসহ্য হইবে, তোমরা নির্লজ্জ, পাপের ভরে মস্তক অবনত, তোমাদের বিদ্রুপ করিবার কালাকাল জ্ঞান নাই।

ইন্দু দেখিলেন, রোহিণী বাস্তবিক কুপিতা হইয়াছেন। তাঁহারও মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়াছিল; কিন্তু মনে ভাবিলেন, আমি দোষী, আমারই আত্মসংবরণ করা কর্ত্তব্য; ঘটনা, যদি এখন ইহার কাছে প্রকাশ করি, ফল বিপরীত হইবে; সাবধানে উত্তর করিলেন, "আমি শপথ করিতেছি, ভবিষ্যতে আর এরূপ হইবে না, যদি কখনও আমাকে প্রেমলতার ছায়া স্পর্শ করিতে দেখ, যথা অভিরুচি, শাস্তি দিও; যথেষ্ট হইয়াছে, অনেক বলিয়াছ, আর বলিলে জীবন্তে মরিব;—একে আমার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে, রোহিণি, যদি বুক চিরিয়া দেখাইবার হইত, তোমাকে দেখাইতাম, অনলে আর আহুতি দিও না। জুড়াইবার জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি, তুমি বিরক্তা হইলে কোথায় দাঁড়াইব? আমার মস্তিষ্ক ঘুরিতেছে, আর একটুকু জল দাও।"

রোহিণী উত্তর করিলেন, "তুমি ধূর্ত্ত, একবার এইরূপ বাক্যবিন্যাস করিয়া আমাকে ভুলাইয়াছ; আর আমি তোমার প্রতারণায় ভুলিব না। আমার জুড়াইবার ক্ষমতা থাকিলে তুমি অপর স্ত্রীলোকের কাছে আমোদ প্রমোদ করিতে যাইতে না। তুমি অকৃতজ্ঞ, তাই আমায় অবজ্ঞা করিলে; মনে করিয়া দেখ, যেদিন তুমি হিমালয়ে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিলে, আমি পিতৃ-আদেশ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিয়া রাত্রে তোমার কাছে বসিয়া থাকিতাম; এখন তুমি আমায় নিজ অধিকারে পাইয়া তাহার উচিত প্রতিশোধ দিতেছ; যে জ্বালায় আমি জ্বলি, যদি তোমাকে একদণ্ড সেরূপ জ্বলিতে হইত, বোধহয়, তুমি গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে।"

ইন্দু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে; সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা ফিরিবে না; দিবারাত্র ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরত সহিতে পারি না; ফাঁসি দাও, শূলে দাও, তোমার যাহা প্রাণ চায় কর; জিজ্ঞাসা করি, এ অপরাধের কি ক্ষমা নাই?"

রোহিণী ক্রোধের সহিত উত্তর করিতে লাগিলেন, চক্ষু হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইয়া অশ্রুবিন্দুতে পরিণত হইতে লাগিল; উত্তর করিলেন, "তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক লঙ্ঘন করিবে, আমি তোমায় ক্ষমা করিবার কে? যিনি ক্ষমা করিতে পারেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, ক্ষমা আছে কি না? যদি দুষ্কর্ম্মের ভয়ে সে সাহস না হয়, আজ্ঞা কর, আমি তোমার হইয়া চাহিয়া দিতেছি। যদি তোমাকে এ জন্মের মত ত্যাগ করিয়া কোথাও নিরুদ্দেশ হইতে পারিতাম, অনায়াসে ভগবানের কাছে তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিতাম; কিন্তু যখন ভাবি, তোমাকে লইয়া যাবজ্জীবন ভুগিতে হইবে, তখনই চক্ষে জল আসে; হায়! যখন তেজোহীন মাংসপিণ্ডের উপরি এ জীবনভার সমর্পিত হইয়াছে, কর্ম্মনাশার জলে যখন ভালবাসা জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে, তখনই বুঝিয়াছি এ সংসার আমার জন্য নহে।"

ইন্দুশেখর মনে করিলেন, রোহিণী অভিমান করিয়াছেন; পায়ে ধরিতে গেলেন, রোহিণী ক্রোধভরে নিবারণ করিলেন; কহিলেন, "এ মানের ক্রন্দন নহে, প্রাণের রোদন; প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইতেছে, তুমি কি দেখিতেছ না? আমার দেহ স্পর্শ করিও না।"

"তবে মর, দূর হও," বলিয়া অবমানিত ইন্দু রোহিণীর কুক্ষিদেশে সজোরে পদাঘাত করিলেন; লাথি খাইয়া রোহিণী সবেগে গিয়া কবাটের উপরি পড়িলেন, কোণ লাগিয়া কপাল কাটিয়া গেল; এবং নাসিকা হইতে রক্তধারা ছুটিতে লাগিল; ইন্দু বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেন, রোহিণী তথাপি দ্বার আগুলিয়া রহিলেন, যাইতে দেন না; ইন্দু বলপূর্ব্বক এক-হস্তে ভার্য্যার কেশাকর্ষণ করিয়া অপর হস্তে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন; ধাক্কায় রোহিণী প্রায় ছয় সাত হাত অন্তরে গিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। ইন্দু তখন দ্বার মুক্ত পাইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে গোলমাল শুনিয়া ইন্দুর মাতা সত্বর সেদিকে আসিতেছিলেন; আসিয়া দেখিলেন, বধূ রক্তাক্ত হইতেছে; পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বৎসরকার দিন! মারিলে কেন?" ইন্দু কহিলেন, "মুখের উপরই উত্তর করিয়াছিল, সহ্য হয় নাই;" মাতা কহিলেন,

"আমিত তোমায় বলিয়াছি, যে, ও বউ বড় অবাধ্য; মুখের উপর চোপা করে; তোমরা আজকালের ছেলে, বউয়ের বশ; তাহা হবেনা কেন? কেবল কান্ ভাঙ্গাবে। নাই দিয়াছিলে, বাবা, তাই এত বাড়্ বেড়েছে; বউঝিকে জুতার তলায় রাখিবে, উঠিতে বসিতে শাসন করিবে, তবে ঠিক্ থাকিবে।" মাতা বলিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন; মায়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন; ইন্দু উন্মত্তের ন্যায় বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন; রাত্রিতে আর ফিরিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে ফণিনী আহতা হইলে অভিমানে চিরকালের মত মৌনাবলম্বন করিবে; এবং সময় আসিলে মৃত্যুদংশন করিয়া ইহার সমুচিত শোধ দিবে।

ইন্দুশেখর চলিয়া গেলে রোহিণী ভূমিতে পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; "মা, এরা আমায় দেখিতে পারে না: তুমি কোলে লও, নচেৎ আমার আর উপায় নাই। পরে কেন, মা, অভিমান সহ্য করিবে? জননি বসুধে, দ্বিধা হও, আমি প্রবেশ করি; না হও, তোমায় আত্মহত্যায় দূষিতা করিব।"

"স্নেহময় পিতার ক্রোড় হইতে অরাতিবর্গে পরিবেষ্টিত এ কোথায় আসিলাম! আপনার কেহ নাই, যে, মনের দুঃখ জানাই; সমবয়স্কা ননদিনী, সেও ঐ রঙ্গিণীর সঙ্গিনী; আমি স্পষ্টভাষিনী বলিয়া সে আমায় ভালবাসে না। মিষ্টকথা মিথ্যা হইলেও এদেশের লোকে আদর করে। একজন স্ত্রীধর্ম্ম ত্যাগ করিলে গ্রামশুদ্ধ লোক তাহার জন্য লালায়িত হয়; কি ভয়ানক দেশ! আশ্রমে সন্ন্যাসীরা 'মা' 'মা' বলিয়া আমাকে কত আদর করিতেন, তাঁহাদের পবিত্র স্বভাব দেখিয়া নিকটে যাইতে মনে কথনও সঙ্কোচ হইত না। কিন্তু এদেশের পুরুষকে দেখিলে ভয় করে; এখানে পুরুষেরা রমণী দেখিলে অন্যসমক্ষে মাতৃসম্বোধন করিয়া থাকে, কিন্তু নির্জ্জনে একাকিনী পাইলেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করে! মাতৃজাতীয়া স্ত্রীমূর্ত্তির প্রতি ইহাদের কিছুমাত্র ভক্তি বা সম্মান নাই। যাহা হউক, ধর্ম্মবর্জ্জিত এই নরককুণ্ডে আমাকে আমরণ বাস করিতে হইবে। এথনও পবিত্রতা আছে, যদি চেষ্টা করি, জননীর অঙ্কে এথনও পর্য্যন্ত স্থান পাইতে পারি; কিন্তু আর কিছুদিন এ সংসর্গে থাকিলে সে পথও রুদ্ধ হইবে। মা, কাত্যায়নি,

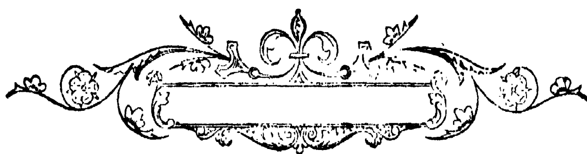
তুমি সন্তানের দুঃখে দুঃখিতা, একবার এসময় সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও, আমি তোমার চরণযুগল ধরিয়া পাপদেহ ত্যাগ করি।”

রোহিণী খেদ করিতে করিতে ভূমিতেই নিদ্রিতা হইলেন। রাত্রিতে কেহ আর তাঁহাকে জাগাইতে আসিল না। তিনিও উঠিলেন না। ইহার প্রায় তিন মাস পরেই তাঁহাকে গঙ্গাসাগর যাইতে হইয়াছিল। মায়া এই অবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, আর কোনও কথাতেই কথা কহিতেন না।

ইন্দু ভাঙ্গের দোহাই দিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সে মৌন ভঙ্গ করিতে পারেন নাই।

প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল, ইন্দুশেখর? লোভে পড়িয়া শপথ গ্রহণ করিলে পুরুষ হইয়াও রাখিতে পারিলে না? তোমাকে ধিক্! পূর্ব্বে আমি একদিন ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম বলিয়া তুমি আমার উপর রুষ্ট হইয়াছিলে; ভাবিয়া দেখ, তোমার তাহাতে বন্ধুরই কার্য্য করিয়াছি, শত্রুতা করি নাই। তোমার স্বভাব আমি উত্তমরূপেই জানিতাম, সে কারণ সাবধান করিয়াছিলাম; এখন তোমার উদাহরণে অনেকের শিক্ষা হইবে। ইংরাজেরা বলেন, যে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন হয়; বোধহয়, তাঁহারা এইরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া থাকিবেন, সেইজন্য এবম্বিধ অনুমান করেন। মনুসংহিতায় আছে, যে, যে গৃহে স্ত্রীলোকের অনাদর, সে গৃহে লক্ষ্মী বাস করেন না। ভারতবাসীর কি আজি তাই এত দুর্দ্দশা? দুর্ব্বলকে পীড়ন করিলে বলের অপব্যবহার করা হয়; ঈশ্বর অবশ্য তাহার প্রতিবিধান করেন, নহিলে সৃষ্টি রক্ষা হইত না। ইন্দুশেখর, তোমার শেষ ভোগ তবে আপাততঃ স্থগিত রহিল, জানিও; সময় আসিলে ফলিবে। স্ত্রীলোকেরা সংসারের শোভা; যেমন বালক কপোত কপোতী পুষিয়া কখনও উহাদের চঞ্চুগুলি আপন ওষ্ঠাধরের ভিতর লইয়া আদর করে, কখনও বা বুকে রাখিয়া নিদ্রা যায়, কখনও মিথুনবর্গের মিলন, আস্ফালন, ডিম্বতাড়না প্রভৃতি দেখিয়া আহ্লাদে গদগদ হয়, কোনও লাভেরই প্রত্যাশী নহে, কেবলমাত্র লালনপালন করিয়াই সন্তুষ্ট, সেইরূপ আমাদিগেরও

কামিনীকুলের সোহাগ, অভিমান, ভালবাসা, বেশভূষা প্রভৃতি দেখিয়াই আনন্দপ্রকাশ করা উচিত; উহাদিগের ভরণপোষণ করিয়াই আমাদিগের নিবৃত্তি হউক, তাহা হইলে আর কোন কষ্টেরই কারণ থাকিবে না; আন্তরিক ইচ্ছার সহিত উহারাও আমাদিগের আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে। আমাদিগকে আমাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিতে দেখিলে উহারাও সাধ্যমত আপন আপন কর্ত্তব্যগুলি পালন করিতে চেষ্টা করিবে। অতিরিক্ত সেবার কিম্বা গুণপণার প্রত্যাশা করা স্বার্থপরতার পরিচয়। ভদ্রলোকে তাহা করিতে পারেন না; অথবা যিনি করেন, তিনি প্রকৃত ভদ্র নহেন।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অতীত সমালোচনা।

"There is a divinity that shapes our ends;
Rough-hew then how we will."
Shakespeare.

লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যশাসন কালে ভারতে প্রথম রেলপথবিস্তারের সূচনা হয়। কলিকাতা হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত গাড়ী চালাইয়া প্রথমতঃ কর্তৃপক্ষেরা পরীক্ষা করিয়া দেখেন; পরে অতিরিক্ত লাভ হওয়ায় সর্ব্বস্থানে উহা ব্যাপৃত করিতে আদেশ করেন। রেলপথ হইবার কিছুদিন পরেই লোকের তীর্থযাত্রা করিবার প্রবৃত্তি কিছু প্রবল হয়। অধিকাংশ তীর্থই উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে স্থিত, এজন্য রেলগাড়ীতে যাত্রীর জনতায় স্থান সংকুলান হইত না। যাত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই, কিন্তু, স্ত্রীলোক, এবং অনেকেই তাঁহার মধ্যে পলাতকা; বাটীর পুরুষেরা সহজে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না, তাহাতেই এই বিড়ম্বনা। দলে দলে প্রত্যহ গৃহস্থরমণীরা পলাইয়া চক্ষের অন্তরাল হইতে লাগিলেন; কর্ত্তাদের আর বিশ্রাম নাই, সদাই শঙ্কা, কবে কাহার ঘরণী অন্তর্ধান হন; কেহ কেহ, এমন কি, কাজকর্ম্ম পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া ঘরে আগুলিয়া বসিয়া রহিলেন। হুগলীর ষ্টেশনে একদিবস এইরূপে পলায়িতা একটী স্ত্রীলোক এবং তাহার এক কন্যা বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীলোকটী প্রৌঢ়া, বয়স ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক হইবে; বদন অবগুণ্ঠনে আবৃত, এবং গৃহস্থবধূচিতা লজ্জা দেহ অধিকার করিয়া আছে; কন্যাটীর বয়স একাদশ বৎসরের অধিক হইবে না, মাথায় আবরণ নাই, কিন্তু সিন্দুর আছে, অতিশয় সুন্দরী এবং চপলপ্রকৃতি। ষ্টেশনের রোয়াকের উপর কর্তৃপক্ষীয় একব্যক্তি পদচালনা করিতেছিলেন, প্রৌঢ়া কন্যার দ্বারায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাইলেন, পশ্চিমের গাড়ীর কত বিলম্ব আছে। প্রশ্ন শুনিয়াই সে ব্যক্তি একবার প্রৌঢ়ার

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, সঙ্গে পুরুষ নাই, তাহাও বুঝিতে পারিলেন; মনে কি হইল, ভগবান জানেন, কহিলেন, "পশ্চিমের গাড়ীর এখনও প্রায় চারিঘণ্টা কাল বিলম্ব আছে; চারিটার কিছু পূর্ব্বে এখানে আইসে; আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, মেমসাহেবদিগের বিশ্রাম ঘরে অপেক্ষা করিতে পারেন;" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই ঘর দেখাইয়া দিলেন।—মাতা ভিতরে যাইয়া উপবেশন করিলেন, কন্যা চঞ্চলস্বভাব প্রযুক্ত প্লাট্‌ফরমের উপর এদিক্ ওদিক্ বিচরণ করিতে লাগিলেন। দুইদিক হইতে দুইখানি মালগাড়ী ইহার মধ্যে চলিয়া গেল; বালিকা তাহা দেখিয়া আহ্লাদে উৎফুল্লিতা হইয়া সমবয়স্কা একটী ইংরাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বেগে যায় কিরূপে?"

ইংরাজকুমারী অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা বলিতে পারিল না; শেষে সন্দেহভঞ্জনার্থ তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্লাট্‌ফরমের শেষপ্রান্তের দিকে চলিল। তথায় আর একটী যুবতী ইউরোপীয়া মহিলা একটী শাখার উপর গুটীপোকাকে লইয়া খেলা করিতেছিলেন; গুটীপোকাটী কিরূপে পাতা খাইতেছিল, অতিশয় মনঃসংযোগের সহিত তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলেন; উভয়ে সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আগ্রহসহকারে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং যত্নপূর্ব্বক রহস্য দুজনকে বুঝাইয়া দিয়া কৌতুহল নিবারণ করিলেন। বিবি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, যে, বাঙ্গালিনী বালিকা বলিবামাত্র তাহার কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতেছে; লিলি তত শীঘ্র বুঝিতে পারিতেছে না, ইহাতে অতিশয় আনন্দিতা হইলেন; এবং সেই অবধিই সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বিবিটী মিসনারী রমণী, নাম মিস্ মেরী ওয়াটার-ল্যাণ্ড; মৃত পাদরী রেভারেণ্ড এড্‌মণ্ড ওয়াটারল্যাণ্ডের কন্যা; কুমারিটী মেরীর সহোদরা। লিলি অতিশয় সখিত্বপটু, এত অল্পসময়ের মধ্যেই বালিকার সহিত তাহার হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। মেরী বাঙ্গালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" বালিকা উত্তর করিলেন, "শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবী"। মেরী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাথায় সিন্দুর কেন? তোমার উদ্বাহ হইয়াছে?" নৃত্যকালী উত্তর করিলেন, "হাঁ, সম্প্রতি হইয়াছে;" মিস্ ফুৎকার করিয়া কহিলেন "ফাই!

পুতুলের বিবাহ!" আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এ তোমাদের 'বিবাহ' নহে, খোঁয়ার; পিঞ্জরবদ্ধ হওয়া; তোমরা বড় দুর্ভাগিনী, ইচ্ছা হইলে কোথাও যাইতে পাওনা; দেখিবার মধ্যে কেবল রান্নাঘরের ঝুল দেখিতে পাও"।

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শ্বশুরবাটী কোথায়?"

নৃত্য কহিলেন, "পশ্চিমে, লক্ষ্ণৌ সহরে।"

বিবি। তোমার স্বামী তোমায় কষ্ট দেন?

নৃত্য। আমার আজ সবে ছয় মাস মাত্র বিবাহ হইয়াছে, বিবাহের পরে একবার কেবল শ্বশুরালয়ে গিয়াছি, আর যাই নাই।

বিবি। ওহো! এখনও আদমির সঙ্গে ভাব হয় নাই! তোমাদের বড় খারাপ নিয়ম,—আমাদের বেশ; আপনারা পছন্দ করিয়া বিবাহ করি। এখন যাইতেছ কোথায়?

নৃত্য। পশ্চিমে, কাশী, গয়া, বৃন্দাবনে, এই ভাল ভাল জায়গায়।

বিবি। কাশী, বৃন্দাবনে যাইয়া কি হইবে? সে ভাল জায়গা নহে; সেখানে এখন বড় গরম, বিস্তর লোক ওলাউঠায় মরিতেছে, তাহা অপেক্ষা বরং লক্ষ্ণৌ সহরে যাও, নূতন স্বামীর সঙ্গে কিছুদিন হনিমুন প্রণয় সম্ভোগ করিয়া আইস।

নৃত্য লজ্জিতা হইলেন, কহিলেন, "আসিবার সময় আমরা লক্ষ্ণৌ হইয়া আসিব। মা সেখানে আমাকে রাখিয়া আসিবেন, সময়ে সময়ে বলেন।"

বিবি। তোমার স্বামীর নাম কি?

নৃত্য কহিলেন, "স্বামীর নাম বলিতে নাই;" ফলতঃ তিনি নামও জানিতেন না; ইন্দুকে লক্ষ্ণৌয়ের বাটীর সকলে, 'লাটু বাবু' বলিয়া ডাকিত। নৃত্যকালী বালিকা, অত নামের তত্ত্ব রাখেন নাই।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে একখানি বাষ্পরথ দূর হইতে দেখা দিল; ঘণ্টায় ঘা পড়িল; চাপ্‌রাসী হাঁকিয়া দিল, "শ্রীরামপুর প্যাসেঞ্জার;" মেরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার টিকিট্ আছে?" নৃত্য কহিলেন, "জানি না, মা কিনিয়াছেন কি না? জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" মেরী কহিলেন, "এখন জিজ্ঞাসা করিতে গেলে আর গাড়ী পাইবে না; তিনি অবশ্য টিকিট্ কিনিয়াছেন।"

নৃত্য কহিলেন, "এ গাড়ী কি পশ্চিম যাইবে?"

বিবি। এইত পশ্চিমের গাড়ী।

নৃত্য। তবে একজন লোক আমাকে বলিল, চারিটার কিছু পূর্ব্বে।

বিবি। সে জানে না। ইহার পর আর গাড়ী নাই।

নৃত্য। তবে কি হইবে? আমি মাকে বলিয়া আসি।

বিবি। তিনি ঠিক উঠিবেন; টিকিট্ও কিনিয়াছেন। সকলেই কিনিল, আর তিনি কি বাকি আছেন? তোমার মাতা জানেন, তুমি আমাদের সঙ্গে আছ, আমাদের সঙ্গেই উঠিবে; তিনিও নিশ্চিন্তা আছেন; গাড়ী অত্যন্ত নিকটে আসিয়াছে, এক মিনিট্মাত্র এখানে থাকিবে; এখন তুমি ওখানে যাইলে আসিবার পূর্ব্বে গাড়ী ছাড়িয়া দিবে, তুমি উঠিতে পারিবে না।

নৃত্যকালী দুই তিন বার ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু যাইতে সাহস হইল না। মেম কহিলেন, "আর যদিই তিনি না উঠেন, তুমি আমাদের সঙ্গে আছ, জলে ত পড় নাই; আমরা মেম, গার্ড সাহেব আমাদের কথা শুনেন, আমরা অনুমতি করিলেই গাড়ী দাঁড়াইবে, তোমাকে নামাইয়া দিব।

নৃত্যকালী তখন টিকিটের বিষয়ে আপত্য করিলেন, মেরী কহিলেন, "টিকিট্ নিশ্চয়ই তোমার মা কিনিয়াছেন, যদি না লইয়া থাকেন, সে ভার আমার রহিল; তোমার কোনও ভয় নাই।"

দুই এক মিনিটের মধ্যেই এই সকল কথা হইয়া গেল; নৃত্য দেখিলেন, গাড়ী জীবন্ত প্রাণীর মত গর্জ্জন করিতে করিতে অসাধারণ বেগে ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিল; নামমাত্র একবার দাঁড়াইল; মেরী ও লিলি গাড়ীতে উঠিলেন; পরে হাত ধরিয়া নৃত্যকেও উঠাইলেন। উঠিয়া বালিকা দুই তিন বার পশ্চাৎভাগে নিরীক্ষণ করিলেন, জনতার ভিতর দিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না; প্রাণের ভিতর কিন্তু মাতার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল; আবার ঘণ্টা বাজিল; লৌহবীর বাঁশীর শীৎকার দিয়া ষ্টেশন ছাড়িলেন; কিয়ৎ দূর গিয়াই আবার ইচ্ছামত গর্জ্জন করিতে করিতে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন; নৃত্যকালী মাতার ক্রোড় হইতে জন্মের মত বিদায় লইলেন।

প্রৌঢ়া বিশ্রাম-কক্ষেই বসিয়াছিলেন; যে ব্যক্তি তাঁহাকে বসিতে আশ্রয়

দিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই ঘুরিতেছিলেন ; এক একবার ভিতরে আসিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনকার জলপিপাসা পাইয়াছে ?" অবগুণ্ঠনবতী কোনও উত্তর দিলেন না। লোকটী তখন বলিল, "যদি তৃষ্ণা পায়, আমাকে বলিবেন, ষ্টেশনে খুব ভাল ঠাণ্ডা জল আছে, আনিয়া দিব ; ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহাও বলিতে লজ্জা করিবেন না ; আমাদের কাছে সকলেই বলিয়া থাকে। আমার বাসা অতি কাছে ; যাহা ইচ্ছা করিবেন, আনিয়া দিতে পারিব ; কোন চিন্তা নাই। টিকিটের সময় হইলে আমি টিকিট্ আনিয়া দিব ; কিন্তু আমি বলি কি, আজ রাত্রিটা থাকিয়া কাল প্রাতের গাড়ীতে গেলে ভাল হয় না ? রাত্রিতে গাড়ীতে বড় কষ্ট হইবে, ডাকগাড়ীতে বড় জনতা হয়, নিদ্রা হইবে না, তাহা অপেক্ষা দিনে বেশ সুখে যাইতে পারিবেন ; কি বলেন ? এখানে বিশ্রামঘরে থাকিতে কোনও কষ্ট হইবে না ; সমস্তই সপ্রতুল ; বন্দোবস্তও করিয়া দিতে পারি ; আহারের জন্য বলেন ত, বাসায় খবর দিই। কি বলেন ?" অবগুণ্ঠনবতী তথাপি কোনও কথা কহিলেন না ; তাঁহার মুখ তথায় নাই, বাহিরে খেলা করিতেছিল ; কথা কহিবে কে ? তিনি কেবলই উঠিয়া বাহিরের দিকে নৃত্যকে খুঁজিতে ছিলেন ; এবং কন্যা না আসায় অতিশয় বিরক্তা হইতেছিলেন। এমন একটীও স্ত্রীলোক নাই, যাহাকে ডাকিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ১২॥ টার গাড়ী আসিবামাত্র রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষীয় ঐ ব্যক্তি দ্বারেব সম্মুখ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; অবগুণ্ঠনবতী বাহিরে আসিতে পারিলেন না। প্রৌঢ়া তখন এক ইতর লোককে ডাকিয়া মৃদু মৃদু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি পশ্চিমের গাড়ী ?" সে উত্তর দিল, "জানিনা"। পুরুষটী তখন বিরক্তিভরে কহিলেন, "না না এ গাড়ী নয়, আমি কি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিলাম ; আপনার বিশ্বাস হইতেছে না।" প্রৌঢ়া আর কোনও চেষ্টা করিলেন না।

গাড়ী চলিয়া গেলে মাতা ভাবিতেছিলেন, মেয়েটার কিছু বিবেচনা নাই, একবারও কাছে আসিল না, কোনও কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না ; ফাঁফরে পড়িয়া গেলাম। এ লোকটীও আমাকে

যাইতে দিল না; দিবে কেন? উহার অভিপ্রায় অন্যরকম; বেটা লম্পট। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ডাকগাড়ীর অপেক্ষায় তাঁহাকে আরও প্রায় চারি ঘণ্টাকাল বসিয়া থাকিতে হইল।

বাটীতে একজন ভৃত্য ছিল. গৃহিণী ও কন্যা পলাইয়াছেন দেখিয়া সে প্রভুকে কর্ম্মস্থানে সংবাদ দিতে গেল। নৃসিংহ রায় চুঁচুড়ার অস্‌বরণ্ কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ছিলেন; সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হৌস হইতে বহির্গত হইলেন; বাটীতে না গিয়া একবারেই ষ্টেশন অভিমুখে আসিলেন; ভৃত্য বলিল, "তাঁহারা, বোধ হয়, ১২॥০ টার গাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন।" নৃসিংহ রায় কহিলেন, "তথাপি দেখা উচিত; যথার্থই গিয়াছেন কি না, তাহারও সন্ধান লওয়া চাই।" বেলা তিন ঘটিকার সময় তাঁহারা ষ্টেশনে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্লাট্‌ফরমে গিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই; ভাবিলেন, কেবল কর্ম্মভোগ হইতেছে মাত্র। তখন ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট আসিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার পত্নীকে বিশ্রাম ঘরে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনিও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, "আমি একটী স্ত্রীলোককে পলাতকা দেখিয়া ডাকগাড়ীর আশায় বসাইয়া রাখিয়াছি। সে যাইতে পারে নাই; কিন্তু কন্যার কথা আমি বলিতে পারি না।" নৃসিংহ বাবু তখন সে দিকে গেলেন; ভার্য্যাকেও বিশ্রাম ঘরে দেখিতে পাইলেন; তিরস্কার করিতে করিতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৃত্য কোথায়?" প্রৌঢ়া কহিলেন, "বাহিরের রোয়াকে খেলা করিতেছিল; দুইটী মেয়ের সহিত বেড়াইতেছিল; আমি বাহিরে যাইতে পারিতেছিলাম না, ঐ বাবুটী আমার দ্বার আগুলিয়া রাখিয়াছিলেন; সে, বোধ হয়, ঐ গাড়ীতে মেয়ের সঙ্গে ভুলিয়া চলিয়া গিয়াছে।" মাতা কাঁদিতে লাগিলেন; নৃসিংহ বাবু ষ্টেশন মাষ্টারকে কহিলেন, "আমার কন্যাটী কোন এক লেডির সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।" ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন, "হাঁ, আমিও ছোট একটী সুন্দরী বালিকাকে তাহাদের সঙ্গে দেখিয়াছি; যদি বলেন, তবে তারে সংবাদ দিতে পারি, পরের ষ্টেশনে তাহাকে নামাইয়া রাখিয়া দিবে।" নৃসিংহবাবু তখন আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ী কতদূর গিয়াছে?" ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন, "এইবার রামপুরহাটে পৌঁছিয়ে।"

ষ্টেশন মাষ্টার তখন উপদেশমত রামপুরহাটে তারে খবর দিলেন ; উত্তর আসিল, "নৃত্যকালী নামে গৌরবর্ণা একাদশ বৎসরের বালিকা গাড়ীতে কেহ নাই।" সত্য কথা। মেরী ও লিলি নৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছিলেন। নামিবার সময় নৃত্য কাঁদিতে লাগিলেন ; মেরী বলিলেন, "তোমার মা এ গাড়ীতে উঠিতে পারেন নাই, আমি পরে জানিতে পারিয়াছি ; আমরা বর্দ্ধমানে নামিব, তুমি বালিকা, একাকিনী কোথায় যাইবে ? আমার সহিত আইস আমি লোক দিয়া তোমার মার কাছে পাঠাইয়া দিব।" নৃত্য তাহাতেই অঙ্গীকার করিলেন ; এবং তাঁহাদের সঙ্গে নামিয়া গেলেন। নৃসিংহ বাবু বিফল মনোরথ হইয়া থানায় থানায় সংবাদ দিলেন এবং চিন্তাকুল চিত্তে স্ত্রীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুলিশ পরে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে কোন সুসংবাদ দিতে পারে নাই। হতাশ হইয়া তিনি অপমান হইবার ভয়ে বৈবাহিককে "নৃত্যকালীর তীর্থযাত্রায় মৃত্যু হইয়াছে" বলিয়া সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন।

বর্দ্ধমান হইতে প্রায় দশক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এক গণ্ডগ্রামে মিসনারী এড্‌মণ্ড্ ওয়াটারল্যাণ্ডের চ্যাপেল্ ছিল। উহাতে অনেকগুলি নীলকর ইংরাজের দুহিতা এবং তৎসঙ্গে এদেশীয় খৃষ্টানদিগের কিশোরবয়স্কা কন্যাগণ নীতিশিক্ষার্থ রক্ষিতা হইতেন। প্রাতে ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা হইত ; সন্ধ্যার পর ভজনা এবং ধর্ম্মবক্তৃতা প্রভৃতির নিয়ম ছিল ; ইহা ব্যতীত খেলা, সংবাদপত্র পাঠ, শিল্পকার্য্য প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদে তাঁহারা দিনপাত করিতেন ; রাত্রিতে অধিকারিণী সকলকে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, পাছে রাত্রিতে সুযোগ পাইয়া পরোক্ষে কেহ কুপথগামিনী হয়েন। নৃত্যকালীকে লইয়া মেরী এই চ্যাপেলে রাখিলেন ; বলিলেন, "তোমার বাবাকে পত্র লিখিয়াছি, উত্তর আসিলে তোমাকে পাঠাইব।" নৃত্য প্রথম প্রথম কতিপয় দিন অত্যন্ত কাঁদিত, পরে মিসনারী নারীদিগের অতিরিক্ত যত্নে সমস্তই একে একে ভুলিয়া গেল। মেরী তাঁহার মস্তকের সিন্দূর মুছাইয়া দিলেন, কহিলেন, "মিছামিছি কেন এ কারাযন্ত্রণা ? তুমি মনে কর, তুমি কুমারী ; বিবাহ হয় নাই ; ফুর্ত্তি কর, আমোদে দিন কাটাও, উপযুক্ত বয়সে তোমার আবার বিবাহ দিব।" বাম হস্ত হইতে খাড়ুটীও খুলিয়া লইলেন,

এবং লিলির মত বিলাতী কুমারী সাজে তাঁহাকে সাজাইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আকৃতির সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল; বর্ণ আরও পরিষ্কার হইল, কেশ রুক্ষ্ম ও নাতিকৃষ্ণ হইল; দেখিলে আর বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া উপলব্ধি হয় না; যেন একটী ফিরিঙ্গি কুমারী। মেরী তখন নামটীরও পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন; বলিলেন, "কালী, কৃষ্ণ এসব পৌত্তলিক নাম; ভালবাসা সূচক নামই শুনিতে ভাল; হিন্দুদিগের রুচি মার্জ্জিত নহে।" অনেক ভাবিয়া শেষে "প্রেমলতা" নামটী বাহির করিলেন; কহিলেন, "এখন এই নামেই সকলে ডাকুক, পরে বিবাহ হইলে স্বামীর উপাধি গ্রহণ করিবে।" সংস্কার এবং অভ্যাসে এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, এবং ঐ পরিবর্ত্তন এত সত্বর ও অলৌকিক ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল, যে প্রেমলতা কিছুকাল পরেই আপনার 'নৃত্যকালী' নামটী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন; জনক জননীকে ভুলিলেন, বাঙ্গালিনী বেশ ভুলিলেন, মেজাজ ভুলিলেন, কথাও অনেক ভুলিয়া গেলেন; ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিলেন, স্বামী ভুলিলেন; সকলই ভুলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর সমস্ত চিহ্নই দেহ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, কেবল অন্তরের সেই বঙ্গদেশসুলভ কোমল ভাবটুকু বিনষ্ট হইতে পায় নাই। বাঙ্গালী বড় অসার জাতি; বাঙ্গালার পুরুষেরাই ভিন্নসমাজসংশ্রবে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন না; ইনি ত স্ত্রীলোক; তাহাতে আবার বালিকা; কা কথা!

যে স্থানে চ্যাপেল সংস্থাপিত ছিল, উহা নিতাই বাবুর জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত; এড্‌মণ্ড্ সাহেব নিতাই বাবুকে আজীবন কর দিয়া আসিতেছিলেন; পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী বিস্তর অনুরোধ করিয়া উহাকে নিষ্কর করিয়া লয়েন। নিতাই বাবু যখন মফস্বল-পরিদর্শনে বাহির হইতেন, চ্যাপেল সন্নিধানে আসিলেই ওয়াটারল্যাণ্ডের বিধবা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার কোনও কুসংস্কার ছিল না, সর্ব্ববিধ আহারই অবলীলাক্রমে উদরসাৎ করিতে পারিতেন; যতবার আসিতেন, রাত্রিতে প্রায়ই অন্যত্র আহার ঘটিত না। নিতাই বাবু ইঁহাদের অনেক উপকারও করিতেন; মাঝে মাঝে প্রায়ই সংবাদ আসিত, বাঙ্গালী প্রচারকদিগকে প্রজাদিগের হস্তে দেবতার নিন্দাদি কারণে প্রহার খাইতে হয়; নিতাই বাবু

ইঁহার অনেক দমন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সেহেতু লেডির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হন। নৃত্যকালী চাপেলে আসিবার দুই বৎসর পরে নিতাই বাবু একবার মফস্বলে আইসেন; মেরী আসিবামাত্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে। রাত্রিতে যখন সকলে একত্রে বসিয়া আহারাদি করিতেছেন, নিতাই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে? কতকটা বাঙ্গালীর মত ভাব দেখিতেছি।" মেরী কহিলেন, "উনি এখানে দুই বৎসর কাল আছেন; বাঙ্গালীর মেয়ে বটে, আপনাদের ব্রাহ্মণেরই ঘরের, কিন্তু দেখিতে ঠিক আমাদের মত; মুখের গঠন এদেশীয় বলিয়া লোকে কেবল বাঙ্গালিনী বলিয়া চিনিতে পারে।"

নিতাই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইঁহার নাম কি?" মেরী উত্তর করিলেন, "প্রেমলতা"।

নিতাই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন সুন্দরী কন্যাটীকে কোথায় পাইলেন?"

মেরী। রেলওয়ের গাড়ীতে নিরাশ্রয় অবস্থায় উঠিয়াছিল, সঙ্গে রক্ষক কেহ ছিল না; আমি বুঝাইয়া আনিয়াছি। বড় বুদ্ধিমতী, এত অল্প দিনের মধ্যেই বাইবেলখানি কণ্ঠস্থ করিয়াছে; উহার স্মরণশক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমি উহাকে প্রত্যহ প্রাতে পাঠ দিই।

নিতাই বাবু। মেয়েটীকে দেখিয়া অবধি আমার বড় লোভ হইতেছে; আমি নিঃসন্তান, যদি মেয়েটী আমাকে দেন, তবে প্রতিপালন করিতে পারি; জীবনে কোনও সুখ নাই, এত ঐশ্বর্য্য, ভোগ করিবার লোক নাই; বড় চমৎকার কচি কচি মুখখানি, দেখিলেই বাৎসল্য স্নেহ আইসে।

মেরী। ক্ষমা করুন, আমি উহাকে অনেক কষ্টে পাইয়াছি, অনেক যত্নে পালন করিতেছি; আমার উহার প্রতি অতিশয় মমতা জন্মিয়াছে, উহাকে দিতে আমি পারিব না, ঐটী মার্জ্জনা করিবেন।

নিতাই বাবু। যদি দেন, আমি দশসহস্র টাকা আপনাকে এখন দিতে পারি; আর যখন আপনাদিগের যে কোন বিপদ হইবে, এই কৃতজ্ঞতার পরিশোধ স্বরূপ আসিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

মেরী তথাপি স্বীকৃতা হইলেন না। বলিলেন, "আমাদের ভাণ্ডারে টাকার অভাব নাই।"

নিতাই বাবু বিষণ্ণ হইলেন; দুই একবার প্রেমলতাকে 'মা' 'মা' বলিয়া আদরও করিলেন।

তখন বৃদ্ধা বিধবা ওয়াটারল্যাণ্ড মেরীকে দিবার জন্য অনুমতি করিলেন; এবং নিতাই বাবুকে বলিলেন, "আমি যেমন আপনার একটী অনুরোধ রাখিলাম, আপনাকেও সেইরূপ আমাদের একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।"

নিতাই বাবু। উত্তর করিলেন, "অবশ্য, কি আজ্ঞা করুন।" মেরা মনের দুঃখে উঠিয়া গেলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, "সম্প্রতি আমাদের একটী উপযুক্ত প্রচারক মরিয়া গিয়াছে; উহার পদে আমরা যোগ্য লোক পাইতেছি না; যদি আপনি একজন শিক্ষিত যুবাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন, তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে আমরা ইঁহাকে দিতে পারি।" নিতাই বাবু বিষম গোলে পড়িয়া গেলেন; শিক্ষিত যুবক কোথায় আছে, ভাবিতে বসিলেন; শেষে স্থির করিয়া কহিলেন, "আমার নিকটে একটী ঐরূপ যুবক আছে; সে যদি স্বীকার পায়, তবে পত্র লিখিব; আপনি, কিন্তু, আমার সঙ্গে একদিন ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ করিবেন।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "যদি সে যুবক অঙ্গীকার করে, তবে আপনার পত্র পাইলে প্রেমলতাকে লইয়া প্রাসাদে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি পত্রের অপেক্ষায় রহিলাম।"

নিতাই বাবু তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। প্রেমলতাকে লইয়া একটু আদর করিলেন; বাঙ্গালার আদর পাইয়া পূর্ব্বসংস্কার আবার জাগরিত হইল; বালিকা আনন্দে গলিয়া পড়িলেন; যাইবার জন্য মন চঞ্চল হইল; নিতাই বাবুকেও পিতৃসম্বোধন করিলেন। নিতাই বাবু কহিলেন, "আমি যে প্রকারে পারি, মা, তোমায় লইয়া যাইব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে, বিদায় দিন; 'গুড্ বাই' বলিয়া করমর্দ্দন করিতে গেলেন; নিতাই বাবুও করমর্দ্দন করতঃ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে, উহার কি খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ ঘটিয়াছে? সেইটা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "লোকে সেইরূপ জানে বটে, কিন্তু এখনও ব্যাপ্‌টিস্‌ম্

হয় নাই। আর কিছুদিন পরেই হইবে। আমাদের ছোট গির্জ্জার পাদ্রি রেভারেণ্ড্ আলেক্‌জণ্ডার মণ্ডলের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি। মণ্ডলমহাশয় অতি বিদ্বান্ এবং সাধুলোক; ও হিন্দুসমাজের উচ্চবংশ হইতে উদ্ভূত। পাঠ সমাপ্ত হইলেই আমাদের সেভিয়রের ধর্ম্মে উহাকে দীক্ষিতা করিব; পরে আলোকে আসিলে তাঁহাকে সম্প্রদান করিব; এইরূপ ইচ্ছা আছে।”

নিতাই বাবু। তবে আমার পাইবার এখনও আশা আছে। ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ হয় নাই, সে ভালই হইয়াছে। আলেক্‌জণ্ডার, নেবুকাড্‌নেজারকে অনুগ্রহ করিয়া আর দিবেন না। বাঙ্গালীর মেয়ে বাঙ্গালীর কাছেই যাউক, অনেককাল চাল্‌তা, বড়ি, সজ্‌নাখাড়া চিবাইতে পায় নাই, খাইয়া বাঁচুক; প্রাণে বাতাস লাগুক।

বৃদ্ধা। আপনার সঙ্গে তবে ঐ কথা রহিল।

নিতাই বাবু। আর একটী কথা; উহার কি একবারেই বিবাহ হয় নাই?

বৃদ্ধা। পুতুলের পরিণয় হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না; সেত তোমাদের একবৎসর বয়সেও হয়; তবে অতি ছোটটী আসিয়াছিল, তোমাদের ভদ্রঘরে তত ছোট বয়সে বিবাহ দেয় না। বোধকরি, বোধকরি কেন, নিশ্চয়ই হয় নাই; আমি উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উনি কোনও কথা বলিতে পারেন না। আপনি যদি উঁহাকে পালন করেন, উঁহার আবার বিবাহ দিবেন, সেটী, আমি সেইদিন আপনাকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইব। এখন যাই। ‘গুড্‌নাইট্’ বলিয়া বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেলেন; নিতাই বাবুও ‘গুড্‌নাইট্’ করিয়া বিদায় হইলেন।

বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া নিতাই বাবু হংসেশ্বরকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক শুনিয়া হংসেশ্বরের প্রাণ চমকিয়া উঠিল; নিতাই বাবুর ডাক! অবশ্য প্রয়োজন গুরুতর, সন্দেহ নাই। হংসেশ্বর সোপানের এক এক পদ উঠেন, আর একশতপ্রকার ভাবেন। শেষে অতিকষ্টে যাইয়া উপনীত হইলেন। নিতাই বাবু তাঁহাকে দেখিয়াই সমাদরপূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন; হংসেশ্বর প্রথমে অনেক প্রতিষেধ করিয়া পরে উপবেশন করিতে বাধ্য হইলেন।

নিতাই বাবু প্রথমে শারীরিক মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। হংসেশ্বর শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন; বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারি যে আমি আপনার ভারস্বরূপ হইয়াছি; যদি এমতই আপনার বিচার হয়, কেন আমাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, কেনই বা বিবাহ দিলেন? মূর্খ বা অবিবাহিত থাকিলে আমাকে এত দ্বিধা করিতে হইত না; যাহা বলিতেন, অবলীলাক্রমে তাহাই পালন করিতে পারিতাম; কিন্তু এখন আমি সংসারী, বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমি বাল্যকাল হইতে আপনার অন্নে প্রতিপালিত বলিয়া, আমার শ্বশুর আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তথাপি স্বীকার করিলাম না, পাছে আপনি কৃতঘ্ন মনে করেন।"

নিতাই বাবু। আমিত জানি, তুমি খুব ভাল ছেলে, সেইজন্যইত তোমাকে অনুরোধ করিতেছি; কৈ নটবরকেত করি না। তুমি এখন যাও, আমার মান রাখ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি; পরে পলাইয়া আসিও; আমি থাকিতে উহারা তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। আর যাহাতে তোমার প্রতি কোনপ্রকার বলপ্রয়োগ না করে, তাহা তাহাদিগকে আমি বলিয়া দিব। আর খৃষ্টান্ হইলেই বা ক্ষতি কি? একটা ভাল্ ধর্ম্ম আশ্রয় কর; মনের উন্নতি হইবে; মিছামিছি কতকগুলা হাঁড়ি-কুঁড়ি পূজা করিয়া মরিতেছ বৈত নয়?

হংসেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "ধর্ম্ম সবই সমান। ঈশ্বরকে যে যেভাবে গ্রহণ করে, সাধনা করিতে করিতে সেইভাবেই তাহার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। পূজা করিতে হইলে, হয় আমি সমস্ত স্বভাবকে ঈশ্বররূপে পূজা করিব, কিম্বা ইহার কোনও অংশকে ঈশ্বরাংশ বলিয়া গ্রহণ করিব (Nature or a Part of Nature) যাঁহারা সমস্ত স্বভাবকে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মকে এককালে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তাঁহারা উহার কোন অংশকে পূজা করিয়া থাকেন। গাছ, পাথর, মৃত্তিকা, ইহারা স্বভাবের অংশ; সেইজন্য ক্ষুদ্র যোগীগণের পূজার্হ; আত্মবৎ সেবা বিধান আছে, এবং ঐপ্রকার সেবাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইজন্য মূর্ত্তি ভোগ, নৈবেদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা।"

নিতাই বাবু। আচ্ছা, তবে তর্কই চলুক; বিবেচনা কর, তোমরা যে শিবলিঙ্গ গড়িয়া মেয়েদের পূজা করিতে দাও, সেটা কি উচিত? উহারা বুঝিতে পারে না, সেইজন্য রক্ষা, নতুবা একটী অশ্লীল অবয়বকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করা অতীব গর্হিত; এবং সমাজের নৈতিক অধোগতির কারণ।

হংসেশ্বর। সৃষ্টির নিদর্শনভূত লিঙ্গমূর্ত্তি জগতের আরাধ্য; অল্পপরিসর নাতিগভীর চিত্ত সকল বস্তুকেই অশ্লীল দেখিয়া থাকেন। উহা প্রকৃতি-পুরুষের চিহ্নমাত্র; লিঙ্গপুরাণে লিঙ্গ অর্থে চিহ্ন, কোনও অশ্লীল বস্তু নহে; এই বীজচিহ্ন হইতেই সমগ্র চেতন-জগতের বিকাশ হইয়াছে। যদি আপনি তাহা স্বীকার না করেন, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই; অশ্লীল হইতে যাহার উদ্ভব হয়, জগতে সেই সুতেরই সর্ব্বাপেক্ষা আদর অধিক। অশ্লীল-জাত বলিয়া কেহ তাহাকে ত্যাগ করেন না। অতএব যখন দেখিতেছি, দেব, দৈত্য অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ, সরিসৃপ, পুষ্প প্রবাল, সকল পদার্থেরই এই একরূপ বীজ হইতে বিস্তৃতি হইতেছে, তখন আদর্শ বীজকে পূজা করিলে কি ক্ষতি আছে?

নিতাই বাবু। ভাল, বুঝিলাম; ঠাকুরদের ছবি চিত্রিত করে, মনেকর, রাধাকৃষ্ণেরই হউক, আর হরগৌরীরই হউক, কিন্তু অমন অসভ্যভাবে চিত্রিত করে কেন? কোলের উপর জড়াজড়ি করিয়া বসিয়া থাকে। উহাতে কি ভক্তির উদ্রেক হয়?

হংসে। সাকার ব্রহ্মকে সকল জাতিতেই মনুষ্যাকারে চিত্রিত করে। খৃষ্টানেরা কেবল পুরুষমূর্ত্তিতে পূজা করে; মুসলমানেরাও তদ্রূপ; কেবল হিন্দুজাতি এবং পুরাতন গ্রীকজাতি স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। উভয় জাতিই দর্শনবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, এইজন্য কল্পনায় ঐরূপ চিত্রিত করিয়াছে। ঈশ্বর যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদক, তখন তিনি স্ত্রীপুরুষ উভয় সংজ্ঞাবাচক। পুরুষের প্রসবশক্তি নাই, স্ত্রীলোকের উৎ-পাদিকা বীজ নাই, পুরুষের হৃদয় নাই, স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক নাই; অতএব যদি তাঁহাকে পূর্ণ সনাতন হইতে হয়, একাধারে ক্ষেত্র বীজ উভয়ের গুণগ্রাহী হওয়া আবশ্যক। পুষ্পের ন্যায় ব্রহ্মকোষে পুংকেশর এবং গর্ভকেশর উভয়ই

আছে; ইচ্ছাভ্রমর এক অংশ হইতে পরাগরেণু লইয়া অপর অংশে সঞ্চালন করে; তাহাতেই সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। একাধারে চিত্রিত করা অসম্ভব এবং কুৎসিত হয় বলিয়া ঐরূপে প্রকাশিত হয়; কখনও কখনও অর্দ্ধমূর্ত্তি হরগৌরী বা যুগলরূপও চিত্রিত হইয়া থাকে। এসকল না বুঝিতে পারিলে অবশ্য ভক্তি হয় না।

নিতাই বাবু। বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন ব্যাপার; মনে কর, তোমাদের ধর্ম্মে লোকে রাত্রে যতপ্রকার দুষ্কর্ম্ম করিবে, আর প্রাতে গঙ্গাস্নান করিলেই সকল পাপের মোচন হয়; এ কি রকম? পাপ খণ্ডাইবার এমন একটা সহজ উপায় থাকিলে লোকের দিন দিন দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্তি বাড়িবে। দৃষ্টান্তস্থলে দেখ, এই অবিদ্যারা এত পাপ করে, তবু প্রাতে গঙ্গাস্নান করে, বলে পাপের খণ্ডন হয়; এইত বিশ্বাস? সত্য কিনা, বল?

হংসে। অবিদ্যারা হিন্দুসমাজভুক্তা নহে, কোন সমাজভুক্তাই নহে। যাহারা সমাজভুক্তা নহে, তাহারা মনুষ্যকল্পিত পাপের বা পুণ্যের অধিকারিণী হয় না; তবে সমাজের বিস্তর অপকার সাধন করে বলিয়া আমরা উহাদিগকে এতদূর ঘৃণা করি; যাহারা ঘৃণার্হা বা সমাজচ্যুতা, তাহাদের বিশ্বাস গণনার মধ্যে নহে; অতএব গণনা করিব না। যে ব্যক্তি সমাজ ত্যাগ করিল, তাহার কৈফিয়ত্ লইবার মনুষ্যসমাজের অধিকার নাই; সে ঈশ্বরের অধিকারে পড়িল, ঈশ্বরকে উত্তর দিবে। মনে করুন, একজন সন্ন্যাসী যদি ধর্ম্মচ্যুত হয়, মানবসমাজ তাহার কি করিতে পারে? সমাজভুক্ত ব্যক্তিকে কে কবে প্রথমে পাপাচরণ করিয়া পরে গঙ্গাস্নান করিয়া তাহার শান্তি করিতে দেখিয়াছে? পাপ করিলে পাপের ফলভোগ করিতে হয়, একথা কে না জানেন? তবে ভগবানের শরণ লইলে যদি কিছু মার্জ্জনা হয়, এই কারণে উপাসনা। যেটা যাহার উপজীব্যে পরিণত হইয়াছে, সেটা তাহার পক্ষে আর পাপ বলিলে চলে না; বরং সমাজভুক্ত যেসকল ব্যক্তি ঐ পাপে প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহারাই পাপী। (নিতাই বাবু লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন।) ম্যাথরে বিষ্ঠা বহন করে, সেটা তাহার পক্ষে পাপ বা নরকভোগ নহে; নীচ জীবিকামাত্র। ম্যাথরে গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ হয়; গঙ্গা পতিতপাবনী; সকলকেই পরিশুদ্ধ করেন; তাহা বলিয়া ইচ্ছাকৃত পাপের মোচন করেন, কে বলিল?

যেসকল উচ্চ গুণে গাভীকে আমরা 'ভগবতী' বলিয়া পূজা করিয়া থাকি, সেইপ্রকার অন্তর্বিধ মাহাত্মে সুরধুনীকে আমরা 'পবিত্রা' বলিয়া ডাকি; ত্রিতাপহারিণী, ত্রৈলোক্যতারিণীতে অবগাহন করিলে সাত্তিকত্ব জন্মে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সেই জন্যই গঙ্গাকে শান্তিপ্রদায়িনী বলে, পাপের শান্তি নহে, মনের; হয়, না হয়, আপনিই বলুন।

নিতাই। ও সকল কথা যাউক; ও সকল তুমি অনেক পড়িয়াছ, তোমাকে ও বিষয়ে তর্কে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না; অন্য এক বিষয় বলি। এই যে তোমাদের স্বর্গ নরক আছে, আর বাইবেলের স্বর্গ নরক'ও আছে, একবার তুলনা কর দেখি; অনেক প্রভেদ দেখিবে। তোমাদের স্বর্গের বর্ণনা দেখ; কল্পতরু, কামদুঘা, অপ্সরা, নন্দনকানন, কেবল নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা; কিছু পয়সা থাকিলেই মর্ত্তেও সে স্বর্গসুখ ভোগ করা যায়। কিন্তু খৃষ্টানের স্বর্গ দেখ; আনন্দময়, আলোকময়, এঞ্জেল অর্থাৎ পবিত্র জীবে পূর্ণ এক মনোহর স্থান। পেটুকের মত আহারের চেষ্টায় উহারা স্বর্গে যায় না। আবার তোমার নরক বর্ণনাও দেখ, বিষ্ঠায় ভরা, পাঁকে পূর্ণ, সাপ, ব্যাঙ্‌ চরিতেছে, স্যাঁত্‌সেঁতে স্থান; কোথাও আগুন, কোথাও বা লোহার শিক, যেন জেলখানা বর্ণনা করিয়াছে; আবার খৃষ্টানদের দেখ; সর্প সয়তানের রাজত্ব, অগ্নিমুখ ড্রাগনের বীরত্ব, পতিত এঞ্জেলেরা দৌত্য-কার্য্যে রত; চতুর্দ্দিকে বহ্নির প্রকোপ! অনন্ত কূপ, অনন্ত তমঃ, অনন্ত কেয়স্‌! বিষম ব্যাপার!

হংসে। উহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বর্ণনার তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু কোনটীই পাঠকের মস্তিষ্কের অতীত নহে। স্বর্গবর্ণনায় কেহ অনন্তাতীত সুখের কল্পনা আনিতে পারেন নাই। নরকরচনায়, কেহ ভীষণাপেক্ষা ভীষণ, নিরাশতম, জড়সৃষ্টিপ্রলয়ের একাকার, অনন্ত হাহাকার দেখাইতে পারেন নাই। মনুষ্যকল্পনা ভাবিতে পারিলেও ভাষায় ততদূর আয়ত্ত করিতে পারে না; যেন তেন প্রকারেণ ক্ষিতি ব্যোম ব্যবধানের মধ্যেই বর্ণনাকে থাকিতে হইবে। তবে কেহ সৌখীনভাবে লিখিয়াছেন, কেহ তাহা লিখেন নাই। স্ব স্ব সমাজের অবস্থানুসারে এসকল কল্পনার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। মনে করুন, আমাদের স্বর্গনরকবর্ণনা পৌরাণিক সময়ে

হইয়াছে; তখন লোকে কেহ বিদ্যাচর্চ্চা করিত না; কয়েকজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক মাত্র ছিলেন, তাঁহারাই সরস্বতীকে লইয়া থাকিতেন; অবশিষ্ট লোকে অর্থের চেষ্টায় ঘুরিতেন। সুতরাং বিদ্যাবর্জ্জিত লোককে এইভাবেই ভয় দেখাইতে হয়, বা পুরস্কার দিতে হয়, তবে সে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। আবার যে সময়ে দর্শন বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল, সে সময়ের লিপি দেখুন, ভিন্নবিধ দেখিতে পাইবেন। স্বর্গ ও নরক দুইটী লোক মাত্র। যেমন ধ্রুবলোক বিষ্ণুলোক, ভূলোক; সেইপ্রকার স্বর্গলোকে জীব কায়িক, নৈতিক, মানসিক এবং আর আর সমস্ত বিষয়ে উচ্চতম সীমা অতিক্রম করিয়াছে; পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; তাঁহারা সকলেই সদানন্দ। আর নরকস্থ জীবের অঙ্গের মনের এবং চরিত্রের নীচতম সীমায় অধোগতি হইয়াছে; তাঁহাদের সকল বিষয়েই অভাব; বিষ্ঠাও নহে, কল্পতরুও নহে, পৃথিবীর জীব অপেক্ষা সকল বিষয়ে উচ্চ বা নীচ, এই প্রভেদ। যেমন বস্ত্রগুলি মলিন হইলে পরিস্কারের জন্য রজকালয়ে প্রেরিত হয়, সেইরূপ আত্মা মলিন হইলে সংস্কারের জন্য তাহাকে নরকালয়ে প্রেরণ করিতে হয়। আবার যেমন একটী উৎকৃষ্ট ফল যত্নের দ্বারায় পক্ক হইলে দেবতাকে নিবেদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা ক্রিয়াদ্বারা পরিপক্ক হইলে স্বর্গলোকে ঈশ্বরচরণে প্রেরিত হইয়া থাকে। বর্ণনা দেখিয়া কি হইবে? ফল হইলেই হইল; আমাদের এই সাধারণ বর্ণনাতেই কত লোকে পাপাচরণহইতে ক্ষান্ত হইয়াছে; কিন্তু খৃষ্টান সমাজের অধিকাংশ লোকই স্বর্গ নরক গ্রাহ্য করেন না। পার্থিব উন্নতির জন্য তাঁহারা কি না করিয়া থাকেন?

নিতাই বাবু। কিন্তু দেখ, তাঁহাদের জন্য একজন মহাত্মা রক্তপাত করিয়া তাঁহাদিগের উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন; তোমার জন্য কে করিবে?

হংসেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "অভাব কি? যদি সৎপথে চলি, কাহারও রক্তপাত করিবার আবশ্যকতা হইবে না; আর যদি পাপপথে যাই, কেহ মাথা কুটিয়াও উদ্ধার করিতে পারিবেন না; তজ্জন্য চিন্তা নাই; এই গেল জীবন্তে। মরিবার পরে আমাদের মত আর কোন জাতির গতি আছে? যাহাদিগের ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধু, নৈবান্যসিদ্ধি, তাহারাও অগ্নিদগ্ধা নামে এক এক গণ্ডুষ জল পাইতেছে; সুতরাং নিঃসন্তানই হই, আর নিঃসম্বলই হই, নিশ্চিন্ত আছি।

নিতাই বাবু দেখিলেন, তর্কে কিছু হইল না। বলিলেন, "তথাপি তুমি পৌত্তলিকতা ছাড়িবে না। তুমি বড় একগুঁয়ে। যে যাহা 'না' বলে তাহাকে তাহাতে 'হাঁ' বলান বড় শক্ত কথা।"

হংসেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" আমি যেপথে আছি, এ পথ অতি পুরাতন; ইহা হইতে 'না' বলিলে 'হাঁ' বলান আপনার মত লোকের সাধ্য নহে; সেরূপ লোক হয়ত থাকিতে পারে। আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি, শুনুন। মনে করুন, দ্বিতলের উপরে ব্রহ্ম বসিয়া আছেন; আর নিম্নতলে ভূমিতে কতকগুলি পৌত্তলিক প্রতিমা সাজান আছে। মধ্যে একটী সোপান; সোপানের মধ্যস্থলে ঐ সকল পৌত্তলিক মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক বর্ণনা অনুসারে ছায়াচিত্র আছে। একজন ভক্ত ফুল চন্দন লইয়া নিম্নে প্রথমেই পৌত্তলিক মূর্ত্তির পূজা করিতে বসিল; পূজা শেষ করিয়া এক এক পদ করিয়া উঠিতে লাগিল, পরে সোপান মধ্যে উপস্থিত হইল, এবং ঐ সকল পুত্তলিকার প্রকৃত রূপ সকল দেখিতে পাইল; প্রচুর জ্ঞান লাভ হইল; পরে আবার উঠিতে লাগিল; শেষে দ্বিতলের উপর আসিল, পূর্ণব্রহ্মকে চিনিল। এই গেল একপ্রকার। আর একজন অগ্রেই দ্বিতলের উপর রজ্জু বাহিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে উঠিল; পরে দেখিল, এ কষ্ট করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না; কারণ পার্শ্বেই একটী সুন্দর সোপান নিম্ন পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সোপান অবলম্বনে নিম্নে যাইয়া, তখন, কি আছে দেখিবার তাহার সাধ হইল; নামিতে আরম্ভ করিল; মাঝখানে আসিয়া উক্ত ব্রহ্মের বিবিধ বিকাশ দেখিতে পাইল; আনন্দিত হইল; পরে আরও নিম্নে চলিল; ভূমিতে আসিল; আসিয়া ঐ সকল কল্পনা বিকাশের আবার গঠিত মৃন্মূর্ত্তি সকল দেখিতে পাইল। ব্যাখ্যা তখন আরও সরল বোধ হইল; সমস্তই বুঝিতে পারিল; পুলকিত হইয়া কহিল, 'অহো! এই জন্য লোকে প্রথমে প্রতিমা পূজা করিয়া থাকে বটে! তবে আমিও কেননা পূজা করি?' এই বলিয়া কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া সে পূজা করিতে বসিল। এখন বলুন দেখি, জীবনে দুই জনেই ত সোপান ভ্রমণ করিল; দুই জনেই একই বিষয়ের আবিষ্কার করিল; কিন্তু কে কোন দিকে গেল? একজন ঊর্দ্ধমার্গে একজন অধোমার্গে। (Synthetic ও

Analytic) ভুজঙ্গ-জৃম্ভণের মত আমাদিগেরও ধারণা শক্তির আয়তন অতিশয় অল্প; 'নিরাকার ব্রহ্ম' বলিলে আমরা বিস্তৃত আকাশ কিম্বা বিস্তৃতা পৃথিবী বুঝিয়া থাকি। উহার মধ্যে একটী বৃহদাকার্ ভেক জ্যোতিঃকে প্রবেশ করাইতে হইলে ক্রমশঃ চেষ্টা দ্বারা ঐ ক্ষুদ্র পরিসরকে বর্দ্ধিত করিতে হয়; পরে অনেক সাধ্য সাধনার পর উহাকে অতিকষ্টে আয়ত্তাধীন করিতে পারা যায়; ব্রহ্ম অনায়াসলভ্য নহেন। তাই বলিতেছি, প্রথমে ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া শেষে করিলেই ভাল হয়। যাঁহারা নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শোণিতের তেজে প্রথমে ব্রহ্মলাভ করেন, রক্তের তেজ কমিলে বৃদ্ধ বয়সে, দেখা যায়, আবার কালী দুর্গা পূজা করিতেছেন; আবার পৌত্তলিক হইয়াছেন। সকল বিষয়েই অগ্রে ভূমিকা, পরে উপসংহার; অগ্রে উপসংহার করিয়া পরে ভূমিকা করিলে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সংস্কৃতকে পার্শীক ভাষার মত করিয়া পশ্চাৎ হইতে পড়িলে পড়া যায় না। নিরাকার ব্রহ্মকেও নিয়মমত ক্ষুদ্রবিকাশ হইতে অল্প অল্প করিয়া না চিনিয়া আসিলে একবারে চেনা যায় না। কি বলেন?"

নিতাই বাবু। হাঁ, সে সকল কথা যাউক; এখন আমি যে এতদিন ধরিয়া অন্নদান করিয়া আসিতেছি, লেখাপড়া শিখাইয়াছি, সমস্ত ভার লইয়াছি, তাহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপেও তোমার যাওয়া উচিত।

হংসেশ্বর ক্ষুব্ধ হইলেন; বলিলেন, "অবশ্য, এ কথার উপর আমার আর কথা নাই। কৃতজ্ঞতা দেখাইতে হইলে আমাকে যাইতে হয়। আপনার যাহা বিবেচনা হয়, করুন।"

নিতাই বাবু। বিবেচনা আর কি? মেয়েটীকে উহাদের হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। সেই জন্য তোমাকে দিতে আমি প্রতিশ্রুত আছি; আপাততঃ আমার মান রক্ষা কর, যাও, পরে পলাইয়া আসিও; কাহারও দোষ হইবে না।

হংসেশ্বর অগত্যা স্বীকৃত হইলেন, নিতাই বাবু তখন লেডি ওয়াটার্ল্যাণ্ড্‌কে পত্র লিখিলেন; পত্র পাইবামাত্র প্রেমলতাকে লইয়া বৃদ্ধা নিতাই বাবুর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। হংসেশ্বরকে দেখিয়া ওয়াটার্ল্যাণ্ড কহিলেন, "হাঁ, এ বেশ ছোকরা; আমি এইরূপই খুঁজিতে ছিলাম।" নিতাই

বাবু কহিলেন, "আমার একটী অনুরোধ আছে, এই যুবক অতিশয় বিদ্বান, যতদিন না উঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, এবং আপনা হইতেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করেন, ততদিন যেন উহাঁর প্রতি কোনরূপ বলপ্রকাশ না হয়; উনি সম্পূর্ণ হিন্দুভাবেই থাকিবেন, স্বহস্তে পাক করিবেন, এবং আপনার ইচ্ছামত পাঠাদি করিবেন। এইটী রাখিতে হইবে।"

ওয়াটারল্যাণ্ড হাসিয়া বলিলেন, "এই কথা!" আমরা কখনও কাহাকে ধর্ম্মগ্রহণ করিতে বলপ্রকাশ করি না। উঁহাকে কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে দিব; সেসকল পুস্তক হিন্দুধর্ম্ম কখনও চক্ষে দেখে নাই। ব্লেয়ার, লুথার এ সকল পড়িতে পড়িতে যত জ্ঞানের সঞ্চার হইবে, তত আপনিই ভক্তি জন্মিবে, তখন আপনি ইচ্ছা করিয়া দীক্ষিত হইবেন। শিক্ষিতকে বুঝাইতে কতক্ষণ লাগে? একবার পড়িতে দিলেই হইল। পরে হংসেশ্বরকে কহিলেন, কি বলেন, আপনি?"

হংসে। আজ্ঞা হাঁ, পড়িলে অবশ্য জ্ঞানলাভ হয়; পুরাণই পড়ি, কোরাণই পড়ি, আর গস্‌পেলই পড়ি, সবই সেই জ্ঞানের জন্য, পূর্ণতার আকাঙ্খায়।

বৃদ্ধা। পুরাণইত তোমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কতকগুলা খড়জড়ান মাটির ঢিপি পূজা করিতে শিখাইয়াছে। ও সব কুসংস্কার, ত্যাগ কর, তবে মুক্তি পাইবে।

হংসে। শরীরের ভিতর কি আছে? কতকগুলি নাড়ীভুঁড়ি, খড় অপেক্ষা হেয়, কদর্য্য বস্তু; দেখিলে আহারে অরুচি হয়; সেই শরীরের বাহিরে এত মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম হইয়া থাকে। পাপপূর্ণ এই মৃত্তিকার শরীর যদি লোকের নিকট হইতে প্রণাম বা সেলাম পাইতে পারে, পবিত্র, ঈশ্বররূপে গৃহীত, নিষ্পাপ মৃৎপুত্তলিকা ভক্তের চিত্ত হইতে পূজা পাইতে পারে না?

ওয়াটার-ল্যাণ্ড দেখিলেন, যুবক অতিশয় স্বধর্ম্মরত; বলিলেন, "তর্ক-বাগিশ, আগে কিছুদিন আমাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি পড়, তাহার পরে তোমায় দেখিয়া লইব।"

হংসেশ্বর নিতাইবাবুকে প্রণাম করতঃ বিদায় হইলেন; যাইবার কালে

নিতাই বাবু বলিলেন, "আর আমার তোমার উপর কোনও দাবী দাওয়া রহিল না। ইহাতেই তোমার সমস্ত ঋণের পরিশোধ হইল।

হংসেশ্বর কহিলেন, "আপনি শৈশবে অনাথকে অন্নদান করিয়াছেন, সে ঋণের শোধ হইতে পারে না। ভবিষ্যতে যদি কোনও অবসর পাই, পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিব।"

হংসেশ্বর চলিয়া গেলেন; নিতাই বাবু গ্রামে প্রচার করিলেন, হংসেশ্বর খৃষ্টান হইয়াছে, এবং সেই কথার উল্লেখ করিয়া বংশী বাবুকেও এক পত্র লিখিলেন। মনের দুঃখে বংশী বাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

প্রেমলতা বাঙ্গালীর বাটীতে আসিয়া পুনরায় বাঙ্গালীর বেশ ধারণ করিতে বাধ্যা হইলেন; তথাপি কেবল বস্ত্র পরিতে পারিতেন না; তাঁহার উলঙ্গ উলঙ্গ ভাব মনে হইত, গাউনের উপর কাপড় পরিতেন। পায়ে সর্ব্বদা মোজা, জুতা থাকিত, লোকে দেখিলে নিন্দা করিত। কিছুই মানিতেন না; হিন্দুবালার কর্ত্তব্য সমস্তই একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, দেবদেবী দেখিলে পা তুলিয়া লাথি দেখাইতেন; কুমারীরা সেঁজুতি, যমপুকুর পূজা করিতে বসিলে দৌড়িয়া গিয়া জুতা দ্বারা সে সকল মাড়াইয়া দিতেন। অধিক কি, নিতাই বাবুর পত্নী একদিবস পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, বালা গিয়া পিণ্ডের উপর চর্ম্মপাদুকা ক্ষেপণ করেন। গৃহিণী ক্রুদ্ধা হইয়া নিতাই বাবুর ভয়ে তাহাকে কেবল মারিতে বাকি রাখিয়াছিলেন।

ইউরোপীয়া মহিলাদিগের সংসর্গে সাহসও অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রাসাদের ছাদে লতা অতিশয় দৌড়াদৌড়ি করিতেন, কখন ঢিল ছুড়িতেন, কখনও নৃত্য করিতেন, ছোট বালকদিগকে দেখিলে প্রহারও করিতেন। দৌরাত্ম্যে প্রতিবাসিরা বড় বিরক্ত হইত। কখনও বা বিলাতি সঙ্কেত অনুসারে একখানি রেশমের রুমাল হস্তে লইয়া পায়রা উড়াইবার মত বাতাসে ঘুরাইতেন, কখনও মুখে রাখিতেন, কখনও ললাটে, কখনও চক্ষে, কখনও বুকে, এইরূপে নানাবিধ সঙ্কেত করিতেন, গ্রামের কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। ইন্দুশেখরকে তাঁহার পছন্দ হইয়াছিল, ইন্দুশেখর বিলাসপুরে আসিলে বালার আমোদের বৃদ্ধি হইত। ইন্দুশেখরও সঙ্কেত কিছু কিছু বুঝিতেন। নৃত্যকালী ইন্দুশেখরকে বিবাহের সময় বর-

বেশে একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন, এখন দেখিয়া পতিকে চিনিতে পারিলেন না। ইন্দু ও ভিন্ননাম্নী, ভিন্নবেশধারিণী, ভিন্নাকৃতিগ্রাহিণী নিজপত্নীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। উভয়েই পরস্ত্রী পরপুরুষ-ভাবে অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইলেন; মহাস্ফূর্ত্তি! পরের মাথা মনে করিয়া কাঁঠাল নিজ নিজ মস্তকেই ভগ্ন করা হইল। ভ্রম বশতঃ উভয়ের কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ভ্রম এমনি বস্তু বটে, অবিদ্যার এক ক্ষুদ্র অঙ্গ কি না?

লতা ক্রমশঃ চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন; নিতাই বাবু তখন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে কৃতচেষ্ট হইলেন। কন্যাকে শ্বশুরালয়েও পাঠাইতে হইবে না, স্বাধীনতার হ্রাস হইবে না, পিতার সহিত বাহিরে বেড়াইতে যাইতে আপত্য করিবে না, গান গাহিলে রুষ্ট হইবে না; অথচ বিদ্বান্ হইবে, এমন পাত্র কোথায় পাওয়া যায়? শিক্ষিত যুবাপুরুষের হস্তে সমর্পন করিলে সে আপন অধিকার বিস্তারের জন্য প্রাণপণ করিবে, কোনও প্রকার বেয়াদবি হইলে তিরস্কার করিবে। আবার মূর্খের হস্তে দিলে প্রহার দুর্দ্দশা প্রভৃতি করিবে, কিম্বা হয়তঃ রাত্রিকালে স্ত্রীর নিদ্রা-বস্থায় গাত্র হইতে অলঙ্কার চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করিবে। অনেক অনুসন্ধান করিয়া শেষে আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক বয়োবৃদ্ধ কথককে স্থির করিলেন। আদিনাথের বয়স চল্লিশের অধিক হইবে; এক বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছিল; ভাবিলেন, কথক লোক বড় রসিক হয়, উহাকেই সম্প্রদান করিব। আদিনাথকে ডাকাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আদি কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকার পান না। বলেন, "এ বৃদ্ধবয়সে আর নরকদর্শন ভাল লাগে না; আমায় ক্ষমা করুন।" নিতাই বাবু কহিলেন, "মেয়েটী কিশোর বয়স্কা, সুদক্ষা, তোমার পক্ষে ভাল, খুব চতুর একবারেই গিয়া তোমার শূন্য ঘরে প্রদীপ জ্বালিবে। তুমি বিবাহ কর। আদিনাথ তথাপি স্বীকার পান না, বলেন, "অদৃষ্টে আর ভোগ নাই, আমি জানি।" নিতাই বাবু কহিলেন, "তুমি ফুল ফেলিয়া বিবাহ করিবে মাত্র আমি কন্যা আপনার গৃহে রাখিব, পাঠাইব না; তার জন্য চিন্তা কি তোমার কোনও ভার নাই; সন্তানাদি হয়; তখন সংসার করিও।"

আদিনাথ কহিলেন, "বিবাহ করিলে ভার নাই, এ কথাই নহে; তবে কি না রক্তমাংস শিথিল হইয়াছে, বুঝিতে ত পারেন, আর কি ভাল দেখায়?" নিতাই বাবুর উপরোধ তথাপি কে অবহেলা করিতে পারে? আদিনাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অঙ্গীকার করিলেন।

প্রেমলতা ইন্দুর প্রণয়ে আসক্তা হইয়াছিলেন বৃদ্ধ বর হওয়াতে আরও নিরাপদ মনে করিলেন; মনে করিলেন, যুবককে বিবাহ করিলে হয়তঃ, প্রতিপদে কণ্টক হইবে, এ একপ্রকার ভাল, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে জল বুঝাইয়া দিব। ভয়ে আমাকে কিছু বলিতে বা তিরস্কার করিতে পারিবে না। দিল্লীর লাড়ু হাতে পাইয়া তখন চিরদিনের সন্দেশটীর প্রতি আর লক্ষ্য রহিল না। বালা তখন মোহঘোরে অভিভূতা, উন্মত্তা, প্রকৃত নির্ণয়ে অন্ধা, সুতরাং সম্মতি জিজ্ঞাসা করাতে অবলীলাক্রমেই স্বীকারোক্তি দিলেন। কেবলমাত্র দূরদর্শিনী মাতা অর্থাৎ নিতাই বাবুর স্ত্রী ইহাতে কুপিতা হইলেন; তিনি স্বামীকে বলিলেন "কাজ ভাল হইল না, মেয়ে সমর্থ; বৃদ্ধকে দিতেছ, পরে ফলভোগ করিবে।" নিতাই বাবু উত্তর করিলেন, "তাহা হউক, তবু উহার মুখখানি, যতদিন বাঁচিব দেখিতে পাইব, কেহ যে উহাকে চক্ষের অন্তরাল করিবে, তাহা আমার সহ্য হইবে না।" গৃহিণী বলিলেন, "আশ্চর্য্য! পিতা হইয়া তুমি উহার হিতাকাঙ্ক্ষী নহ, নিজের স্বার্থই বড় হইল; উহার যে ইহকাল পরকাল যাইবে।" এইরূপে বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়াও স্ত্রীকে শেষে স্বামীর মতেই মত দিতে হইয়াছিল।

সময়ের অপেক্ষা না করিয়াই অরক্ষণীয়া কন্যার বিধান দেখাইয়া অকালে নিতাই বাবু প্রেমলতার সহিত আদিনাথের বিবাহ দিলেন। আদি বিস্তর আপত্য করিলেন, কর্ত্তা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; কহিলেন; "এ ত বিবাহ দেওয়া নয় যে, শুভদিনের আবশ্যক, ইতর লোকের যেরূপ নিকা হয়, এ সেইরূপ; প্রথম বিবাহেই সে সকল গণ্ডগোল উপস্থিত হয়; আর যদি কন্যার কথা বলেন, সে ভার আমার; তাহার জন্য আমি দায়ী;" ফলতঃ তিনি এ সকল বিধান মানিতেন না। আদিনাথকেও মানিতে দিলেন না। আদিনাথ অদিনে অক্ষণে প্রেমলতার পাণিগ্রহণ করিলেন, কিন্তু কুসুণ্ডিকার জন্য একটী শুভদিন নির্দ্ধারিত করিলেন। কুসুণ্ডিকা

হইতেছে, আদিনাথ রেকের উপর সিন্দুর রাখিয়া প্রেমলতার সিঁথিতে পরাইয়া দিলেন, কেশের রুক্ষতা বশতঃই হউক, কিম্বা অন্য দৈবকারণেই হউক, সিন্দুর সমস্তই ললাট হইতে ঝরিয়া পড়িয়া গেল, একটুকুও রহিল না; সমীপবর্ত্তিণী প্রতিবেশিনীগণ তাহা দেখিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, প্রেমলতা তখন উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি এমনি সিন্দুর আর একবার পরিয়াছিলাম, সেবারে কিন্তু ঝরিয়া পড়ে নাই! অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল, সকলে বলিল!" আদিনাথ শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; সন্নিহিতা পল্লীবাসিনীরা তখন প্রেমলতাকে "চুপ চুপ! ও কথা বলিতে নাই, ভাই, ও বড় সর্ব্বনেশে কথা," বলিয়া পরস্পরের গাত্র টেপাটিপি করিতে করিতে সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

এই অবধি নৃত্যকালী মনুষ্যের চক্ষে আদিনাথের গৃহিণী হইলেন; ঈশ্বরের চক্ষে কিন্তু পূর্ব্বের সেই ইন্দুর সহধর্ম্মিণীই রহিয়া গেলেন। সেইজন্য, বোধ করি, আদি সাধ্যসাধনা করিলেও, প্রেমলতা কখনও তাঁহার কক্ষে যাইতেন না। রাত্রিতে ভিন্নকক্ষেই শয়ন করিয়া থাকিতেন।

হংসেশ্বর এক বৎসরের অধিককাল মিস্‌নারীদিগের অন্নধ্বংস করিলেন। পরে তাহারা বিষম পীড়াপীড়ি আরম্ভ করাতে যুবক আজ, কাল, পরশ্ব, এইরূপ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া শেষে একদিন প্রত্যুষে পলায়ন করিলেন। ভাবিলেন, "অন্নদাতার নিকটে আমি ঋণে বদ্ধ ছিলাম, সেইজন্য আসিয়াছি, ধর্ম্মনাশকের সহিত বাধ্যবাধকতা কিসের? নিতাই বাবুর নিকট আমি এবিষয়ে প্রতিশ্রুতও নহি। জগতে অতি-ভাল-মানুষের কাল নাই; অতি পাষণ্ড হইলে যেমন সুখী হইতে পারে না, অতি ভাল মানুষ হইলে তেমনি আজীবন দুঃখ পায়। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। ক্লাইব যদি উঁমিচাঁদকে বঞ্চিত না করিতেন, তাহা হইলে ক্লাইবের পক্ষে অবশ্য মহৎকার্য্যই হইত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক স্বদেশপ্রতারককে সন্তুষ্ট না করায় যে তাঁহার বিশেষ অবিচক্ষণতার কার্য্য হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। যাঁহার নুন খাই, তাহার গুণ গাহিব, এই রীতি! নিতাই বাবুর নুন খাইয়াছিলাম, আজ্ঞাপালন করিলাম, এরা আমার কে?"

হংসেশ্বর পলায়ন করিয়া বিলাসপুরে আসিলেন, পরে বুদ্ধি ও কৌশলক্রমে স্ত্রীকে উদ্ধার করিলেন। তিনি এখন সস্ত্রীক বাস করিতেছেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহকালে বংশী বাবুর শিরশ্ছেদন হয়, ইন্দু হিমালয়ে পলায়ন করেন; সেখানে রোহিণীর সহিত তাঁহার বিবাহ ঘটে। এখন তিনিও সস্ত্রীক স্বদেশে। তাঁহার একবৃন্তে দুই ফুল ফুটিয়াছে, 'নৃত্যকালী প্রেমলতা' এবং 'রোহিণী যোগমায়া।' ফুল যখন একবার ফুটিয়াছে, তখন সৃষ্টির নিয়মানুসারে একদিন না একদিন শুখাইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। বৃন্তও শুখাইবে, তবে কিছুদিন বিলম্বে। এখন যতদিন না শুখায়, ততদিন আমরা উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলয়ক্রীড়াগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, বোধহয়, স্বভাবের অনেক বিশেষ তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিব।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাসাগর।

"At one stride comes the dark:
With far heard whisper over the sea,
Off shot the spectre bark."

COLERIDGE.

পৌষান্তে সুরধুনী-সঙ্গমে কল্পবাস করিলে কোটীকল্পের পাতক নিরাকৃত হয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যঋষিবর্গের ইহাই শাস্ত্রোক্তি। এই আদেশ পালন করিতে উৎসুক হইয়া মকরের পূর্ব্ব হইতেই সাগরে জনতার আরম্ভ হয়, হিন্দুস্থানের যাবৎ প্রদেশ হইতেই যাত্রীকুলের সমাগম হইতে থাকে। মানসপূজাভিলাষিণী অস্মদ্দেশীয়া কঙ্কণবাহিনীরাই এ জনতার ত্রিচতুর্থাংশ পূরণ করেন; যাত্রিণীগণ অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু। আহার অপ্রতুল, প্রাপ্যদ্রব্যের মধ্যে কেবল কুষ্মাণ্ড, শর্করা, অপরিস্কার ও অসূক্ষ্ম আতপ তণ্ডুল, খ্যাসারির ডাল, ঘৃত এবং রম্ভা; তাহাও অতিশয় দুর্ম্মূল্য। স্থান সঙ্কীর্ণ; এক একটী অনাবৃতপার্শ্ব পর্ণকুটীরে অতিরিক্ত সংখ্যক লোক একত্র আশ্রয় লইয়াছে; সকলেই একস্থানে থাকিবার চেষ্টা করে, কারণ ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে স্থানান্তরে বাস দুরূহ। এত অসুবিধাজনক, তথাপি পবিত্র তীর্থ বলিয়াই হউক, আর অন্য যে কোন কারণেই হউক, স্থানটী দেখিবার পক্ষে পরম রমণীয়। উপরে নীল আকাশ, নীম্নে অভিন্নবিস্তৃতি বালুকান্তর, সম্মুখে দিগন্তব্যাপী বারিধির অনন্ত ঊর্ম্মি-প্রদর্শনী। মহানীলদ্বয়ের মধ্যপথে অর্ণবচর বিহঙ্গমকুল পক্ষ বিস্তার করতঃ উড্ডীয়মান; উহারা সময়ে সময়ে সলিলের এত নিকটবর্ত্তী হয়, যে দেখিলে, বোধহয়, যেন তরঙ্গের সহিত অবিরত স্পর্শ-ক্রীড়ারত; প্রতি তুফানই যেন চঞ্চুদ্বারা উচ্ছিষ্ট করিতে করিতে বায়ুভরে চলিয়াছে; অথবা সুদূরে কোন প্রিয়জনের সাক্ষাৎলালসায় এতদূর শূন্যমনা আছে, যে, ক্রোড়স্থিত বিশাল অম্ভোজালের প্রতি উহাদের তৃণবৎ জ্ঞান হইতেছে মাত্র। কি ভ্রমে, করিয়া যে ক্ষুদ্র এই শ্বেতপ্রাণখণ্ডগুলি সুনীল-

কোলে উধাও হইয়া কোথায় কি নিমিত্ত চলিয়াছে; দিবারাত্র কাহার অন্বেষণে ব্যস্ত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সমুদ্রতীরে বালুচরের উপর যতিবর্গ আসিয়া হোমাগ্নি সংস্থাপন করিয়াছেন; ভণ্ডগণ মৃতবৎসাদিগকে পুত্রলাভের ওষধি বিতরণ করিতেছেন; তীর্থে হিরণ্যদানে গৃহিণীগণ আপন আপন সংসারের মঙ্গল ক্রয় করিয়া লইতেছেন; শীতে চতুর্দ্দিক জড়-ভাবাপন্না; শুষ্ক উত্তরানিলপীড়িতা আবৃদ্ধাযুবতীবালা সকলেই অবসন্না; তথাপি পুণ্যের আশায় ত্রাণার্থিনীগণ পণ্য হস্তে লইয়া ভিক্ষুকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইতেছেন। যে কামিনী সম্প্রদায়গুলি এইরূপে দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই আমাদিগের অপরিচিতা, কেবল এক রমণী বিধবা পরিচিতা; ইনি ইন্দুশেখরের পূজনীয়া প্রসবিনী। ইন্দু ও রোহিণী উভয়েই ইহার সঙ্গে সাগরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এ শুভসংক্রান্তিসুপ্রভাতে সে দম্পতী কোথায় বাস করিতেছেন? রোহিণী অভিমানে চিরমৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন, আবার কি ইন্দুশেখরের প্রতি তাঁহার অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, যে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া পুনরায় গুপ্তবাস করিতে গিয়াছেন? সেকথা আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না। তিনি আর সুখের অভিলাষিণী নহেন। তিনি যে স্থানেই থাকুন, আর যাহাই করুন, আমাদের নেত্র হইতে কথনও অন্তরাল হইতে পারিবেন না। পাঠক, স্থানান্তরে চলুন, আমরা তাঁহাকে ভিন্ন অবস্থায় তথায় দেখিতে পাইব।

প্রাতঃকাল; তথাপি অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন। অরুণের শুভাগমন প্রত্যাশায় বরুণদেব সম্মানার্থ পশ্চিমদিকে এক বৃহৎ ইন্দ্রধনুর তোরণ সৃষ্টি করিতেছেন; পাপিয়া, চাতক প্রভৃতি সুন্দরবননিবাসী পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায় হইতে আপন আপন অভ্যস্ত বুলির আবৃত্তি করিতেছে, নবকুসুমিতা বন্য-লতাগণ সহোদরার ন্যায় অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিতরণ করিতেছে। নরলোকে কলাবৎ বৃন্দ ভৈঁরো-ললিত, ভৈরবী প্রভৃতি রাগিণী আলাপ করতঃ প্রতিবেশীদিগের মনোরঞ্জন করিতেছেন; প্রকৃতি হাস্যময়ী, ধরা আনন্দে ভাসমানা। সচ্চিদানন্দের এই আনন্দনিকেতনে আজ একটী বিশেষ আনন্দ লক্ষ্য করিবার আছে; সেটী আর কিছুই নহে, রোহিণীর

অভূতপূর্ব্ব আনন্দ! অনেকদিনের পর রোহিণীর আজ মহাস্ফূর্ত্তি! এ স্ফূর্ত্তির কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে রোহিণী, বোধহয়, স্বয়ং কোনও উত্তর দিতে পারিতেন না; কেননা, তিনি অকস্মাৎ প্রাণের এ চাঞ্চল্যের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থা হইতেন না। জনান্তিকে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে তীর্থযাত্রায় মেয়েদের বড় স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাই গঙ্গাসাগরে আসিয়া রোহিণী এত প্রসন্না; কিন্তু তাহাও নহে। পাঠক জানেন, নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে প্রদীপ একবার প্রাণ ভরিয়া হাসে! সে হাসি কেবল কালের বিকৃত হাসিতে মিশাইবার জন্য! ভূমিকম্পের পূর্ব্বে আকাশ অতিশয় নির্ম্মল থাকে, দিক্ প্রসন্না হয়, কেননা তাহার পরক্ষণেই ধ্বংস পরিকীর্ত্তিত হইবে! রোহিণীরও আজ সেই দিন!

সমস্তদিন কাটিয়া গেল; দিবা প্রত্যহ যেমন, আজও তেমনি; কিন্তু রোহিণী উৎকণ্ঠিতা হইয়া দেখিল, রৌদ্রের বর্ণ তেমন লাল নহে; যেন যেন পাণ্ডুবর্ণ; ত্রিপ্রহরের সময় একবার পিঙ্গলও হইয়াছিল; তখন সবিতৃমণ্ডলে একটী কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু পরিলক্ষিত হইল; শুনা যায়, যে উহা দেখে, তাহার জীবনের অমঙ্গলসূচনা হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন মৃদুমন্দগতিতে বালুকাস্তরে বিচরণ করিতেছিলেন, রোহিণী সহসা দেখিতে পাইলেন, সাঁজের তারা আকাশের কোলে ফুটিল; উহা এত কম্পনশীল, অস্থির ও দীপ্তিমান, যেন বোধ হইতেছে, কাহাকে ডাকিতেছে। রোহিণী একদৃষ্টে চাহিতে চাহিতে গ্রহ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য! ক্ষণেক যাইতে না যাইতেই দেখিলেন, কে এক রমা সন্ন্যাসিনী তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে আসিতেছেন; তাঁহার ভীমামূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলে ভয় ও ভক্তি একত্রীভূত হইয়া যায়; ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না, বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; দেখিলেন, যিনি তাঁহার সঙ্গ লইয়াছেন, তিনি এক ভৈরবী উদাসিনী। করে করালাকৃতি বিরাট ত্রিশূল, কটিতে আজানুবিলম্বি বহির্ব্বাস গৈরিক এবং গলদেশে অকালবিধ্বংসিত নরকপালমালা। সঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য রোহিণী দুই একবার পশ্চাতে পিছাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে দুরাশা ফলবতী হইল না। বিপুল আকর্ষণীশক্তিতে ভৈরবী মানবীকে যে সহগমনে বাধ্য করিবেন, ভ্রান্তা নারী তাহা

ইতিপূর্ব্বে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিয়ৎদূরে গিয়াই সমুদ্রতট; রোহিণী উৎসুকা হইয়া দেখিলেন, যেন একখানি তরণী ভাসিতেছে; তাহার পার্শ্বদেশের আচ্ছাদন-তক্তা একখানি ও নাই, অথচ তরি তাহাতেই ভাসমানা। সন্ন্যাসিনী উপনীতা হইবামাত্র নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল; রোহিণী আরও বিস্ময়ে দেখিলেন, যে, ভৈরবী তাহাতে পদার্পণ করিবামাত্র ভারে তরি না ডুবিয়া বরং জল হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হইল। তখন আকাশ অতিশয় নির্ম্মল, ও বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছিল; রোহিণী দেখিলেন, নিষ্কৃতির আশা অতি অল্প, অগত্যা মৌন-আজ্ঞা পালন করিতে সম্মতা হইলেন। উপরের দিকে একবার চাহিলেন; দেখিলেন, তারা ও, "কে মায়ে, এস মা এস," বলিয়া যেন ডাকিতেছে। বলপূর্ব্বক উদাসিনী হতভাগিনীকে সংসারতীর হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল; বাহন অভাবেই তরি হেলিতে দুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া উদধিমধ্যে পরিচালিত হইতে লাগিল, সন্তরণসীমা অতিক্রম করিলে পর রোহিণী সভয়ে দেখিলেন, ভৈরবী ক্রমে ক্রমে তাঁহার মাতৃ আকার ধারণ করিলেন; তখন তিনি বাহুপ্রসারণ করিয়া 'মা, মা' বলিয়া যেমন আলিঙ্গন করিতে গেলেন, অমনি দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই; পলকমধ্যে সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে; উপরের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, আকাশমণ্ডলও ঘনঘটাচ্ছন্ন; ঝঞ্ঝা বায়ু ঝটিকার ন্যায় প্রবলবেগে শন্ শন্ শব্দে বহিতেছে; এবং বাতপ্রহত তরঙ্গনিচয় অপচয়ার্থ যেন তীরে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। কচিৎ বা নবনীরদান্তরালবাসিনী সৌদামিনী বিস্ফারিতা হইয়া নানারূপ বিভীষিকা দেখাইতেছেন; রোহিণী ঊর্দ্ধশ্বাসে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; "বিপদে ত্রাণ কর, হরি," বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; উপরের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, সম্মুখে মহাকাল বিরাট বদন ব্যাদান করিয়া আছেন। ললাটে কুঞ্চনরেখা, রসনা শোণিতরসে আপ্লুতা, যেন বিশ্বপান করিবার জন্য উদ্যত; গ্রাসের ভিতর প্রপঞ্চ চতুর্দ্দশ ভুবন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; জনমেজয়ের যজ্ঞে সরিসৃপদিগের ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে অগণন অশরীরী প্রাণী উহার ভিতর প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু অহো! যে যাইতেছে, সে আর ফিরিতেছে না! দেখিয়া রোহিণী ভয়ে সেদিক হইতে বামদেশে মুখ ফিরাইলেন; তথায় তাণ্ডব প্রবৃত্ত বেতাল

করতাল দিয়া প্রমথগণের উৎসব গীতির উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছিলেন; দেখিয়া সাধ্বসে বিহ্বলা হইয়া তন্বী পশ্চাৎভাগে আশ্রয় লইতে গেলেন; সেদিকেও দেখিলেন, রণরঙ্গিণী বিবসনা যোগিনীগণ এলোকেশে একখণ্ড জলদ হইতে লম্ফদিয়া আর একখণ্ডে ধাবিতা হইতেছেন। মংসভুক নর-পিশাচের 'হিহিহিহি' হাসিতে বরাকী অজাশিশু যেমন ব্যথিত ও আতঙ্কিত হয়, ইঁহাদের বিদ্রুপাত্মিকা খল খল অট্টহাসিতে রোহিণী ও সেইরূপ ভীতা হইতে লাগিলেন। স্বল্পপরেই ভোগ ফুরাইল; শান্তির আশয়ে ক্রমে দক্ষিণ পার্শ্বে নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন, শান্তির অবতার ধর্ম্মরাজ রাজ-সিংহাসনে ছত্রদণ্ডরাজিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন; সাবিত্রীপ্রমুখা পতিব্রতাগণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা; রোহিণী আরও সবিস্ময়ে দেখিলেন, গলবস্ত্রা হইয়া একটী সাধ্বী ধর্ম্মরাজের নিকট কাহার জন্য কি প্রার্থনা করিতেছেন; দেখিয়াই চিনিলেন, ইনিই তাঁহার সেই মাতৃস্বরূপা 'কাত্যায়নী'। উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মাগো, স্ত্রীলোক হইয়াও তুমিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, আমার আর কেহ নাই।" ধর্ম্মরাজ ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তরিত্ত এদিকে সাগরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম করিতে লাগিল।

মূহুর্ত্তমধ্যে সিংহাসনসহ ধর্ম্ম মেঘপথে অন্তর্হিত হইল। আবার পূর্ব্বের সেই সাঁজতারা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল; ইনি শনিগ্রহ; শনি এখনকার সন্ধ্যানক্ষত্র; শনি রোহিণীর মৃত্যুনক্ষত্র। মৃত্যুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; চতুর্দ্দিক ছম্ ছম্ করিতেছে, শনৈশ্চর মকর রাশিতে থাকিয়া ভাস্করের অস্তদণ্ড প্রতীক্ষা করিতেছেন; একটী জীবের জন্য গ্রহগণ আদেশ মত সময় নির্ণয় করিতেছেন; প্রায় হইয়া আসিল; প্রতিদণ্ডে এইরূপ কত আসে, কত যায়;—গ্রহযোগাযোগবশেই অবিনশ্বর পরমাত্মার এক এক অংশ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অভুক্ত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীবাত্মাস্বরূপে প্রসূতিগর্ভে নশ্বরদেহমধ্যে নিহিত হয়, এবং ক্রিয়াময়ী প্রকৃতি কর্তৃক লালিত হইয়া দশাভেদে নির্দ্দিষ্ট কাল বাস করতঃ ভোগান্তে গ্রহযোগা-যোগেই পুনর্মুক্ত হয়। চরাচর ব্যাপ্ত পরমাত্মার এই বিশ্বপ্রক্রিয়া পরমব্রহ্ম হইতে নিয়ন্ত্রিত হইলেও উহা ঈশ্বরের স্বেচ্ছাধীন নহে; কালের অবারিত গতি, অথবা নিয়তির ফলে পরিণতি প্রতিরোধ করিবার শক্তি বিধাতারও

আছে কিনা সন্দেহ। শক্তি থাকিলেই বা আসক্তি কোথায় : প্রচলি রীতি পরিবর্ত্তন করিতে মূহুর্মুহু মিনতি করিলে উহা বিধির বিরক্তিকর হই উঠে; বরং নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে একমনে অবিরাম তাঁহার আরাধ করিতে পারিলে ভাগ্যের কঠোরতার কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া দিতে পারে মাত্র।

এই দিবস অপরাহ্নে ইন্দুশেখর সূর্য্যাস্ত দেখিবার আকাঙ্খায় সমুদ্রতা আসিয়াছিলেন। অস্তশোভা সাগরতীর হইতে দেখিতে অতিশয় নে তৃপ্তিকর; এবং অনুপম রমণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। জগতে প্রধান পুরুষদিগের নিয়োগ ও চ্যুতি উভয়ই শোভাময়; আড়ম্বর উভয়কালেই সমধিক। ভাস্কর দিক্ পরিত্যাগ করিতেছেন, এজন্য বিয়োগকাতর প্রতীচ্যপ্রান্তবাসী নীরদগুলিন পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন বিদায় দিতে আসিয়াছেন; রঞ্জিত পতাকায় পশ্চিমদিক লালবর্ণে বিমণ্ডিত; কেহ কেহ বা কাঁদিয়াই আকুল; অশ্রুসেকে স্থানে স্থানে জাজল্যমান রৌপ্য-আভার ন্যায় বিম্বিত হইতেছে। এই অস্তমণ্ডল আবার নিম্নে উদধিপ্রান্তে প্রতিফলিত হইতেছে; ইন্দুশেখর তীর হইতে দেখিতেছেন, যেন অপর রাষ্ট্রবাসী (Antipodes) মেঘগুলিন আনন্দ-ব্যঞ্জক রক্তপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সসম্ভ্রমে রবিকে সাদরসম্ভাষণ করিতে আসিয়াছেন। পরহিতৈষী তেজস্বীজনের সম্মান সর্ব্বস্থানেই সমান। অর্দ্ধভূখণ্ডে রবি এইরূপে অস্তমিত হইতেছেন দেখিয়া চন্দ্রের যেন কিছু স্ফূর্ত্তি হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে; না হইবে কেন? কর্ম্মস্থানে উপরস্থ ব্যক্তি অবসরগ্রহণ করিলে উক্ত পদপ্রার্থী নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। তখন তন্নিম্নস্থগণ আবার নবউন্নীত তাঁহার দুর্দ্দিন প্রার্থনা করিতে থাকেন; সে কারণে, বোধহয়, অধীনস্থ নক্ষত্রকুল মনের দুঃখে মিটি মিটি জ্বলিয়া অমাবস্যার উপাসনা করিতেছিলেন, যাহাতে চন্দ্রও অতিশীঘ্র অধঃপাতে যান।

ইন্দুশেখর তন্ময়চিত্তে এইসকল দেখিতে ছিলেন; সহসা বামদে একবার নেত্র ক্ষেপণ করিলেন, অমনি অকস্মাৎ বিস্মিত ও চকিতের ন্যা লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উপবেশন অবস্থা হইতে একবারে তটোপরি দণ্ডায়মা হইলেন। দেখিলেন, হৃদয়বিদারক ব্যাপার! কে এক নারী তুফানলহরী

মধ্যে বিচালিতা হইতে হইতে যুগ্মকরে ঊর্দ্ধমুখে নিয়ন্তাকে ডাকিতেছে। আধার ঐকখানি ছায়াতরি মাত্র। ইন্দু ধীরচক্ষে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন, ললনার স্বকীয় ভার্য্যার ন্যায় আকৃতি; পরক্ষণেই নিশ্চয় করিলেন, এ আর কেহ নহে, তাঁহারই রোহিণী; আর কাহারও কপাল এমন ফাটে নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে জলসমীপে গেলেন, দেখিলেন, তথা হইতে দূরে কিছুই স্পষ্টতঃ নয়নগোচর হয় না। আবার ফিরিয়া স্বস্থানে আসিলেন; দেখিলেন, তরি অতলজলে নিমগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছে। তখন ঊর্দ্ধ হইতে সবেগে গিয়া জলে ঝম্প-প্রদান করিলেন; কিন্তু এক বিশাল বিপরীত তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে পুনরায় তীরে রাখিয়া গেল; ইন্দু আবার ঝাঁপ দিলেন, তরঙ্গ আবার প্রত্যাখ্যান করিল। এ সংসার ইন্দ্রিয়সুখের স্থান তাঁহার ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখ-প্রয়াসী ব্যক্তিকে মৃত্যু আশ্রয় করিবে কেন? যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিন্দুমাত্রও মলিনতা ধারণ করে না, যাঁহাদিগের চরিত্র দেবতাদিগেরও আদর্শ; এবং যাঁহারা এই ভীষণ সংসারাশ্রমের উপযুক্ত চাতুরী প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতা শিখিতে অক্ষম, পদে পদে যাঁহারা প্রতারিত হন, এ সংসারে বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে দুরূহ বলিয়া যেন জগদীশ্বর তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইন্দু কোথায় যাইবেন?

দেখিতে দেখিতে সেই ছায়াময়ী তরণী তরঙ্গনিচয়ের মধ্যে আলোড়িত হইতে লাগিল। ইন্দু দেখিলেন, রোহিণী তখনও হস্তপ্রসারণ করিয়া ঊর্দ্ধে তাঁহাকে ডাকিতেছে। সূর্য্যদেব অস্তে গেলেন, তরী ও সেই ভীষণ জলধি-গর্ভে রোহিণী সহ নিমগ্ন হইল।

ইন্দু নিশ্চেষ্টভাবে দেখিতেছিলেন, কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ রহিলেন। চক্ষু দিয়া জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল; মৃত্যুকালেও তিনি রোহিণীর কিছু করিতে পারিলেন না। আহা! অভাগিনী 'মা,' 'মা,' করিয়া যেন পাগলিনীর মত হইয়াছিল। পৃথিবীর কোন সাধই তাহার মনে স্থান পাইত না। বস্ত্রালঙ্কার সাজসজ্জা অতি তুচ্ছজ্ঞান করিত। রমণীপ্রিয় বেশভূষা প্রাণের সহিত ঘৃণা করিত।

ইন্দু বাষ্পবারি সম্বরণ করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আমা

হ্যায় নরাধমের বক্ষে মন্দারমালা সহিবে কেন? দেবপুষ্প দিব্যলোকেই শোভা পায়. ভাগ্যবলে হৃদয়ে ধরিয়াছিলাম, স্বভাবদোষে বঞ্চিত হইলাম। পর্ব্বতশৃঙ্গে স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণী নিভৃতভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, অকস্মাৎ হাস্য করিতে করিতে মায়াবশে জীবলোকে অবতরণ করিল; কিন্তু সমতল পঙ্কিল, কর্দ্দমময়; তাহাতে মুখমণ্ডল ক্রমশঃ মলিনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল; ক্ষণকালের জন্য মিশিল বটে, তিষ্ঠিতে পারিল না; প্রাণের জ্বালায় জুড়াইবার অভিলাষে অকুলপাথারে অনন্তসলিলে অভাগিনী আত্মসমর্পণ করিল।”

বলিতে বলিতে ইন্দু সজোরে রোদন করিয়া উঠিলেন; কিন্তু কাঁদিয়া আর কি হইবে? প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়াছে, অনন্তে মিশিয়াছে, আরত ফিরিবে না! রবি অস্তাচলে প্রবেশ করিলেন; ইন্দু দেখিলেন, মার কাছে কেহ নাই, এস্থানে আর থাকিলে আবার এক বিপদ ঘটিবে; কিন্তু শোকে হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল, সেস্থান ত্যাগ করিতে মর্ম্মে অসীম যন্ত্রণা হইতে লাগিল। যাঁহারা জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন, অভাগিণী ইহলোকে ঋণ পরিশোধ করিলে তাঁহাদিগের পরিতাপের আর সীমা থাকে না। তখন প্রতীকার উপায়বহির্ভূত হয়; মহাকাল অনন্তশক্তি বিস্তার করিয়া মানবের ক্ষুদ্র চেষ্টাকে যেন উপহাস করিতে থাকে। অদৃষ্টের পথে যখন সকলকেই নিয়ত ফিরিতে হইতেছে, তখন সময় থাকিতে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। এ সংসার দুদিনের জন্য সত্য, কিন্তু কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখের দুঃখ জন্মজন্মান্তরেও সমান।

ইন্দু ফিরিলেন; দেখিলেন, গগনপ্রান্তে চন্দ্রদেব অর্দ্ধলুক্কায়িতভাবে উদিত হইতেছেন। তাঁহার স্নিগ্ধকটাক্ষে, জগন্মণ্ডল যেন হাসিয়া রবি-প্রদত্ত মনের উত্তাপ শান্ত করিতেছে; বিশ্বপ্রেমিককে সকলেই ভাল বাসেন; ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সেইজন্য ব্রজবালাগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। চাঁদের এ হাসি, কিন্তু, আজ ইন্দুর মনে অট্টহাসি অপেক্ষাও অপ্রিয়কর বোধ হইতে লাগিল। তিনি মৃদুমন্দস্বরে বলিতে লাগিলেন, “রবি অস্তে গেলেন, সাধ্বী পদ্মিনীও শুকাইল; ভাস্কর তেজস্ক, নিস্কলঙ্ক, রোহিণী তাঁহারই অনুসরণ করিবে; শশী কলঙ্কময় লম্পট, তিনি পদ্মিনীর উপযুক্ত নহেন, তাঁহার

ক্রীড়ার জন্য কুমুদিনী স্বতন্ত্র ফুটিবে। রোহিণী ইন্দুর প্রণয়িনী বটে, কিন্তু মর্ত্ত্যে কুমুদিনীর অভিসার সহ্য করিতে পারিলেন না, তাই যেন ভূমণ্ডলে মানবীলীলা সম্বরণ করিয়া নভোমণ্ডলে আবার নক্ষত্র হইয়া প্রস্ফুটিতা হইলেন। তাঁহার উদরে শশী শঙ্কিত হইলেন, কুমুদিনীকে যেন প্রকৃতি-সুলভ ফুলহাসি অপেক্ষা অধিক হাসিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। দিব্যলোকে রোহিণী জ্বলিতেছে, জনসাধারণে দেখিলেন, পুলকিত হইলেন; ইন্দুও দেখিলেন; একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় তন্ত্রী উচ্চতানে রোহিণী-জীবনী আর একবার আলাপ করিল। হিমালয় উপত্যকায় ভ্রমণ, রোহিণীর মাতৃখেদসূচকসঙ্গীতশ্রবণ, বিবাহ, সংসার, অদ্ভুত মৃত্যু সমস্তই একে একে স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল; দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেন; কহিলেন, "এতদিনে মার মেয়ে মার কোলে গিয়াছে; প্রাণের ভরে মনের কথা খুলিয়া প্রাণের জ্বালা ভুলিতেছে; জামাতা শশীও নিকটে আছেন; হাসিতেছেন! জীবলোক নিস্তব্ধ, প্রাণীমাত্রেই নিশ্চিন্ত, সকলেই সুখী, কেবল আমিই অভাগা!"

ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল; ইন্দুশেখর অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন; পরে বাম বাহুর কোণ বালুর উপরি রাখিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। নিরন্তর অশ্রু গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল। তিমিরে ঝিল্লীর রব প্রবল হইয়া উঠিল। মধ্যসমুদ্রে তরঙ্গসংঘর্ষণের বিকট উচ্ছ্বাস রৈ রৈ রবে উঠিতেছে, বোধ হইতেছে, যেন ভৈরবে ও পিশাচে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে; মাভৈঃ মাভৈঃ রবে উভয়ে উভয়কে আক্রমন করিতেছে; এবং তাহার প্রকীর্ণ কিয়ৎ অংশ তীরে আসিয়া লাগাতে কূলে 'চলাৎ, চলাৎ, ছলাৎ, চপাৎ' এইরূপ নানাবিধ শব্দ হইতেছে। রাত্রি অধিক হইতেছে, তথাপি যুবক সেস্থান ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। সে হেন অনাদৃতা প্রতিমা যেস্থানে ভাসিল, সেস্থান কি ভালবাসা ত্যাগ করিতে পারে? ইন্দু নিঃশব্দে রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে মাতা চারিদিক্ অন্বেষণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিতা হইলেন; আসিয়া বলিলেন, "বাবা তুমি এখানে শুইয়া আছ কেন?

কত বন্যজন্তু ঘুরিতেছে ; এস কুটীরে এস। যে অদৃষ্ট, আবার কি এক বিপদ ঘটিবে!”

মাতাকে দেখিয়াই ইন্দুর শোকসাগর উচ্ছলিত হইল ; তিনি উচ্চৈঃস্বরে অস্ফুট বিলাপ করিয়া উঠিলেন। মাতা কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া যতই জিজ্ঞাসা করেন, ইন্দু কিছুই উত্তর দেন না, কেবলই নির্ভায় রোদন করেন ; মাতা বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, “আহা! বাছা আমার বুঝি পাড় ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিল ? কাপড় ভিজে, দেহময় বালি, অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছে, বোধহয় ; তাই কাঁদিতেছে।” পরে বলিলেন, “হাঁরে, বউকে আজ যে প্রায় বেলা চারিটা হইতে দেখিতেছি না ; কোথায় আছে, জানিস্ ? এখানে আসিয়া অবধি যেন পাড়াবেড়ানী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ; কোথায় আছেন, একবার তত্ব নে দেখি, দেখ্‌তে পেলে এমন ত বকিব না ?”

ইন্দু তখন আরও ফুঁপাইতে আরম্ভ করিলেন, এক হস্তে নয়নবেগ সম্বরণ করতঃ দ্বিতীয় করতল আন্দোলিত করিয়া অতি কাতরস্বরে কহিলেন, “মাগো! সে নাই!”

মাতা। নাই কি, বল ?

ইন্দু বলিতে লাগিলেন, “আজি এই সন্ধ্যার কুক্ষণে এ মহাপাতকীর সকল জ্বালা ঘুচাইয়া দিয়া সকল কণ্টক বিদূরিত করিয়া অকালে সেই বিমলিনী বিমল রাজ্যে চলিয়া গেল ; এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলাম না।

মাতা কপোলে হাত দিয়া বিস্মিতার ন্যায় নিস্পন্দভাবে ক্ষণেককাল থাকিয়া কহিলেন, “অ্যাঁ এ কি হ’ল ?”

ইন্দু কহিলেন, “যদি তাঁহার যোগী জনক আজিও জীবিত থাকেন, এ দুহিতৃবিয়োগ অবশ্যই তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে ; হায় হায়! কোথায় তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশ! আর কোথায় আমার হেয় প্রতিজ্ঞাপালন!”

মাতা। তা’ আর করে নাই ? বাপ মার টনক্ নড়ে ; নাড়ীর সম্পর্ক, বাবা, তাঁর নাড়ীতে এখনই যাতনা আরম্ভ হইয়াছে ; তা’তে তিনি যোগী, জানিতে পারিয়াছেন বৈকি ? হায় হায়! আর কি হ’ল ‘আমি যে বউকাট্‌কী’ ব’লে পাড়ার সকলে গালি দিত!

ইন্দু। মা, তুমি যদি তাহাকে একটু সামান্য যত্ন করিতে, তাহা হইলে সে কখনও প্রাণ-বিসর্জ্জন করিত না। বড় আশায় আসিয়াছিল, কোথাও আশ্রয় পাইল না বলিয়া চলিয়া গেল; দেখিল, জগতে দয়া ধর্ম্ম নাই। পীড়ন অনেক হইয়াছে; যেদিন আমি তাহাকে—উঃ—বলিতে বুক ফাটে, পদাঘাত করি, সে তবুও আমায় ছাড়িয়া দিল না; দিল না বলিয়া আমি রাগে তাহাকে কবাটের উপর ফেলিয়া দিলাম; তাহার দীন চক্ষে নিঃশব্দে কত জল ঝরিয়াছিল, কেহ তাহার তত্ত্ব লয় নাই। কিন্তু তথাপি ঈশ্বর এতদিন আমায় কোনই শাস্তি দেন নাই; কেন, জানি না।

মাতা। হাঁ, খোয়ার যে বিস্তর হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। গরিবের মেয়ে ছিল, বলেই হউক, কিম্বা স্বভাবতঃই হউক, এমন পবিত্র স্বভাব আমি কখনও দেখি নাই। এত তিরস্কার করিতাম, রাগ করিতাম, কখনও বিরক্তা হইত না, কিম্বা দ্বিরুক্তি করিত না; ডাকিলে হাসিমুখে আবার তখনই "মা" বলিয়া কাছে আসিত। জগতে আসিয়া এমন সুন্দর স্বভাব পাওয়া বড় সুকঠিন। আমি এমন দিনই নাই যেদিন তাহাকে তিরস্কার না করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছি; প্রাতে উঠিয়া কোনদিন তাহার মুখদর্শন করিতাম না; একদিন দেখিয়াছিলাম বলিয়া কত তিরস্কার করিলাম, "আলক্ষীর ঘরের মেয়ে, তোর পোড়ার মুখ সকালবেলা আমায় দেখালি, আজ আর খাওয়া হবে না।" সে তাহাতে কাতরা হইয়া বলিল, 'মা, আমি ভাল করি নাই; যদি সত্যই আপনার খাওয়া না হয়, আমার প্রাণে বড় বাজিবে। আমি যে প্রকারে হউক আজি আপনাকে খাওয়াইব।' আহা! কি হ'লরে! ওরে, এমন বউ যে আর পাবনা রে!

ইন্দু। এ সকল তাহার দেবতুল্য পিতামাতার সদুপদেশের সুবর্ণময় ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। পিতামাতা ভাল হইলেই সন্তান সৎ হয়। কি ব্যবহার! চণ্ডালেরাও কি আপন বধূ, পুত্রবধূর প্রতি এরূপ ব্যবহার করে? আজকাল একবারে অনাথিনীর মত হইয়াছিল। একদিন হরপ্রিয়া তাহাকে অকারণ কটু কহিয়াছিল; তাহার পর সে প্রায়ই বলিত, "ঠাকুর ঝি, আমি আপনাদের সকলেরই কণ্টক হইয়াছি, বুঝিতে পারি; সকলেই আমাকে মরিতে বলেন; আমি শীঘ্রই চলিয়া যাইব। আমার দিন

ফুরাইয়া আসিতেছে, জানিতে পারিতেছি ; দুদিনের জন্য আছি, কলহ রাখিয়া যাইব কেন ? এস ভাব করি ;" বলিয়া হরপ্রিয়ার হাতে ধরিল। এইরূপ করিয়া সে ইদানীং সকলের মনস্তুষ্টি করিত। হরপ্রিয়া নিজেই একথা আমাকে বলিয়াছে, অঃ হঃ হঃ।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ডুবিল কি প্রকারে ? তুমি দেখিয়াছ কি ঠিক্ ?"

ইন্দু তখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত বলিলেন ; সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "মা কেবল তোমার ব্যবহারের দোষে এ ঘটনাটী ঘটিল ; আমি যতই কেন নির্দ্দয় বা জ্ঞানশূন্য হই না, তোমার একটু যত্ন পাইলে সে কখনও আত্মহত্যা করিত না।"

মাতা কহিলেন, "বাবা, ব্যবহার আদি সবই উপলক্ষ মাত্র, অদৃষ্টের ফলই ফলে ; তোমার স্ত্রীভাগ্য নিতান্ত মন্দ। একবার কর্ত্তা বিবাহ দিলেন, সে বউটী মরিয়া গেল ; আবার তুমি বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া বিবাহ করিয়া আনিলে, সেও ডুবিয়া প্রাণ বাহির করিল। দুবারই মিছে হ'ল। তুমি এখনও ছেলে মানুষ, দেখে শুনে আবার বিবাহ কর, যাহাতে সংসার বজায় হয়, বংশটাও থাকে ; পিতৃ পুরুষেরা কি খাবে ? বউটী মানুষের মত হ'ল, আর চ'লে গেল। "আহা বউরে তুই যে আমার সোণার প্রতিমা ছিলিরে ; পলায়ে কোথায় আছিস্", বলিয়া মাতা কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। ইন্দুও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছিলেন, বলিলেন, "বিপদ থেকে, মা, আমাকে সেই উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার ঋণ আর শোধ হইল না, হইবেও না। আমি আর বিবাহ করিব না, আমার সাধ মিটিয়াছে ; আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিব।"

মাতা কহিলেন, "বাবা, সংসার কর, সন্তানাদি হউক ; হ'লে তখন সব ভুলে যাবে। আমি কাশীবাস করিব। তুমি আমাকে সেখানে রাখিয়া আসিবে চল। তিন বৎসরের মধ্যে কত সর্ব্বনাশ হয়ে গেল ! লক্ষ্মৌ-এ কপাল ভাঙ্গিল, কর্ত্তা মরিলেন ; তাহার আগে সে বউটী গিয়াছে ; হরপ্রিয়াও গেল ; শেষ পরে সমর্থ সোণার প্রতিমা, এ বউটীকেও হারাইলাম। আমি বড় দুর্ভাগিনী, এখানে থাকিলে শেষ তোমায় পর্য্যন্ত না

হারাই, কেবল সেই ভয় হয়। ‘আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে;’ যেখানে যাব, কপাল সঙ্গে যাবে; কাশীতে গেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সংসারের সব আপদ বালাই চ’লে যাবে। তখন আর কোনও বিঘ্নই আসিবে না। আমাকে রাখিয়া আসিবে চল।” মাতা অধীরা হইলেন, ইন্দুও বাধ্য হইয়া লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন, এবং পরদিবস প্রত্যূষে বারাণসী সন্নিধানে যাত্রা করিলেন; যাইবার কালে ইন্দু ভাবিতে লাগিলেন, “মাতর্গঙ্গে, তোমার ক্রোড় ছাড়িতেছি, বিদায় দাও; কুক্ষণে তব মিলন ভূমে আসিয়াছিলাম, সস্ত্রীক আসিলাম, প্রাণের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন করিয়া চলিলাম; মিলন দেখিতে আসিয়াছিলাম বলিয়া কি, মাতঃ, সন্তানকে চিরবিরহী করিয়া পাঠাইলে? পতিতপাবনি! এই কি তোমার সঙ্গম মহিমা! যদি তাহাই হয়; তবে যেন কোন দম্পতী ভুলিয়াও এ বিষম স্থানে তীর্থ করিতে না আইসেন। যতদিন এ পাপদেহে ছার জীবনবায়ু বহিবে, ততদিন এ চিন্তাজ্বরক্লিষ্ট চিত্ত আর শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না। ক্ষণে ক্ষণে অলীক কল্পনানয়নে কেবলই অনুভব করিবে, ‘সেই ধুসর, নাস্তপ্রসর, উত্তালতরঙ্গধর, প্রিয়াগ্রাসী “গঙ্গাসাগর” হৃদয়ের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত রহিয়াছে!’

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দুই বন্ধু।

"The laughing dame
In whom he did delight,
*　　*　　*　　*
Might shake the saintship
Of an anchorite."

Byron.

হংসেশ্বর স্বকুটীরেই থাকিতেন, নটবর একদিবস অপরাহ্নে ধীরে ধীরে উটজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নটবরকে দেখিয়া হংসেশ্বর সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্, বন্ধু যে হে! কি মনে ক'রে?"

নট। এই এলাম, তোমায় দেখিতে।

হংসে। আজ আমার জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, আশা সফল, কপাল সুপ্রসন্ন। তারপর, বন্ধু, ব্রজের এখন কি ভাব?

নট। ব্রজের ভঙ্গভাব।

হংসে। স্ব-ভাব নয় কেন?

নটবর কাতরভাবে উত্তর করিলেন, "অভাব তাহার কারণ। আর সে গোকুলও নাই, সে গোপীও নাই; ভাঙ্গারাস!

হংসে। তবে শ্যামের এখন আর পূর্ণিমা নাই, ভীম একাদশী! কেন? ইতরাণীদিগের ত অভাব নাই; তুমি যে কোন বর্ণই রেহাই দিলে না।

নটবর ব্যঙ্গভাবে কহিলেন, "এইরূপই সময় পড়েছে; এখন দেশ কালপাত্র ভেদে বিচার করিতে হয়। পাঁজিতে লিখ্ছে, 'কলৌ নারীবশাঃ মানবাঃ। ব্যবহারপাত্রম্।' নির্ণয়ম্ নাস্তি কলিতে পাত্রাপাত্রের বিচার নাই।

হংসে। তবে লীলা কি এখন বন্ধ আছে? সত্তিক জাতের ত শুভকর্ম্মে অধিকার নাই!

নট। না, চল্‌ছে; যে কয়টা বকেয়া আছে, তাহাদেরই বেকার অনুকম্পায়। আজকাল লোকের তাদৃশ ভক্তি নাই, বন্ধু, পয়সা খরচ করিতে চাহে না; এই তোমাদের রাসমঞ্চে দেখ, যে সব মূর্ত্তি সাজায়, তাহাদের মধ্যে, দেখিবে, কেবল যুগলরূপটী নূতন বলিয়া 'আস্ত থাকে, বাকি সখিগণের কাহারও হাতভাঙ্গা, কাহারও নাসিকা বিকল্পবাসিনী অর্থাৎ জোড়া; কাহারও বা চরণ একদম বসনের মধ্যে উহ্য। আমার অদৃষ্টে এখন সত্য-সত্যই তাহা ঘটিয়াছে। কিসের দশা যাচ্ছে, সময় বড় খারাপ।

হংসে। কেন, তোমার 'জলেশ্বরী'?

নট। 'সজনী' বল, 'সজনী' বল, ভদ্রলোকের মেয়েকে দশের মাঝে বে-আবরু করা কিছু নয়; জলেশ্বরী? সেত অসময়ের কাণ্ডারী;—হা হা হা হা হা—নটবর একগাল হাসিলেন।

হংসেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সময়ের কি বিঘ্নকারী?"

নট। না, না, না, এখন কিছুদিন মতিহারী।

হংসে। তারপরেই কণ্টকারি, নূতন নূতন কদর ভারি।

নট। জান ত বন্ধু, তবে অকারণ, মিছে কেন কর জ্বালাতন?

হংসে। আচ্ছা, নটবর, তোমার এই চুলের বোঝা কি এজন্মে নামাবে না? এঁর আজ কয় বৎসর একক্রমেই যে ভাবে স্থিতি দেখ্‌ছি, শিরোদেশ হইতে ইনি যে কস্মিন্‌কালে তিরোভাব হন, এমন ত বোধ হয় না।

নট। বাপ্‌রে, অকল্যানের কথা ব'ল না, বন্ধু, এগুলি গেলেই মাথার দুদিকের আঁটি বেরিয়ে পড়িবে। ভালমন্দ দু পাঁচজন লোক তবু পথে ঘাটে নজর দিয়ে যায়; তাও বন্ধ হয়ে যাবে। আজ ছয় বৎসর কাল নিয়ত মাথায় জল বসাইয়া তবে কেয়ারি উতরিয়াছে, মাঝে একবার বাতিকশ্লেষ্মা বিকার হইয়াছিল, ডাক্তার সাহেব হুকুম দিলেন, মাথায় খুর না দিলে জীবনসংশয় হইবে। আমি বলিলাম, "প্রাণ যায় নিরুপায়, আবার জন্ম হবে, কিন্তু এতকালের কেয়ারি গেলে আর হবে না।"

হংসে। বন্ধু, আজকাল তোমার আর এক নূতন উন্নতি দেখিতেছি, আজ কাল রাত্রে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে বাঁশরী বাজাও, এ বাতিকটী কতদিন ধরিয়াছে?

নট। এটী হালই পত্তনি, তোমার কাছে গোপন কি? বন্ধু! আমার একদিন মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীর সুরে দলে দলে পাড়াশুদ্ধ টানিয়া আনিয়া জড় করিতেন; আমি নটবর, তাঁহার একশত আট নামের এক নাম ত ধরি বটে।

হংসে। নামের একটী বটে, কিন্তু গুণের অনেকগুলি তোমাতে অর্শি-য়াছে; বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, গিরিগোবর্দ্ধনধারণ, এ সব ত নিত্যকর্ম্ম। তাহার উপর আবার আজকাল বাঁশীর সখটী অধিকন্তু দেখিতেছি। গরু না চরাও, গরু ধরিয়া দিবার জন্য খোঁয়াড়ের মালিকের সঙ্গে কিছু কিছু বন্দোবস্তও আছে। প্রেমবিতরণের ঠেলায় গৃহস্থের মেয়েরা ঘাটে পথে একাকিনী যাহা বাহির হইত, তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। অধিক কি বলিব, ভাই, তোমার বৃন্দাবনলীলা বুঝা ভার।

নট। তাই বলিতেছিলাম, যে দিন দিন সকলে যেরূপ পায়ে ঠেলিতেছে, ভাবিলাম, একবার বেণুতে সাড়া দিয়া দেখি;—

যদি কোন রসরাই, আয়ানে দেখা'য়ে হাই,
চুপি চুপি কানাই এসে' চারে মারে ঘাই;—

হংসে। তারপর—বাঃ বাঃ।

নট। বাঁশীর বিষম টোপ, মদন রাজার সদ্য কোপ,
অবলা গাঁথিতে, মিতে, এমনটী আর নাই।

হংসে। মরি রে মরি, তোর উপমা নিয়ে মরি। তারপর?

নট। তারপর একদিন ভরারাত্রে আপনমনে একখানা ইমন্ আলাপ করিতেছিলাম।

হংসে। ভরারাত্রে!

নট। হাঁ, অবসর ত চাই!

হংসে। আচ্ছা, ভাই।

নট। মামার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উঠিয়া মুখ করিতে লাগিলেন; তিনি বলিতেছেন, কেরে রাত্রে বাঁশী বাজায়? যার এক সন্তান তার খাওয়া হবে না।" আমি প্রথম কথাগুলি কেবল শুনিতে পাইয়া-

ছিলাম, "কেরে রাত্রে বাঁশী বাজায়? মনে করিলাম, কোন কলাবতী ভুলিয়াছে, তখন আরও বেশী করতব্ দিয়া থলিপা করিতে আরম্ভ করিলাম; শেষে জোয়ারির ভাঁজ দেখিয়া অতি শীঘ্রই সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল; দুঃখের কথা বলিব কি, ভাই, মামার ভয়ে সিঁড়িতে আসিয়া লুকাইতে হইল।

হংসে। বন্ধু! তুমি যদি এতই কষ্ট করিতেছ, তবে একটা সহজ উপায় বলি শুন; এ কলিযুগে তলদা বাঁশের বাঁশীতে কাজ হবে না, দ্বাপরে লোকে অসভ্য ছিল, তখন তলদা বাঁশে কাজ চলিত, এখন দিন দিন ঘরে ঘরে বিলাতি জিনিষের যেরূপ আদর বাড়িতেছে, দেশীর দ্বারা আর কাজ হয় না; তুমি এক কাজ কর; বিলাত হইতে একটী বংশীর আমদানি কর, করিলেই দেখিবে, লোকে তখন পয়সা দিয়া তাহা শুনিতে আসিবে। মলয় চলিলে বিনা মাশুলে যখন পিকলু ছাদ হইতে পিকের অন্ন উঠাইবে, একদিকে কলকণ্ঠবিহঙ্গমগুলি ভাবনায় অভিভূত হইবে, আর দিকে গ্রামাঙ্গনাদের মধ্যেও মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে।

নটবর ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "কি রকম সে, কি রকম, বন্ধু!"

হংসে। কি রকম আর?—

এই নিদাঘনিশীথে বামা সে কাকলী শুনি,'
শিহরি' পুলকে পাশে আসিবে ধাইয়া;—
দূরে বিরহিণী কাণে পশিলে সে ধ্বনি,
উল্লাসে প্রেমিকা রামা জ্বালাবে আলেয়া।

"বাঃ মেরিজান! আরে হাম্ যে তুঁহারিরে—আরে কেয়া ফুর্ত্তিস্ রে ভাইয়া," বলিয়াই নটবর হংসেশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন।

হংসে। আমোদে বুঝি আর গোড়ারমুখ দিয়ে বাঙ্গালা বেরুল না?

নট। বাঙ্গলা ভাষা এখন যে শিশু, ভাই; ভালরকম পুরুষ্ট হয় নাই। মেয়েদের কোলে চব্বিশ ঘণ্টাকাল শুইয়া শুইয়া কেবল কীর্ত্তনের নাকি সুরে কান্নাই শিখিয়াছে; যৌবনের ক্রিয়া রাগ কিম্বা স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করিতে গেলে এখনও পশ্চিমে পালোয়ানি ভাষাকে অন্তর্টিপনি দিতে হয়; তাই

ছট্‌কে দুই একটা বাত্‌ নিকৃলে যায়। তোমার কথাতে কিন্তু, ভাই, আমার বড় আমোদ হয়েছে।

হংসে। তা'হলে দেখ, বন্ধু, আমি কত মন জানিতে পারি!

নট। তুমি জানিবে না ত জানিবে কে? ছেলে থানা কি?—

সাগর ছাঁচা মানিক তুমি
তাল বুঝে দাও টান্‌,
আর তোমার তানে তান্‌ মিশালে
গলে' যায় পাষাণ।
দেখনা, টান্‌ খেয়ে প্রাণ হাস্কি হ'ল;
ধড়ের আগায় ফিরে এল;
নিরাশার বাসা গেল আশাতে ভাসান।
ও আমার মুস্কিল আসান!

নটবর বন্ধুর চিবুকটী ধরিয়া উক্ত প্রকারে আদর করিলেন; হংসেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ, বন্ধু যে কবিরঞ্জন হয়ে পড়িলে হে, বাহবা কি বাহবা! নটবরকে আনন্দে গদ্‌গদ দেখিয়া আবার বলিলেন, "নটবর, ঐ শুন, বাঁশী শুনে,' তোমার নামে চাষাদের মেয়েরা কি বলিতেছে;—"

নট। কি বল্‌ছে, বন্ধু? তুমি জন্মান্তরে নিশ্চয় আমার কেউ ছিলে; ভাই!

হংসে। বল্‌ছে, হ্যাদে দ্যাখ্‌ কে ফুঁক্‌ছে বাঁশী,
বাঁশী শুনে হইগে দাসী॥

নট। মাইরি? অত আশা দিও না ভাই; শেষে হরিষে বিষাদ হ'য়ে বিথোরে প্রাণটা যাবে! দেখছ না, শরীরে আর বড় বেশী আমোদ ধর্‌ছে না—কিন্তু আর একটা কথা—তোমায় বলিতে সাহস হয় না;—"এতে একজন কি ভুলিবে?"

হংসে। সবাই ভুল্‌বে, যে না ভুল্‌বে সে পরে পস্তাবে। কে? তোমার 'জলেশ্বরী'? ঐ যাঃ, ভুলে বলেছি; 'সজনী'?

নট। সজনী নয়, সজনী নয়, সে আর একজন।

হংসে। কে সে এমন ভাগ্যবতী, শুনিতে কি কোন ক্ষতি আছে ?

নট। তুমি যে রামঘুঘু, বলিতে ভয় হয় ; সে ঘরের—ই ;—নাঃ—

হংসে। কে ? প্রেমলতা ?

নট। হাঁ, না, হাঁ, আর কে ? ইস্, তোমার ব'লে ফেলিলাম হে।—

হংসে। এমন কাজ করিও না, ভাই।

নট। যা বলেছি তাই, কেন ?

হংসে। এর পরিণাম বড় খারাপ। তোমায় সাবধান করিতেছি, স্বামীর স্ত্রীকে কদাচ কুপথ দেখাইও না। তাহাতে ভগবান বিরূপ হন।

নট। প্রেমলতাকে ভুলাইবার জন্যই আমার এত সাধ্যসাধনা ;—সে শুনিতে ভালবাসে বলিয়াই আমি আজ এক বৎসর—আহার নাই,—নিদ্রা নাই,—কেবল সা-রে-গা-মা, সা-রে-গা-মা, সাধিয়া মরিতেছি।

হংসেশ্বর কহিলেন, "নটবর, তোমায় দিব্য দিয়া নিষেধ করিতেছি, ভাই, কুলবালাকে মজাইও না।"

নটবর উত্তর করিলেন, "বন্ধু ! প্রেমলতা হস্তগত হইলেই, আমার এ তৃষা মিটিবে ; ইহার পর আমি আর কাহারও পানে চাহিব না, প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কুলটাকে মজাইলেই বা তাহাতে পাপ কি ? বাজারের খাবার কে না খায় ?"

"তৃষা মিটিবে না, শুন নটবর," হংসেশ্বর উত্তর করিলেন, "ও তৃষা মিটিবার নহে ; লালসা যত পায় আরও চায় ; তুমি বন্ধু, তাই দিব্য দিয়া মানা করিতেছি, ফাঁদে পা বাড়াইও না।"

নট। আমি ছাড়িয়া দিলেই ত আর সে সতী সাবিত্রী থাকিতেছে না, সে নিজের শীকার অবশ্য খুঁজিয়া লইবেই ; লাভের মধ্যে আমারই তৈয়ারি অন্নে ধুলা পড়িবে।

হংসে। কিন্তু তুমি যে অপকলঙ্ক হইতে বাঁচিবে, কুপের হাত এড়াইবে, সে কথাটী একবার ভাব ! সে মরে মরুক ; তুমিত ভাল রহিলে, তোমার কত লাভ ! তোমার এই একটী মহৎ উদাহরণের জন্য ঈশ্বরের নিকট হয়ত কত পুরস্কার পাইতে পারিবে। বোধহয়, ইহার ফলে আর পাঁচটী অপরাধেরও দণ্ডের লাঘব হইতে পারে।

নট। সমুদ্রের জল এক কলসী তুলিলেই বা কি, আর ফেলিলেই বা কি! আমার পাপের ইয়ত্তা নাই। তুমি ঈশ্বর টিশ্বর দেখাইও না, বড় ভয় করে; বরং যাহাতে কার্য্যটা শীঘ্র সমাধা হয়; তাহার একটা সদুপায় কর, যথার্থ বন্ধুর মত কাজ কর। মনে কর, বন্ধু, এতবড় এই বিষয়টা আমারই ছিল, কোথা হইতে এক শিকলকাটা ময়না উড়িয়া আসিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিল। নিল নিলই, সেই যদি ভাল হইত, আমার কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু মাঝখান হইতে পাঁচ ভূতে যে এই বিপুল ঐশ্বর্য্যটা লুঠপাঠ করিবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। পাখীকে যে ছোলা দেয়, তাহাকেই বুলী শুনায়, তাই ভাবিতেছি, যদি লয় দিয়া ক্রমে বশে আনিতে পারি, রথ দেখা, রম্ভা বিক্রয় দুই কাজই এক সঙ্গে চলিতে পারিবে। তখন দিবারাত্র তোমার কত নাম করিব। পথে এস, বন্ধু, একটা সৎপরামর্শ দাও, প্রাণদান কর। আর যদি একান্তই সে স্বীকার না হয়; এখনও ছেলে পুলে হয় নাই, এই—সময়—কাজ শেষ করিতে পারিলেও মন্দ হয় না।

হংসেশ্বর শিহরিয়া উঠিলেন; "বল কি নটবর? একদম্ শেষ! কি ভয়ানক লোক তুমি! সে বালিকা নিরপরাধিনী, সে তোমার কি করিয়াছে? যে তাহার হয় সতীত্ব নয় প্রাণ বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিতেছ। এ মনস্তাপের শোধ, বরঞ্চ, তুমি নিতাই বাবুর উপর লইতে পার। কিন্তু আমার কথা শুন, সরল পথে চল, হকের ধন কখনও মারা যায় না, যদি তুমি এই সম্পত্তির উপযুক্ত হও, ঈশ্বর কোনও না কোনও উপায়ে তোমাকেই পাওয়াইয়া দিবেন।

নট। না, আমি তাহা বলিতেছি না; বলিতেছিলাম যে জারজ বিষয়ের অধিকারী হইবে, লোকে তাহা দেখিতে পারিবে কি? তাহা অপেক্ষা বরং ঢাকী সমেত বিসর্জ্জন দেওয়া ভাল।" সরল পথের কথা বলিতেছ, বল; কিন্তু এখন প্রেমলতাকে ছাড়া আমার সাধ্যের অতীত হইয়া পড়িয়াছে; এইবারটী আমায় মাপ কর, বন্ধু, আমি ইহার পর তোমাকে এক কলম লিখিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব।

হংসে। যে কার্য্য দুঃসাধ্য সেইটী অগ্রে সমাধান করিতে চেষ্টা করিলে

অপরগুলি তখন অনায়াসসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। নচেৎ দেখিও, নটবর, তুমি মনের বেগ কোনওকালে রুদ্ধ করিতে পারিবে না; পশুর ন্যায় যথা অভিরুচি হইবে, তথা করিতে থাকিবে।

নট। উপদেশ কথা আমি ঢের জানি, বহিতে যেমন যেমন গুছাইয়া লেখা আছে, মুখে তুমি কখনও তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া বলিতে পারিবে না। বহি পড়িয়া যখন কিছু হয় নাই, সামান্য মুখের কথায় কি হইবে? বরং অন্য কথা কও, বসিয়া শুনিব, বিরক্ত করিলে আমাকে দায়ে পড়িয়া এস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

হংসেশ্বর দেখিলেন, নটবর উপদিষ্ট হইবার নহে; ইস্পাত ভাঙ্গিবে তবু তাহাকে লওয়াইতে পারিবে না। হাসিয়া বলিলেন, "নটবর, এই ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন দেশে কত প্রকার সুন্দর সুন্দর নর নারী আছে, তাহার কি তুমি খোঁজ রাখ?

নট। পৃথিবী নানারত্নের আকর; কিন্তু তাহা বলিয়া সকল রত্নগুলিই যে আমাদের ভোগে আসিবে, এমন কোনও কথা নাই।

হংসে। ভোগে না আসুক, কিন্তু কল্পনানেত্রে সেই সকল বিদেশিনীর নূতন নূতন ধরণের হাবভাব, অঙ্গভঙ্গীতে প্রেমালাপ ও ইঙ্গিতে রসকৌতুক করিতে দেখিয়া কাহার প্রাণ মুগ্ধ না হয়? কাহার তখন মনে ধারণা না হয় যে খুঁজিলে এই পৃথিবীতেই কত শত স্বর্গ আছে?

নট। থাকিবে না কেন? এই পৃথিবীতেই অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, লেপ্‌চা, ইহুদী সব আছে; কিন্তু বেল পাকিলে কাকের কি? বিদেশিনী বিদেশী লইয়াই উন্মত্ত থাকে, তোমার আমার মত স্বদেশীর পানে তাহারা ফিরিয়াও চাহে না। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে দরকার কি? আমাদের গণ্ডীর ভিতরে যাহারা আছে, তাহাদেরই আমরা খোঁজ রাখিতে পারি না, নিষ্ফল পরচর্চ্চায় মনকে কষ্ট দিয়া কি হইবে।

হংসে। তবেই বুঝ, যে আমরা যে সামান্য ভোগসুখটুকুর আকাঙ্খায় একবারে পাগলপ্রায় হইয়া উঠি, তাহা অপেক্ষা কত অধিক সুখকর ও উচ্চদরের বিলাসভাণ্ডার পৃথিবীর অপরাপর স্থানে ছড়াছড়ি রহিয়াছে।

নট। নাই, কে বলিতেছে?' সকলেই জানে—বাবারও বাবা আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া সকলের অদৃষ্টে আর ঠাকুরদাদার আদর ঘটে না। আমরা তত ভাগ্যবন্ত নহি।

হংসে: এখন আমার বক্তব্য এই, যে, যতদিন আমরা কল্পনায় মেদিনীর এই মোহময় সৌন্দর্য্য ভাবিয়াই কেবল ক্ষান্ত থাকিব, ততদিন পৃথিবী আমাদের চক্ষে যেন একটী মনোরম কাম্যকানন বলিয়া প্রতীত হইবে। কত শত বিবেকবিহীনা বিলাসিনী বিহারার্থ ইহার উপর বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইবে; চাতুরীর বলে, ছলে, কৌশলে, দিগ্বিজয় করিয়া আপনাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ করিতেছে; কোথাও বা কোনও ব্রীড়াবনত-মুখী রূপসী তাহা দেখিবামাত্র ম্লান অবগুণ্ঠনে লজ্জানিবারণ করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে পলাইয়া যাইতেছে; ভবের বিচিত্রলীলা, ভাবিতে মন্দ নহে। প্রকৃতির কলুষিত ছবি তোমার ন্যায় লম্পটের নয়নে দিবারাত্রই জাগরূক আছে; দিবারাত্রেই তুমি উহার সরস প্রতিকৃতি ধ্যানে অবলোকন করিতেছ, কিন্তু বলিতে পার কি, ইহার মধ্যে কে তোমার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে? যাহাদিগকে তুমি দেখিতেছ, তাহার মধ্যে কেহ বা সহধর্ম্মিণী, কেহবা নায়িকা কেহবা অবিদ্যা। স্ত্রী পবিত্রা, সন্তান দিয়া সৃষ্টির নিয়ম রক্ষা করে, সে তোমার নিমিত্ত নহে; অবিদ্যা নারকী, দেহ বিক্রয় করিয়া রমণের মনোরঞ্জন করে; তুমি তাহার অনুবর্ত্তী নহ। নায়িকা মরিচিকা, গোপনে বাগুরা বিস্তার করিয়া পথিকের সর্ব্বনাশ করে, তুমি তাহারই পথে ধাবিত। যদি পরিত্রাণ চাও, পলাও, তবে চিরদিনের মত পৃথিবীকে এইরূপ সরস মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইবে। ধর্ম্মবলশূন্য তোমার মত ভ্রান্তজীবের পক্ষে এ সংসারে ইহাই একমাত্র সুখাবলম্বন। নচেৎ কামমদে মত্ত থাকিয়া উপভোগে নিরন্তর দেহ কলুষিত করিলে কিছুকালপরে সংসারকে রহস্যবর্জ্জিত এক নীরস মরুভূমি বলিয়া জ্ঞান হইবে;' দিন দিন ভোগসুখে ক্রমশঃ অরুচি হইয়া আসিবে; যে পীনপয়োধরের সলজ্জ উন্নত কুচ পূর্ব্বে তোমার কত চিত্তবিনোদন করিত, তাহা তখন দেখিবে যে শিশুর দুগ্ধচলাচলের আধারভূত, ধমনীপরিপূরিত এক এক খণ্ড মাংসপিণ্ড ব্যতীত আর কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে বা সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির কারণে উহার সৃজন হয় নাই। ক্রমশঃ শরীর শিথিল ও

মন অবশ হইতে থাকিবে। নিস্তেজ প্রবৃত্তি সকল সজীব করিবার জন্য তখন সুরাপান প্রভৃতি কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; কালে তাহারাও পরাস্ত হইয়া কার্য্যে অবসর লইবে। তখন তুমি কি হইবে? চতুঃষষ্ঠীতি প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত, কোপনস্বভাব, মনুষ্যদ্বেষী, ধর্ম্মমার্গভ্রষ্ট বিকটাকার ক্ষুদ্র এক পাপের অবতার বিশেষ। চরমকাল সন্নিহিত হইবার বহুপূর্ব্বেই অকালে শমন আসিয়া গলিত দেহ গ্রাস করিবে।

নট। উঃ! এত তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে! তাইত! বন্ধু কি ভারতে ছলিতে এসেছ; তাহা না হ'লে ঘৃণিত বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম নিলে কেন? অন্য কোথাও গেলে যে ক'রে খেতে পারিতে। কিন্তু কাণা খোঁড়ার দুঃখ এখানে ঘোচাত কে, তা'হলে। অঃ। সেইজন্য বিড়ম্বনা। তুমি এখানে টিকিলে হয়; পাথর চাপা কপালে এতটা দরদ্ সহিবে কি না জানি না, দাদা। যাহা হউক, ভাই, যতই বল, আর যতই ভয় দেখাও, ভবি ভুলিবার নহে, ছেলে মরিবে, তবু মাদুলি ছিঁড়িবে না; আমার উদ্দেশ্য আমি সাধন করিবই করিব; স্বউদ্যমে পুরুষজাতি সিংহ; এখন আমি "মরিয়া"। তোমার বক্তৃতার তার মন্দ হয় নাই বটে, দানাও বাঁধিয়াছ ভাল, তবে দোষের মধ্যে শর্করায় কার্পণ্য করিয়াছ, মিষ্টতা অল্প হইয়াছে। দোষেগুণে সংসার, বন্ধু, সকলেই কি আর তপস্বী হইলে চলে? এই আমার সুযোগ; অল্পদিন হইল, লতার সহিত ইন্দুর মনোবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, লতা বাত্যাহত-তরুভ্রষ্টা লতার ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া ধূলায় ধূসরিতা হইতেছে, এসময়ে আমার ন্যায় সরল কঞ্চিগাছটী নিকটে পাইলেই ধরিয়া আবার উঠিতে আরম্ভ করিবে, এক বড়ের চালেই দাবার কিস্তি মাৎ হইয়া পড়িবে।

হংসে। মূর্খ, তুমি কি মনে কর, প্রেমলতা ইন্দুকে ভুলিতে পারিবে? এসব প্রেমের খেলা; তুমি কি বুঝিবে বল? তুমি অরসিক, লম্পট, শরীরের মাহাত্ম্যই চিনিয়াছ; মনের মাহাত্ম্য তুমি কি প্রকারে চিনিবে? গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িলে তদাশ্রিতা পদদলিতা লতা তখনই শুকাইতে আরম্ভ করে, যদি ভুলিয়াও সে কখনও তোমার মত শিমুলের গুঁড়ি বাহিয়া উঠিতে যায়, বৃদ্ধির পরিধিতে বেড় দিতে না কুলাইলে আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে।

নট। তোমার বক্তৃতা দুই একদিন শুনিতে পাইলে তাহাও সম্ভব বটে, আমি বেরসিক! কি আমার রস্‌বড়ারে! গামলায় প'ড়ে বিরহ রসে যে হাবুডুবু খাইতেছিলে, আমি না হরপ্রিয়ার সন্ধান বলিয়া দিলে আর কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইত যে চাঁদ! তোমার এত হিংসা কেন ভাই? তুমি পাইলে প্রায় তাঁহারে ছাড়িয়া দাও কিনা? আমার একটুকু ভাল হবে, তাহা সহ্য হইতেছে না, একক্রমে ভাংচি দিতে আরম্ভ করিয়াছ; তোমার কাছে থাকিলে, দেখিতেছি, আমার মৎলবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে; তুমি তাড়ালে, বাবা, যেতে হ'ল;" বলিয়াই উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

নটবর চলিয়া গেলে পর হংসেশ্বর এক নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, "পাপের কি ভয়ানক নিম্নগতি"! শয্যা পাতিয়া শয়নে পদ্মলাভ করিলেন, এবং গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিলেন।—

"যাদু, মন যার মনে গাঁথা—
শুকাইলে তরু কভু, ছাড়ে কি জড়িতা লতা?"



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

একমনীর চাতর।

"Now over the one half-world
Nature seems dead, and wicked dreams abuse
The curtained sleep,"

SHAKESPEARE.

কবিবর সেক্সপীয়র পরীচাতরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আমাদিগের দেশে ও লোকে ডাইনীর চাতরের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা সমাজের ভয়ানক অনিষ্ঠসাধক আর এক চাতর আছে/ তাহার নাম "একমনীর চাতর"। রাত্রিকালে গ্রামের জনশূন্য প্রদেশে প্রাচীরবেষ্টিত কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই চাতরের সন্নিবেশ হয়। দলে দলে প্রৌঢ়া ও যুবতীগণ পতিকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন রাখিয়া গোপনে এই মহাসভায় যোগদান করেন। সভ্যাদের মধ্যে অধিকাংশই বিধবা। প্রতি শুক্রবারে চাতরের অধিবেশন হয়, রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে প্রায় আড়াইপ্রহর পর্য্যন্ত। সভাপতি কোনও ভাগ্যবান্ চর্ম্মকার বা মুসলমান প্রসাদ নিবেদন করিয়া দিলে পর এই সকল ভদ্রমহিলা উচ্ছিষ্ট গঞ্জীভোগ অংশ করিয়া লন। ভারে ভারে আম কাঁঠাল প্রভৃতি উপাদেয় ফল এবং প্রচুর খীরেলা মিঠাই ও সন্দেশপূর্ণ ডালাগুলি প্রতিষ্ঠিত তুলসীর মূলে আনিয়া একত্রিত করা হয়। ঘরের নিরীহ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া এই সমস্ত খাদ্যসামগ্রী যাহারা চর্ম্মকারচরণে অর্পণ করে, তাহাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ পৃথিবীতে আর কোন্ জাতি আছে? পাঠিকা, আপনি ইহার রহস্য অবশ্য অনেক শুনিয়াছেন; পাঠক, গ্রামের নিকটে থাকিলেও এই চাতর আপনার অবিদিত। অবিশ্বাসিনী সর্পিণীর অসাধ্য এ জগতে কিছুই নাই। 'অঙ্কে স্থিতাপি পরিশঙ্কনীয়া।'

কি নগর, কি পল্লী, এমন স্থানই নাই, যথায় একটী না একটী এইরূপ চাতর বর্ত্তমান নাই। আড়কাটীদিগের মত সভা হইতে মনোনীত গ্রামের

কোনও চতুরা বিধবা চাতরের কার্য্যভার লইয়া ঘরে ঘরে কৃষ্ণপ্রেম ভজাইয়া থাকেন, এবং সুবিধা পাইলেই অশিক্ষিতা ললনাদিগকে ভুলাইয়া শিষ্যা করেন। ইহাদের গতিবিধি অতিশয় গুপ্ত, পুরুষের বুদ্ধির অগম্য; এমন কি এক বাটীর পরিবারবর্গের মধ্যে কে শাক্তা কেবা বৈষ্ণবী, তাহা তাহারা আপনারই জানে না, অন্যেপরে কা কথা। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিতে হইলে অগ্রে যেমন কোনও ঔষধির দ্বারা কুইনাইনের বিষ শরীর হইতে নির্গত করিয়া দিতে হয়, নতুবা ফলোদয় হয় না'; সেইরূপ ইহাদের মতে একমনীর মন্ত্র ধারণ করিতে হইলে অগ্রে শক্তিমন্ত্র কলার বাসনায় করিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে হয়; পরে শরীর নিরামিশ হইলে আস্তে আস্তে কৃষ্ণ মন্ত্র প্রবেশ করিতে থাকে। কি নিমিত্ত যে কুলবালারা একমনী-দিগের বশতাপন্ন হয় তাহা তাহারা স্বামীর নিকটে ও প্রকাশ করে না। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেন, উহারা নানাবিধ দৈব ঔষধ জানে, তাহাতে ছেলেপুলেদের কল্যাণ হয়; কেহ বলেন, উহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, অসাধ্যসাধন করিতে পারে; কেহ বা অনেকটা সত্য কথাই প্রচার করেন, যে, উহারা নানারূপ বশীকরণ মন্ত্র জানে; যে বাটীর কর্ত্তারা পরদারাসক্ত, তাঁহাদেরই গৃহিণীরা স্বামীকে বশে রাখিবার জন্য ইহাদের শরণাপন্ন হন। ফলতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, এ সকল ইন্দ্রজাল অতি-রিক্ত তোষামোদ ও কিছু কিছু স্ত্রীচরিত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলেন, যে ইচ্ছায় সংসার, সেইজন্য ইহারা ইচ্ছাসাধনা (culture of willforce.) করিয়া থাকেন; কিন্তু সে কথা সত্য হইলেও ফলে লোকের অনিষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। যে যেরূপ লোক, যাহা বলিলে যে সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে সেইরূপ মনোমত কথা বলিয়া, নানাবিধ সুখের মৃগতৃষ্ণিকা দেখাইয়া ইহারা আপনাদের উদরপূর্ত্তি করে। পাঁচজনে পাঁচপ্রকারে প্রতিপালিত হয়, তাহাতে কেহ অসুখী নহেন, তবে তরলমতি কিশোরীরা যে ইহাদের চক্রান্তে পড়িয়া পতির নিকটে অবিশ্বাসিনী হন, এবং ধর্ম্মের দোহাই দিয়া রাত্রে গৃহত্যাগ করিতে শিক্ষা করেন, তাহার জন্যই জনসমাজ দুঃখিত। কেহ কেহ বলেন যে, রীতিমত শিক্ষা পাইলে তাহারা কদাচ এরূপ নীচগামিনী হয় না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যে, যেখানে

রক্ষকেরাই ভক্ষক, অর্থাৎ পুরুষের স্বভাব ভাল নহে, সেইখানেই যত উৎপাত গিয়া একত্রিত হয়। কাষ্টভক্ষণ করিলে মলে অঙ্গার নির্গত হইবে, একথা সর্ব্ববাদীসম্মত; যেমন দৃষ্টান্ত দেখিবে, তেমনই শিখিবে; অপরাধ কি? বৃথা তাহাদের উপর দোষারোপ করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম।

যেদিন ইন্দুশেখর প্রেমলতাকে পূর্ব্বপরিণীতা "নৃত্যকালী" জানিয়া দ্বিচারিণীর নিকট হইতে চিরকালের মত বিদায় লইলেন, এবং প্রেমলতা পদতলে পড়িয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, এবং পরে বাটীতে আসিয়া রোহিণীর প্রতি পশুবৎ অত্যাচার করিলেন, সেইদিন সন্ধ্যাকালে হটাৎ ভূমিকম্প হয়। ভূকম্পে অন্য লোকের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু ইন্দুশেখরের প্রকোষ্ঠের উত্তর শীয়রের খিলানটী ফাটিয়া দ্বিভাগ হইয়া গিয়াছিল। দ্বিধা হইবামাত্র খিলানের ভিতর হইতে একখণ্ড শ্লেট্ পাথর খসিয়া পড়ে; কি প্রকারে উহা গাঁথনীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইন্দুশেখর তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। হস্ত প্রসারণ করিয়া পাথরখানি কুড়াইয়া লইলেন; দেখিলেন, তাহাতে লোহার আঁক দিয়া লেখা আছে।—

'সুবল সাজিল কিশোরী শ্রীবৃন্দাবনে,
এ যেন কেহ না শুনে———
ইতি শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবী।'

অনেককালের পর নৃত্যকালীর স্বাক্ষরিত হস্তাক্ষর দেখিয়া ইন্দুশেখর কাঁদিতে লাগিলেন,—"এ যেন কেহ না শুনে"; কে শুনিবে? একথা আমি জলগর্ভে রাখিব; কিন্তু এ স্মারক প্রস্তর কদাচ নিকটে রাখিতে পারিব না, ইহাতে আগুন দ্বিগুণ জ্বলিবে।" এই বলিয়া তিনি পরদিবস সায়াহ্নে আস্তে আস্তে উহা প্রেমলতার গবাক্ষের নিম্নদেশে রাখিয়াআসিলেন।

রাত্রি অবসান হইল; পরদিন প্রাতে যথাকালে ভানু গগনে কনককান্তি বিস্তার করিলে পর একখণ্ড কিরণ নিম্নভুবনে আসিল, হাসিল এবং জগৎকেও হাসাইল। নিতাই বাবুর বাটীতে পূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণে একজনা গৌরাঙ্গী বিধবা পাচিকাস্বরূপে নিযুক্তা হইয়াছিলেন, কার্য্য উপলক্ষে

দৈবাৎ প্রেমলতার কক্ষে গমন করিলে গবাক্ষের বহির্প্রান্তে উক্ত প্রস্তর-ফলক সহসা তাঁহার নয়নে পতিত হয়। 'কি লেখা আছে' জানিতে কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া প্রেমলতার হস্তে তিনি পাথরখানি পড়িবার জন্য সমর্পণ করেন। প্রেমলতা প্রস্তর-ফলক দেখিয়া চমৎকৃতা হইলেন; এবং ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে বিধবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে কহিলেন, "এ লেখা আজ কতকালের! যখন আমি ইন্দুর গৃহিণী ছিলাম, সেই সুখের সময়ে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম; কেহই জানিত না। আজি নির্দ্দয় বিধি বুঝি দিন পাইয়া আমার সে চিহ্ন পর্য্যন্ত গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। চক্ষু অশ্রুতে আর্দ্র হইল, দুই এক বিন্দু গণ্ড বাহিয়া ও পড়িল; মনে মনে বিস্মিতা হইলেন, যে এ রমণী ইহা কোথায় কিপ্রকারে পাইল; বোধহয়, ইনি কোন দেবতা, মানবীর বেশে ছলনা করিতে আসিয়াছেন; ইঁহার চরণে পতিত হইলে, বোধহয়, কোন উপায় করিয়া দিতে পারেন। প্রকাশ্যে কহিলেন, "মা, তুমি কে? আমার বিশ্বাস হয়, তুমি কোন দেবতা, যে হও সে হও, আমায় দয়া কর; আমার হারানিধি আমাকে আনিয়া দাও"; বলিয়া তাঁহার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিধবা তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া নির্বাক্ হইয়া রহিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর প্রেমলতা মন্তব্য প্রকাশ করাতে তিনি কহিলেন, "ভয় কি? ইহার উপায় আছে, লোকও আছে, কিছু খরচ করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে।" প্রেমলতা কহিলেন, "তুমি মাতাকে কিছু বলিও না, আমি আমার গহনা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তোমাদের দিব, তোমরা আমার এইটী কর, যেন আমার প্রতি তাঁর মন পড়ে।" পাচিকা আর ও লোভ-পরতন্ত্রা হইয়া সেইদিনই একমনীকে সংবাদ দিল; এবং উভয়ে আসিয়া আত্মজনের ন্যায় তাঁহার হিতসাধনে তৎপরা হইলেন। অগ্রেই অলঙ্কারগুলি সাৎ করিলেন; কহিলেন, "এ সব ত আর তুমি আমাকে দিতেছ না, হরির লুট দিতেছ; তিনি ইচ্ছাময় বাঞ্ছাকল্পতরু, সকলই তাঁহারই ইচ্ছা; তাঁহার বাঞ্ছা অগ্রে পূর্ণ না হইলে কাহারও বাসনা পূর্ণ হয় না।" এইরূপ ভূমিকা করিয়া শেষে কহিলেন, "আমার অনুমতি মত পূজা সময়ে সময়ে পাঠাইতে হইবে, পরমাসের প্রথম শুক্রবারে শুক্লাষ্টমী; সেইদিন ভবারাত্রে

একাকিনী মঠে যাইবে, তথায় ঔষধ মিলিবে; ইহার পূর্ব্বে কোনও এক শুক্রবারে আমার সঙ্গে গিয়া পথ চিনিয়া আসিবে।" প্রেমলতা সম্মতা হইলেন; এবং উপদেশ মত গোপনে গমনাগমন আরম্ভ করিলেন। এ গতায়াত তিনি বাটীর সকলেরই নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিলেন; কেবল নটবর তাঁহার প্রতিকার্য্যের গুপ্তসন্ধান রাখিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার চক্ষে ধূলা দিতে পারেন নাই।

দেখিতে দেখিতে কথিত দিবস আসন্নপ্রায় হইল; দিনে দিনে আমলিনা প্রেমলতা রাত্রিযোগে ঔষধ আনিতে একাকিনী বদ্ধপরিকরা হইলেন। সকলে শয়ন করিলে পর শয্যা হইতে উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন; ভয়ে কোমল দেহখানিতে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল; মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এই আশাই প্রবল হইল; নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবতী বাটীর বাহির হইলেন। কিয়ৎদূর না যাইতে যাইতেই গ্রাম শেষ হইল, এক বৃহৎ মশানে পড়িলেন; প্রাণ দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল; মন অন্যমনস্ক না থাকিলে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা হইত; একটু শব্দ হইলেই শরীর চমকিয়া উঠে; তথাপি পশ্চাতে চাহিতে সাহস হয় না, কে যেন সঙ্গ লইয়াছে। লতা উর্দ্ধদিকে মুখ রাখিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলেন; কেবল ভাবনা, একাকিনী ফিরিয়া আসিবেন কি প্রকারে? কোথাও শৃগাল, কোথাও বা বন্যবরাহ দৌড়িয়া পলাইতেছে, লতা দেখিয়াও দেখিলেন না। মশানের অস্থিকঙ্কাল হইতে আলেয়া প্রজ্বলিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল, দেখিয়া কখনও কখনও তাঁহার প্রাণ শুকাইতে লাগিল। দ্রুতপদবিক্ষেপে বামা সে ভীষণ স্থান অতিক্রম করিয়া ঝিলের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন; তীরে দেখিলেন, এক ডিঙ্গা সংলগ্ন আছে; উহার উপরে একটী হাল ও রহিয়াছে; স্বতঃই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে যে আরোহিনীকে স্বয়ং বাহিয়া পারাপার করিতে হইবে। প্রেমলতা ডিঙ্গায় উঠিলেন; উঠিয়া মনের ভয় অনেক কমিয়া আসিল; চতুর্দ্দিকে তখন নয়ন ফিরাইতে সাহস হইল; দেখিলেন, মাথার উপর রাশীকৃত নক্ষত্র জ্বলিতেছে; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ এবং ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ; এই ঝিলকে লোকে 'ভাণ্ডারদহের খাত' বলে; জল গভীর, পরিস্কার, পক্ষীর চক্ষের ন্যায় কাল, এবং স্রোত অভাবে সতত স্থিরমূর্ত্তি;

লতা ডিঙ্গা বাহিতে আরম্ভ করিলেন; অনভ্যাস হেতু উহা একবার এদিক একবার ওদিক করিতে লাগিল; পারে উঠিলেন; পুনরায় ভয় হইল; আবার প্রায় আধক্রোশ মাঠ অতিক্রম করিতে হইবে। এবার চক্ষে জল আসিল; কোমল প্রাণে আর কত সহিবে; নিষ্ঠুর পুরুষ, ইহাতেও তোমার মন পাওয়া যায় না। মাঠে জন প্রাণীর লেশমাত্র নাই; চতুষ্পার্শ্ব নিস্পন্দ, পদসঞ্চালনের শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে। পথে যাইতে যাইতে বাদুড়ের দল গাছনাড়া দিয়া এক ডাল হইতে উড়িয়া আর এক ডালে গিয়া বসিতেছে, তাহাতে কেবল ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ হইতেছে। কিছুদূর এইরূপে চলিলেন, পরে এক ত্রিমাতা অতিক্রম করিয়া লতা অদূরে প্রাচীর দেখিতে পাইলেন; মনে হর্ষ উচ্ছসিত হইয়া পড়িল।—

এইত সে বিহারের স্থান!
হেথায় প্রকৃতি ধরে স্বতন্ত্র আকার;
"দূর হ'তে আসিতেছে সঙ্গীত ঝঙ্কার;
পূরাইছে নিশীথের শূন্যময় প্রাণ।
মেঘের উপরে মেঘ ছুটেছে আকাশে,
অষ্টমীর চাঁদ তার আড়ালে লুকায়"—
দূরে দূরে ফেরুদল হোরাগীত গায়;
জাগ্রত রোগীর বুক কাঁপিছে তরাসে।
নীরব নিশীথ, সুপ্ত নিখিল ভুবন,
প্রহরের সাড়ামাত্র দিতেছে পেচক;
ছায়াপথে মাঝে মাঝে খসিছে তারক,
প্রফুল্ল ফুলের গন্ধে আমোদিত বন।

প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া মনে আশার সঞ্চার হইল; এবং ধীরে ধীর পাদবিক্ষেপে যথাস্থানে উপনীতা হইলেন।

সম্মুখেই প্রবেশদ্বার; প্রবিষ্টা হইয়া দলে মিশিলেন; ক্ষণ মধ্যে আমরা তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিলাম। এতক্ষণ একাকিনী পাইয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম; এখন আর ঝাঁকের ভিতর দিয়া দৃষ্টি চলেনা; সুন্দরীর মেলা হইয়াছে, সকলেই দেখিবার সামগ্রী; আমরা কাহাকে রাখিয়া কাহাকে বর্ণনা করি?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পথে নারী। মাভৈঃ

"Now Eva, if you don't say, 'yes.'
I'll knock a hole in the
Bottom of the boat, and we shall
Both go down together; it's a hundred
And eighty feet deep you know?"

THE INDIAN CHARIVARI.
July 25, 1873.

যে রাত্রিতে প্রেমলতা প্রথম চাতর সন্নিধানে গমন করেন, নটবর এক সেতুর উপর উপবিষ্ট হইয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অন্ধকার হেতু প্রেমলতা নটবরকে দেখিতে পান নাই। পর শুক্রবারে যথাসময়ে প্রেমলতা বহির্গতা হইলেন; নটবর গন্তব্য স্থান দেখিবার জন্য অনুসরণ করিলেন। সঙ্গে অপরিচিতা রমণী থাকায় যুবা দর্শন দিতে সাহস পাইলেন না। কেবলমাত্র অনুসন্ধান লইয়াই ক্ষান্ত হইলেন। অদ্য শুক্রবার শুক্লাষ্টমী, প্রেমলতা ঔষধ আনিতে যাইবেন; নটবর সেতুর নিকট অপেক্ষা না করিয়া একবারে মঠসন্নিধানে লতাকে চমকিতা করিবার চেষ্টা পাইলেন; ভাবিলেন, সহসা বিস্মিতা হইলে অপরাধ গোপন করিবার নিমিত্ত আমার যে কোন প্রস্তাবে সম্মতা হইবে। এইরূপ মনস্থ করিয়া গৃহবহির্গতা হইলেন। হংসেশ্বরকে সঙ্গে লইলে সংকল্পে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, মনে করিয়া সেদিন তাঁহাকে আর সংবাদ দিলেন না। চতুর্দ্দিক ত্রস্তভাবে দেখিতে দেখিতে যাইতে আরম্ভ করিলেন; ক্ষণেক দূর গিয়া এক বিপদ ঘটিল। চন্দ্রালোকে তাঁহার ভূমিসংলগ্না ছায়া বৃহদাকার হইয়া গতির সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, দেখিয়া মহাভয় হইল; একবারে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দ্রুতবেগে চম্পট দিলেন। সম্মুখে হংসেশ্বরের কুটীর; তথায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন; এবং ঘন ঘন 'বন্ধু' 'বন্ধু' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ডনাদ

যথাসময়ে শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া হংসেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ করিল। বন্ধু উঠিয়া দেখিলেন, নটবর ভীতের ন্যায় চিৎকার করিতেছেন। যাহা ঘটিয়াছে, সমস্তই বুঝিলেন ;—নটবরের স্বভাব তাঁহার অবিদিত ছিল না—উঠিয়া অগ্রেই অভয়দান করিলেন ; কহিলেন, "কি হইয়াছে ?"

নটবর ব্যস্তভাবে উত্তর করিলেন, "বন্ধু তোমায় বলিব কি ? আজ আমার পুনর্জন্ম বলিতে হইবে ; বাপ্‌রে" ।—

হংসে। তাই ভাল, তোমার ভাব দেখিয়া আমার বোধ হইয়াছিল, বুঝি 'পূর্ণজন্ম' বলিতে হইবে। একজন্ম শেষ হইলে পর অপর জন্ম আবির্ভাবের পূর্ব্বে একবার যবনিকা পড়ে, এইরূপ রীতি আছে। ভগবানের কাছে বিচার হইতে থাকে ;--ভিতরের সে ব্যাপার চর্ম্মচক্ষের অদৃশ্য ;—এদিকে পৃথিবীতে ততক্ষণ করুণস্বরে ঐক্যতান বাজে। কিন্তু তোমার জন্ম শুভ বড়দিনে হইয়াছে ; অনেক পালা বলিয়া, ঈশ্বর সময় বাঁচাইবার জন্য একযাত্রা যবনিকা রেহাই দিলেন ; না মরিয়াই পুনর্জন্ম হইল ; ভাল ভাল, এমন জন্মতিথিতে বন্ধুবান্ধবে মিষ্টান্নের প্রত্যাশাও করে।

নট। বন্ধু, তুমি সকল বিষয়েই বিদ্রুপ কর ; যে জাতসাপে তাড়া করিয়াছিল, আমি বলিয়া রক্ষা পাইলাম ; তুমি হইলে নিশ্চয়ই আজ প্রাণ দিতে।

হংসে। সাপ্‌কে ?

নট। না, মানুষের ছায়াকে ! আমি মিথ্যা বলিতেছি !

হংসেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, নটবর, তুমি এতরাত্রে তথায় কি করিতে গিয়াছিলে ?"

নট। তাই বলিতেইত তোমাকে ডাকিলাম ; এক জায়গায় যাবে ?

হংসে। কোথায় ? সজনীর কক্ষে, একেলা যাইতে পার না ? দাঁড়াতে হবে ?

নট। যাও ত বল ; অনেক মজা দেখিতে পাবে। তুমি ঘুমন্ত দেখে,' আমি একাকী যাইতেছিলাম ; কিন্তু পথে মনে হ'ল, বন্ধুকে রাখিয়া কোন ভাল দৃশ্য উপভোগে সুখ নাই ; তাই ফিরিয়া আসিয়া তোমায় জাগাইলাম , সাপ্ টাপ্ সব মিথ্যা।

হংসে। তবে এত হাঁপ্ ছাড়িতেছ কেন? স্নেহরজ্জুর আকর্ষণে গলদেশে কি ফাঁস লাগিয়া গিয়াছিল? এত ঘন ঘন নিশ্বাস বায়ু বহিবার কারণ কি?

নট। এখন যাবে কি? বল।

"যাইতে বাধা কি? চল;" বলিয়া হংসেশ্বর নটবরের সঙ্গ লইলেন।

নট। এই এতক্ষণে মানান হল; মানিক জোড় না হ'লে কি কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয়? আমি একেলা ছিলাম, বলিয়া যত গোলোযোগ বাধিয়া ছিল। এখন, আমার মতে চরণদ্বয় কিঞ্চিৎ দ্রুত সঞ্চালিত না হইলে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে লভ্যপ্রাপ্তির কিছুমাত্র আশা নাই। উভয়ে দ্রুতপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইলেন।

নটবর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পূর্ব্বস্মৃতি পুনর্জাগরিত করিলেন; কহিলেন, "বন্ধু, সেদিন তুমি আমার প্রতি কিছু বিরক্ত হইয়াছিলে, আমি বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু আমার মন তখন কি একপ্রকার ছিল, তত সাবধান হইতে পারি নাই।"

হংসে। ছিল তৎপ্রকার যেপ্রকার তোমাতে থাকা সম্ভব। এখন ওসব অশ্রাব্য কথায় প্রয়োজন কি? ওসব কথা শুনিলে আমাকে সন্ত্রিস্ত হইবে; ভয়ে ও তোমার মূর্চ্ছা অতি সন্নিকট জানিবে।

নট। বন্ধু, সে কথা নহে, আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি হয়ত মনে করিতে পার; আমি স্বভাবতঃই এমনি মন্দ, অথবা অসৎচরিত্র; কিন্তু তাহা নহে, আমার জীবনী যদি তুমি একবার শুন, না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবে না।

হংসেশ্বর উত্তর করিলেন, "বন্ধু, সে কথা নহে; আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বিধেয় সহ অনৈক্য হওয়ায় উক্ত উদ্দেশ্য বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই। তুমি স্বভাবতঃ মন্দ নহ, তাহা তোমার প্রাণের কবাট্ অসংরুদ্ধ দেখিয়া বুঝিয়াছি। মিচ্ছে আর রাস্তায় গরীবকে কাঁদাবে কেন? তোমার জীবনের যে ভাগটুকু আমি শিক্ষা করিয়াছি, তাহারই উপর অনুমান-যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া আদ্যোপান্ত দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।"

নটবর। বন্ধু, তোমার হনুমান যন্ত্রে মনের ভাব জানিতে পারা যায়

বটে, কিন্তু গুণের ভাব জানা কিপ্রকারে সম্ভব? আমি বলি শুন, যদি কোন স্থানে তোমার বিশ্বাস না হয়; ভ্রমসংশোধন করিয়া দিলে বাধিত হইব। অন্যমনস্কে রাস্তার কষ্ট কতকটা দূর হইতে পারে। শুনিলে হানি কি? ভালমন্দ উভয় লোকেরই জীবন-চরিত হইতে শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে।

হংসে। একথা আমি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি বল; আমি শুনিবই শুনিব।

নটবর গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন, হংসেশ্বরও তাহাতে গাঢ় মনোনিবেশ করিলেন।

প্রথমেই ভূমিকা;—নটবর সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "বন্ধু, শুনিবে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে সায় না দিলে আমার ইতিবৃত্তে তোমার ভাব লাগিল কি না, বুঝিতে পারিব না। সাড়া পাইলে আমার একটা সন্দেহ ঘুচিবে, যে ইহাতে তোমার নিদ্রা আইসে নাই।"

হংসেশ্বর উত্তর করিলেন, "বন্ধু, চলিতে চলিতে নিদ্রা ব্যায়ামের অন্যতম অঙ্গ; অনেকদিন হইতে অভ্যাস না করিলে এ কঠিন ব্রত কাহারও আয়ত্ত হয় না। তোমার ভয় নাই, আমি জাগিয়াই শুনিব।"

নটবর তখন আরম্ভ করিলেন, "ছেলেবেলার কথা শুনিবার আবশ্যক করে না; তাহা তত মনেও নাই!"

হংসে। না কাজ নাই; সে মান্ধাতার আমলে কি হইয়াছিল, শুনিয়া লাভ কি? একবারেই কোন রূপসীহরণের পালা আরম্ভ হউক; নীরস অংশ বাদ্ না দিলে কোন জীবনচরিতই ভাল লোকে পড়িতে চাহে না।

নট। তাহাই হইবে; কিন্তু শৈশবের দুই একটী ঘটনা এইমাত্র মনোমন্দিরে সমুদিত হইল; শুনিবে কি?

হংসে। বল।

নট। দিদি-মা গল্প করিয়াছিলেন, যে আমি যখন গর্ভে ছিলাম, মার বামচক্ষু নিরন্তর স্পন্দিত হইত; তিনি প্রায়ই স্বপ্নে দেখিতেন, যে, চতুর্ভুজ ত্রিনেত্র কোন মহাপুরুষ শাপভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার জঠোরে আশ্রয় লইতেছেন। মূর্ত্তি নবজলধরশ্যাম; কান্তি ও তদ্রূপ; দক্ষিণদিকের একহস্তে বৃহৎ

ধূমপান যন্ত্র, আর হস্তে গঞ্জিকার শীষ; বামদিকের উপরি হস্তে দূরবীক্ষণ ও নিম্নহস্তে ললনার কেশাকর্ষণ করিয়া আছেন।) কতলোকে কতপ্রকার ভাবিল; কেহ কেহ বলিল, 'অবতার'; বৃদ্ধেরা 'নূতন কর বসিবে' বলিয়া ধার্য্য করিলেন; ফলে তাহাই ঘটিল। অবনীতে অবতীর্ণ হইবামাত্র, লোকে দেখিল, কোম্পানি বাহাদুর গাঁজা একচেটিয়া করিয়া লইলেন; স্থানীয় জমীদার তাহাতে ক্রোধে অন্ধ হইয়া, প্রজাদিগকে তাঁহার দুই হস্ত কাটিয়া দিবার অনুমতী দিলেন; প্রজারা কিন্তু, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে; আমার তৃতীয় চক্ষুটী পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া লইল; এখনও তাহার চিহ্ন মিলায় নাই; এই দেখ," বলিয়া নটবর ললাটের মনসারস চিহ্নিত দাগ এবং উভয়স্কন্ধের অস্ত্র পরিচালিত ক্ষত ও স্ফোটকাবশেষ দেখাইয়া দিলেন। দাগ দেখিয়া হংসেশ্বর আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন, "বন্ধু, তোমার গল্প শুনিতে শুনিতে আমার বাল্যকালে শ্রুত সেই রাক্ষসীদের কথা মনে পড়িল। রাক্ষসীরা 'নিকটে শীকার করিতে যাই' বলিলে দূরে যাইত; এবং 'দূরে যাই' বলিলে অদূরেই থাকিত—তোমারও তাই। তুমি গল্পের প্রারম্ভে বলিয়াছিলে, 'না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবে না'; বোধহয়; সেইজন্য আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

নটবর গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "তুমি কাঁদিতে অসম্মত বলিয়া আমাকে গল্প হাস্যোদ্দীপক করিয়া বলিতে হইতেছে।"

হংসে। তারপর।

নট। তারপর প্রাণবিনাশের চেষ্টা; আমাকে বাঁচাইবার জন্য পিতা মাতা দিদিমার সহিত মাতুলালয়ে নির্ব্বাসিত করিলেন; আমি দিন দিন কালাচাঁদের মত গোকুলে বাড়িতে লাগিলাম। দিদিমা আমায় শশীকলার ন্যায় সত্বর বৃদ্ধি দেখিয়া যারপরনাই সুখী; কত আদর করিতেন! বলিয়াই গালভরা হাসি হাসিয়া ফেলিলেন।

হংসে। ইস্, ভরা কালবৈশাখী! জল নাই, কেবলই বিজলী! এত হাসি কিসের, হে বাপু? ব্যাপারখানা কি?

নট। এই যে, আমি বিবাহের কথা না বলিলে কিছুতেই ঘুমাইতাম না; (হাসি-না!) তাই তিনি আদর করিয়া আমাকে ঘুম পাড়াইতেন,

"নুটুর বিয়ে হবে হক্কমালা দেশে' ;—'হক্কমালা দেশ'—সে কোথা, ভাই ? তা'হলে যাওয়া যায় সেখানে,—হি হি হি হি ; সে দেশে কি এত ক'নে আছে হে ?

হংসে। দক্ষিণ-রাজ্যে ; দুদিন পরে সকলকেই যেতে হবে ; উতলা হবার আবশ্যক করে না। যেদিন থেকে অঙ্কুর ; হায় হায় ! ফুটিবার হইলে এতদিন কখনও মুকুল থাকিত না। ঝরিবার সময় আসিল !

নট। অঙ্কুর কি, বন্ধু ; তখনই বলিব কি, অনূঢ়া দেখিলে স্বয়ম্বরা হইবার ইচ্ছা হইত ; পূর্ব্বস্মৃতি ছিল কি না ? সমস্তই বুঝিতে পারিতাম।

হংসে। হাঁ হাঁ, যাউক, তারপর ?

নট। তারপর প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাই ; শিক্ষকেরা সকলেই আমার উপর সন্তুষ্ট ; আমি সমপাঠীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বালক ; ছেলেরা গোলমাল করিলে আমাকেই নাম লিখিবার ভার হইত। এইরূপে সুখের কৈশোর কাটিয়া গেল

হংসে। তারপর ? কেমন সায় দেওয়া হচ্ছেত ?

নট। বেশ হচ্ছে। তারপরেই এই মদমত্ত যৌবন। বর্ষার প্লাবন পীড়নে ধরা যথা, তেমতি আশাবাতের মৃদুমন্দ হিল্লোলে আমার হৃৎসরসীর আত্মারামকমল দিবারাত্র টলমল করে। কূলে কি ভুলে, পারে ধারে, জলে কি স্থলে, দাঁড়াই কোথায়, ভাবিয়াই পাই না। নূতন নূতন কত বিবাহের সম্বন্ধ আসে, তাহারা দেখিয়া শুনিয়া 'সংবাদ দিব' বলিয়া চলিয়া যায়, আর ফেরে না ; ছার কপালে কলসী হেলে দোলে, কিন্তু ডুবে না। একে একে সব সম্বন্ধগুলি পণ্ড হইলে দিদিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আশ্বাস দিলেন, 'এখনও বিয়ের ফুল ফুটে নাই !' কতলোকের ভাগ্যে কত শেফালি, জুঁই বেলা ফুটিল, আমার পোড়া অদৃষ্টে, না জানি, কি গাবভেরেণ্ডাই ফুটিবে,'আর তাহার জন্য এত অপেক্ষা ! যাহারা ভাল ছিল, বিলি হয়ে গেল, আমার কপালেই বাছ পড়িল। এইরূপে সুখে দুখে দিন একপ্রকারে যায় ; রাত্র হইলে স্বপ্নে পরীঠাকুরাণীরা আসিয়া যৎপরোনাস্তি জ্বালাতন করেন। সকলই সহ্য করি ; কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

হংসে। তুমি বুঝিতে পার নাই, কারণ আছে; আমি কিন্তু বুঝিয়াছি; ঐ যে স্বপ্নে যিনি পরী, আমার বোধহয়, তিনি জীয়ন্তে জলেশ্বরী; তুমি ঘুমের ঘোরে থাক, অতটা ঠাওর পাওনা।

নটবর গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "সজনী নহে, অনতিবিলম্বেই তাহা বুঝিতে পারিবে। আমি গভীর তত্ত্ব এইবার তোমার কাছে প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। এইরূপে কিছুদিন যায়; চিকিৎসকেরা সকলে মিলিয়া ভয় দেখাইলেন, 'ফুস্‌ফুসে রক্তের লেশ মাত্র নাই;' শিক্ষকেরাও রাত্রিজাগরণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

হংসে। কাজে কাজেই. তাঁহারাত জানেন না যে, ছাত্রের পেটের ভিতরে বুল্‌বুলির বাসা হইয়াছে! ব'লে যাও, ব'লে যাও; এখনও অনেক বাকি। রাস্তা শেষ হইবার মধ্যে সব শুনিতে হইবে।

নট। ক্রমশঃ শরীর শুকাইতে সুরু হইল; চক্ষের কোলেও নীলিমা দেখা দিল।

হংসে। নীলিমা? বোলো না, বোলো না; গায়ে ধুলা দিবে। কালিমা বল, যা ভদ্র লোকের মত হবে; গৌরাঙ্গেই নীলিমা পড়ে; বন্ধু, ঠিকে ভুল হইতেছে যে? খুব টানিয়া বলিলেও তোমার চক্ষে ভুষিমা পর্য্যন্ত চলে।

নট। আচ্ছা ভাই; যা চলে; অচলে দরকার কি? আমি কি দেখিতে এতই কদাকার, বন্ধু?

হংসে। না কুৎসিৎ নহ; তুমি শ্যামবর্ণে মধ্যম গোছের বেশ সুশ্রী; তবে অসঙ্গত কথা বলিলে বলিয়া উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। অসৈরণ সহিতে নারি।

নট। তারপর শুন; এই সময়ে আমি পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য প্রত্যহ সায়াহ্নে ছাদে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতাম।—

হংসে। সায়াহ্নে!

নট। হাঁ, এই সন্ধ্যাবেলা।

হংসে। বুঝিয়াছি।

নট। হঠাৎ একদিন,—শুনে' যেও, বন্ধু,—হঠাৎ কোন একদিন বসিয়া

আছি, নয়ন ফিরাইয়া দেখিলাম, পার্শ্বনিকেতনের কোন চন্দ্রাননা নবীনা একদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন ; কটাক্ষে আমার মন কিরূপ চঞ্চল হইল, বুঝিতেই পার ; পড়া কেবল এদিকে নামমাত্র রাখিয়া সেইদিকেই প্রাণ ঘুড়ির কার্ণেক টলিতে লাগিল। নীরব ভাষায় অনেক কথার প্রসঙ্গ হইল ; কিছু কিছু বুঝা গেল ; কতক বা না বুঝিয়াই উহার রহস্যময় প্রতিক্রিয়া চলিল। রাত্রি হইলে উভয়ে উভয়কেই অনিচ্ছায় ছাড়িতে হইল। যার প্রতি যার টানে মন ! কোন্ চক্ষে কে কারে কখন কি দেখে, বলা যায় না। রাত্রিতে যখন আমি একাকী বহির্বাটীতে শয়ন করিয়া আছি, এলোকেশী সেই রূপসী, অসিহস্তে আসিয়া অকস্মাৎ আমার বাহু ধারণ করিল ; আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম ; সে অভয় দিয়া কহিল, "নিষ্ঠুর ভয় নাই, আমি বধিতে আসি নাই ; বিদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু যদি আমার অভিলাষে অনুমাত্র বাধা দাও, আমি এই দণ্ডে, প্রথমে তোমায়, পরে আপনাকে হত্যা করিয়া লজ্জা নিবারণ করিব।" আমি কি করি ? একে পুরুষ, তাহাতে প্রাণের দায় ; অগত্যা, ক্ষমা কোরো, বন্ধু,—অগত্যাই সম্মত হইলাম। প্রণয় বদ্ধমূল হইল ; নিত্য নিত্যই চতুরালী ; কিন্তু অধিকদিনের জন্য নহে ; সে আমাকে মাঝসাগরে ভাসাইয়া জন্মের মত মহীর মাহাত্ম্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছে ; সেই অবধি, তাহার মূর্ত্তিটী আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক আছে। ভালবাসার নাম করিলে তাহাকেই মনে পড়ে ; প্রত্যহ সন্ধ্যার পর বিরলে তাহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করি। আর সেই অবধিই আমি মনকে স্ফূর্ত্তিতে রাখিবার জন্য আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। ইহাতে আমাকে লম্পটই বল, আর যা' তোমার অভিরুচি হয়, বল ; আমার, কিন্তু, জীবনের এই সংক্ষিপ্তসার।

হংসে। আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বলিবে কি ?

নট। এই তোমার গাত্রস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, প্রাণ থাকিতে মিথ্যা কখনও বলিব না।

হংসে। এই সত্য গল্পটীর শতকরা অনুমান কতহারে কমিসন বাদ দেওয়া যাইতে পারে ?

নটবর গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "তাহার কিছু স্থিরতা নাই, যখন যেরূপ

বাজার দর। আপাততঃ বাজার বিলক্ষণ নরম আছে ; এ সময় ইহার ভিতর সত্যনিরূপণ করিতে হইলে আমাকে, বোধ করি, ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে।”

হংসে। তাইবল, পথে এস ; আমার শুনা ছিল, তুমি মামার পরামর্শে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছ বলিয়া, তোমার নিষ্ঠপিতা অপমানে তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছেন।

নট। মামার কাছে সাধে কি আসিয়াছি, বন্ধু ? মামার মতে, ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে সে যাহাই করুক না, সে ভাল লোক ; আমি এখন যে প্রকার দুষ্কর্ম্ম করি না কেন, মামার মতে আমি এখন আলোকে আসিয়াছি, আমার সাতখুন মাফ্।

হংসে। আপাততঃ এখন কোথায় কি অভিপ্রায়ে যাত্রা হইতেছে ?

নট। বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না। দুনিয়াখানাত তুমি ভেঙ্গেচুরে’ দেখ নাই, ভিতরের কিছুই জানিতে পার নাই। তোমার সেই একব্যঞ্জন ভাত, ভদ্রলোকের তাহা কতদিন ভাল লাগে ?

হংসে। চিরদিনই লাগে, যদি সেই একব্যঞ্জন নিজগুণে গুণগ্রাহীকে তুষ্ট করিতে পারে। এক হবিষান্ন প্রতিদিন আহার করিয়া ঋষিরা যে তেজ ধরিতেন, নবাবেরা প্রত্যহ নূতন নূতন আহার পরিবর্ত্তন করিয়া তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও অধিকারী হইতে পারেন নাই ; বরং নিয়ত ভোগ-সুখে থাকায় অল্পকাল পরেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেন। বসুন্ধরা পরীক্ষার স্থান ; পরীক্ষা দিতে হইলে অগ্রে শিক্ষা করিতে হয়। বল দেখি, যে বালক নিত্য বিদ্যাস্থান পরিবর্ত্তন করে, সে অধিক শিক্ষা করে, কিম্বা যে একস্থানে আদ্যন্ত থাকিয়া পাঠ সম্পূর্ণ করে, সে অধিক কৃতবিদ্য হয় ?

নট। আস্বাদগ্রহণ করিতে গেলে বস্তুগত শিক্ষা অধিক হয় না বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রচুর পরিমাণে লাভ করা যায়। কোন্ শিক্ষকের কিরূপ মুদ্রাদোষ আছে, কে অতিরিক্ত কোপনস্বভাব, কাহার নিকট লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়া থাকে ; কোন্ গুরুর সহিত কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রিয়পাত্র হওয়া যায়, এ সকল শিক্ষার বড় অভাব হয় না।

উভয়ে কথোপকথন করিতে করিতে কথিত চাতরের সম্মুখে আসিয়া

পড়িয়াছেন ; নটবর ইঙ্গিতে হংসেশ্বরকে অশ্বত্থবৃক্ষের শাখায় অধিরোহণ করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হংসেশ্বরকে বলিয়া গেলেন, "বন্ধু, তুমি ততক্ষণ তামাসা দেখ, আমি একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসি।"

হংসেশ্বর "শীঘ্র আসিও" বলিয়া তরু আশ্রয় করিলেন। উঠিয়াই যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। লোমহর্ষনীয় ব্যাপার! যে সমস্ত পুরনারীদিগকে সূর্য্যচন্দ্র দেখিতে পায় না, তাহারা এই প্রাচীর মধ্যে ক্রীড়ায় উন্মত্তা। কাহারও কাহারও বা এত ভাব লাগিয়াছে, যে বস্ত্রভার বহিতেও কুণ্ঠিতা; উলঙ্গ হইয়া দিগম্বরীরা রণে মাতিয়াছেন, হংসেশ্বর ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। নটবর অনর্থক বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া অধীর হইতেছিলেন, এখন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিল তিল করিয়া খুঁজিয়াও সুহৃৎবরের কোথাও সন্ধান পাইলেন না; আনমনে তখন আবাসমুখে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলেন।

এদিকে নটবর হংসেশ্বরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমতঃ দ্বারদেশে লক্ষ্য নিয়োজিত করিলেন; দেখিলেন, প্রেমলতা আসিতেছেন; দেখিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া মশান অতিক্রম করতঃ ঝিলের তীরস্থিত ডিঙ্গায় উঠিয়া নিঃশব্দে বালার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে গজগমনে লতাও তথায় আসিয়া উপনীতা হইলেন। নটবরকে ডিঙ্গায় দেখিয়া তরুণী সহসা শিহরিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন, একাকিনী আসিতে ভয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আমার একাকিনী আসা ছিল ভাল। প্রেমলতাকে হঠাৎ স্তম্ভিতা ও নিশ্চেষ্টা দেখিয়া নটবর বিকট হাস্য করিয়া কৃত্রিমস্বরে কহিলেন, "কেও বিদ্যাধরী নাকি? আমাকে চিনিতে পার? আমরা জানি, কেবল আমরাই নিশাচর, তোমাদেরও দেখ্‌ছি, রাতবেড়ান রোগ জন্মেছে;—

বারে বারে যাদু ধান খেয়ে যাও।
এবারে দেখিত কি ক'রে পলাও॥"

প্রেমলতা বুদ্ধিমতী ; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এসময় ক্রোধ প্রকাশ করিলে দুর্ব্বৃত্ত নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করাইতে পারে। মূর্খ চিরদিনই মূর্খ ; তাহাকে বঞ্চনা করিতে হইলে কিঞ্চিৎ তোষামোদের আবশ্যক করে। ঝাড়ুদারকে 'জমাদার' সম্ভাষণ করিলে তাহার উচ্ছ্বলিত হর্ষপারাবার সম্ভাষণকারীর বিস্তর উপকার সাধন করিয়া দেয়। প্রকাশ্যে হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তুমিত আছ ; এমন বীরদাদা থাকিতে পার হইবার ভাবনা ?"

নট। দাদা, টাদা ওসব সম্পর্ক চলিবে না। রক্তের সঙ্গে খোঁজ নাই, গ্রামসম্পর্কে পিসামহাশয় ; দাদা আবার কে ? ত্বরায় আইস, নতুবা ডিঙ্গা ছাড়িয়া দিই।

"আমার জন্যই এতক্ষণ ছিল, তবে আর উঠিতে বাধা কি ?" বলিয়া লতা উঠিয়া ডিঙ্গার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন ; নটবর হাল বাহিতে আরম্ভ করিলেন। তরি অল্পে অল্পে মাঝঝিলের সমীপবর্ত্তী হইল ; প্রেমলতা উৎকণ্ঠার সহিত দেখিলেন, নটবর হালটানা বন্ধ করিয়াছেন ; নৌকা পূর্ব্ববেগহেতু মৃদুমন্দগতিতে ধীরে ধীরে চলিতেছে। দুরভিসন্ধির অবসর আসন্ন স্থির করিয়া যুবতী আত্মরক্ষার নিমিত্ত বদ্ধপরিকরা হইলেন। নটবর হাল ছাড়িয়া প্রেমলতার পাশ ঘেঁসিয়া বসিতে গেলেন ; লতা জনান্তিকে বলিলেন, "গতিক ভাল নহে—

কুমনের কুটিল গতি, ঘুনিয়ে পাশে বসে,
অল্পে অল্পে দখল লয়, দহে মজায় শেষে।'

কাজ নাই সরিয়া বসি।" বলিয়াই সরিয়া বসিলেন। নটবর রহস্য করিয়া উত্তর দিলেন, "ভয় কি ?

এগিয়ে এস, ধনি———,
তোমায় নাড়্‌বও না, তাড়্‌বও না, কেবল হের্‌ব রূপের খনি॥"

লতা চমকিতা হইয়া কর উন্মুক্ত করতঃ নটবরকে বলিলেন, "পাপি," তোমার এইসকল দুরভিপ্রায় একজন দেখিতেছেন, তা' জান ?

নটবর মনে করিলেন, প্রেমলতা হংসেশ্বরের কথা বলিতেছেন ; কহি-

লেন, "পুণ্যবতি, তুমি যাহার কথা উল্লেখ করিতেছ, তাহার চক্ষে আমি ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছি, তা' জান ?

লতা। তোমার মত ছাগলের তাহাও অসাধ্য নহে।

নট। কাহার কথা বলিতেছ ? কোথায় সে ?

লতা। মাথার উপর।—

নট। থামে দেও; ওসব বাজে কথা শুনিবার এখন সময় নহে। বড় লোকের কথা ছেড়ে' দাও; সুদূর আকাশের একপ্রান্তে বসিয়া আহারান্তে আলবোলায় মুখ লাগাইয়া আরামে আছেন; এই শিশিরে ভিজিয়া ভিজিয়া তোমার আমার আলাপচারী শুনিবার জন্য তাঁহারত ঘুম হয় নাই। দুদিনের জন্য এসেছ; হেসে' খেলে' চলে যাও না, ভাই! যৌবন গেলে কি আর ফিরিবে। তুমি অবোধ স্ত্রীজাতি; তাই পরের কথা শুনিয়া আপনার সুখে আপনি কণ্টক হইতেছ।

লতা। আচ্ছা, নিরাশ্রয়া পাইয়া বিজনে অবলার সতীত্ব নষ্ট করা কি পুরুষের ধর্ম্ম ?

নটবর ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিলেন, "ইহার ভিতর ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই; কেবলই সুখ দুঃখের কথা। সতীত্ব নষ্ট হইবে, কে বলিল ? সতীত্ব অটুট্ থাকিবে; চরিত্রের ফর্দ্দে কেবল একটী সংখ্যার বৃদ্ধি হইবে মাত্র; তাহাতে কিছু যায় আসে না। তোমাদের অনুকম্পায় দেশে যেরূপ সতীত্বের আদর বাড়িতেছে, কিছুকাল পরে উহার ব্যাখ্যা করিতে অভিধানের আবশ্যক হইবে। আরও বলি, যে তেজে দেশমাতা সমগ্রজগতে চির-আদৃতা ছিলেন, দুদিন পরে তোমার আমার মত সতীরাই সেই মান বজায় রাখিবে, স্থির জানিও। তবে আর কেন, লক্ষ্মি, যখন সবই শেষে সেই হবে, দিন থাকিতে আমরা কেন উপবাস করিয়া মরি, আমরাই কেন আগে নাম কিনি, এসনা ?"

লতা কুপিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "হইবে না কেন ? পুরাকালে ধর্ম্ম স্বয়ং নারীধর্ম্ম রক্ষা করিতেন; চরিত্ররক্ষক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে দেবেন্দ্রকেও শাপ দিতে ভীত হন নাই। এখন আর সেদিন নাই। এখন তোমার মত কুলাঙ্গারদিগের গলায় সেই অমূল্য হার অর্পণ করা হইয়াছে। বেণুবনে

মুক্তা পড়িয়াছে; যে ব্যবহার জানে না, তাহার নিকটে মতির মালার কিরূপ আদর হয়, বুঝিতে পার। সকলই সময়ের মহিমা; তোমায় কি বলিব।

নট। বেশী গোলমাল করিও না, বলিতেছি; তুমি যেখানে আছ, সেখানে জল কত গভীর, জান?

লতার ভয় হইল, পাপিষ্ঠের অসাধ্য কিছুই নাই; ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "জানি"।

নট। কত বল দেখি।

লতা। মাঝখানের চেয়ে কিছু কম।

নট। আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ?

লতা। তুমি যেমন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি মাপিয়াছি?

নট। চুপ করিয়া থাক, আমার মন্তব্যে যদি কিছুমাত্র বাধা দাও, কিম্বা চীৎকার কর, নৌকা হইতে ফেলিয়া দিব। পাতাল সমান গভীর; ঘুরিতে ঘুরিতে অস্থই জলের নীচে গিয়া পড়িবে।

লতা। পড়ি পড়িব, মরিব; তবু প্রাণ থাকিতে তোমার মতে ফিরিব না।

নটবর সজোরে প্রেমলতার হস্ত ধরিয়া টানিলেন; লতা উপায়ান্তর না দেখিয়া হস্তে সজোরে দংশন করিলেন; দুরাত্মাকে তাহাতেই ছাড়িতে হইল। তখন বালা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া জলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। সমতা বিচলিত হওয়ায় নটবরও এদিকে নিম্নমুখ হইয়া পড়িয়া গেলেন; ডিঙ্গা আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে পড়িল। বহুকষ্টে যুবক ডুব দিয়া তাহা হইতে নিস্কৃতি পাইলেন; এবং ক্রোধে অধীর হইয়া আপন মনে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। প্রেমলতা সাঁতার জানিতেন, অগ্রেই তীরে উঠিলেন, উঠিয়াই প্রাণপণে গৃহমুখে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। একে অনভ্যস্ততা, তাহাতে যৌবনের পরিপুষ্টতার ভারে বালা দৌড়িতে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। মেদিনীকে সময়ে সময়ে যে সমস্ত দৌড় ঝাঁপ সহ্য করিতে হয়, তৎসঙ্গে তুলনা করিলে লতার এ উদ্যম বেলেখেলা মাত্র। বসনে গাছকোমর বাঁধা; তাহা ধাবমানকালে জানুর উপরি উত্তোলিত হওয়াতে সুগো

পদযুগলের নিক্ষেপবিন্যাস দেখিতে মনোরম হইতেছিল। প্রতিদমকে জঙ্ঘা, নিতম্ব ও পয়োধরযুগ কাঁপিয়া কাঁপিয়া বেগ নিরূপণের তাল মান নির্ণয় করিয়া দিতেছিল; কিন্তু দ্রুতগমনের পক্ষে তাহা এক প্রতিবন্ধক। অধিক দূর না যাইতে যাইতেই লতা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা হইয়া পড়িলেন; কিন্তু পশ্চাতে নটবর আসিতেছেন, দেখিয়া বৃথা আর একবার গতি দ্রুততর করিবার চেষ্টা পাইলেন। কবরী সঞ্চালিত হওয়াতে এলাইয়া পৃষ্ঠদেশে আঘাতিত হইতে লাগিল; ললনার ললিতা কায়া কঠিনগ্রন্থি যুবকের নিকট পরাস্ত হইল; যমদূতের ন্যায় নটবর পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলপূর্ব্বক বেণী আকর্ষণ করিলেন; যুবতী সমতা বিচ্যুতা হইয়া উন্মূলিত শাখীর ন্যায় ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গে নিপতিতা হইলেন। পড়িয়া যাওয়াতে নটবরের মহাভয় হইল। জানু, ভুজদ্বয় ও কোমল অঙ্গ সমূহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইতেছে; পরিধান আর্দ্রবসন স্থানে স্থানে ছিড়িয়া গিয়াছে; আঘাতকারীর পদতলে পড়িয়া মাতুলের মহা আদরের লতা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন, এইবার বোধহয়, মামার অন্ন উঠিল; নটবর সসম্ভ্রমে প্রেমলতাকে উঠাইতে গেলেন। প্রেমলতা, কিন্তু, দুরভিসন্ধি মনে করিয়া কাতরে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। নটবর তখন কৃত্রিম আদর করিয়া কহিলেন, "লতে তুমি পড়িয়া যাওয়াতে আমার যে কি কষ্ট হইয়াছে, তাহা আমিই জানি; তোমার উপর বলপ্রয়োগ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কেবল পূর্ব্বে তোমার কাছে মনের ভাব খুলিয়াছিলাম বলিয়া আমার এই মতিচ্ছন্ন হইল। তুমি কত সময়ে আমার কত উপকার করিয়াছ; তোমাকে নিঃসহায় দেখিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, এইরূপে কষ্ট দেওয়া আমার অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে। যে কোন প্রকারে হউক, আমার নিকট দোষী হইয়া থাকিলে লজ্জায় জনসমীপে আমার এই ধৃষ্টতার কথা প্রকাশ করিতে পারিবে না, মনে করিয়া আমি বলাৎকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম; এখন যদি অনুগ্রহ করিয়া এসকল বৃত্তান্ত গোপন কর, আমি সচ্ছন্দচিত্তে তোমায় অব্যাহতি দিই; বলত, বাটী পর্য্যন্ত রাখিয়া আসি। তোমায় যেমন কষ্ট দিয়াছি, তেমনি তোমার একটী উপকারও করিব। তোমার গহনাগুলি সমস্তই আদায় করিয়া দিব।"

প্রেমলতা আরও ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; বদনখানি নয়নজলে ভাসিয়া গিয়াছে; অর্দ্ধস্ফুট-ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "গহনা উহারা সমস্ত লইয়াছে; ফাঁকি দেয় নাই, আমি নিজেই দিয়াছি। যাহার জন্য আমি অলঙ্কার খুলিয়া দিয়াছিলাম, তাহা যখন পাইলাম না, তখন অলঙ্কার আমি আর পরিব না। তোমার আবশ্যক থাকে. লইও। আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি শপথ করিতেছি, একথা পশুপক্ষী পর্য্যন্ত জানিবে না; বরং তুমি রক্ষা করিলে, এই উপকারে তোমার কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব। মা মঙ্গলচণ্ডী তোমার মঙ্গল করুন।

নট। স্ত্রীলোক হইলেও তোমার কথায় আমি যথেষ্ট প্রত্যয় করি। মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ভুলিয়া এত বহুমূল্য অলঙ্কার অনায়াসে বিসর্জ্জন করিলে! যদি আমাকে বলিতে, আমি আমার ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ দিতাম, য়ুরোপীয়ারা উহার দ্বারা আপনাদের কতপ্রকার মন্তব্য সাধন করে। বিজ্ঞানে না হয় কি? তন্ত্র মন্ত্র কেবল বাতুলের প্রবোধমাত্র।

"সাক্ষাৎ শেষ হইল কি?" বলিয়া একব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে তথায় অনধিকারপ্রবেশ করিলেন। পাঠকের মনে আছে, "একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসি," বলিয়া নটবর চলিয়া গিয়াছিলেন।

উভয়েই চমকিত হইয়া পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন, পরিচিত ব্যক্তি—হংসেশ্বর।

হংসেশ্বর অন্বেষণে বিফলমনোরথ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ গৃহসন্নিধানে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন; পথে দূর হইতে বন্ধুকে প্রেমলতার পার্শ্বে দেখিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে গুপ্তভাবে কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। নটবর এসময়ে তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন; অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "প্রেমলতা বড় পড়িয়া গিয়াছে, আমি আসিয়া তুলিলাম। আহাহা! বড় লেগেছে; আমার প্রাণে বড় বেজেছে।"

হংসেশ্বর পরিহাস করিয়া কহিলেন, "আহাহা বাজিবেইত, কোমল-প্রাণ! ব্যথার ব্যথী না হইলে একথা কে বলিবে? সময়ে যুটিয়াছ যে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। তবে দুঃখ এই যে, চুম্বকের আদরই জগতে বজায় রহিল; যুটিঙে ধাতু আকর্ষণ করিতে গিয়াছিল, কৃতকার্য্য হইতে পারিল না"।

নটবর হাসিয়া অনিচ্ছার সহিত উত্তর দিলেন, "না, দুঃখ কিছুরই নাই; যাহা আছে, কেবল অন্নবস্ত্রের। বন্ধু, পার হ'য়ে এলে কি ক'রে?"

হংসেশ্বরকে দেখিয়া লতার নয়ন আবার জলে পরিপূর্ণ হইল। আবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হংসেশ্বর যত জিজ্ঞাসা করেন, বালা কিছুই উত্তর দেন না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। হংসেশ্বর তখন নটবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদে কেন? কি হইয়াছে? এরূপ অবস্থাই বা কেন? কোন অত্যাচার করিয়াছ নাকি?"

নটবর বলিলেন, "না, সে সব কিছু নয়; বোধহয়, অত্যন্ত বেদনা হইয়াছে, সেইজন্য; আসিতে ভয়ে হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়াছিল; আমি পশ্চাতে ছিলাম, দৌড়িয়া আসিয়া তুলিলাম।"

হংসেশ্বর প্রত্যুত্তর করিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না। মর্ম্মে নিদারুণ আঘাত না করিলে কখনই এত কাঁদিত না। লতার সদাই সহাস্য বদন, আমি ইহার পূর্ব্বে উহার চক্ষে কখনও জল দেখি নাই; আজি তোমার কৃপায় তাহাও দেখিতে হইল।"

নট। একটু সামান্য লাগিলেই যাহারা কাঁদে, তাহাদের চক্ষে জল দেখা আশ্চর্য্য কথা কি? তুমি একদেশে থাক, দেখিতে পাওনা; আমি নিত্য না দেখিয়া জলগ্রহণ করি না। ওসব আদুরে মেয়েদের কথা ছেড়ে দাও।

হংসে। এক দফা দুষ্কর্ম্ম, যাহা করিবার, করিলে; আবার মিথ্যা কহিয়া তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছ? নটবর, আমি সমস্তই শুনিয়াছি; এততেও তোমার ধিক্কার হয় নাই, ভাই, আমি বড় দুঃখিত হইলাম। দেখ দেখি, কোমল অঙ্গের কি দশা করিয়াছ! অবলা লজ্জার কথা বলিতে পারিতেছে না।

হংসেশ্বর দেখাইলেন; নটবর অধোবদন হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে ক্রোধপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমি অপরাধী, স্বীকার করি; কিন্তু আমার কি দশা হইয়াছে, দেখ দেখি," বলিয়া হস্ত বাহির করিয়া দেখাইলেন।

হংসেশ্বর দেখিলেন; বলিলেন, "আরোগ্য হইলে আর থাকিবে না। মেয়েমানুষে কামড়াইয়া দিয়াছে, তাহা কোন্ মুখে দেখাইতেছ? লজ্জা করে না?"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নট। মেয়েমানুষের সবই ভাল; জনকতক প্রেমিক জুটিয়াছ, আস্পর্দ্ধা ধাড়াইয়া বাড়াইয়া উহাদের মাথাটা খেলে। অঙ্গ কোমল, যেন পনীর; বদনে পীযূষ; বচনে মধু; আর দন্তরাজ, যিনি অনায়াসে আমার এই গণ্ডারের মত গা ভেদ করিলেন, তিনি কি তুলোর?

হংসে। বোকারাম তুলা হইলে বিঁধিত কি? এমন একটা জিনিষের নাম কর; যাহা কঠিন অথচ মধুর।

নট। কঠিন অথচ মধুর জিনিষ আমার বাপের বয়সেও দেখি নাই। কঠিন অথচ কটু জিনিষের নাম করিতে পারি; যথা—ফটিকারী; মেলে কিনা দেখ; না মেলে নিরুপায়। তুমিত প্রেমিক আছ, একটা নূতন রকমের উপমা আবিষ্কার কর; সাহিত্যসমালোচনায় তোমার নাম পাঠাইয়া দিব।

হংসে। কঠিন অথচ মধুর জিনিষের নাম খুঁজিয়া পাইলে না? কত চাও? শর্দ্দি কাসি হইলে কি খাও?

নট। বচ্।

হংসে। আর কি?

নট। আদা, মরিচ।—

হংসেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মিছরী, মিছরী; ভালটা বুঝি আগে মনে আসে না; মিছরি কঠিন অথচ মিষ্ট।"

নটবর সকরুণস্বরে বলিলেন, "বন্ধু, জলন যদি দংশনাবধি কিঞ্চিৎ ন্যূনতর হইত, তোমার এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারিতাম। কিন্তু বাহু যেরূপ সমভাবে আড়ষ্ট হইয়া আছে, মিছরী ফুটিলে এতটা হইত কিনা, আমার সন্দেহ হইতেছে।"

হংসে। সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া যাইতেছে। সকল বিষয়েরই মতভেদ আছে।

নট। আছে; স্বীকার করি; কিন্তু, বাবা, দুদিক থেকে দুই থাক্ মিছরী জাঁতার মত পিসিয়া গেল, একটু ও মিষ্ট লাগিল না? আমি ছিলাম কোথা? আমিত আর নেশা করি নাই।

হংসে। তুমি নিজেই স্বীকার করিতেছ, তোমার গণ্ডারের মত গা;

গণ্ডারের গায়ে গুলি বিঁধিলে সে টের পায় না; ম ষ্ট আস্বাদন কিপ্রকারে পাইবে?

নট। কিন্তু তিক্ত আস্বাদন ত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেল! জ্বলনেরত কিছু ত্রুটী দেখিলাম না। ইহাতে তুমি কি বলিতে চাও?

হংসে। সময় বিশেষে ফল ভিন্ন ভিন্ন। আপাততঃ রাগে একার্য্য হইয়াছে বলিয়া রক্ত পড়িল; যদি সোহাগে হইত, দেখিতে উহা গলিয়া চলকন্ ক্ষরিত। তুমি জাননা, ইহার ভিতর দ্রব্যগুণ আছে। যে শানিত অস্থিখণ্ড আজি তোমার গায়ে বিঁধিয়াছে বলিয়া রাগ করিতেছ, একসময়ে উহাতে ইন্দুর শরীরে কত রোমাঞ্চ হইয়াছিল, মনে আছে কি? এই কারণেই বলে, প্রেমিক আর অপ্রেমিকে আকাশপাতাল প্রভেদ; তাহার আর এক সূক্ষ্ম প্রমাণ দেখ, টিকি থাকিলে মাথায় বজ্রাঘাত হয় না।

নট। উঃ,—হাত বড় জ্বলিতেছে, বন্ধু, এখন এয়ার্কি ভাল লাগে না। মানে মানে বাড়ী পৌঁছিতে পারিলে হয়।

হংসে কাজেই; যে মানের ভয়!

নটবর মৌনাবলম্বন করিলেন। দুইজনেই চলিতে চলিতে কথোপ-কথন করিতেছিলেন; প্রেমলতা নিঃশব্দে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে-ছিলেন; নাতিবিলম্বে সকলে স্বস্ব ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। হংসেশ্বর নিজগৃহে গমন করিলেন; প্রেমলতা এবং নটবর যথাক্রমে অন্তঃপুরের ও বহির্বাটীর দ্বার দিয়া পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পক্ষে—দ্বিতীয় পক্ষে

-On me exercise not
Thy hatred for this misery befallen;
On me already lost,
Me than thyself more miserable!"
Milton.

বিবাহের পর আদিনাথ যথারীতি তিন চারি মাস অন্তর এক একবার শ্বশুরালয়ে আসিতেন; কিন্তু আসিবার পূর্ব্বে কোন সংবাদ দিতেন না। দুই তিন দিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া ধারা অনুসারে আবার স্বস্থানে চলিয়া যাইতেন। প্রেমলতার চরিত্রের বিষয় তিনি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন; এবং সেইজন্য সেই অবধি অতি বিলম্বে বিলম্বে পদার্পণ করিতেন। অতি ক্ষুণ্ণমনে এবং লজ্জিতভাবে তাঁহাকে কালাতিপাত করিতে দেখিয়া বাটীর পুরাতন দাসীরা সহানুভূতি করিতে আসিত। কত প্রবোধ দিত, কত সান্ত্বনা করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক এক দিনের এক এক রকম সান্ত্বনায় তাঁহার এক এক অঙ্গ ভগ্ন হইয়া যাইত। তাহাদের মতে, জামাই বাবুর মুখভার করিয়া থাকা ভাল নহে। দিদিবাবুর সঙ্গে জামাই বাবুর বয়সে সাজে নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত ত সাজে; তবে জামাই বাবু কি প্রকারে চাকরাণীদিগের সহিত হাস্য পরিহাস না করিয়া থাকেন, ভাবনায় তাহারা সদাই আকুল। বলা বাহুল্য, আদিনাথ যেদিন আসিতেন, তাহারা, (যাহার যাহা আছে) কেহবা তাগা কেহবা তসর প্রভৃতি পরিয়া জামাই বাবুকে পান জল দিতে আসিত; প্রেমলতা আহারাদির কিম্বা কোন বিষয়ের কিছুই দেখিতেন না। শ্বশুরালয়ে আসিলে স্ত্রীর পরিবর্ত্তে দাসীরা তাঁহার পরিচর্য্যা করিত বলিয়া, আদিনাথ যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়িত হইতেন। দাসীরা কিন্তু তাহা বুঝিতে না পারিয়া আসি-

নানাবিধ বাচালতা করিত, নানাপ্রকারে আত্মতা জানাইত; এবং বিরক্ত হইলেও নড়িতে চাহিত না। তাহাদের বিশ্বাস যে, দিদিবাবু বাপের বাড়ী থাকেন, কি ভাবে থাকেন, কি কি করেন, এ সমস্ত সংবাদ জামাই বাবুর কর্ণগত হয় না। অতএব তাঁহাকে ঐ বিষয় জ্ঞাপন করাই সর্ব্বতোভাবে আত্মীয়তার পরিচয়। তাহার পর তাহাদের মুখে বর্ণনা! সামান্য একটুকু দোষ পাইলে তাহাকে বাড়াইয়া, পাঁচটী মিথ্যা অলঙ্কার যোগ করিয়া, তাহার আবার টীকাভাষ্য রচনা দ্বারা এক বৃহৎ প্রবন্ধের সৃষ্টি হইল; জামাই বাবু শুনিয়াই অগ্নিমূর্ত্তি! স্ত্রী সম্মুখে আসিবামাত্র মুখভার, কথা বন্ধ; বিরসবদন দেখিলে নবীনা ভয়ে কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে বাধ্য হন; তাহার পর অন্তরালে কুটুম্বকিঙ্করী ধূমপানের আয়োজন করিতে করিতে উপস্থিত ভয়ের ইতিবৃত্ত বলিয়া পরিশিষ্ট সমাপন করে। বুনিয়াদীপরিচারিকাসংশ্লিষ্ট বাস্তখণ্ডের জামাতাদিগকে এরূপ একটী আধটী ইতিবৃত্ত প্রায়ই শুনিতে হয়। মূর্খেরা বিশ্বাস করে; বিবেচক উপেক্ষা করেন; কিন্তু অবস্থাভেদে কখন কখনও শুনিবার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইতরের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার জ্ঞাতভাবে সমকক্ষ ব্যক্তির দণ্ডবিধান করিলে হীনের প্রশ্রয় এবং মানীর অবমাননা করা হয়; এরূপ প্রশ্রয় পাইলে ইতর ব্যক্তি বারম্বার শ্রেষ্ঠজনকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করে; এবং মানী মর্ম্মাহত হইলে এককালে ভগ্নোদ্যম হইবার সম্ভব। তাহার ফল কিরূপ শোচনীয়, পাঠক, অবধারণ করুন।

আদিনাথ এইপ্রকার জল্পনা দিবারাত্রই শুনিতেন, কিন্তু কখনও কোন কথার উত্তর দিতেন না। তাহার অন্যতম কারণ, তিনি প্রেমলতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; তাহার গুরুতর দোষকেও তিনি দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার চিরবিশ্বাস ছিল যে, নবযৌবনের মাধুরীপূর্ণ ঔৎসুক্য অল্প পরিমাণে চরিতার্থ হইলেই ধিক্কারে বালা পুনর্ম্মুখিকা হইবে, কিন্তু একথা তাঁহার মনে কদাচ স্থান পায় নাই যে, বেগবান্ হৃদয় একবার কৈতবে বিচলিত হইলে অবিনয়ের পৌনঃপুণিক আবৃত্তিতে বিবেক কথঞ্চিৎমাত্রও সঞ্চালিত হয় না। অভ্যস্ত বিদ্যার ন্যায় একের পর আর ব্যতিক্রম উদ্যম ব্যতিরেকে যথাক্রমে নিঃসৃত হইতে থাকে, কেহ তাহার

প্রতিবাদ করে না। স্বভাব অভ্যাসের প্রতিবিম্ব মাত্র; এজন্য অভ্যাস-ঘটিত আচরণে অনুমোদন করিতে তিনিও সমুৎসুক। বাদী কেবল বিবেক; বেচারা যৌবনমদে বিভোর নাস্তিকের নিকট বিকল্পে 'কাপুরুষত্ব' বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং প্রথম প্রথম কতিপয় দিন কার্য্যকারী থাকিয়া পরে আপনা হইতেই জড়ত্ব প্রাপ্ত হন। আদিনাথ বিজ্ঞ হইয়াও এসকল বিষয়ে দারুণ অজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার চিত্ত অতিশয় উদার অথচ উন্নত ছিল, একারণ তিনি কোন বিষয়েরই উচ্চ ব্যতীত নীচভাব গ্রহণ করিতেন না।

অদ্য প্রেমলতা ঔষধ আনয়নার্থ গৃহবহির্গত হইলে দাসীরা পরস্পর মন্ত্রনা করিতে আরম্ভ করিল, 'কি করা কর্ত্তব্য'। জামাই বাবু ত কোন কাজেরই হইল না। বলিয়া বলিয়া জিহ্বা আড়ষ্ট প্রায়, তথাপি দিদি বাবুর গতিরোধ কোন ক্রমেই হয় না। বলা বাহুল্য, গৃহিনীর কাছে এবিষয় উত্থাপন করিতে কাহারও সাহস হয় নাই; কেবল ঠেস্ দিয়া প্রশ্নোত্তর চলিত। কর্ত্রীকে দেখিলে একজন দ্বিতীয়'কে উদ্দেশে কহিত, "ওমা ছিঃ! কি লজ্জার কথা! পাড়ার মধ্যে এই ঢলাঢলি! ভদ্রলোকের ঘরে এসব হইলে, আর আমাদের ছোটলোকের অপরাধ কি? এইরূপ উক্তি প্রায়ই হইত; অবশেষে যখন তাহারা দেখিল যে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী কিছুতেই কর্ণপাত করেন না, তখন পরামর্শ হইল, দিদি বাবুকে ভয় দেখাইয়া কিছু কিছু আদায়ের বন্দোবস্ত করা। প্রেমলতা জানিতেন যে, আদিনাথকে তাহারাই ইন্দুর বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছে; এজন্য তাহাদের প্রতি বিশেষ বিরূপা ছিলেন। চেষ্টা করিলে সকলকেই বহিস্কৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক সে মন্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের সকল কথায় উপেক্ষা করিতে দেখিয়া দাসীরা মনঃখেদে বলিত, "দিদি বাবু, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাক্ড়ার প্রাণ যায়'; তোমাদের সবই ঘরের কথা; মধ্যে থেকে আমরা পর কেন বিথোরে মারা যাই!" প্রেমলতা প্রথম প্রথম অতি সাবধানে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু উহারা আদিনাথকে বলিয়া দিবার পর অনেকটা প্রকাশ্য ভাবেই যথেচ্ছব্যাপারে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন। লোকে বলে, স্পর্দ্ধা দেখা-ইবার জন্য। আমরা বলি, স্বভাবের এইরূপই নিয়ম।

অদ্য, কিন্তু, ভৃত্যারা কৃতনিশ্চয়া হইল। মন্ত্রণা সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু

মার্জ্জারের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবে কে? গৃহিনীকে কে বলিবে? আর কি ভাবেই বা সাজাইয়া বলা যায়? অনেক ভাঁড়াভাঁড়ি; শেষে একমাগী স্বীকৃতা হইল; নিরেট বাঁজা, গতরও আছে, চাকুরি গেলে তাহার ভাবনা নাই; তর্জ্জন করিয়া কহিল, '"উচিত কথা বল্‌ব, বন্ধু বিগড়োয় বিগ্‌ড়োবে; পেটুভরে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়্‌বে;' আমরা গরীব দুঃখী, পয়সার জোরেই পেটের সব কথা চাপি; তা' যখন নাই, তখন কার' গরজ্ যে, ইচ্ছা ক'রে পেট ফাঁপাবে! বাবা, কথা চেপে' চেপে' পেটে গুর্‌ম জন্মে' গেল, এ মনিবের বাড়ী আর থাকিলে উদরীর ব্যায়রাম হইবে; আমি যাব।" বলিয়াই গাত্রোত্থান করিল এবং বেনে খোপা দুই হাতে আরও টেনে' বাঁধিয়া কর্ত্রীকে জাগরিত করিতে প্রস্থান করিল। মাগীদের কলরবে ইতিপূর্ব্বেই আদিনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; জামাই মানুষ, কিছু বলিতে পারেন না, বিরক্তির ভাণ করিয়া নিঃশব্দে শয্যার উপর বসিয়াছিলেন। পাঠক, এই সমস্ত অনাবশ্যকীয় কথায় বৃথা পুস্তকের অঙ্গবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না; এগুলি দেখাইবার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য, যে, এই এত গোলযোগের কারণ, যাঁহার প্রাণে তীক্ষ্ণ শর বিঁধিয়াছে, অর্থাৎ যিনি স্বামী, তিনি নহেন; যাঁহাদের আদরের ধন অপথগামিনী, এবং যাঁহাদের ইহাতে বক্ষ বিদীর্ণ হইবার কথা, অর্থাৎ পিতামাতা, তাঁহারা নহেন; ইহার মূলীভূত কেবল কতকগুলি পোষ্যা নিষ্কর্ম্মা লোক। অসম্পর্কীয়াদিগের অনধিকারচর্চ্চায় ধীমান ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে; কেননা তাহাতে অনিষ্ট ভিন্ন কদাচ ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

সেই রাত্রে পার্শ্বস্থ ঘরে 'মা ঠাক্‌রুণ, মা ঠাক্‌রুণ' শব্দে চীৎকার উঠিতে লাগিল। মা ঠাক্‌রুণ নিদ্রিত অবস্থায় প্রথম ডাক্‌টী শুনিতে পান নাই, দ্বিতীয় ডাকে জাগরিত হইলেন; কিন্তু পাছে নিশিতে ডাকে, এই ভয়ে তিন ডাক্ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন; পঞ্চমবারে উত্তর আসিল, "কি"?

প্রশ্ন। একটু বিশেষ দর্‌কার আছে।

'যাই' বলিয়া মা ঠাক্‌রুণ দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? কি হয়েছে?"

উত্তর। হয়েছে; যা হ'বার! দিদিবাবু কোথায় চলিয়া গিয়াছেন,

জামাই বাবু তাই রাগ করিয়া বিছানায় বসিয়া আছেন, কাহারও সঙ্গে কথা কহেন না।

প্রয়োজন শুনিয়াই মাঠাক্‌রুণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু দাসী পাছে প্রশ্রয় পাইয়া প্রাতে গ্রামময় কলঙ্ক প্রচার করে, এজন্য বাহিরে ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন, "এই! আর কিছু না! তোকে জামাইবাবু কিছু বলেছে নাকি?"

দাসী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ—না।"

কর্ত্রী। তবে তুই শুগে যা। কাল সকলে যা' হয় করিব। সে আমার জ্ঞাতমত্‌ই গিয়াছে।

দাসী স্বগণ্ডে এক চপেটাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। বলিতে বলিতে গেল,, "এরা সব কি গো! মায়ে ঝিয়ে গায়ে গায়ে শোধ দিলে নাকি, অ্যাঁ?"

দাসীকে নিরাকৃতা করিয়া মাতা অকুলসাগর ভাবিতে বসিলেন। কি ব্যাপার! এতদিনের পর মুখে, বুঝি, চুণকালি পড়ে! এত সাধের এত আদরের মেয়ে, তাহারই এই কাজ! ভগবান্ বঞ্চিত করিয়াছিলেন, করিয়াছিলেন! ভালই ছিল; পরের বোঝা সখ করিয়া স্কন্ধে লইয়া আবার এ নরকযন্ত্রনাভোগ কেন? সমর্থ মেয়ে বলিয়া যত সাবধান সাবধান করি, ততই কপাল পুড়ে; এই রাত্রে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! জামাই বা কি বলিবে? আদি অতি ভদ্রলোকের ছেলে, তাই কিছু বলে না; তেমন তেমন ষণ্ডামার্কের হাতে পড়িলে আজ শত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত। লতারই বা দোষ দিব কি? অমন সোণার প্রতিমা এক বুড় বরে পড়িল! কর্ত্তা পরের বেলা এত নূতন বিধান বাহির করেন, জানিয়া শুনিয়া আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিলেন কেন? হায় হায়, কেবা কার কিবা করে! সকলই সেই ভবিতব্যতা; যাহার অদৃষ্টে যাহা আছে, কে তাহার খণ্ডন করিবে? যাহাই হউক, আদি রাগ করিয়া বসিয়া আছে, দাসী বলিল, একবার তাহার কাছে যাওয়া উচিত; কিন্তু আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করে না; পোড়াকপালী মুখ পুড়াইয়া দিয়াছে। সুধু সুধু কেন এমন হইল? মা শুভচণ্ডী তাহার সুমতি দিউন, আমি ষোল আনা পূজা তুলিয়া রাখিব। কোথা হইতে কি করিয়া বসিল, শেষ যত কর্ম্মভোগ আমা

রই, 'যে যা করে আপনার, দোষ করিলেই বাপ মার ; আছেইত, যাই আস্তে আস্তে।

শ্বশ্রুঠাকুরাণী ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় কাঁপিতে কাঁপিতে জামাতৃপ্রকোষ্ঠে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; দ্বারদেশে পৌঁছিয়া ক্ষণেক ভাবিলেন, ভিতরে কি বলিয়া প্রবেশ করি। দাসীদিগকে ডাকিলে উহারা সকল কথা শুনিবে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কন্যা দোষ করিয়াছে, জামাতাকে কত করিয়া হাতে ধরিয়া বুঝাইতে হইবে ; কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে ; কতবার ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে ; সে সকল অবমানসূচক দৃশ্য হীনাকে দেখাইয়া হাস্যাস্পদ হইবার আবশ্যক করে না। এই স্থির করিয়া দ্বারের নিকটে গিয়া প্রথমেই 'লতা,' 'লতা' বলিয়া দুইবার ডাকিলেন। দ্বার উন্মুক্ত ছিল, করস্পর্শ হইবামাত্র খুলিয়া গেল। আদিনাথ শ্বশ্রুঠাকুরাণীকে আগতা দেখিয়া সসম্ভ্রমে শয্যা ত্যাগ করিয়া নীম্নে দাঁড়াইলেন ; এবং মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "লতা এখানে নাই।"

শ্বশ্রু ও কথা পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা তুমি এখনও ঘুমাও নাই ? কিছু অসুখ বোধ হইয়াছে নাকি ?"

আদি। আজ্ঞা, না ; দাসীরা কলরব করিতেছিল, তাহাতেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

শ্বশ্রু। এত রাত্রে কলরব কিসের ?

আদি। উহারা বলাবলি করিতেছে যে, লতা কোথায় গিয়াছে। ভগবান জানেন, কি হইয়াছে ; তাহারই গোলমাল।

গৃহিণী স্তম্ভিতা হইলেন ; ভাবিলেন, সমস্তই এই দাসীবেটীদিগের কাজ ; উহাদিগকে প্রাতে ইহার সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। প্রকাশ্যে কহিলেন, "সে রাত্রে তোমার কাছে থাকে না ?"

আদি। বিবাহ হইয়া অবধি প্রথম প্রথম কিছুদিন থাকিত ; তাহার পর আর দেখি নাই।

শ্বশ্রু। সে কোথায় থাকে, তাহার তুমি তত্ত্ব লওনা কেন ?

আদি। সে আমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে চায় না ; জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "আমি অন্য ঘরে থাকিব।" আমি জানি, তাহাই থাকে।

শ্বশ্রু। তুমি সে কথা আমায় বল নাই কেন? আমি দুষ্টাকে. শাসিত করিয়া দিতাম, যাহাতে আর না অবাধ্য হয়।

আদি। বলিয়া আর কি করিব? আপনার কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি, আপনিই করি; বৃথা আর গুরুজনের মনোকষ্টের কারণ হইব কেন?

শ্বশ্রু। কেন, বাবা, কিছু হইয়াছে কি?

আদি। বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিলে যাহা হয়, তাহাই ঘটিয়াছে; স্বভাবে দোষ ধরিয়াছে।

উভয়েই ক্ষণকাল নীরব।

শ্বশ্রু তখন বাষ্পগদগদস্বরে আপনভাবে কহিতে লাগিলেন, "নারায়ণ কি শুনি! এসব হইবার আগে আমি কেন মরিলাম না? ছি ছি! কি ঘৃণার কথা!"

আদিনাথ তখন শ্বশ্রুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, স্থির হউন আপনি অধীরা হইবেন না। এইজন্য আমি আপনাকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি নাই।"

শ্বশ্রু। কতদিন হইল এরূপ হইয়াছে, জান?

আদি। ঠিক্ জানি না, কিন্তু ভাবগতিকে বোধহয়, অনেকদিন হইয়াছে

শ্বশ্রু। এমন স্বামী! তাহার মনে কষ্ট দিলি, পোড়াকপালি? ইহকাল পরকাল দুইই খেলি! কুলে কালি দিলি, সমাজে কালি দিলি! এত যত্নে পালি, তবু কেন এমন হলি?

আদি। সঙ্গদোষ, মা; সঙ্গদোষে না হয় কি?

শ্বশ্রু। সঙ্গদোষে কি করিতে পারে, বাবা? আমি আপনি যদি ভাল হই, কেহ কি আমায় মন্দ করিতে পারে? সকলই নিজের দোষ।

আদি। আপনি জানেন না, মা; সঙ্গদোষে গ্রামনষ্ট; সামান্য বালিক নষ্ট হইবে, আশ্চর্য্য কি?

শ্বশ্রু। তবে এখন কি করিলে এই সঙ্গদোষ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে? কি হইলে স্বভাব শুধ্‌রাইয়া যায়; না হয়, তাহাই করি।

আদি। সময় হইলে আপনিই সারিবে; নতুবা কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না। আদিনাথ তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মা, মানবপ্রকৃতি

ঈশ্বরের আদর্শে গঠিতা, স্বতঃই কুপথগামিনী হয় না। যতদিন কুসংসর্গ স্বভাবকে দোষিত না করে, ততদিন মনুষ্যের কার্য্যকলাপগুলি ঈশ্বরের অনুমোদিত, জানিবেন। কলঙ্ক স্পর্শ করিবামাত্র নরচরিত্র 'দেব' ও 'পশু' এই দুই প্রকৃতিতে বিভক্ত হয়। দিনে দিনে কার্য্যসূত্রে পশুপ্রকৃতি যতই প্রশ্রয় পাইতে থাকে, দেবপ্রকৃতি অর্থাৎ ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্য শরীর হইতে ক্রমে অপসরণ করে; অবশেষে প্রৌঢ়বয়সে উহার অংশ এতই ক্ষীণ হইয়া আইসে যে, পশুত্বে বিলীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন পরিতাপ উপস্থিত হয়; আত্মা হৃদয়ে জাগরুক হইয়া হৃত পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের জন্য শরীরকে উৎসাহিত করিতে থাকে; এবং ফলে জীব বার্দ্ধক্যে আবার সাধনার জন্য প্রস্তুত হয়। অপূত দেহে মন্ত্রাশ্রয় ব্যতীত পুণ্যার্জ্জন হয় না; সরলতা বিনিময়ে প্রজ্ঞান তখন ব্রহ্মের সেতু হন; এবং বহুকষ্টের পর সাধক ভক্তিভেলায় ভবার্ণব অতিক্রম করে; এই জীবধর্ম্ম।

শ্বশ্রু। বুঝিলাম; কিন্তু লতার কথা মনে হইলে আমার শরীরে কিছু থাকে না। যন্ত্রনায় বুক ধড়ফড় করে; কি হইবে, ভগবান জানেন।

আদি। লতা এখন অল্পমতি। কৈশোরের চাপল্য তাহার মনকে ক্ষণে ক্ষণে নাচাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে দেয় না; যখন একটুকু গাম্ভীর্য্য জন্মিবে, বুঝিবে, আপনা হইতেই নিরস্ত হইবে। আমার মতে এবিষয়ে তাহারও বিশেষ কোন দোষ নাই; বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈশ্বরের নিয়মে যুবতী যুবককেই বরণ করিবে। উভয়ের চাঞ্চল্য উভয়ের মনকে পরিতৃপ্ত করিবে। একের দোষ অন্যের গুণে প্রতিবিম্বিত হইয়া গুণেই পরিণত হইবে। তবে এ সংসার 'সুখের আকর' বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। আমি লতার পিতার বয়োজ্যেষ্ঠ; আমার সহিত বিবাহ দেওয়া সমাজবিরুদ্ধ না হউক, প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। এ বয়সে কোথায় জপতপে দিনপাত করিব, না, বালক সাজিয়া আবার বালিকাকে ভুলাইতে হইতেছে। পিতার অদূরদর্শিতাই কন্যার পরিণাম শোচনীয় হইবার কারণ; নিতাই বাবুর ও ার্থপরতার বিষময় ফল এতদিনে ফলিতে চলিল। যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে াখিবেন ভাবিয়া তিনি আমার ন্যায় স্থবিরের হস্তে বালিকার ইহকাল পর- ালের ভার অর্পণ করিলেন। হীনবল আমি সে গুরুভারবহনে পরাঙ্মুখ

দেখিয়া বালা অনন্যোপায়া হইয়া অনাথিনীর ন্যায় আত্মবর খুঁজিয়া লইল। কুলবালা ভ্রষ্টা হইল; প্রগল্‌ভতার আর ইহা অপেক্ষা কি উচিত দণ্ড হইতে পারে? সে নির্দ্দোষী।'

শ্বশ্রু। তোমার কাছে যেন সে নির্দ্দোষী বলিয়া নিস্কৃতি পাইল! কিন্তু ভগবানের কাছে অব্যাহতি পাইবে, কিপ্রকারে? তিনি ত ক্ষমা করিবেন না।

আদি। এ সংসারে, মা, নিষ্কলঙ্ক প্রাণী অতীব বিরল। স্বভাবসুন্দর প্রাণীর মোক্ষ অনায়াসলব্ধ ও অবারিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু অবশিষ্ট অসংখ্য পাপাচারীর জন্য ঈশ্বরকে ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেই আপনার লতাও তরিয়া যাইবে। সকলই তাঁহারই খেলা; সদসৎ অসৎ সতের সহিত না মিলিলে সম্পূর্ণ হয় না।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী শুনিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন। যাহার ভয়ে তিনি এতক্ষণ অস্থির হইতেছিলেন, তাহার মুখেই এই কথা! মনে মনে ভাবিলেন, বাবাজী কি অপদার্থ! বৃদ্ধ হইলে বায়াতুরে হয়, তাই কি এসকল বলিল? কিম্বা নিজে স্ত্রীকে বশে রাখিতে পারে না বলিয়া, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। রক্তের একটুকু তেজ থাকিলে, কিন্তু, আজ একটা অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করিত, সন্দেহ নাই। শুভগ্রহ, যে তাহা নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন, "বাবা, অনেক পুণ্য করিয়া তোমার মত গুণের ছেলে পাইয়াছি; আজকালের মত লোকের শরীরে এত ক্ষমা কার? সকলে কি বুঝে? তাহা হইলে পৃথিবীতে কি আর দুঃখ থাকিত? যাহা হউক, আমি এখন আসি, তুমি নিদ্রা যাও; দাসীদিগকে আমি বারণ করিয়া দিতেছি, যেন বিরক্ত না করে।" এই বলিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী বিদায় হইলেন। যাইবার সময় শুনিলেন, নিম্নে দ্বার উদ্‌ঘাটনের শব্দ হইল। গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন, একটি যুবতী প্রবেশ করিল; সঙ্গে একজন পুরুষ, সে বহির্দ্বারের দিকে চলিয়া গেল। তখন চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে; তথাপি পরিচিত মূর্ত্তিকে চিনিতে ... যথেষ্ট। গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন, যুবতী 'প্রেমলতা ... প্রসঙ্গিক যুবক 'নটবর'। সে রাত্রে আর কাহাকেও কিছু বলি... না; কেবল নটবরের উদ্দেশে কহিলেন, "তোমার এই অ...

প্রতিফল যদি আমি কল্য প্রাতে না দিই, তবে আমি ব্রাহ্মণের কন্যাই নহি।” প্রেমলতা উপরে আসিলে পর প্রথমে তাঁহারই সম্মুখে পড়িল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও, লতা ?”

প্রেমলতা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, “হাঁ।”

মাতা কহিলেন, “আচ্ছা ;” এমন ভাবে বলিলেন, যে, প্রেমলতা বুঝিতে পারিল, মাতা অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়াছেন। কিছুই না বলিয়া দুই এক পদ করিয়া অগ্রসর হওতঃ ঘরে প্রবেশ করিলেন ; এবং দ্বার রুদ্ধ করতঃ শয্যায় শয়ন করিলেন। মাতা ও যথাসময়ে স্বস্থানে চলিয়া আসিলেন ; এবং কর্ত্তাকে জাগরিত করতঃ রাত্রের ব্যাপারটী বুঝাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পরদিন প্রাতে মাতা দুহিতার নিদ্রাভঙ্গ করিতে গেলেন ; রাত্রিজাগরণ হেতু পূর্ব্বরাত্রে নিদ্রা হয় নাই, এজন্য লতা কিছুক্ষণ কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তনই করিতে লাগিলেন। গাত্রোত্থান করিতে কিছু কুণ্ঠিতা দেখিয়া জননী যথাসাধ্য তিরস্কার করিলেন ; লতাও মৌনভাবে সমস্ত বাক্যগুলিন হৃদয়ঙ্গম করিলেন। দুহিতার ভাবগতিক দেখিয়া মাতা পূর্ব্ব হইতেই সন্দিগ্ধচিত্তা ছিলেন, কিন্তু বিশেষ তত্ত্ব কিছুই অবগত হন নাই। রাত্রে নটবরকে সঙ্গে দেখিয়া তিনি উহার উপরই সমস্ত সংশয়ারোপ করিতে যত্নবতী হইলেন ; এবং দুই একবার ভগ্নস্বরে কহিলেন, “দুধ দিয়া কালসাপ পোষার এই ফল ; কে না জানে, একদিন না একদিন অনিষ্ট সংঘটন হইবেই হইবে”। লতা এসকল কথা শুনিতেছিলেন ; নটবরের উপর মিথ্যা দোষারোপ হইতেছে শুনিয়া শয্যার অন্তরালে নয়ন আবৃত করতঃ কবরীসমেত মুখমণ্ডল সঞ্চালিত করিলেন।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘাড় নাড়্‌ছিস্ যে ?”

লতা সেইরূপভাবেই উত্তর করিলেন, “নুটুদাদা—না।—”

মাতা কুপিতা হইয়া কহিলেন, “তুই এখন উঠ্‌বি কিনা, বল্ ?” ‘নুটু-দাদা—না ;’ নুটুদাদা—তোমার আপনার লোক হয়েছে কি না ? ফের্ ও’ বলিস্ যদি, তোকে পর্য্যন্ত বিদায় করিব ; কি হয়, দেখিতে পাবি তখন। ওঠ্।” বলপূর্ব্বক মাতা আসিয়া কন্যাকে উঠাইলেন ; লতা শয্যোপরি

উঠিয়া বসিলেন। মাতা তখন লতার হাত ধরিয়া কহিলেন, "চল যেতে হবে।"

লতা। কোথা?

মাতা। আদির কাছে।

লতা। কেন?

মাতা। ক্ষমা চাহিতে।

লতা। কেন, কি অপরাধে?

মাতা। অপরাধ কি, তুই জানিস্; আমি কি করিয়া জানিব? কাল রাত্রে মরিতে কোথায় গিয়াছিলি?

লতা। কোথাও না; আমি ক্ষমা চাহিব না।

মাতা। স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে স্ত্রীলোকের অপমান নাই; চল্ আমি সঙ্গে যাইতেছি, তোর কোন ভয় নাই।

লতা। ভয় আবার কি? ভয় আমি কাহাকেও করি না; যাহার যাহা ক্ষমতায় থাকে, করুক; আমি ক্ষমা চাহিব না।

মাতা তখন বলিলেন, "তোকে যাইতেই হইবে। পোড়াকপালি, তোর এমন স্বামী! লোকে তপস্যা করিয়াও তেমন পায় না। একালে কে এত সহ্য করে?"

লতা। একালেই সহ্য করে; সেকালে, বরং, করিত না। একালের লোকে চক্ষের মাথা খাইয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনার মাথা খাইয়া বসিয়া আছে, কাজে কাজেই তাহারা সহ্য করিবে না ত করিবে কে? ঘাড়ের জোর না বুঝিয়া মাথায় মোট তুলিলে নিজের ঘাড় নিজেই ভাঙ্গে। সে কালের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের তেজ ছিল কত? জমদগ্নি রেণুকাকে শিরশ্ছেদনেরই আজ্ঞা দিলেন; গৌতম অহল্যাকে শাপে পাষাণ করিয়াই ফেলিলেন। সেকালের কথা আলাদা। তখনকার কালে সতীত্ব ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল, এখন উহা সম্মানের অংশীভূত মাত্র; কতকটা লোকলজ্জার ভয়ে, কতকটা পুরুষের দমনের জন্য।

মাতা। আচ্ছা তাই, আমাকে আর অত কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না। যাহা বুঝাইবার, স্বামীকে বুঝাস; এখন আয়।

মাতা তখন কন্যাসমভিব্যাহারে জামাতার কক্ষে চলিলেন। বহির্ব্বাটীতে এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া আদিনাথ ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছিলেন, শ্বশ্রু ও জায়াকে আগতা দেখিয়া পাঠ বন্ধ করিলেন; শ্বশ্রু প্রথমেই অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "কি বাবা, রাত্রে নিদ্রায় আর কোন ব্যাঘাত হয় নাই ত ?"

আদি। আজ্ঞা, না।

শ্বশ্রু। এই লতাকে লইয়া আসিয়াছি, তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে বলিয়া। তুমি উহাকে ক্ষমা না করিলে উহার আর গতি নাই। লতাকে কহিলেন, "নে, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দে, ভবিষ্যতে সাবধান! যেন কদাচ আর না হয়; নে, তোর সকল পাপের মার্জ্জনা হইবে। লতা প্রথমে বিরক্তির ভাব দেখাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু মাতার ভ্রুকুটী দেখিয়া ভয়ে তখনি স্বামীর পদতলে পড়িলেন। আদিনাথ তখন "থাক্, থাক্, হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে," বলিয়া সসম্ভ্রমে জায়াকে উঠাইয়া বসাইলেন; এবং শ্বশ্রুও সময় বুঝিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। লতাকে বলিয়া গেলেন, "আদি যাহা যাহা উপদেশ দেয়, বসিয়া শোন্; সেইমত কার্য্য করিলে তোর ভাল হবে।" বলিয়াই শ্বশ্রু ঠাকুরাণী কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "বাবা, তুমি এমন কাপুরুষ না হইলে কি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী ক্রোড় ত্যাগ করিয়া রাত্রে পলাইতে সাহস করে? ভাল মানুষের কাল নাই, তাহা কি তুমি জাননা ?"

মাতাও প্রস্থান করিলেন, এদিকে স্ত্রীপুরুষও উঠিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া উপবেশন করিলেন; লতা সরিয়া সরিয়া দূরবর্ত্তিনী হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। আদিনাথ তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "প্রিয়ে অপসরণ করিলে আমার বক্তব্য কিছুই বলা হইবে না; একটু অপেক্ষা কর, আমি কতকগুলি কথা বলিব।

লতা অপ্রতিভ হইলেন। অবনতবদনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন ?"

আদি। ক্ষমা করিয়াছি; না করিয়াই বা কি করিব; আর করিলেই বা কি হইবে; আমার ক্ষমায় ত ঈশ্বরের কোপ নিরাকৃত হইবে না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

লতা। ঈশ্বরের কোপ আমি ঈশ্বরের কাছে বুঝিয়া লইব। আপনি আমায় ক্ষমা করিয়াছেন ত? তাহা হইলেই আমি আপনার কোপ হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

আদি। ভাল, আমি যেন ক্ষমা করিলাম; আমার মনকেও যেন ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলাম; কিন্তু, তুমি যে ধর্ম্মে পতিতা হইতেছ, ইহাতেই আমার প্রাণের ভিতর অহরহঃ দাবানল জ্বলিতেছে।

লতা। আমি নিয়মচ্যুতা হইলে তাহার ফল আমিই ভোগ করিব; আপনি কেন অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছেন?

আদি। লতে, তুমি বালিকা, তোমায় কি বলিব, বলিলেও বুঝিবে না। তোমার চঞ্চল চিত্ত স্পর্শ করিতে এ বিষাদের আরও বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন; মর্ম্মে মর্ম্মে স্বয়ং দগ্ধা না হইলে তাহার আস্বাদ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না; ভগবান করুন, যেন কদাচ গ্রহণ করিতে না হয়। আমার প্রাণে দিবানিশি কি হাহাকার, কোমলা বালিকা তুমি, তোমায় কি বুঝাইব; তুমি যুবতীজনোচিত আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন কর, সে সকল নিদারুণ কথা শুনিলে ক্ষুদ্র প্রাণখানিতে ব্যথা পাইবে। শূন্য হৃদয়-কক্ষে শত শত ঊর্ণনাভ জাল বিস্তার করিয়া আছে, মাঝে মাঝে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিলে ভয় পাইয়া যখন তাহারা আশ্রয়বোধে ধমনীগুলি আঁচড়াইতে থাকে, যন্ত্রণায় অস্থিবুক বিদীর্ণ হইয়া যায়। কখনও বা মূর্চ্ছাগত রোগীর ন্যায় নাভিদেশ হইতে হুতাশপিণ্ড উত্থিত হইয়া শ্বাসরোধ করিবার মানসে ঊর্দ্ধমুখে বেগে প্রধাবিত হইতে থাকে; অপ্রকাশে মনের ব্যথা মনে নিভাইতে তখন যে কি দুর্ব্বিষহ পীড়ন উপস্থিত হয়, তাহা যে আত্মহত্যা সংকল্প করে নাই, সে সম্যক্ কিপ্রকারে বুঝিবে! এ জ্বলন্ত ক্ষেত্রে শান্তিবর্ষণ করিতে আর কেহই নাই; আছেন, কেবল, মা প্রকৃতি প্রবৃত্তি মানবহৃদয়তত্ত্বাবগতা; প্রকৃতি সন্তানের দুঃখে দুঃখিতা; ক্ষুদ্রাধার মানবহৃদয় ইহার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহে। সুখের মুহূর্ত্তে সুখময়ী, দুঃখে অবসাদপরায়ণা, বিচ্ছেদে আদর্শবিরহিণী, পাপে বিভীষিকাপ্রদায়িনী প্রকৃতি ব্যতীত আর কে হইতে পারে? সন্তান বিধবা হইলে জননী ব্যতীরেকে আর কে তাহার জন্য আমিষ ত্যাগ করিয়া থাকেন?

পতির ক্ষোভ শুনিয়া লতার নয়নদুটী জলে প্লাবিত হইল ; খঞ্জনা পক্ষীর ন্যায় অক্ষিযুগল কিছুক্ষণ ছল ছল করিয়া অশ্রুজলে মলারাশি ধৌত করতঃ বিমলতার উদ্রেক করিয়া দিল। লতার আর সে ভাব নাই, লতা অকস্মাৎ প্রেমময়ী। অশ্রুগদগদস্বরে শ্রীমতী উত্তর করিতে লাগিলেন, "তিরস্কার করেন, করুন, আমি আপনার চরণে শতবার অপরাধিনী ; তিরস্কার করেন, আমার স্বভাবকে করুন, আমার অদৃষ্টকে করুন, আমার শিক্ষাকে করুন, আমায় করিবেন না ; আপনার চরণে এইমাত্র ভিক্ষা চাই ; আমি প্রাণপণে পতি-উপাসনা বাসনা করি, কিন্তু, কোন্ চক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া আমার বুদ্ধিলোপ হইয়া যায়, বুঝিতে পারি না। প্রাণের ভিতর দুইদিক হইতে দুই বিপরীত তরঙ্গ বেগে আসিয়া যখন মধ্যহৃদয়ে বিলোড়িত হয়, এই কোমল নারীহৃদয় শতধা খান্ খান্ হইয়া সে বন্যায় ভাসিয়া যায়। আমি ব্যাপিকার ন্যায় সদাসর্ব্বদা হাস্যকৌতুকে উন্মত্তা থাকি বলিয়া আপনি কি মনে করেন, আমি সুখে আছি ? আপনার জন্য কাতরা নহি ? তাহা নহে ; যে হৃদয় বাহিরে যত স্ফূর্ত্তিমান, তাহার ভিতরে তত অধিক অন্ধকার জানিবেন। লোকের সমক্ষে যাহারা আমোদপ্রিয় বলিয়া সহসা বোধহয়, নির্জ্জনে তাহারা তদপেক্ষা শতগুণ মলিনচেতা। যদি পৃথিবীতে আপনার সহানুভূতি করিতে কোনও হীনা থাকে, তবে দাসী আছে। আপনার প্রাণ যদি উত্তপ্ত বালুকায় নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে, আমার প্রাণ জ্বলন্ত পাবকশিখায় পুড়িয়া পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে ; তাই আর কোন জ্বালাই জানিতে পারি না ; তাই পরের দুঃখ দেখিলে না হাসিয়া থাকিতে পারি না। আপনি যদি ধর্ম্মপথে থাকিয়া একদিকে এক প্রবল যন্ত্রনা সহ্য করিয়া থাকেন, আপনার এককূল মাত্র গিয়াছে, আপনি তাহার পুরস্কার অন্য দিকে পাইবেন। কিন্তু, আমি কূল ছাড়িয়া অকূলে সুখান্বেষণে গিয়া দুকূল হারা-ইয়া বসিয়া আছি ; অনুতাপ মাত্র আস্তরণ ; উহা না থাকিলে, বোধ হয়, আমার নিতম্বস্পর্শে মেদিনী পর্য্যন্ত রসাতলে প্রবেশ করিতেন। বলুন দেখি, আমার সম হতভাগিনী জগতে কে ? আপনার শান্তি দিতে, তবু, মা প্রকৃতি আছেন, আমার কেহই নাই ; আমি পঞ্চভূতকে প্রত্যহ একটু করিয়া সহানুভূতি করিতে নিমন্ত্রণ করি ; তথাপি আমি 'মন্দ' বলিয়া

সকলে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। ব্যোম চাহিবামাত্র ভ্রুকুটী করিয়া আমায় তিরস্কার করিতে উঠেন; মন তাহাতে আরও উদাস হইয়া যায়। সলিল অপারক বলিয়া কাতরে এ কলুষিত দেহপিঞ্জর হইতে বিদায় লন; মাতা বাসুকীও যেন কলঙ্কিনী কন্যাকে বহন করিতে অনভিলাষিণী। আমি ধরাত্যাগ করিলে তিনি যেন কিছু ভারবিমোচিতা হন বলিয়া বোধহয়। কেবল সেই দয়াল, দীনরঞ্জন সমীর, সেই ব্যথার ব্যথী পবনদেব আমাকে কিছু কিছু অনুকম্পা করেন। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস অবিরত অন্তর হইতে আচুষণ করিয়া আপনার শীতলকায়ে প্রলেপ মাখিয়া আমার জ্বালা তিনি কতক পরিমাণে জুড়াইতে দেন। আর সেই বিশ্ববিনাশন হুতাশন তিনিও ভবিষ্যৎ দয়ার আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যখন ঐ রুচিরা দেহযষ্টি আমার সম্মানার্থে চিতায় উঠিবে, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া মনের আগুণ আমার গাত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া লইব। বিষে বিষক্ষয় করিব; তাহাতেই তোমার সকল সন্তাপ বিদূরিত হইবে। কিন্তু এখন নহে।"'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লতা নিরস্ত হইলেন; মুখখানি অতিশয় রক্তবর্ণ হইয়াছে; লোচন মদবিঘূর্ণিতের ন্যায় লক্ষহীন; শরীরও কতক পরিমাণে সংজ্ঞারহিত; উন্মাদিনীর ন্যায় আপনবেগে টল টল করিতেছেন, দেখিয়া আদিনাথ ভীত হইলেন; দুইহস্তে ধরিয়া বসাইলেন; এবং নানাপ্রকারে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলেন।

অত্যল্প পরেই অকস্মাৎ আবার পরিবর্ত্তন হইল। 'হা হা' করিয়া উচ্চহাস্যের সহিত বালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আদিনাথ পুনরপি বসাইলেন, লতা তখন বলিতে লাগিলেন, "আমায় বিদায় দিন, একটু কাজ আছে; আমাকে একবার মুটুদাদার কিরূপ শাস্তি হইতেছে, দেখিতে হইবে।"

আদি। হউক, দুষ্ট দুষ্কার্য্যের ফলভোগ করিতেছে, তোমার তথায় যাইবার আবশ্যক নাই; ও সকল নরাধমদিগের সংসর্গে কদাচ থাকিও না। আদিনাথ 'সকল' শব্দটী জোরে উচ্চারিত করিলেন।

লতা। 'সকল নরাধম' কে? আপনি কাহাদের বলিতেছেন?

আদি। নরাধম, 'নটবর'।

লতা। অবশ্য।

আদি। আর সেই তোমার প্রিয়জন, যাহার নাম মুখে আনিতেও ঘৃণা হয়।

লতা। কে? আমি বুঝিয়াছি আপনি যাহাকে বলিতেছেন; তিনি মহাপুরুষ, নরাধম নহেন।

আদি। লতে! তুমি এখনও বালিকার ন্যায় উদ্ধতস্বভাবা; এত দুঃখ ভোগ করিতেছ, তবুও নম্রতা শিক্ষা কর নাই। তুমি যতই এ প্রকৃতির প্রশ্রয় দিবে, ততই যন্ত্রণার বৃদ্ধি ব্যতীত লাঘব হইবে না। দেখ, আমার মনে এত বিরাগ, তথাপি যখন আমি ভগবদ্গীতার কোন এক অধ্যায় পাঠ করি, মন শান্তিসলিলে উদ্ভাসিত হইতে থাকে; তুমিও ধর্ম্মে মন দাও, দেখিবে, ব্যথিতের এ পথ ব্যতীত তৃপ্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

লতা। মহাশয়, আমরা স্ত্রীজাতি—মূর্ত্তিমতী অসূয়া; আমরা তর্ক বিতর্ক বুঝি না, ভূত ভবিষ্যৎ মানি না; যখন যাহাতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই করিয়া থাকি। তাহার বিপক্ষে কেহ কোন কথা বলিলে সহ্য করিতে পারি না। ধর্ম্মপথে নহে, যে পথে গিয়াছি, সেই পথেই সত্য আবিষ্কার করিব; কি করিলে কি হয়, আমরা সকলই জানি, কানে জল প্রবেশ করিয়াছে, জল দিয়াই বাহির করিব। ডুবিয়াছি যখন, পাতাল পর্য্যন্ত না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

আদিনাথ দেখিলেন, কোন উপায়ই হইল না। তখন হরিবংশ হইতে 'নারদের প্রতি উমার সতীকর্ত্তব্য উপদেশ' পড়িয়া প্রিয়াকে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, বিশিষ্ট প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেন; এবং বুঝাইলেন, যে কুলটা স্ত্রীলোকের ব্রত উপবাসাদির কোন ফলই লাভ হয় না; বরং উহাতে ব্রতাদির অবমাননা করা হয়; অতএব তিনি যে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রতাদি গ্রহণ করিতেছেন, উহা ফল অভাবে কেবল পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র।

বক্তৃতা শেষ হইলে প্রেমলতা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা নীলাম্বরী শাটী পরিলে শ্যামবর্ণাকে অত সুন্দরী দেখায় কেন, বলিতে পারেন?

আদিনাথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কহিলেন, "প্রিয়ে, এই কি

তোমার পতিকে ব্যঙ্গ করিবার সময়? ছি! ছি! তোমার কি দয়া মায়া নাই?"

লতা। মহাশয়, যদি অনুতাপ করিলে লোকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, ধর্ম্মপত্নীর সহিত কামাচার করিলে যদি উহা ব্যভিচার বলিয়া গণ্য না হয়, তবে আপনার 'নরাধম' শব্দটী প্রয়োগ করাও ভাল হয় নাই। ছি! ছি! আপনার কি শব্দজ্ঞান নাই?

আদি। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, অথচ অন্যের সহিত রঙ্গরস করিবে, আর তাহাই যুক্তিদ্বারায় রক্ষা করিতে যত্নবতী, এ কিরূপ ধর্ম্মসঙ্গত, আমি ত বুঝিতে পারিতেছি না।

লতা। সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহাই বিচার্য্য। আমি ধর্ম্মে পতিতা কি না, সে বিষয়েও সংশয় আছে।

আদি। কিছুমাত্র না। যে আপন স্বামীকে হেলা করিয়া পরপুরুষ আশ্রয় করে, সে অসতী, তাহাতে আবার সংশয় কি?

লতা। রাধিকা আয়ানের স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু লীলাখেলায় কৃষ্ণেরই; রাধিকা কি অসতী?

আদি। দেবতাদিগের কথা ছাড়িয়া দাও, তাঁহাদের সমস্তই লীলা-খেলা; তাঁহাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা?

লতা। তাঁহারাই ত আদর্শ; তাঁহাদের কথা ছাড়িব কিপ্রকারে; দেবতাদিগকে ছাড়িয়া দিব, মহান্তদিগকে ছাড়িয়া দিব সময়ে সময়ে সমগ্র পুরুষরতনকেও ছাড়িয়া দিব, তবে কি শাস্তি পাইতে কেবল দীনা হীনা আমরা আছি? এরূপ আচরণে ভগবানের নীচত্বই প্রকাশ পায়; তাঁহার সর্ব্বজীবে সমান দৃষ্টি কোথায় রহিল?

আদি। কৃষ্ণচরিত্র কি সকলে বুঝিতে পারে? তোমরা যাহা বুঝিয়া আছ, তাহা কেবল লৌকিক উপকথা মাত্র; উহার ভিতর অনেক আধ্যা-ত্মিক ব্যাখ্যা আছে, তাহা না বুঝিতে পারিলে এই সকল ভ্রম আপনা হই-তেই জন্মিয়া থাকে।

লতা। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমূহ জীবনের অনেক পরে সংরচিত হইয়া-ছিল; জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের কেবল লাঠিবাজিই চলিয়াছিল। ধর্ম্মে

খালাস থাকিলে নিরপরাধীদিগের এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে সকলেই যত্নবান হন। আমরাও গতাসু হইলে পর যখন সাধারণ লোকে আমাদের নিন্দায় গ্রামে বিপ্লব উপস্থিত করিবে, আমাদের দুঃখে দুঃখিত কোনও না কোন ভাবুক ব্যক্তি তখন আমাদেরও কিছু কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া এই দুরপনেয় কলঙ্ককালি হইতে আমাদিগকে পরিত্রাত করিবেন। যে নরকেশরীকে আপনি আজি 'নরাধম' বলিয়া গালি দিলেন, হয়ত, উহা হইতেই তিনি কি মহাপুরুষ গড়িবেন, তাহা কে বলিতে পারে? আবার আরও কোন সুদূর ভবিষ্যতে মার্জ্জিতরুচি কোন প্রাজ্ঞ সমালোচক ঐ মহাপুরুষকে নিষ্কলঙ্ক করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে, হয়ত, 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়াই উপেক্ষা করিবেন; তাহারই বা বৈচিত্র্য কি? কালবশে কখন কি পরিবর্ত্তন হয়, কে বলিতে পারে? তাই বলি, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া মনের কোন ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে নাই।

আদি। 'নরাধম' বলিয়াছি বলিয়া তোমার প্রাণে এত লাগিয়াছে যে, তুমি এত তর্ক বিতর্ক করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিতেছ; যে তোমার মনে ঈদৃশ দুরন্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সে নরাধম নহে; সে, নিশ্চয়ই, নরোত্তম। উন্নতান্তঃকরণ না হইলে কদাচ নারীহৃদয়ে স্থান পায় না; ঈর্ষায় লোকে কেবল রমণীদিগের হাস্যাস্পদ হইবার কারণ হয়। হায়! আমি ইহা বুঝিয়াও বুঝি নাই; কি ভ্রম!

লতা। আমিও আপনার চরণে দণ্ডবৎ করি। আমি ত বলিয়াছি যে, 'শত অপরাধিনী' আছি, এইটী লইয়া শত এক হইল। মনে রাখিবেন; এখন আমায় বিদায় দিন।

লতা প্রস্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়াই দেখেন, হরপ্রিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। হরপ্রিয়া অন্তরাল হইতে অনেক কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন, আসিবামাত্র কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" লতা মুখভঙ্গী করিয়া উত্তর করিলেন, "কি আবার হবে? যা হয়, তাই; এই দিকে আয়," বলিয়া সহচরীর হস্ত ধরিয়া উভয়ে অতি দূরবর্ত্তী এক কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। হরপ্রিয়া প্রেমলতার মুখের চিহ্ন সমূহ লক্ষ্য করিতেছিলেন; স্বামীকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলে সঙ্গিনী

মাত্রেই সেরূপ করিয়া থাকেন। দেখিলেন, সে সব কিছু নয়, তবে মুখমণ্ডল কিছু মলিনতর এবং প্রভাহীন। সকল বর্ণের মিশ্রণে যেমন শ্বেতবর্ণ এবং সকল বর্ণের অভাবে যেমন কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয়েই যেমন পরস্পরের বিরোধী, সেইরূপ সকল ভাবের অভাবে 'উদাস' এবং সকল ভাবের পূর্ণ বিকাশে 'তন্ময়তা' পরস্পরকে পরাজয় করতঃ চিত্তপটে যথাক্রমে চিত্রিত হইয়া মুখ-দর্পণে প্রতিফলিত হইতেছিল, হরপ্রিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। উভয়েই উপবেশন করিলেন; হরপ্রিয়া মুখের দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করিতে লাগি-লেন। প্রেমলতা অন্যমনস্কে ধূলার উপর শয়ন করিয়া সঙ্গিনীর বাহুখানি নিজ বাহুর উপর স্থাপন করিয়া আপন মনে গায়িতে লাগিলেন।

"কলঙ্কে ভাসি, (সাধে সই)
না বুঝে মজিয়ে হল এ দুখরাশি ॥

বসন্তে মলয়া বায়, মাতুয়ারা ধরা তায়,
মরমে বিবশা হায়, সরমে হাসি।

অকুলে হেরিনু অলি, কোলেতে রূপের কলি
সোহাগেতে ঢলি' ঢলি', পরিছে ফাঁসি ॥

পুলকে ঘটিল দায়, পর পুরুষের পায়
যেচে' বিকাইতে কায় কি ভালবাসি।

কি জানে অবলা বালা, সুখপ্রেমে এত জ্বালা
ধরে সে নিঠুর কালা মোহন বাঁশী ॥

বারি হেতু যে তটিনী, 'কে খোঁজে তা' তলে মণি
কে হেরে অমাতে, ধনি, বিমানে শশী।

অঙ্গারাশে ঢুঁড়ে' খনি, পেয়েছিনু হারামণি
অন্ধানারী কিবা জানি, দিবা কি নিশি ॥

কালফণি ডালি ধরে, মণি দিতে কবে কারে
করে'ছিল কৃপা মোরে আপনি আসি'।
কোথা সে রমণ গেল, কে যতনে হরে' নিল,
সাধের 'বেলা' কে করিল, অকালে বাসি॥"

গান শেষ হইলে প্রেমলতা হরপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহিরে এত গোলমাল হইতেছিল কিসের?" হরপ্রিয়া উত্তর করিলেন, "আমি সবিশেষ কিছুই জানি না; তবে যেরূপ শুনিয়াছি বলিতে পারি, নটবরকে তোমার বাবা তাড়াইয়া দিলেন। দ্বারবানদিগকে অনুমতি করিলেন, যেন কিছুতেই বাটী প্রবেশ করিতে না পারে।"

প্রেমলতা। আহা! কেন এমন করিলেন; বেচারি একমুষ্টি অন্নের আশয়ে মাত্র থাকিত; তাহাও, সকল দিন, মাতা মুখ না করিয়া দিতেন না। এ সামান্য অনুগ্রহেও তাহাকে বঞ্চিত করা ভাল হয় নাই।

হর। তোমার বাবার তাড়াইয়া দিতে তত ইচ্ছা ছিল না, দেখিলাম; কেবল তোমার মা কান্নাকাটী করিয়া ভয় দেখাইয়া এ কাজ করাইলেন।

প্রেম। মার ত আর রক্তের টান নাই! স্বামীর আত্মীয় ও সম্পর্কীয়দিগকে বহিষ্কৃত করিতে না পারিলে স্ত্রীলোকের আধিপত্য বিস্তার হয় না, অথবা বাপের বাড়ীর লোকদের প্রতিপালন করিতে পারে না; স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র কিম্বা ভাগিনেয় থাকিলে সকল বিষয়ে প্রতিবাদ করে, এইজন্য তাহারা স্ত্রীলোকের চক্ষুঃশূল হয়। যাহা হউক, বিচার অভাবে গরীব তাড়িত হইল. এই বড় দুঃখ, সে প্রকৃত দোষী নহে।

হর। তুমিত জান যে, সে দোষী নহে, তবে কেন তোমার বাবাকে বলিয়া রহিত কর না। তোমার সকল আব্দারই তিনি রাখিয়া থাকেন।

লতা। আমি এখন বলিতে গেলে আরও দোষের হইয়া দাঁড়াইবে। হিতে বিপরীত হইবে। যদি ভাল হইত, অবশ্য বলিতাম; আর কি জান ভাই, 'কপালের লিখন কে করে খণ্ডন', যে দিন অন্ন উঠিবে, তুমি আমি কেহই বলিয়া ও রাখিতে পারিবে না; কেহই শত চেষ্টা করিয়া ও নিবৃত্ত

করিতে পারিবে না। বিধাতার বালি মাপা ভুলিলেই জানিবে, সেইদিন হইতে উঠিল।

হর। কিন্তু নটবর ত জানিবে, তুমিই ইহার কারণ।

লতা। জানিলে কি করিব, বল? সে জানাত তাহার ভ্রম বটে, ইহার সংশোধন হইবার উপায় উপরের তিনিই করিবেন। আমি জীবনে কাহার অন্নে হস্তক্ষেপ করি নাই। নটবর ত নটবর; কারণ নিরূপণ করিতে বড় বড় যোগীরা ও পরাস্ত হইয়াছেন। কখন ও একটী সামান্য কাঁটা ফুটিলে মৃত্যু হয়, আবার কখন ও ঘর শুদ্ধ চাপা পড়িলেও প্রাণ বাহির হয় না। উহার অন্ন উঠিয়াছিল, আমাকে কেবল বৃথা এই কলঙ্কের ভাগী করিয়া গেল। যাহাহউক, উহার জন্য আমার মন কেমন করিতেছে। সাধ্যমতে যাহা হয়, পরে করিব; 'এখন এস আমরা যাই' বলিয়া উভয়ে প্রাঙ্গনের দিকে প্রস্থান করিলেন।

নটবর বাস্তবিকই বহিস্কৃত হইয়াছিলেন। নটবর বাল্যকাল হইতে অতিশয় দুরন্ত ছিল বলিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মাতা, ভ্রাতা নিতাই বাবুর হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে সঁপিয়া দিয়া যান। আজ এতদিনের পর তাঁহাকে, যে কোন কারণেই হউক, বহিস্কৃত করিতে নিতাই বাবুর কষ্ট হইতে লাগিল। চরিত্র বিষয়ে যাহাই হউক, অন্যান্য বিষয়ে নটবর মাতুলের অনেক কার্য্যে সহায়তা করিতেন। এবং অর্থ ও বিষয় কার্য্যে তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসভাজনও হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বহিস্কৃত করিলেই সমস্ত বিষয়কার্য্য পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে, এজন্য বিবেচনা করিতেছিলেন; কিন্তু গৃহিনীর সহিত তর্কে তিনি পরাভূত হইলেন। কর্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রেমলতার চরিত্র সংশোধন করিতে হইলে নটবরকে বিদায় করা একান্ত কর্ত্তব্য; নতুবা তাঁহার কন্যার পরিণাম ভয়াবহ হইবে। এ কথায় নিতাই বাবু আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না; মৌন সম্মতিতে গৃহিনীর আজ্ঞাই অনুমোদন করিলেন; নটবরও সজল নয়নে মাতুল মাতুলানীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন

বিদায় হইয়া কিছুদিন এখানে ওখানে বাস করিলেন, তাঁহার চিত্ত ক্রমেই ভয়ানক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যাইবার কালে মাতুলানী

নিজদোষ অপনোদন করিবার নিমিত্ত সমস্ত বহিষ্করণ-কারণ বালিকা প্রেমলতার স্কন্ধে আরোপিত করিয়াছিলেন। নটবরও তাহা শুনিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে কিরূপে প্রতিশোধ হয়, তাহারই জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে রৌদ্র প্রখর হইলে বটবৃক্ষতলে বসিয়া কল্পনায় স্বকার্য্যসাধনে যত্নবান হইতেন। একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নির্জ্জন পাইলেই সেইখানি বাহির করিয়া মনের কবাট উদ্‌ঘাটিত করিতেন। কহিতেন, "প্রেমলতে, এই অসি, ইহাই তোমার রক্তপান করিবে! আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলাম, তুমি আসিয়া আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে, তাহাতেও তোমার ক্ষোভ মিটিল না; একমুষ্টি অন্নমাত্রে জীবন ধারণ করিতাম, তাহাও হরণ করিয়াছ; আজি আমি পথের কাঙ্গালী। আমি যাহাই হই, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু তোমাকে প্রাণ থাকিতে ভোগ করিতে দিব না। পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, কে তোমায় লইতে আসিয়াছে। ভারতে আছে, মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে জীব আপন অন্ত বুঝিতে পারে; তোমায় জিজ্ঞাসা করি, প্রেমলতে, তুমি কি প্রদীপের শিখা অসম্পূর্ণ দেখ! দেখ, কিন্তু বুঝিতে পার না; কেননা, তাহা হইলে ত আমিও দেখিতাম; আমাকেও রাজদ্বারে প্রাণ দিতে হইবে। ভগবান তোমায় যে উদ্দেশে এখানে পাঠাইয়াছিলেন, তুমি তাহার বিপরীত আচরণ করিয়াছ; কুলস্ত্রী হইয়া তুমি কুলটা হইয়াছ, সেইজন্য তিনি তোমাকে আর এখানে রাখিবেন না। তুমি আর কিছুদিন এ স্থানে থাকিলে তোমার স্বকৃত না হউক, দৃষ্টান্তেও শত শত কুলবালা ঐরূপ হইবে। একটী কৃষ্ণকায় মেষ দলে প্রবেশ করিলে সমগ্র দলই কৃষ্ণকলুষিত হইবার সম্ভব। ভগবান্ তোমাকে সেইজন্য এস্থান হইতে তিরোহিত করিতে আমায় স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র; আমায় দোষারোপ করিও না। আমার লভ্যের মধ্যে কেবল প্রতিহিংসা! প্রতিশোধ! তুমি জাননা, উন্নতির একমাত্র সোপান নৈতিক বল, তাহা তোমরা থাকিতে হইতে দিবে না। আমরা থাকিতেও হইবে না। যন্ধু বলিত, আত্মা মলিন হইলে সংশোধনার্থে উহাকে নরকালয়ে প্রেরণ করিতে হয়। আমি তাহা করিব; ভগবানের আদেশে করিব। সংস্কার হইলে

আবার এস্থানে আসিতে পাইবে। ভয় পাইও না। তুমি একা যাইবে না। আমরা দলবদ্ধ হইয়া যাইব। তুমি যাবে, আমি যাব, ইন্দু যাবে, পারি যদি, বন্ধু হংসেশ্বরকেও টানিয়া লইব; কিন্তু সে আশা দুরাশা; সে, বোধ করি, আমাদিগের অনুবর্ত্তী হইবে না। দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের নিকট অঋণী হইবার জন্য যেমন জলস্তম্ভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও নিজসমেত এই সমস্ত প্রাণীগণকে শমনভবনে পাঠাইয়া ভগবান্ ধর্ম্মরাজের নিকট অঋণী হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছি। ধীরে ধীরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিব; ভাবিও না; ক্ষণেক স্থির হও; দেখ, কি করি!"

এই বলিয়া নটবর প্রেমলতাকে ইন্দুর উক্তিতে এক পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লিখন সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে উহা লতার প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ-নিম্নে রাখিয়া আসিলেন; এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইহা 'প্রেমপত্র' নহে, 'জতুঃপাত্র'; যদি আগুন লাগে, আশ মিটাইয়া 'ধূ ধূ' জ্বলিবে; ভয় কি?"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অভিসার? না মহাসার?

"The raven himself is hoarse * *
That croaks the fatal entrance
Under these battlements."
Shakespeare.

তুমি, হয়ত, বলিতে পার, যে তোমার একবার অনুরোধ রক্ষা করে নাই, মনের মান রাখে নাই, তাহার সহিত আবার দ্বিতীয় বার আলাপ করিবার আবশ্যকতা কি? অনেক দিন দেখিয়াও যে তোমার পিপাসু হৃদয়কে চিনিল না, তাহার সহিত আবার প্রণয়সম্পর্ক কিসের? কিন্তু, অপ্রেমিক, এ সকল কেবল তোমার পিত্ততিক্ত রসনানিসৃত জড়ভাষা মাত্র। কারণ, তুমি প্রাণ দিতে শিখ নাই, মন পাইতে পার নাই। ভালবাসিতে জানিলেই মানুষ অমায়িক হইয়া যায়, এ সকল দর্পসূচক উক্তি প্রণয়ীর মুখে কদাপি শুনিতে পাইবে না। যে প্রেমিক, সে কাঙ্গাল; একশতবার দ্বার হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দাও, গঞ্জনা দাও, তিরস্কার কর, পদাঘাত কর, একশত বার সে ভিক্ষুকের মত আসিয়া আবার তোমার দ্বারস্থ হইবে। যে সকল অপ্রেমিকাগণ এ মাহাত্ম্য না বুঝেন, তাঁহারা বলেন, গৃহিণী, বুঝি, গুণ করিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা এ রহস্য অবগত আছেন, তাঁহারা বলেন, এ ভানুমতীর খেলা। অরসিক বেতাল জানিতেন, ভানুমতী একটী, কিন্তু প্রেমিক বিক্রমরাজের নয়নে সেই ভানুমতী এক সহস্র হইয়াছিলেন; অর্থাৎ যে দিকেই চাহেন, সেই দিকেই দেখেন, ভানুমতী খেলিতেছেন। ভালবাসার হৃদয় এইরূপ। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পরের ভালবাসা থাকিতে পায় না, স্থানাভাব; আত্মদান করিয়া তবে অতিপূর্ণতা হইতে কতকটা সুস্থতা লাভ করিতে পারে। যখন আপনারই থাকিবার ঠাঁই নাই, তখন পরের কোথায় রাখিবে বল? তবে উদর পূর্ণ আছে বলিয়া কুটুম্বকে আহার্য্য-পরিচর্য্যায় অবহেলা করিতে দেখিলে কে না ক্ষুব্ধ হয়েন, এই জন্যই বিরাগ।

প্রেমলতা প্রত্যুষে উঠিয়া একবার গবাক্ষপ্রান্তে নয়ন অবনমিত করিলেন। আজকাল তাঁহার সর্ব্বদাই ঐ পথে দৃষ্টি থাকিত। নিরাশায় আশা, অসম্ভবে সম্ভবতা, স্বপ্নে সত্যনির্ণয়, কল্পনায় বস্তুত্ব, মরীচিকায় তৃপ্তি, ছায়ায় মনুষ্যভ্রম এ সকল মনের ভিতর দিয়া অবিরত প্রবাহিত হইত। তিনি নিরন্তর ভগ্নচিত্তে ইন্দুশেখরের পুনরাগমন অনুভব করিতেন; এজন্য প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া একবার উক্ত গবাক্ষ সন্নিকটে আসিতেন; কিছু না দেখিতে পাইলেই বিফলমনোরথ হইয়া আবার ভিন্নমার্গে চলিয়া যাইতেন। অদ্য কিন্তু নয়ন পতিত হইবামাত্র দেখিলেন, একখণ্ড পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই প্রাণে বৃহৎ একটী আশা কৌতূহল সমভিব্যাহারে আসিয়া আতিথ্যগ্রহণ করিল। বালা অধীর চিত্তে খুলিয়া লিখন পড়িতে আরম্ভ করিলেন।—পত্রের মর্ম্ম এই—

"প্রিয়তমে!

অনেকদিন হইল, তোমার হৃদয় হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। আসিবার সময় কোন কথাই বলিয়া আসিতে পারি নাই। মনের অবস্থা তত ভাল ছিল না; তাহা যে তুমি না জান, এমত নহে। বহুদিন পরে মুখখানি দেখিতে আবার বাসনা হইয়াছে, শীঘ্রই তোমাতে গিয়া মিলিত হই, এইরূপ মনের অভিলাষ। এই পত্র আমি আমার কোনও আত্মীয়ের হস্তে প্রেরণ করিতেছি, স্থানে রাখিয়া আসিবে। তুমি আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে যথাস্থানে আসিয়া আমাকে দেখিও। অত্র কুশল, তোমার মঙ্গলাদি মঙ্গলদাতার সমীপে আমি নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। একবার অনুগ্রহ করিয়া আসিও, যেন অন্যথা না হয়।

ইতি তোমারই।"

পত্র পড়িয়া প্রেমলতা সত্য মিথ্যা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; প্রথমে মিথ্যা মিথ্যা মনে করিতে করিতে শেষে উহাকে সত্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন। নয়ন জল ঝরিয়া কাগজখণ্ড আর্দ্র করিতে লাগিল। বাষ্পবারি সম্বরণ করতঃ বালা ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন।—

"দুখিনীর হৃদয় রতন, প্রেমিক রমণ
আবার কি পড়েছে মনে ?
লিখেছ প্রেমের লিপি, দাসী বলে'
মন ফিরেছে এতদিনে ?
সাধে বাদ সাধ্‌লে বিধি, নিরবধি,
নহিলে কত ছিল আশা !
মানে মান ভেঙ্গে গেল, না মিটিল,
পত্নী হয়ে সে পিয়াসা ॥

জলে জল বেঁধেছিল, উজান বারি,
কে দিলে তায় ভাঙ্গন ঠেলা !
পলকে গরল তুলে, বাঁধন খুলে
মন ভাঙ্গালে সাঁজের বেলা ॥

ফুরাল এবার হাসি, হৃদ্বিলাসি,
বারান্তরে হব নারী ;
দেখিব কেমন হাস ! ভাল বাস !
কত সাধো পায়ে ধরি !
রাখিব যতন ক'রে, মন মাঝারে
দিব না ভাগ সতিনীরে,
শিখাব অভিমানে, পরের প্রাণে,
প্রাণ মিশাবে কি আদরে !

করেছ নিমন্ত্রণ রাখিব মন
রহিতে নারি, হে, নারীর প্রাণে,
ঠেলনা এবার পায়ে, ম'রে যাব—
বারে বারে এ অপমানে ॥"

প্রেমলতা সাক্ষাৎ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয়া হইলেন। তাঁহার, ইদানীং, শরীরে আর অভিমান ছিল না। পিতামাতার আদর পাইয়া পাইয়া পূর্ব্বে তিনি যেরূপ বিকৃতমতি হইয়াছিলেন, প্রাণ পুড়িয়া পুড়িয়া অঙ্গার হওয়ায় আজকাল সে সকল তেজ চিত্ত হইতে একবারে লোপ পাইয়াছিল। যেস্থানে অভিমান শোভা পায়, সেইস্থানেই উহার বিকাশ অতিরিক্ত মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ মান না রাখিলে আর কাহার উপর করিবে? তুমি একটী কুপিত বালককে আহারার্থ সাধ্য সাধনা কর, সে কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইবে না, তাহার তখন মান হইয়াছে; আবার একটুকু অবহেলা করিয়া দেখ, সে তোমার একবার মাত্র অনুকম্পার অপেক্ষায় আশা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। প্রেমলতা সংসারতরঙ্গলহরীতে বারম্বার প্রতারিতা হইয়া নিরাশক্রমে সম্প্রতি অতিশয় নিরীহপ্রকৃতি হইয়াছিলেন। আদেশ করিবামাত্র দ্বিধা না করিয়াই যথাস্থানে গমন মনস্থ করিলেন। পূর্ণিমা সম্মুখেই ছিল। প্রেমলতা নব উদ্যমে পূর্ব্বাহ্ন হইতেই সাজসজ্জার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনেকদিনের পর কবরী রচনা করিতে বসিলেন। বেণী সমাপ্ত হইলে উহাতে থরে থরে একশ্রেণী রজনীগন্ধা পুষ্প বসাইলেন। পরে, মাঝে মাঝে কামিনীফুলের মঞ্জরী দ্বারা উহার কেশ ব্যবধানগুলিকে আচ্ছাদিত করিলেন। কপালে কাচ্‌পোকার টিপ্‌, নাসায় খড়িমাটির তিলক, কপোলে অলক্তক রস, ওষ্ঠাধরে লাল ম্যাজেণ্টার, হস্তপদে মেতিপাতার আরক, ভ্রূদ্বয়ে সুর্ম্মা, কুন্তলে ফুলেল তৈল, নয়নপ্রান্তে কজ্জল, কর্ণরন্ধ্রে আতর, এইরূপ দেহের যথাভাগে যথাবেশ সন্নিবেশিত করিলেন। একটী রক্তহরিতচিত্রিত কাঁচলী দ্বারা বালা বপুখণ্ডকে আবৃত করিলেন; পরে একখানি কালা পাছাপেড়ে শাড়ী পরিধান করতঃ কৌতুকে হেলিতে দুলিতে আপনমনে উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মধুময়ভাব দর্শনে নিদাঘনিপীড়িত মাধব আপনাকে অতিরিক্ত তপনতাপিত বিবেচনায় বালার ললাট-স্বেদবিন্দু অপনোদনার্থ হাবভাবপ্রিয় স্নিগ্ধ মধুকে ব্যজন করিবার উদ্দেশে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে বোধ হইল, যেন একটু ঠাণ্ডাও পড়িয়াছে। কুলায় হইতে কোকিল আজি, প্রেমলতাকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "কুহু কুহু কুহু"; অর্থাৎ 'কু'

অর্থাৎ মন্দ হইবে, মন্দ হইবে, মন্দ হইবে, অতএব সাবধান হও। যুবতীর অন্তঃকরণ তাহা বুঝিতে পারিল না; তথায় সরসে প্রতিধ্বনিত হইল, "উহু উহু উহু;" অর্থাৎ প্রাণ যায়, বঁধুয়া, তুয়া বিনে কোয়েলা মেরা মাথা খায়। বনস্পতিগণ বালার এ বিশ্বাসে তৎক্ষণাৎ শাখাসঞ্চালনপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। প্রতিধ্বনি হইল, "উঁহু উঁহু উঁহু" তাহা নয়; অর্থাৎ তুমি যাহা বিবেচনা করিতেছ, তাহা নহে; বিপদ্ সঙ্গীন। সমীরণ কোকিলের ঐ শব্দ লইয়া স্থানান্তরে বহিতে গেলেন; বলিলেন, 'হু-হু-হু' অর্থাৎ আমার প্রাণ কাঁদিতেছে; আমি ও মুখখানি, বুঝি বা, ফিরিয়া আসিয়া আর না দেখিতে পাই। নৈয়ায়িকগণ পিকরব শুনিয়া কলরব করিয়া উঠিল; বলিল, "কুহু কুহু কুহু"; অর্থাৎ সময় হইয়াছে, অতএব 'কু' অর্থাৎ বেদপাঠ 'হু' অর্থাৎ হউক; এইরূপে এক কোকিলের ডাকেই নানা জনে নানা অর্থ করিতে বসিল। প্রেমলতার মনোন্মাদক বেশ দেখিয়া বড়দের গাছে ঐ দুষ্ট পাপিয়াটা বসিয়াছিল, ঠাট্ করিয়া "কি বাহার! চোক্ গেল, চোক্ গেল!" বলিয়া একবার চিৎকার করিয়া উঠিল। ওদিকে ইন্দুদের বাটীর নোনা-গাছে আর একটা বিহগ বসিয়াছিল, প্রেমলতাকে সেইদিকে একবার আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "বউ কথা কও, ও বউ;" প্রেমলতা অন্য-মনস্কা ছিলেন, ভুলিয়া উত্তর করিলেন, "আ—মর্ এখন কেন? আগে রাত্ হোক্;" আবার তৎক্ষণাৎ চমকিতা হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওই পোড়ার মুখ পাখীটা, বুঝি?" এইরূপ যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, সে সময় পাইয়া সেইরূপ এক একবার বলিয়া লইল; লতার, কিন্তু, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। শূন্যমনা যুবতী আনমনে হেলিতে দুলিতে প্রাঙ্গনে পদচালনা করিতে লাগিলেন। এ তন্ময়তার উপমা পাওয়া বড়ই সুকঠিন। গ্রাম্যবধূর পক্ষে যেমন শনিবার, বিদেশিনীর পক্ষে যেমন শারদীয়া ষষ্ঠী, সেইরূপ প্রেমলতার পক্ষে এই বৈশাখী পূর্ণিমা যেন সর্ব্বসন্তাপহারী বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। বালা উৎকণ্ঠিতচিত্তে রজনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি গভীরা হইল। নির্দ্দিষ্ট প্রহরে ভাবিনীও কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উপবনে উপনীতা হইবামাত্র সম্মুখে দেখিলেন, এক বিস্ময়কর

ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে! চমৎকৃতা হইয়া অন্তরালে ক্ষণেককাল দণ্ডায়মানা রহিলেন; এবং মনোনিবেশপূর্ব্বক সমস্ত শুনিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এস্থানটীর কি কিছু মাহাত্ম্য জন্মিয়াছে? তাহা না হইলে সকলেই এস্থানটী মনোনীত করিবে কেন? বোধ হয়, প্রিয়মিলনবিষয়ে স্থানটীর কোন গুণপনা আছে। আমার বাতাস সকলকেই লাগিল, দেখিতেছি। যাহাহউক, ইহাদের আদর অভ্যর্থনা একটুকু শুনিয়া রাখা ভাল। আমার অধিবাসের এখনও বিলম্ব আছে, ইহাদের বোধন বসিয়াছে, এখন ইহাদের দেখিয়াই মনস্তুষ্টি করা যাউক; উপযুক্ত সময়ে পরিহাস আদিও চলিবে। প্রেমলতা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রিকার নীরব আলোক নিভৃতকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছিল; কাকজ্যোৎস্নার অসম্পূর্ণ বিকাশে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন কাঁদিয়া উঠিতেছিল, বালা কোনদিকে মন না টলাইয়া একাগ্রচিত্তে কথা শুনিতে লাগিলেন।

হংসেশ্বর হরপ্রিয়াকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার পর উভয়েই প্রচ্ছন্নবেশে স্থানান্তরে বাস করিতেছিলেন। ইন্দুশেখর সাগরে চলিয়া গেলে পর হরপ্রিয়া নিতাই বাবুর বাটীতে আসিয়াছিলেন; হংসেশ্বর স্বকুটীরেই থাকিতেন। স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যকতা হইলে প্রেমলতার অভীষ্ট কুঞ্জটীই কথোপকথনের আধার হইত। পৃথক্ হইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত জায়াপতির একবারও মিলন হয় নাই; আজি বহুকালের পক্ষ পূর্ণিমার আলোকে উভয়েই মিলিত হইয়াছেন। স্বভাবের শোভায় উভয়েই বিমোহিত; যুবক অন্তরীক্ষের দিকে চাহিয়া পত্নীকে দেখাইতেছেন;—

"প্রিয়ে, দেখ,
মধুরা যামিনী!
চন্দ্রমা তারার মালা পরেছে গগণে।

এ হেন নিশীথে—
মলয় হিলোল পশি' বনরাজি মাঝে
একে একে চুপি চুপি চুমিয়ে পল্লায়

এ হেন নিশায়—

পতিহারা ত্রেতাকালে অশোককাননে
কাঁদিতেন সীতাদেবী ; বারিত সে চেড়ী—
পঞ্চবটী অবিরত জাগিত মরমে—
সরমা আবিল চক্ষে মুছাইত জল।”

হরপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন, “রাত্রের শোভা যদি দেখিবে, তবে রোদনের শোভা দেখিতে গেলে কেন? হাসির শোভা কি আর নাই?

এমনি নিশীথে—

বাজিত শ্যামের বাঁশী কদম্বেরি মূলে ;
ব্রজবালা দলে দলে অভিসারে আসি'
কত খেলা খেলেছিল বনমালী সনে!
উজান যমুনা বহে নেহারি' সে কেলী।”

হংসেশ্বর মুচ্‌কে হাসিলেন ; বলিলেন, “তাইত গো কবিনি ; হাসি চাই? তবে শুনে' রাখ—

এমনি নিশীথে—

নিদ্রিত পালঙ্ক সহ অনিরুদ্ধে আনি'
চিত্রলেখা কুহকিনী ভুলালে উষায়—
সাধিলা কৌতুক রামা বিমান উলঘি'
নিস্তার রূপের কোথা মদন স্মরিলে?”

হরপ্রিয়া উত্তর করিলেন, “তবে হালে এস, আরও মজা পাবে—

হেন জোছনায়—

নাগর সুন্দর পশি' সুড়ঙ্গ ভেদিয়া—
যুবতী বিদ্যারে দিল প্রেম আলিঙ্গন।
রসে মাখামাখি দোঁহে লুঠিতে যৌবন—
মালিনী ফুলবাসরে চামর ঢুলায়॥”

হইলে,

হংসেশ্বর বিদ্রুপ করতঃ কহিলেন, "তাই এস একবারে বর্ত্তমান কাহিনীতে ; মজার মাত্রা ক্রমেই বাড়িবে।

এই পূর্ণিমায়—

মাতৃসনে স্নানে আসি' ভাগিরথীতীরে
হরপ্রিয়া সুকেশিনী বিরহবিধূরা—
নাগরে শীকার পেয়ে ভুলিল জননী!
মরেছে সে, যে করেছে নারীরে বিশ্বাস!"

হরপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন;—"মাইরি? এ ভয়ানক মর্ত্তমান যে! যদি দরকার হয়; আরও একছড়া, না হয়; দিতেছি, ধর—

সেই চন্দ্রমায়—

মেয়েঘাটে ফুটেছিল নানাজাতি ফুল
টগর মোতিয়া কত ছড়াছড়ি যায়—
একপাশে ছিল পড়ে' দুখিনী মালতী
কৌশলে হরিল তারে চোর হংসে—"

হরপ্রিয়া জিহ্বা কাটিয়া ফেলিলেন;—বলিলেন, "অ্যাঃ কি করিলাম!—"

হংসেশ্বরও সেইরূপ কৃত্রিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, শুয়ে পড়ি;" পরে করজোড়ে স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, "চণ্ডমুণ্ড বধে, দেবি, রক্তবীজবিনাশিনি, কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালি, একবার দাঁড়াও; এ বেচারা ভোলানাথকে ভাল করিয়া শুইতে দাও; নহিলে যে নৃত্য! বাপ্‌রে, দাপটে—কাহিলমানুষ—চাইকি, নিরীহ প্লীহাটা ফেটে' যেতে' পারে।"

হরপ্রিয়া কহিলেন, "যাও, তোমার সব কথায় ঠাট্টা; আমি কি এতই কাল যে, রক্ষাকালী বলছ! আমার এখন যার ভাবনা ধরেছে—"

হংসেশ্বর কহিলেন, "এত গবেষণা কিসের হচ্ছে?"

হর। আমি তোমার নাম ক'রে ফেলেছি; স্বামীর নাম করিলে মহাপাতক হয়।

হংসে। মহাপাতক বিনাশ করিবার জন্য তোমরা ত ব্রত নিয়ে

এক কাজ কর; এবার এমন একটী ব্রত গ্রহণ কর, এবং তাহার জন্য ভগবানের কাছে চব্বিশ ঘণ্টা প্রার্থনা কর, যাহাতে ভগবান্ পরজন্মে তোমায় আল্‌জিহ্বাটী আর না দেন, তাহা হইলে আর নাম ধরিবার এত আশঙ্কা থাকিবে না।

হর। তুমি যাও, আমায় বোবা হ'তে বল্‌ছ? বোবা হ'লে তুমি সুখী হও, না? কিছুই বল্‌তে পার্‌বো না কি না? কিন্তু এত কথা কই, এত কথা কই; তবু বল, 'বেশী কথা কওনা তুমি, সই;' না জানি, না কহিলে কি হ'ত।

হংসে। একপ্রকার ভাল হ'ত; ইসারায় ইসারায় কাজ হ'ত। বাজে সময় নষ্ট হ'ত না। যাহাহউক, একটী উপায় শীঘ্র ধার্য্য কর; অন্য পালা আরম্ভ করিতে হবে ত? এক সখীসংবাদ নিয়ে কতক্ষণ থাকিবে? বিরহ খেউড় বাকি রয়েছে!

হরপ্রিয়া অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে গলবস্ত্রা হইয়া হংসেশ্বরের চরণে একটী প্রণাম করিলেন; হংসেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "শেষ এই প্রায়শ্চিত্ত কি স্থির হইল? উঠ, উঠ, শীঘ্র উঠ।"

হরপ্রিয়া উঠিলেন; উঠিবামাত্র হংসেশ্বর পত্নীকে এক গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন, "অয়ি পবিত্রাসি বৈষ্ণবি! ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রম্।"

হরপ্রিয়া কহিলেন, "এই সকল রঙ্গরস এতদিন শুনিবার জন্য প্রাণে কতই অভিলাষ হইত, এতদিন কোথায় ছিলে?"

হংসেশ্বর কহিলেন, "জায়াকে একবার হারাইয়া পরে পাইতে হইলে, শাস্ত্রে আছে, দ্বিজমাত্রকেই দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পালন করিতে হয়। দ্রৌপদীকে পাইতে পাণ্ডবেরাও ঐরূপ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারদিগের বয়স ছিল দশ হাজার, বার হাজার বৎসর; তাঁহাদের বার তের বৎসর অনায়াসেই বাদ দিলে চলিত। আমরা অন্যূন পঞ্চাশ, ষাট বৎসর বাঁচি কি না, আমাদের অত বাদ দিলে চলে কই? আর বাদ সাদ দিয়া বুড়া বয়সে তোমার কাছে কি পাকাচুলের হিসাব দিতে আসিব, প্রিয়ে? তাই সংক্ষেপে দশমাস বনবাস, আর এই একমাস অজ্ঞাতবাস পালন হইতে আসিতেছি। নিয়মও রক্ষা হ'ল, তোমাকেও উদ্ধার করা গেল।



যেই ছুরিকা আবার উত্তোলিত হইল।"

এখন, বলিতে গেলে, আমি একজন রথী ; আমার কাছে অর্জ্জুনই বল, আর জয়দ্রথই বল, সবই দুধের ছেলে ; শিব্যাকর !"

এই সমস্ত কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে পশ্চাতে একটা 'খড়্ খড়্ খড়্' শব্দ উত্থিত হইল। হরপ্রিয়া ভয় পাইলেন ; বলিলেন, "পলাই ; বোধ হয়, নিতাই বাবুর বাটীর কোনও লোক আসিতেছে ; দেখিলে কি মনে করিবে ? রাত্রিতে তোমাকে চিনিতে পারিবে না, কেবল আমাকেই দ্বিচারিণী ভাবিবে ; আমি উঠি।"

হরপ্রিয়া উঠিতে গেলেন ; হংসেশ্বর হাত ধরিয়া বসাইলেন ; বলিলেন, "বুনিয়াদী বাড়ীর লোকজন ! সুখে থাকুক আর না থাকুক সুখের গন্ধে উহাদের শরীর সব ঘৃতপক্ক হইয়া গিয়াছে। চালচলন সেইরূপই দাঁড়াইয়াছে। ভয় নাই, কলেবর ঠেলিয়া এতদূর আসিতে পারিবে না ; চলিয়া যায় এই।"

হরপ্রিয়া আবার বসিলেন।

উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

হরপ্রিয়া পতিকে ধর্ম্মান্তরগ্রহণ প্রভৃতি মিথ্যা প্রবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হঠাৎ এই সময়ে 'ঝট্ পট্', 'ঝটাঝট্' 'ঝন্ ঝন্,' 'উঃ, আঃ' এইরূপ এক ভয়ানক কুস্তির ন্যায় আছাড় পাঝাড় শব্দ উত্থিত হইল। মার্জ্জারে কপোত শীকার করিলে উহা যেমন প্রাণভয়ে পলায়নের জন্য ধড় ফড় করে, শব্দ কতকটা তদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল। করতলদ্বারা ফুস্‌ফুস্ নালী চাপিয়া ধরায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না ; কেবল 'গোঁ গোঁ' শব্দ উত্থিত হইতেছিল মাত্র। হরপ্রিয়া ও হংসেশ্বর প্রথমতঃ স্তম্ভিতের ন্যায় নির্ব্বাক্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই তথায় 'বাবারে,' 'গেলামরে' 'মলাম,' ঊঃ, উঃ,—উ-উ-উ-উঃ—এইরূপ এক বিকট বিলাপধ্বনি উঠিল। প্রতি কথার তালে তালে এক একবার অঙ্গে সাঙ্ঘাতিক আঘাত পড়িতেছে, সেইজন্য কথাগুলি শ্বাসক্ষেপনের সঙ্গে সঙ্গে জোরে জোরে উচ্চারিত হইতেছিল। হংসেশ্বর ভয়ে মুখব্যাদান করতঃ উৎকণ্ঠিতলোচনে এই ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন—দেখিলেন, ঘাতক তখনও শীকার ধরিয়া আছে, বোধ হয়, আরও প্রহার করিবে। নিমেষ মধ্যেই ছুরি [illegible] আবার উত্তো-

হইল। "আমায় মেরনা মেরনা, তোমার পায়ে পড়ি, মুটুদাদা, তোমার পায়ে পড়ি; আমি তোমার কি করিয়াছি," বলিতে বলিতেই ছুরিকা বামবক্ষে ফুস্‌ফুসের উপর সজোরে আসিয়া পড়িল, অমনি 'উঃ বাবা, মরিগো—কোথা ইন্দু,—উঃ' বলিয়া দেহখানি ভূতল আশ্রয় করিল। হংসেশ্বর তখন, 'কে? প্রেমলতা? লতা? কে তুমি, মা?' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কোনও উত্তর পাইলেন না; তখন, 'পাষণ্ড নটবর, দাঁড়াও, প্রতিফল দিতেছি,' বলিয়া সবেগে গিয়া ছুরিকাসমেত নটবরের হস্ত ধরিলেন; কিন্তু রাখিতে পারিলেন না। দুরাত্মা বলপূর্ব্বক কর ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। হরপ্রিয়া 'খুন খুন' বলিয়া চিৎকার করিতেছিলেন, রক্তাক্তদেহ দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। হংসেশ্বর তখন হত্যাকারীকে ধৃত করা অপেক্ষা আঘাতের পরিচর্য্যা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া প্রেমলতার কাছে আসিলেন; যাহা দেখিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। হৃদয় হইতে রক্তধারা চতুষ্পার্শ্বে ছুটিতেছে; বলীকৃতা অজার ন্যায় বালা বুকের যন্ত্রণায় অস্থিরা হইয়া হস্তপদাদি চালনা করতঃ কাতরে কেবল এ পার্শ্ব ও পার্শ্ব ফিরিতেছেন; শোনিতে, অশ্রুজলে ও মৃত্তিকায় একত্র মিশ্রিত হইয়া বদনমণ্ডল যেন রক্তকর্দ্দমে উদ্ভাসিত হই-হইয়াছে। কাঁচলি ছিড়িয়া খণ্ড খণ্ড প্রায়; বস্ত্র তাড়নায় শতেক রন্ধ্রময়; অলঙ্কার সকল গাত্রচালনায় স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। মুখদিয়া ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছে; নাসারন্ধ্রে কফরাশি সমবেত হইয়াছে। এমন সোণার অঙ্গ ধূলায় পড়িয়া ধূসরিত হইতেছে। কেশ সকল ছিন্নভিন্ন, রক্তাকীর্ণ; তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন, আর্ত্তনাদে বনস্থলী রোরুদ্যমানা, দেখিয়া হংসেশ্বর ত্বরায় খাতে জল আনিতে গেলেন। মূহুর্ত্তমধ্যেই এ সকল কাণ্ড সমাপ্ত হইয়াছিল; বারি আনিতে গিয়া হংসেশ্বর দেখিলেন, নটবর সাঁতার দিয়া খাত্ পার হওতঃ পরপারে প্রস্থান করিল। প্রেমলতার পরিচর্য্যা করিতে তাঁহারও অঙ্গসমূহ রুধিরাসিক্ত হইয়াছিল; কতক ধৌতও করিলেন; কিন্তু পরিচ্ছদগুলি পরিষ্কৃত করিতে পারিলেন না; সেইরূপ রক্তচিহ্নিতই ছিল। জল লইয়া সত্বর প্রত্যাগমনপূর্ব্বক লতা এবং জায়া উভয়েরই মুখে [illegible]লেন করিলেন। [illegible]রপ্রিয়ার উহাতে চৈতন্য হইল, এবং উঠিয়া কিয়ৎ-

বিলম্বে সে বাটীতে সংবাদ দিতে গেল। প্রেমলতার, কিন্তু, আর কিছুতেই চৈতন্যোদয় হইল না। হংসেশ্বর মুহুর্মুহু অনেক প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু, কিছুতেই ফলোদয় হইল না।

বাটীতে সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তথায় এক বৃহৎ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। কর্ত্তা, গৃহিণী, পরিজন, দাসী, ভৃত্য, দ্বারবান, পুরোহিত, আমলাবর্গ যে যেখানে ছিলেন, সসম্ভ্রমে সকলেই আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসকের এবং আদিনাথের নিকট এই উপলক্ষে সংবাদ প্রেরিত হইল। উভয়েই যথাসময়ে উক্ত ভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের পরামর্শক্রমে দেহ হত্যাস্থান হইতে বাটীর মধ্যে নীত হইল। অনতিবিলম্বেই নবাবের বেতনভোগী একজন ইংরাজ চিকিৎসকও প্রাসাদে আনীত হইলেন। নিতাই বাবু তাঁহার হাতে ধরিয়া এবং বিস্তর পারিতোষিক স্বীকার করিয়া কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য মিনতি করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সাহেবও অনেক পরীক্ষা করিলেন; বলিলেন, "এই ঔষধ দিলাম, ইহাতে একবার আশু উপকার দিতে পারে, কিন্তু জীবনের কোন আশা নাই। ফুস্‌ফুসে ছিদ্র হইয়া গিয়াছে; বক্ষঃস্থলীতে রক্তের লেশমাত্র নাই। আজিকার রাত্র কাটিবে না।" ডাক্তার সাহেব এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন; এবং সকলেই বিষণ্ণভাবে রোগীকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঔষধ সেবন করাইতে করাইতে যথোক্ত একবার সংজ্ঞা আসিল; মৃত্যুর পূর্ব্বে শরীর একবার নির্ব্যাধি হইয়া থাকে, বোধহয়, তাহাই হইল। জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া আদিনাথ তাড়াতাড়ি পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন; এবং ভার্য্যার শিরোদেশ আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। লতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' আদিনাথ উত্তর করিলেন, 'তোমার স্বামী।' প্রেমলতা কহিলেন, "তুমি আমার স্বামী নহ; আমার দেহ ত্যাগ কর; আমার স্বামী ইন্দুশেখর; আমি 'নৃত্যকালী', 'প্রেমলতা' নহি। এই ভ্রান্ত জগতে জীবের অহরহঃ শতশত ভ্রম হইতেছে, আমার এই ক্ষুদ্র নিদারুণ ভাগ্যে তাহার একটী সংঘটিত হইয়াছিল। আমি আর বাঁচিব না। যদি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আবশ্যক হয়, সেই নিষ্ঠুরকে বলিও, আমার মুখে এক বিন্দু জল দিবে; তুমি দিলে আমি পাইব না।" পরে ঝি

আরম্ভ হইল ;—"হুটুদাদা, আমি তোমার কি করিয়াছিলাম যে, আমায় এইরূপ করিয়া বধিলে ! আমি আর কিছুদিন দেখিয়া আপনাকে জাহ্নবী-জলে ভাসাইতাম ; তুমি কেন বৃথা কলঙ্কের ভাগী হইলে, আপনাকেও বিপদে ফেলিলে !" তৎপরেই ইন্দুর উপর কোপপ্রকাশ আরম্ভ হইল। "ইন্দু, নিষ্ঠুর, কোথায় আছ ? স্বামিন্, মরি, একবার আসিলে না ? মৃত্যুকালেও ও যুগলচরণ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তোমাকে লইব। তোমার হৃদয়ে হৃদয় মিশাইব। এ পিয়াস সহজে নিভিবে না, জানিও।" কথা কহিতে কহিতে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন, "বুকে বড় বেদনা।" আবার প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। নিতাই বাবু তিরস্কার করিয়া উঠিলেন; চিৎকার শুনিবামাত্র আতঙ্কে আবার মূর্চ্ছা হইল ; এই মূর্চ্ছাই শেষ মূর্চ্ছা ; আর চৈতন্যোদয় হয় নাই। সকলেই পার্শ্বে বসিয়া নানারূপে সংজ্ঞোদয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কোন উদ্যমই সফল হইল না। পুরবাসীরা বলিলেন, "এখানে আর গোলমাল করা উচিত নহে ; লতার যেন একটু তন্দ্রা আসিতেছে বলিয়া বোধহয়।" আদিনাথ বিশেষ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এ তন্দ্রা নহে, মহানিদ্রা।" সকলেই ধৈর্য্যধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। লতার মাতা তখন উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

প্রেমলতার মৃত্যুর পর ডাক্তার সাহেব যথারীতি আসিয়া দেহ পরীক্ষা করিলেন ; নিতাই বাবু খরচ দিয়া ও কার্য্য বাটীতেই সমাপ্ত করাইলেন। পরে আদিনাথকে দেহের গতি করিবার জন্য আদেশ করিলেন ; বলিলেন, "আমি দেখিতে পারিব না ; কিন্তু অপর কেহ যে এ কার্য্য করিবে, তাহাও আমার সহ্য হইবে না ; আপনার লোক যাওয়া আবশ্যক। আদি অতি কাতরতার সহিত উহাতে স্বীকৃত হইলেন। দেহ গঙ্গাতীরে নীত হইল। শ্মশানে স্নান করাইবার সময় আদি পাগলের মত মৃতদেহ আলিঙ্গন করিলেন ; বলিলেন, "জীবন্তে পাই নাই, সদাই নিবারণ করিতে, এখন আর [illegible] করিতে পারিবে না, আর ছাড়িব না।" অনুচরেরা অনেক [illegible] তাঁহাকে তৎক্রিয়া হইতে নিরস্ত করিল। তাহারা ধীরে ধীরে

চিতারচনা করিয়া দিল। আদি ভার্য্যাকে তদুপরি উপবেশন করাইলেন; বলিলেন, "কিছুক্ষণ ব'স, লতে, আমি তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখি। বিবাহ হইয়া অবধি ভাল করিয়া দেখি নাই, নাচিয়া নাচিয়া আসিতে, নাচিয়া নাচিয়া পলাইতে, এখন দেখি, একটুকু ব'স।" পরে একটা নূড় জ্বালিলেন; বলিলেন, "জীবিতা থাকিলে নিষেধ করিতে, এখন তাহা পারিবে না। যদি জানিতাম যে, এত শীঘ্র পলাইবে, ছাড়িতাম না; কিন্তু আর উপায় নাই; আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিলে আমাকে শেষে ছাই কুড়াইতে হইবে; এইবেলা আমার অধিকার আমি বিস্তার করি; এস প্রিয়ে, তোমায় একবার আমি আরতি করিব," বলিয়া জ্বলন্ত ইন্ধনদণ্ড বদন আলোকিত করতঃ চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে লাগিলেন; বলিলেন, "অত হাসিমাখা মুখ আজি হাসে না কেন? আমি বৃদ্ধ অভাগা বলিয়া কি হাসিতেছ না? ইন্দুকে দেখিলে কি হাসিবে? ইন্দুকে একথা, আসিলে আমি বলিব; তাহার কার্য্য সে করিবে, আমি আমার কার্য্য করি। তুমি ফুল, ফুটিলে; কে জানিত যে, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ঝরিবে। তোমারত বিধবা হইবারই কথা! ভ্রমরের জন্য প্রস্ফুটিত হইয়াছিলে, ভ্রমর আপন মধু লুটিয়া লইয়া চলিয়া গেল; আমি বৃদ্ধ প্রজাপতি, মধুর কেহ নহি, কেবলমাত্র অধিকার করিয়াছিলাম, তাহাতেই এত বিরক্তি; তবু অধিকার কে ছাড়ে? আমি তোমায় আরতি করিব, এস প্রিয়ে", এই বলিয়া আবার নুড় লইয়া প্রদক্ষিণ করিলেন; ভৃত্যবর্গ তখন তাঁহাকে 'বাতুল' মনে করিয়া চিতা জ্বালাইয়া দিল। মোহিনী ছবি 'হু হু' শব্দে ধরিয়া উঠিল। আদিনাথ ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিলেন; ভৃত্যেরা ধরিয়া রাখিল। ধৃত অবস্থায় গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন, কে পুড়িতেছে? 'নৃত্যকালী'; 'প্রেমলতা' নহে। 'নৃত্যকালী'—ইন্দুশেখরের সহধর্ম্মিণী;—'প্রেমলতা',—আদিনাথের পুনর্ভবা পত্নী!—আধার এক; সংজ্ঞা স্বতন্ত্র; একি ভাব! আমি কে? উহারই বা কে? সমাজে পতিত, তবেত জরায়ুরও অতীত; ধর্ম্মে ভীত, অপথে আনীত, ইতর পশুর মত! সমাজছাড়া মনুষ্য হইতে পারে না; যে হয়, সে বন্যমনুষ্য। আমি সমাজভ্রষ্ট নষ্টজীব, অতএব আমার অস্তিত্ব হইতে পারে না; সুতরাং সিদ্ধান্ত, তবে আমি নাই। সমাজের বিরাটবন্ধন

ও পরমার্থনিবেদক ; নিয়ন্তার আদেশসমর্থক, কার্য্যকারণনিরূপক, কর্ম্মভূমি সংসারের এই একরজ্জুবদ্ধ সুশৃঙ্খল সোপানখণ্ড জীবের কার্য্যক্ষেত্ররূপে বিরাজিত রহিয়াছে। তুমি মন্দ হও, সমাজের কথা না মানিয়া চল, দূর হও ; সমাজ তোমাকে আর রাখিতে চাহে না। যথেচ্ছব্যবহার কর, দূরে কর ; সমাজকে দূষিত করিও না। চোর হও, কারাগারে যাও ; সেখানে সমাজ নাই। লম্পট হও, সমাজ তোমাকে তৎক্ষণাৎ বিদূরিত করিবে। তুমি, নারি, যদি সতী হও, সমাজধর্ম্ম পালন কর, সমাজ তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। ব্যভিচারিণী হও, সরিবার চেষ্টা দেখ ; এখানে আর স্থান নাই। দুই একটী ব্যক্তিবিশেষ লইয়া মানবসমাজ গঠিত নহে ; এ মহাসাগরে দুই এক কলস জল তুলিলে কিম্বা ঢালিলে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। পুরাণপুরুষের উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলেই হইল। তাহাও আবার যখন সংসর্গদোষে অথবা ভিন্নসমাজসংশ্রবে কিম্বা নীচতর আদর্শে নিম্নগামী হইতে থাকে, তখন ঈশ্বরাংশসম্ভূত কোন এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া উহার কিছুকালের মত পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়া যান। এবম্বিধ বিশুদ্ধ মানব-সমাজের আজি আমি বিরোধী। সেজন্য সিদ্ধান্ত যে, আমি আর নাই। অর্থাৎ, আমার আধ্যাত্মিক জীবনী বিধিউদ্দিষ্ট সাধারণ (Collective) জীবনস্রোত হইতে বিভিন্ন হওয়ায় বেলাভূমিতে পরিত্যক্ত রহিয়াছে ; জীবন নাই ; কেবল ধমনীক্রিয়ামাত্র চলিতেছে ; উহার সত্বর নির্ব্বাণ আবশ্যক। প্রেমলতাও এই নির্ম্মল বন্ধন ছেদন করিয়াছিল বলিয়া কি কোরকে দুরন্ত কীট তাহার ইন্দ্রিয়বন্ধনগুলি ছেদন করিয়া দিল। হায় ! হিন্দুনারী হইয়া সে দুই দুইবার সিন্দুর পরিল ! লতা হইয়া একের অধিকবার তরু আশ্রয় করিল ! এসকল অঘটন ঘটন অকল্যানসূচক, সন্দেহ নাই। এ বাটী শ্মশান হইবে, দেখিতেছি ; অতএব, আমি আর থাকিব না। এক বন্ধনের উভয়েই বিরোধী ছিলাম, সুতরাং এক চিতাতেই পুড়িয়া মরিবার সঙ্কল্প ছিল ; ভৃত্য-বেটারা দিল না। লতার কে আদিচ্ছেদ করিল ? 'নটবর'। আদির কে লতাচ্ছেদ করিল ? সেও 'নটবর'। লতা গেল, আমি আদি, আমি কেন ... থাকিব ? আমি যাই।" এই বলিয়া আদিনাথ, ব্রাহ্মণগণ যখন অন্যমনস্কে ... খাইতেছিল, সেই সময়ে ভাগীরথীতে নাভিপিণ্ড লইয়া অবতরণ

করিলেন; পরে স্নান করিতে করিতে অদৃশ্য হইলেন। কার্য্যসমাপ্তে অনুচরবর্গ অনেক অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে না পাওয়ায়, বাটীতে আসিয়া নিতাই বাবুকে জ্ঞাপন করিল, 'স্নান করিবার সময় আদিনাথ ডুবিয়া গিয়াছে।' তাহারা বলিল, "'সমাজ সমাজ' বারকতক উচ্চারণ করিতে করিতে ঘাটে গেলেন; পরে আর দেখিতে পাইলাম না। অন্বেষণ করিলাম, তথাপি পাইলাম না।" নিতাই বাবু তাহা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন; বলিলেন, "সে বড়ই কাপুরুষ; তাই এইরূপ কার্য্য করিল। সমাজের জন্য সে ডুবিল! আপনার জীবনের অপেক্ষা কেহই বড় নহে; সমাজও নহে, কেহই নহে।"

যে যেমন ব্যক্তি, তাহার সেইরূপ উক্তি! জগতে অবিবেকী ও বিবেচকের মন্তব্যে বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়ের আদর্শ বিভিন্ন, সুতরাং কার্য্যপ্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। নূতন কিছুই নহে।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

"It will have blood; they say, blood will have blood"

Shakespeare.

স্ত্রীপুরুষে মহাদ্বন্দ্ব বাধিল। নিতাই বাবু কাতরস্বরে কর্ত্রীকে বুঝাইলেন, "নটবর হত্যা করিয়াছে বটে, কিন্তু এবার উহাকে বাঁচাইতেই হইবে। আমি ব্যতীত আর উহার কেহ নাই; আমি না বাঁচাইলে উহার বাঁচিবারও উপায় নাই। যে যাইবার সে গিয়াছে; আবার এ প্রাণীটাও কেন যায়?" গৃহিনী সক্রোধে উত্তর দিলেন, "যে দোষী, সে অবশ্য ফলভোগ করিবে; আমাদের বাঁচাইবার আবশ্যকতা কি? উহাকে বাঁচাইতে গিয়া আবার একজন নির্দ্দোষী মারা যাইবে, কেন? কোম্পানী শুনিবেক না, পুলিশ একজন আসামী খাড়া করিবেই করিবে, তবে সত্য আর মিথ্যা। যদি নির্দ্দোষী মারা যায়, আবার এক নিকৃষ্ট মহাপাপের অংশী হইতে হইবে। আমাদের প্রচুর শাস্তি হইয়াছে, আর আবশ্যক নাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, দোষী আপনিই ধরা দিবে। যে আমার জীবনসর্ব্বস্বকে হনন করিল, তাহাকে বাঁচাইতে আমি কখনই দিব না। তুমি যাইতে পাইবে না।" নিতাই বাবু দেখিলেন, বড়ই অসুবিধা; তখন, ভার্য্যাকে তথাস্তু বলিয়া বুঝাইয়া বাহির আসিয়া হংসেশ্বরকে দেখাইয়া পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় এই ব্যক্তিই দোষী। প্রেমলতা দেবী মৃত্যুকালে সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছে যে, 'আমি ত অন্ন উঠাই নাই, আমাকে কেন বধ করিলে!' সুতরাং আমার মতে সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতুক এব্যক্তি আমার প্রতিপালিত ছিল, এবং ইহার পরিবর্ত্তে আমি প্রেমলতা দেবীকে ওয়াটার্‌লু চ্যাপেল হইতে পাইয়াছিলাম;—অতএব অন্ন উঠান প্রতিপন্ন হইল;—এবং যেহেতুক প্রেমলতার মৃত্যুউক্তি এইরূপ,—অপিচ ঐ ব্যক্তির

গাত্রে ও বস্ত্রাদিতে রক্তের দাগ রহিয়াছে; পুনশ্চ ও যখন অন্য কাহারও নাম করিতে পারিতেছে না; (হংসেশ্বর অনেক পীড়াপীড়িতেও নটবরের নাম করেন নাই; কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে নির্দ্দোষী।) তখন মীমাংসা এই যে, ঐ ব্যক্তিই হত্যা করিয়াছে। অতএব উক্ত সন্দেহে ঐ ব্যক্তিকেই ধৃত করা হউক।" নিতাই বাবু আপন উক্তি সমর্থনার্থ দুই একটী প্রমাণও দিলেন। পুলিশ জিজ্ঞাসা করিল, "আসামী বলিতেছে, সঙ্গে আসামীর স্ত্রী ছিল; ঠিক কি না?" নিতাই বাবু দেখিলেন, প্রমাদ! তখন আপনার একটু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব খাটাইয়া বলিলেন, "কৈ? না! আমার একজন দাসীমাত্র সঙ্গে ছিল; উহার কেহই নহে, মিথ্যা বলিতেছে।" পরে একজনা কিঙ্করীর দ্বারা ঐ বিষয়ে অসত্য সাক্ষ্যও দেওয়াইলেন। পুলিশ প্রথমতঃ নিতাই বাবুর কথায় সন্দেহ করিতেছিল, পরে কারণান্তরে সকলই বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল। হংসেশ্বর আত্মরক্ষার্থ অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাঁহার সাফাই কোনমতেই টিকিল না। রুধিরের নেশা জমিলে ক্ষমতাপন্ন রাজভৃত্যগণের মাথায় কোন সাফাই প্রবেশ করে না। কনষ্টেবল হংসেশ্বরের মনিবন্ধে লৌহবলয় পরাইয়া দিল; অবনতশিরে অনাথ যুবক রাজদ্বারে চলিলেন। যে সমস্ত প্রমাণ পুলিশ সমীপে পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট সমীপে ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইল; বিচারক শুনিয়া বিশ্বস্তচিত্তে হংসেশ্বরকে দায়রা-সোপরদ্দ করিলেন।

হরপ্রিয়া এতদিন নিতাই বাবুর অন্তঃপুরে ছিলেন, গৃহিণী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আদালতে স্বামীর এই দশা হইয়াছে শুনিবামাত্র অঞ্চলে মুখাবৃত করতঃ বিলাপ করিতে করিতে ভবানীর মন্দিরে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। কাঁদিয়া জগন্মাতাকে বলিতে লাগিলেন, "মাগো নিস্তারিণি, বুঝি, হতভাগিনীর শিরে সিন্দুর জন্মের মত উঠিয়া যায়। নিরপরাধে পতি কারাবাসে বিপন্ন, প্রাণের দায়ে অবসন্ন; কি হবে মা? এ অবসাদে অবলার ধর্ম্ম রক্ষা কর, নহিলে আর উপায় দেখি না। যেন হাতের নোয়াটী না খুলিতে হয়, এইটী কর, মা; আর কিছুই চাহি না।" যতদিন সেশন কোর্ট না বসিয়াছিল, ততদিন হরপ্রিয়া ভবানীর মন্দিরে

রূপে নিরম্বু উপবাসে হত্যা দিয়া পড়িয়াছিলেন। অভাগিনীর আপনার বলিতে কেহ ছিল না; চিরকাল না খাইলেও, বোধহয়, কেহ খাইতে বলিতে আসিত কি না, সন্দেহ। মনোদুঃখে দুঃখিনী মাতৃচরণ আশ্রয় করিয়া কিছুকাল তথায় পড়িয়া রহিলেন, কেহই তত্ত্ব লইল না। দুঃখের অদৃষ্টে সুখ সহে না!

হংসেশ্বর হাজতে থাকিলেন; সেশন আদালত বসিতে তখনও বিলম্ব ছিল; ভাবী ভাবনায় তাঁহার হৃদয় শুকাইয়া যাইতে লাগিল; নিতাই বাবু আততায়ীর মত ব্যবহার করিলেন দেখিয়া তিনি আরও কাতর হইয়াছিলেন, আপনা হইতে এবম্বিধ বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে, বোধহয়, এতদূর দুঃখ হইত না। হাজতে বসিয়া বসিয়া যখন অবিরল নেত্রবারি ঝরিত, হংসেশ্বর পরমপুরুষকে স্মরণ করিতেন; কাতরে ডাকিতেন, "কোথায় হে বিপদ্‌ভঞ্জন, সনাতন নিত্যপুরুষ, আমি অনাথ দরিদ্র নিরপরাধে অসৎচক্রান্তে পড়িয়া মারা যাই; কোথায় আছ, একবার প্রতীয়মান হও। আমি জানি, তুমি আছ, নতুবা এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুহূর্ত্তেকও চলিতে পারিত না। কিন্তু কোথায় আছ, জানিনা; যেখানেই থাক, একবার উদয় হও। শুনিয়াছি তুমি সত্যস্বরূপ; জ্যোতির্নয়নে একবার দেখ, সত্যের কিরূপ অবমাননা হইতেছে! যদি জানিতে পারি যে, তুমি বিদিত আছ, এ অধম সত্যপথ ছাড়ে নাই; আমি মরিতে তিলমাত্রও ভয় করি না। কিন্তু, হে দীনবন্ধু হৃদয়হারি প্রভু, একবার মানসনয়নে আসিয়া প্রতীয়মান হও, আমি তোমায় দেখিয়া মরি।" রাত্রে নিদ্রা হইত না, কেবলই রোদনে শর্ব্বরী অতিবাহিত হইত। প্রতিযামের সঞ্চার তিনি আপন উদ্বেগের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতেন। দিন যায়, রাত্রি আসে, রাত্রি যায়, আবার দিন আসে; উভয়েই সমক্লেশকর; সহজে উত্তীর্ণ হইতে কেহই উৎসুক নহেন। যুবা সন্ধিকাল দুইটীর দ্বারায় সময়ের গতিমাত্র নিরূপণ করিয়া রাখিতেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট বিচারদিবস নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; কিন্তু ইহার অনতিপূর্ব্বেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। উজান উদ্বেগে কিছুকাল সন্তরণ করিয়া পরে হস্তপদ এতই অবশ হইল যে, অবশেষে সময়ের একটান্ স্রোতে আত্মোৎসর্গ করিতে যুবক বাধ্য হইলেন। মনের গতি সকল আপনা হইতেই নিরুদ্ধ করিতে হইল; সময় আপনবেগে

ইন্দ্রিয়ক্রিয়াগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল; ভাসিতে ভাসিতে এক নির্দ্দিষ্ট ঘটিকায় যুবা রুদ্ধ হইয়া রহিলেন। হংসেশ্বর প্রত্যুষে উঠিয়া যেমন তারিখ দেখিবেন, বিস্ময়ে দেখিলেন, ২৭শে মার্চ্চ অর্থাৎ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিচার দিন।

বিচার আরম্ভ হইল; নিতাই বাবু প্রথমেই এজাহার দিলেন; উকিল তাঁহাকে জেরা করিল; এক নম্বর সাক্ষী তাঁহার উক্তির প্রমাণ দিলেন; পরে অন্যান্য সাক্ষীগণ জবানবন্দী করিতেছেন, এইরূপ সময়ে জেলার ইংরাজ ডাক্তার ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কনষ্টেবল্ সমভিব্যাহারে আসিয়া একজন ধৃতকর যুবা পুরুষকে দেখাইয়া বিচারককে কহিলেন, "প্রেমলতা দেবী খুন হওয়া সম্বন্ধে যে মকদ্দমা এক্ষণে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের নিবেদন, তাহা আপাততঃ স্থগিত রাখা হউক। তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান আসামী এ ব্যক্তি প্রকৃত দোষী বলিয়া বিবেচনা হয় না। অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে যে, এই দুর্ব্বৃত্ত যুবক তাহাকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। অতএব আইনমতে উহারই বিচার অগ্রে আরম্ভ হউক। নিতাই বাবু যুবকটীকে দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন, হায়! কে কাহাকে বাঁচায়, পাপ ও বহ্নি কখনও গুপ্ত থাকে না; হতভাগ্য ধরা পড়িয়াছে! প্রকাশ্যে বলিলেন, "ধৃত ব্যক্তিটী আমার ভাগিনেয়; উহাকে আমি আজ একমাসের অধিককাল পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছি; উনি এখানে থাকেন না। উহাকে কেন অন্যায় পীড়ন করা হইতেছে, আমি এ বিষয় জানিতে চাহি; নতুবা পরে দেখিয়া লইব।" পুলিশ সাহেব ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, "Enough, enough! shut up for my sake, Babu, I pray." জজ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বড় লজ্জার কথা যে, যাহারা আদালতের শান্তি রক্ষা করিবে, তাহারাই গোলমাল করিয়া শান্তি ভঙ্গ করিতেছে।" পরে পুলিশ সাহেবকে বলিলেন, "এ ব্যক্তির বিচার জজের করিবার ক্ষমতা নাই; মাজিষ্ট্রেট যতক্ষণ কোন ব্যক্তিকে আসামী সাব্যস্ত করিয়া সেশন সোপরদ্দ না করিবেন, ততক্ষণ সে দায়রার আসামী হইতে পারে না।" পুলিশ সাহেব তখন ওবিষয়টী আপোষে ঠিক করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন; বিচারক বাহাদুর গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"Yes, it must come through proper channel."

তিনি বিচার করিতে সম্মত হইলেন না। পুলিশ-অধ্যক্ষ তখন অপ্রতিভ হইয়া নটবরকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চলিলেন। বিচার সে দিবস বন্ধ হইয়া গেল।

সহর কাটোয়ার ঘাট হইতে একখানি ক্ষুদ্র পান্সী চারিজন আরোহীকে লইয়া পূর্ব্বদিবস অপরাহ্নে বহরমপুর অভিমুখে যাত্রা করে। আরোহীদিগের মধ্যে দুইজন ইউরোপীয় এবং দুইজন দেশীয়। ইউরোপীয় আরোহী দুই-জনের মধ্যে একজন সিভিলসার্জ্জন; আর একজন জেলার পুলিশ-অধ্যক্ষ; দেশীয় দুইজনের মধ্যে একজন কনষ্টেবল, আর একজন টিকাদার; অর্থাৎ বসন্তের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সহরে সহরে ইঁহারা টিকা দিয়া বেড়াইতেছেন। নৌকাখানি ছোট বটে, কিন্তু পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দুইটী দাঁড়ী ও একজন মাঝি আছে, তাহারা বাহনকার্য্যে অতিশয় নিপুণ বলিয়া বোধহয়। বহরমপুর পৌঁছিবার অনতিপূর্ব্বে দুর্ভাগ্যক্রমে নৌকাখানি একটী অপ্রশস্ত চরে লাগিয়া গেল; বৈশাখ মাসে ভাগীরথীতে স্থানে স্থানে জল অতি বিরল থাকে, গভীরতাও অল্প, এবং মধ্যে মধ্যে চর পড়িয়া গিয়াছে; দাঁড়ীরা নৌকা তুলিবার জন্য অনেক পরিশ্রম করিতে লাগিল; সাহেবেরা বথ্সিস্ স্বীকার করিলেন; কারণ পরদিন আদালতে তাঁহাদিগকে দশ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হইতে হইবে;—উভয়েই খুনী মকদ্দমায় সাক্ষী ছিলেন; কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ চোরাবালু ক্রমশঃ নৌকার চতুষ্পার্শ্ব আরও অবরোধ করিতে লাগিল। তখন আরোহীদিগের সম্মতিক্রমে নৌবাহকগণ রাত্রের মত চালনা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইল। সাহেবেরা আহারাদি করিয়া ভিতরে শয়ন করিলেন; স্থানাভাব বশতঃ কাহারও নিদ্রা হইল না এবং নাবিক প্রভাত যাবৎ তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। দাঁড়ীদ্বয় সমস্তক্ষণ বাহিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল, মাঝিকে উত্তরদ্বারা জাগরণ সঙ্কেত পাঠাইতে পাঠাইতে ক্রমে ক্রমে নিদ্রিত হইল। একজন কেবল বিকট নাসাধ্বনি আরম্ভ করিল; অপরজনের নিদ্রা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে নানা-প্রকারের ভঙ্গী, শীৎকার, প্রলাপ, রোমাঞ্চ, বিভীষিকা, আর্ত্তনাদ, অনু-শোচনা, বিকটহাস্য প্রভৃতি ভাবান্তর সমূহ একে একে কর্ণগত হইতে লাগিল। ডাক্তার জাগ্রত ছিলেন, ধীরে ধীরে পুলিশ সাহেবকেও উঠাই-

লেন। সাহেব দুই চারিটী কথামাত্র শুনিয়াই ডাক্তারকে বলিলেন, "What's that? I think the devil has got possession of his soul; is he a drunkard?"

ডাক্তার। A rustic, rather.

পুলিশ সাহেব। He must be a villain. I will enquire. Let me ask the Maji.

ডাক্তার বলিলেন, "সমুদয় ব্যাপার তিনি এখনও শুনেন নাই; অগ্রে শেষ পর্য্যন্ত শুনা যাউক, পরে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। রোগীর মুখে অসতর্ক অবস্থায় আপনা হইতেই এইরূপে রোগ ব্যক্ত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা স্থানান্তরে অনুসন্ধানে আর কি বিশেষ সুবিধা হইতে পারে? সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া উভয়েই শুনিতে আরম্ভ করিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তির ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল; কিয়ৎক্ষণ ব্যাপিয়া চুপ করিয়া থাকে; আবার চমকাইয়া উঠে। "বাবারে! উঃ—আমি এক জ্বালায় মর্‌ছি, আবার এরা সব কে? উঃ—সর্ব্বাঙ্গে যেন বোল্‌তা কামড়াচ্ছে; হুল ফুটিও না; ওঃ, বাবা, ম'রে যাই যে! তোমরা আবার কে? অঁ্যা! এ যে সব চেনা লোক দেখ্‌ছি! আমি কি এতগুলি কামিনীর পরকাল নষ্ট করিয়াছি? ওরা যে ভয় দেখায়! না, না,—স'রে যাও, স'রে যাও; সে যে সংখ্যায় অনেক কম ছিল! তোমরা জাননা, তোমরা পলাও; আর আঙ্গুল নাড়িয়া শাসাইতে আসিও না। আমিই কি দোষী? তোমরা নও? একহাতে তালি বাজে না! স'রে যাও, স'রে যাও।"

ডাক্তার। How unfortunate! he can not sleep!

পুলিশ সাহেব। A sinner that must suffer so!

দাঁড়ী ক্ষণেক নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল; ক্ষণেক পরে আবার ভয় পাইবার মত চিৎকার করিয়া উঠিল; "ওঃ, ওঃ, ওঃ, ওঃ, ধর, ধর, ধর, ধর, ডাঙ্গশ মারে; বাবারে—এযে অপুকৃষ্ট জীবের পাল! কে তোমরা, ভাই? ছোট ছোট হাত পা, বড় বড় মাথা, চক্ষু ফুটে নাই! ঐ ক্ষুদ্রবদ্ধ মুষ্টি নাড়িয়াই আমায় ঘুসী দেখাইতেছ! আমার কাছে কেন? আমি কি তোমাদে হত্যা করিয়াছি? তোমরা বিধবার গর্ভজাত ভ্রূণ! তোমাদের প্রে

কাছে যাও, তাহারা এ হত্যার দায়ী! আমার দাওয়াইখানা ছিল, আমি ঔষধ দিয়াছি মাত্র; যাও যাও, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে মিছা জ্বালাতন করিও না।"

ডাক্তার। In each scene is acted a new chapter of his life!

পুলিশ সাহেব। Wait a moment! and see that he comes to some suspected point!

আবার প্রলাপ আরম্ভ হইল। "কে গা! বুকে হাত দিচ্ছ কেন? রক্ত খাবে? কে তুমি? গয়লা মাসী? আমি, বাপু, তোমার স্বামীকে পাগল করি নাই! তোমাকেও চাহি নাই! তুমি নিজেই বলিয়াছিলে, নিজেই আমাকে লওয়াইয়াছিলে! নিজে নিজে সকলে দোষ কর, আমার কাছে কি করিতে আইস? বুকের রক্ত তত শস্তা নয়! যাও, পলাও।"

আবার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ।

ডাক্তার। The agony of conscience, alas!

পুলিশ সাহেব। Lo! Hark, he begins again!

দাঁড়ী আবার শিহরিয়া উঠিল; "কে আস্‌ছ? কে আস্‌ছ? মুখে রক্তমাখা, এলাইত বেণী, বক্ষ ছিদ্রময়, হস্তপদ ভাঙ্গা, রুধিরাসিক্ত বসন, মুখদিয়া রক্ত অনর্গল উঠ্‌ছে! ঐ যে ফেনা ঝর্‌ছে! উর্দ্ধদৃষ্টি! চক্ষুদিয়া শোণিত অশ্রু ক্ষরে! প্রেমলতা! রক্ষা কর, রক্ষা কর, দিদি! আমি তোমায় বিনাদোষে মারিয়াছি। ভুল, ভুল! আর কিছুই নয়; ভুল, ভুল! বিষম ভুল! শোধ নিও, শোধ নিও এর পর; কিন্তু, মিনতি কর্‌ছি, এখন না, এখন না; আমি আর বাঁচিনা, গো, ছেড়ে দাও।"

আবার নীরব।

ডাক্তার। Even so!

পুলিশ সাহেব। O thou bloody!—I must arrest him. পরে টিকাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Vaccinator, what does he chatter about?"

টিকাদার উত্তর করিল, "সাহেব, এ লোকটা খুনে।"

পুলিশ সাহেব। That's what I want to be informed.

পরে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, এ কোন্ হ্যায় ? নয়া আদ্‌মি ? না পুরানা ?"

মাঝি। হুজুর এ নয়া আদ্‌মি; মাহিনা করীব্ হিঁয়া কাম্ কর্‌তা।

পুলিশ সাহেব। That is, just after the murder of Premlata; I see! আবার মাঝিকে ডাকিলেন, "মাঝি;"

মাঝি উত্তর দিল, "হুজুর"—

পুলিশ সাহেব। এ হামেসা এসাই রাত্‌ভোর চিল্লাতা হ্যায় ? ইয়ানে স্রেফ্ আজ কর্‌তা ?

মাঝি। নেহি খোদাবন্দ্; যব্ নিদ্ যাতা, তব্ এস্যাপিক্ হাম্ শুনা হ্যায়, বহুত্ দিন্‌সে। হাম্ যব্ পুছত্ হ্যায়, ও কহেঁ, উস্‌কো একঠো বেমারী হ্যায়—দিল্‌কা ভিতর সোঁক্‌তা—ওসি ওয়াস্তে আদ্‌মি চিল্লাতা।

সাহেব। উস্‌কো হাম গ্রেপ্তার করেগা। ও ত খুনী আপই বোল্‌তা।

মাঝি। হুজুর, খোদাবন্দ্ আপ্‌কো যো মর্‌জি, লেকেন্ হাম্ ত কুচ্ জান্‌তা নেহি, সাহাব; হাম্ গরীব আদ্‌মি, হ্যায়, হামারা শির্‌পর্ কুচ্ না গিরে।

পুলিশ সাহেব। তোমারা নওকর হ্যায়; ওসি ওয়াস্তে তোমারা ঝুঁকি। পরে টিকাদারকে বলিলেন, "Vaccinator, উস্‌কো উঠাও।"

টিকাদার "যে আজ্ঞা" বলিয়া দাঁড়ীকে উঠাইতে গেলেন। মাঝি বলিল, "বাবু সাহাব, ঠেল্‌নেসে ও উঠেগা নেহি; আঁখ্‌মে পানি ছিটানে হোগা।"

পুলিশ সাহেব বাহিরে আসিলেন; বলিলেন, "লাথ্‌সে জরুর সব সায়েস্তা হো যাগা।" যদুক্তম্ তৎকৃতম্। দুই একটী জুতার আঘাত দিবামাত্র দাঁড়ী মহাশয়ের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সাহেব কনষ্টেবলকে হুকুম করিলেন, ইস্‌কো কান্ পাকড়; পরে দাঁড়ীকে প্রিয়-সম্বোধন করিতে লাগিলেন, "শালে, তোম্ কোন্ হ্যায় ? ঝুট্ বলোগে ত মারা যাওগে।"

দাঁড়ী একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম, হুজুর, ধ-ধ ধর্ম্মদা বসাক। আমি অনেক কালের দাঁড়ী, জন্মিয়া অবধিই এই কাজ করিতেছি।"

সাহেব তখন ভ্রুকুটী করিলেন, "কবি নেহি, শুয়ার! তোম্ ঠিক্ ঠাক্ বোলো; মারেগা এক লাথ্, খুন গিরেগা, নেহি ত মর্ যাগা।"

দাঁড়ী। খুন? খুন গিরেগা, সাহেব? আমি ত খুনী নই!

সাহেব। হাঁ, আল্‌বাত্; তোম্ খুনে হ্যায়, হাম্ শুনা আবি; নাম বতাও তোমারা, জল্‌দি জল্‌দি বতাও। সঙ্গে সঙ্গে দুই এক ঘা চপেটাঘাতও কপোলদেশে সজোরে নিপতিত হইল; আরও পড়িতেছিল, এমন সময়ে দাঁড়ীরাজ সভয়করজোড়ে সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর আর মারিবেন না; আমি সত্যকথা বলিতেছি; আমার সনাতন নাম শ্রী—শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী।"

সাহেব। টুমি বড্‌মাস্; প্রেমলটা খুন হইটেছে টোমার হাটে। নটবর দেখিলেন, সাহেব সকল খবরই জানে; গোপন করিলে কেবল অধিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে। যে কয়েকটী চপেটাঘাত তাঁহার গাত্রে পতিত হইয়াছিল, অঙ্গুলির আঘাত বলিয়া জ্ঞাত না থাকিলে বোধ হইত, যেন এক একছড়া অপক্ক মর্ত্তমান কাঁদিভ্রষ্ট হইয়া সজোরে দেহের উপর আসিয়া পড়িতেছে। যুবক উত্তর করিলেন, "হুজুর সাহেব, আমি খুনের সময়ে উপস্থিত ছিলাম বটে।"

সাহেব পীড়ন করিতে লাগিলেন; নটবর কাঁপিতে কাঁপিতে হত্যা তাঁহার কৃত বলিয়া স্বীকার করিলেন। পুলিশ সাহেব তখন আদ্যোপান্ত সমুদয় শুনিতে চাহিলেন; নটবরও আদ্যন্ত সমুদয় স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেন! কাহিনী সমাপ্ত হইলে পর সাহেব কনষ্টেবলকে হুকুম দিলেন, "ইস্‌কো গ্রেপ্তার করো।" কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ তাহার হাত বাঁধিল। নটবর ধীরে ধীরে প্রহরী পরিচালিত পথে চলিলেন। রাস্তায় সাহেব একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হত্যাস্থানে আর কে কে উপস্থিত ছিল। নটবর কহিলেন, "'হংসেশ্বর' ও তাহার পত্নী 'হরপ্রিয়া দেবী'।" সাহেব তখন উভয়কে সাক্ষীস্বরূপে মনোনীত করিলেন। মকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুনঃ প্রেরিত হইল।

আরোহীদিগের প্রমাণের প্রতি প্রত্যয় করিয়া, এবং দাঁড়ীর সাহেবগণের সমীপে স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নটবরকেও সেশন আদালতে প্রেরণ করিলেন। তথায় এতদ্দিবসযাবৎ বিচার বন্ধ ছিল, প্রকৃত

আসামী আসিবাতে উহা পুনরায় আরম্ভ হইল। হংসেশ্বর পূর্ব্ব হইতেই প্রতিবাদী ছিলেন, নটবর তথাপি প্রথম নম্বরের আসামী হইলেন। নিতাই বাবু তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য কলিকাতা হইতে একজন বিচক্ষণ কৌন্সলী নিযুক্ত করিলেন। মকদ্দমা আরম্ভ হইল। সরকার স্বয়ং বাদী। পুলিশ সাহেব নটবরকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে, আদালতকে প্রমাণার্থ ক্লেশ না দিলে, অর্থাৎ সহজে অপরাধ স্বীকার করিলে শাস্তি অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া থাকে। কৌন্সলী, কিন্তু, তাঁহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার জন্য যুক্তি দিলেন। কাষ্ঠবেদীর উপর দণ্ডায়মান হইয়াই নটবরের বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, হাত পা কাঁপিতে আরম্ভ হইল, মুখ শুকাইল, চক্ষু চঞ্চলদৃষ্টি হইল ; পাপের প্রায়শ্চিত্ত আগতপ্রায়! নটবর ভাবিতে লাগিলেন, যদি হত্যা প্রমাণ হয়, নিশ্চয়ই ফাঁসীর হুকুম হইবে। কিন্তু, যদি আদালতকে ক্লেশ না দিই, আপনা হইতেই স্বীকার করি, সাহেব বলিয়াছে, দয়া করিয়া দণ্ড কম দেওয়া হইবে। নিতান্ত দয়াও যদ্যপি হয়, দ্বীপান্তরের ন্যূন শাস্তি এ অপরাধে হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে প্রাণে ত বাঁচিব। প্রাণ থাকিলে যেথানেই যাই, চরিয়া খাইব। এবার বিবাহ করিব ; বিবাহ করিলে ইতর প্রবৃত্তি সকল থাকিবেক না। স্ত্রীজাতি পুরুষকে সর্ব্বত্রই দমনে রাখে। লাগাম না থাকাতেই আমার এত স্বেচ্ছাচারতার বৃদ্ধি হইয়াছিল ; সৎপরামর্শ দিবার মত একজনও লোক ছিল না। আরও, ভালবাসা না জন্মিলে হৃদয়ের কাঠিন্য শ্লথ হয় না। আমার জায়া কেহ থাকিলে সে যখন আমার পরিণাম ভাবিয়া কাঁদিত, বা নিষেধ করিত, আমি তাহা সত্ত্বেও এ লোমহর্ষণ গর্হিত কর্ম্ম কথনও করিতে পারিতাম না। যদি এযাত্রা আয়ুঃ রক্ষা হয়, সেখানে বিবাহ করিব ; তাহাতে আবার সুখের দিন আসিলেও আসিতে পারে। অতএব অপরাধ স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। নটবর মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন, বাহিরে শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ স্পন্দিত হইতেছিল। ইতিমধ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। নটবর অন্যমনস্কে ছিলেন, তাড়না করাতে দ্বিধা না করিয়াই বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার আমিই প্রেমলতাকে হত্যা করিয়াছি ; আমি একাকী। আমার আক্রোশ ছিল, সেইজন্য

কৌন্সলী উপায়ান্তর না দেখিয়া নটবরকে বিকৃতমস্তিষ্ক প্রমাণ

চেষ্টা করিলেন। নটবর কহিলেন, "আমি পাগল নহি, আমি আদালতকে ক্লেশ দিতে চাহিনা, সেইনিমিত্ত সত্য বলিতেছি, আমি খুনী, হুজুর।" কৌন্সলী তখনও তর্ক করিতে লাগিলেন। নটবর কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার এ লোকটা আমার শাস্তি যাহাতে অধিক হয় তাহারই চেষ্টা করিতেছে। হুজুর মালিক, যাহা বিচারে হয়, করুন।"

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বাস্তবিকই হত্যা করিয়াছ, কিম্বা কাহারও প্রলোভনে বা শাসনক্রমে ঐ কথা বলিতেছ।" নটবর তখন পুলিশ সাহেবের দিকে চাহিলেন; সাহেব ভ্রূভঙ্গীতে বলিতে নিষেধ করিলেন। নটবর কহিলেন, "কেহই শাসন করেন নাই, হুজুর, বা প্রলোভন দেখান নাই; আপনিই বলিতেছি, আমি খুনী।"

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ব্যক্তি তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন, উনি ঐ খুন সম্বন্ধে তোমার কোন সহায়তা করিয়াছিলেন? নটবর ভাবিলেন, এইবার কি বলি? বন্ধু ত বাস্তবিক নির্দ্দোষী। কিন্তু বলিলে যদি উভয়ের দ্বীপান্তর হয়; দুইজনে বিদেশে মনের কথা কহিয়া দুঃখের অনেক লাঘব করিতে পারিব। বন্ধুকে সেখানে পাইলে আমি আর সেস্থান বিদেশ ভাবি না।" এইরূপ মনস্থ করিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, ঐ ব্যক্তি আমার হত্যাকার্য্যে অংশীদার ছিল।"

বিচারক সাক্ষ্য চাহিলেন; সরকারী উকিল অগ্রেই প্রত্যক্ষকারিণী হরপ্রিয়া দেবীর নাম উচ্চারণ করিলেন। নিতাই বাবু কৌন্সলী দ্বারা আপত্য জানাইলেন যে, সে পর্দ্দানশীন্ স্ত্রীলোক, তাহার সাক্ষ্য প্রকাশ্য আদালতে গৃহীত হইতে পারে না। পুলিশ সাহেব সরকারী উকিলকে কহিলেন, "সাক্ষিণী সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃতা আছে, এবং স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়াছে." হরপ্রিয়া প্রাণের যন্ত্রণায় বিচারদিবসে স্বামীকে দেখিতে আদালতে গিয়াছিলেন;—কৌন্সলী কহিলেন, "অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তির সাক্ষ্যগ্রহণ হউক, পরে দেখা যাইবে; বালিকার সকল কথাও [illegible]াস্য নহে।"

[illegible] পুলিশ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "How old is she?"

সা[illegible] উত্তর দিলেন, "Advanced in her teens."

জজ বলিলেন, "লেডির সাক্ষ্য অগ্রে গৃহীত হউক; এবং উহা সত্য হইবে বলিয়া আমারও অনুমান হইতেছে।"

কৌন্সলী বলিলেন, "লেডির সম্মান ইংলণ্ডে বিস্তর আছে বটে, কিন্তু, প্রভু, এদেশে 'মিথ্যাবাদিনী' 'অবিশ্বাসিনী' ইত্যাদি বিশেষণ কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা সত্য কথা কহে না, এরূপ প্রবাদও আছে।"

জজ সাহেব সে কথা আদৌ শুনিতে চাহিলেন না। তিনি হরপ্রিয়া দেবীকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিলেন; এবং হংসেশ্বরকে এতদ্বিষয়ে কোন আপত্য আছে কি না, প্রশ্ন করিলেন। হংসেশ্বর নতগ্রীব দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই অবস্থাতেই উত্তর দিলেন, "ধর্ম্মাবতার, কাঙ্গালের লজ্জানিবারণ ভগবান্; তিনি লজ্জা না রাখিলে পতিহীনা নিরাশ্রয়ার কি আদালতে, কি হাটে বাজারে, কি রাজদ্বারে কোথাও যাইতেই বাধা নাই। আমি দুঃখী, আমার স্ত্রী কক্ষে কলস লইয়া নদীতে জল আনিতে যায়, সে অবরোধবাসিনী নহে। আমার কি মানসম্ভ্রম আছে যে, সাক্ষ্য দিতে আমার আপত্য চলিতে পারে?"

জজ সাহেব বলিলেন; "Yet, we must observe all codes of civility. অগ্রে লেডিকে জিজ্ঞাসা করা হউক; যদি তাঁহার প্রকাশ্য আদালতে আসিতে কোনও আপত্য থাকে, কমিসন্ বসাইয়া সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে আদেশ দিব।"

কৌন্সলী তথাপি স্ত্রীসাক্ষ্যের সমীচীনতা সম্বন্ধে কূটতর্ক আরম্ভ করিলেন এবং বিলাতের নারী-আদর্শের সহিত ভারতের রমণীচরিত্রের তুলনা হইতে পারে না, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

তুলনা বস্তুতঃই হইতে পারে না। বিলাত সভ্যদেশ! সেখানে স্ত্রীজাতির মানসম্ভ্রম আছে; সুতরাং, তাহারা যাহা বলে, তাহাই সত্য। ভারতেও একদিন এমন দিন গিয়াছে, যেদিন একমাত্র স্ত্রীউক্তির উপর নির্ভর করিয়া মহাসমর বিঘোষিত হইয়াছিল। শতসহস্র যোধী অকাতরে রমণীর সম্মান রক্ষার্থ আহবে আত্মদান করিয়াছিলেন। সাধ্বীর সহজ উক্তি ব্রতীর ... সত্য অপেক্ষা সমধিক আদরণীয় হইয়াছিল। উৎসাহের সে

সুতরাং সে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতকামিনীকে তৎপদে অভিষিক্তা করিবার জন্য আর্য্যসন্তানকে আর প্রোৎসাহিত করে না। এখন আর ভারতরমণী সত্য বলে না। এ বিশ্বাস ইউরোপীয়দিগের হইলেও আর্য্যরমণী তথাপি বিলাত-বাসিনী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠা। বাক্যমর্য্যাদা থাকিলেও, স্ত্রীবশগ পুরুষ কর্ত্তৃক অতিরিক্ত মাত্রায় আদৃতা হইলেও, সমাজে ইউরোপীয়াদিগের চরিত্র-মর্য্যাদা আশানুরূপ লক্ষিত হয় না। অনেক নারীবিদ্বেষী দার্শনিক বলেন, ইহার কারণ যে, ইউরোপ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের আবিষ্কার ভূমি। তথায় কিছুকাল পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ধনতাড়িত (positive electricity) অপেক্ষা ঋণ-তাড়িতের (negative electricity) উদ্বেগ অধিক, চাপল্য অধিক, অভাব অধিক এবং মিলিত হইবার প্রবৃত্তিও অধিক। যখন বিশ্বস্বভাবের এই নিয়ম, তখন মানবস্বভাবে কেননা তাহা হইবে। উভয় তাড়িত না মিলিলে মনুষ্যত্ব পূর্ণ হয় না। অতএব মহিলাকুলের আদর অধিক হউক, অভিমান অধিক হউক, প্রেম অধিক হউক, এবং মিশ্রণ প্রবৃত্তি অতিরিক্ত হউক। অর্থাৎ উঁহারাই অগ্রে সোহাগ যাচ্ঞা করুক। উভয় তাড়িতের যথেচ্ছ সম্মিলনে পৃথিবীতে যেমন অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তদ্রূপ উভয় স্বভাবের স্বেচ্ছা-সহবাসে সমাজের যাবতীয় অপকার সাধিত হইতেছে। সেইজন্যই এই দার্শনিকবর্গের ইচ্ছা যে, ঋণতাড়িতের অভাব মিলনেচ্ছা প্রভৃতি যতই নিরুদ্ধ করা যাইবে, ততই পৃথিবীর এবং সমাজের পক্ষে মঙ্গল হইবে। এজন্য তাঁহারা বলেন যে, আর্য্যবিধবার তিথি-উপবাস ব্যবস্থা, ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম, পরিণয়ে ত্যাগনিবারণ প্রভৃতি যে বিধানগুলি ধার্য্য হইয়াছে, সেগুলি অত্যাবশ্যকীয়। সেইজন্যই, তাঁহাদের মতে, সতীত্বের সৎশিক্ষা, বিলাসিতার নিরোধ, সনাতন নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার প্রভৃতির আবশ্যকতা হইয়াছে। সেই শিক্ষায় সাঁকা হাতে দিয়াও আচার্য্যপত্নী আপনাকে রাজরাণী অপেক্ষা সুখিনী মনে করেন। গাছতলায় শুইয়াও বেশবিন্যাশহীনা নাগানারী কান্ত-সকাশে বিদ্যাধরী অপেক্ষা সুন্দরী হন। এসকল সংযমনিয়ম পাশ্চাত্য সমাজে অবশ্য প্রচলিত নাই। তথায় উভয় তাড়িতের অনবরত স্বেচ্ছা-সম্মি[illegible] হওয়ায় বজ্রাঘাত-ব্যভিচারে মহাদেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। অনুকরণে এদেশেও, ক্রমে কুলিশপাত আরম্ভ হইল! সাধু সাবধান!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরপ্রিয়ার সাক্ষ্যে আদালতে সমুদয় গুপ্তকথা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রেমলতা যে ইন্দুশেখরের স্ত্রী ছিলেন, এবং ভুলক্রমে আদিনাথের গৃহিণী হয়েন, সেকথাও তিনি সকলের সম্মুখে বিস্তারিতরূপে নিবেদিত করিলেন; শুনিয়া গ্রামবাসিলোকের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। জনান্তিকে তাঁহারা লতার সম্বন্ধে নানা কথার উল্লেখ করিতেন; আজি একমনে সকলে সমবেত হইয়া স্বর্গীয়া নৃত্যকালীকে 'সতী'নামে অভিহিতা করিলেন; কেহ কেহ বা মাতৃ-সম্বোধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কেহ 'সতী' কেহ 'মা' এইরূপ বলিতে বলিতে কালে তাঁহার 'সতী মা' এই আখ্যান হইয়া গেল। হংসেশ্বর জায়ার সাহায্যে এযাত্রা নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। বিচারক কিছুদিন নটবরের নিয়তি সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিলেন না। যুবক পূর্ব্বের ন্যায় হাজতে থাকিলেন।

মিথ্যা এজাহার দিবার অপরাধে নিতাই বাবু ফৌজদারীসোপরদ্দ হইয়াছিলেন। সরকার বাদী, এবং হংসেশ্বর তাহার সাক্ষী। হংসেশ্বর সাক্ষ্যদিতে উঠিবামাত্র নিতাই বাবুর মুখ শুষ্ক হইল; ভাবিলেন, কি বলিবে! উহার অনেক বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, কি জানি, বোধহয়, শোধ লইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, হংসেশ্বরের সহৃদয় উক্তিতে নিতাই বাবু সহসা বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি যুবককে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইলেন; ভাল বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তথাপি অতিকষ্টে উচ্চারণ করিলেন, "হংসেশ্বর, তোমাকে সুধু 'হংসেশ্বর' বলিলে তোমার অপার মাহাত্ম্যের পরিচয় দেওয়া হয় না; তুমি 'পরমহংসেশ্বর'। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার মানসে এতদূর নীচত্ব প্রকাশ করিলাম, কিছু মনে করিও না। আমার নটবরও যে, তুমিও সে; আমার কাছে সকলেই সমান। তুমিত জান যে, আমি সাম্যবাদী; সকলকেই সমান চক্ষে দেখি। কিন্তু তোমার হৃদয় যেমন অনন্তপাথার সম উদার, তোমার সহিষ্ণুতা তদপেক্ষা অনে[ক] অধিক। এত অল্পবয়সে আমি কাহাকেও এরূপ সহ্য করিতে দেখি নাই।"

দুষ্টলোককে এইরূপ উপায়ে বশ্যতা স্বীকার করাইতে হয়। তুমি কো[ন] দুষ্টলোকের হিংসা কর, শত্রুতা ক্রমান্বয়েই, দেখিবে, বর্দ্ধিত হইবে এ[বং] পরিশেষে এত ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে যে, সে ব্যক্তি বৈরী

সংহার পর্য্যন্ত দ্বিধা করিবে না। কিন্তু, জানিবে, একবার অপকারীর উপকার করিয়া দেখ, সে তোমার যুগলচরণে আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে। উপায়টী বলিতে ছোট ও অতি সহজ বটে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অনেক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়; সেজন্য অনায়াসসাধ্য নহে। তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারিলে, মাটীর সঙ্গে মাটী হইয়া মিশাইতে জানিলে, রক্তের উষ্ণতা সংযমদ্বারা মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে না দিলে কতক সম্ভব বটে।

হংসেশ্বর উত্তর করিলেন, "আমি একদিন আপনার সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, সুযোগ পাইলেই কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ঋণী আছি বলিয়া কেবলই চিন্তিত হইতাম। কিন্তু ইহাতেও পরিশোধ হইল না, জানিবেন। অসময়ের উপকার একবার বা দুইবার মাত্র প্রত্যুপকার করিলেই শোধ হয় না। যতক্ষণ না মন সন্তুষ্ট হইতেছে, ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। ভবিষ্যতে যদি পারি, আবার চেষ্টা কবিব। কিন্তু, আপনি যে বলিলেন, আপনি সাম্যবাদী, সেকথা উপহাস বলিয়া আমার বিবেচনা হয়। আমার বুদ্ধিতে জগতে সাম্য কদাপি সম্ভবপর নহে।"

নিতাই বাবু। আমি, কিন্তু, সকলকে সমান দেখিয়া থাকি।

হংসে। আমার প্রতি এত নিগ্রহ হইল কেন?

নিতাই। তোমাকে পরীক্ষা করিতেছিলাম।

হংসে। আমি দরিদ্র, আপনি ধনী অথচ সাম্যবাদী। আমাকে আপনার অর্দ্ধেক ধন দান করুন; আসুন, উভয়ে সমান গৃহস্থ হইয়া যাই।

নিতাই। বিষয় ও ধর্ম্ম এক নহে; বিষয়ী বাহিরে বিষয় রক্ষা করিবে, কিন্তু মনে মনে সকলকে সমান দেখিবে; অর্থাৎ, যথাসাধ্য বিপদে লোকের সাহায্য করিবে।

হংসে। ভাল, আমি যখন বিপদে পড়িয়াছিলাম, মনে করুন,—আমি আপনার আশ্রিত,—আমার জন্য আপনি কি উপায় করিয়াছিলেন? কিন্তু ...রের জন্য আপনি প্রাণপনে চেষ্টা করিয়াছেন! আরও দেখুন, আপনি সা... পৃথিবীর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আহার্য্যগুলি উদরসাৎ করেন, ষোড়শোপচারে অনুকরণে...ন্ন পাচক সম্মুখে ধরিয়া দেয়, তখন কি একবার মাত্র ভাবেন ...,

পৃথিবীর বার আনা লোকের দুইবেলা সমানভাবে উদরও পুরে না। জগতে সাম্য চলিতে পারে না।

নিতাই। কেন চলিবে না? আমি প্রতাপশীল, আমি অহঙ্কার করিব না; তুমি দরিদ্র, তুমিও নত হইবে না; এইরূপে সাম্য হয়।

হংসে। আপনি জমীদার; প্রজারা আপনার বাটীতে মাথায় বহিয়া খড় দিয়া যায়। তাহাদিগের উপর দয়া করিয়া এই রৌদ্রে এক বোঝা খড় মাথায় করিয়া আনুন, দেখি। ও'সব মিথ্যা আড়ম্বর মাত্র। মনুষ্য-সমাজ স্বভাবের আদর্শে নির্ম্মিত, আগে স্বভাবকে সাম্যভাব করুন, তবে সমাজে হাত দিবেন। অগ্রে হিমালয়, হিন্দুকুশ, বিন্ধ্যপর্ব্বতকে লইয়া ভারতমহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করুন, আণ্ডিস্, রকিকে আট্‌লাণ্টিক সমুদ্রে, ভিসুভিয়াস্, পিরিনিস্, এট্‌নাকে ভূমধ্যসাগরে, থিয়ান্‌সান্, নান্‌লিং, পিলিঙ্‌কে প্রশান্তমহাসাগরে; আরারট্; টরস্, ককেসস্‌কে কাস্পীয়ান্ হ্রদে, এইরূপে উচ্চতা গভীরতা বিনষ্ট করিয়া সমস্ত সমতল নির্ম্মিত করুন; অতি-শীত, অতিগ্রীষ্ম নিবারণ করিয়া চিরবসন্ত আনয়ন করুন; ঝটিকা, গুমঠকে এক করিয়া মৃদুহিল্লোলে প্রবাহিত করান; জনপদস্থ বাটী, প্রাসাদ, কুটীর গুলিকে লইয়া নদীতে ফেলিয়া দিন; সব পরিপূর্ণ করিয়া এক করুন; তবে সমাজে প্রতাপ ও দারিদ্র্য মিলিত হইবার সম্ভাবনা। নচেৎ, ওসকল কথা বাতুলের স্বপ্নমাত্র।

নিতাই। আজ আমার মন বড় অবসন্ন হইয়াছে। দিবসান্তরে এসকল কথা কহিব।

হংসেশ্বর তখন নিতাই বাবুকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত বিলাসপুর অভিমুখে চলিলেন। নিতাই বাবু আরও কিছুদিন সহরে রহিয়া গেলেন; নটবরের প্রতি জজ বাহাদুরের কি আদেশ হয়; জানিবার নিমিত্ত। নটবর হাজতে বসিয়া বসিয়া প্রহরীকে কেবল পুলিপোলাওয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। দুইদিন গেল, দশদিন গেল, পনেরদিন গেল, তথাপি রায় প্রকাশিত হইল না। নিতাই বাবু দিন দিন অধিকতর চিন্তিত হইতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

"He left a name at which the world grew pale,
To point a moral or adorn a tale."

Johnson.

"তুমি আমার ধ্রুবতারা! এ মহাপাথারে যখনই আমার প্রবল দিক্‌ভ্রম ঘটিয়াছে, পথভ্রান্ত হইয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় অকারণ নানাদিকে পর্য্যটন করিয়াছি, ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া অবশেষে পদস্খলনেরও উপক্রম হইয়াছে, তখন একমাত্র তোমার ঐ মধুমাখা মুখখানি স্মরণ করিয়া সে ঘোর বিপদজাল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি! তুমি আমার আঁধার নিকেতনের লক্ষ্যপ্রদীপ! ভাবিয়া দেখ, সুন্দরি, তোমার ঐ ক্ষীণ সমুজ্জ্বলশিখাময়ী ইন্দিবরপত্র-প্রান্তের ন্যায় অপাঙ্গে বিদ্ধ না হইলে দিবসের কতক্ষণমাত্র সময় এই জীর্ণ-কুটীরে আমার বাস হইত? এই তৃণসমাচ্ছন্ন সামান্য আলয়, তুমি থাকিলে আমার জ্ঞান হয়, যেন অনুপম হর্ম্ম্যখণ্ডে পরিণত হইয়াছে! এই যে স্বল্প-পরিধি বংশকাণ্ডগুলি দাওয়ার মঞ্চভাগ ধারণ করিয়া আছে, তোমার নয়ন-মণির মধ্য দিয়া আমি দিব্য দেখিতে পাইতেছি, যেন প্রকাণ্ড স্তম্ভশ্রেণী আলিন্দোপরি ক্রমে ক্রমে শোভমান! এসকল মানসসৌন্দর্য্যের হেতু, অবশ্য, তোমারই অবস্থিতি, প্রেয়সি! পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, এই ধূলিময় পর্ণ-আবাসের যে ভূমিভাগ গজগমনে তোমার পদরজের সহিত সংস্পৃষ্ট হইতেছে, সেই স্থানটী অমনি সুবর্ণরেখার বেলাভূমির মত যেন হেমরেণুতে বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে! তুমি আমার হৃদয়সহকারকে মাধবীর মত বেষ্টন করিয়া আছ, প্রিয়ে! তোমার দীর্ঘকুঞ্চিত কেশপত্রাদির সুস্নিগ্ধ আবরণে শোক-[illegible]র উত্তপ্ত কিরণ আমার চিন্তাশুষ্ক চিত্তস্থাণুকে কদাপি দগ্ধ করিতে সা[illegible]

নচেৎ, এই নিদাঘতাপনাভিষেকে নির্ম্মমকণ্টকসমাবৃত উদাসীন অনুকরণে [illegible]বাসনাবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া প্রান্তরের প্রান্তে দল বাঁধিয়া

আমাকে নিরন্তর পুড়িতে হইত! তুমি আমার মানসরসীর রাজহংসী, সোহাগতড়াগের শফরী! ফর্ ফর্ করিয়া, চপলে, আপন মনে কতই খেলা করিয়া বেড়াইতেছ! সর্ব্বসন্তাপহারিণী, হৃদয়রঞ্জিনী, মানসমোহিনী, রূপসী চিত্তবিহারিণী! আমার হৃৎসরোবরের প্রফুল্লিতা চারুকমলিনী! তুমিই জগৎ, জগৎই তুমি! যেদিকেই চাহি, তোমাকেই দেখি! আর কিছুই দেখি না। তুমিই সব, সর্ব্ববস্তুতে প্রতিফলিত, আমার সকল সদ্ব্যবহারের সেতুস্বরূপ! কেননা, তুমি আমার শুষ্ক বক্ষঃস্থলকে নিরন্তর স্নিগ্ধ রাখিতেছ! তোমার স্নেহে স্নেহময় হইয়া, প্রেমময়ি, আমি সকলের সহিত সস্নেহব্যবহার করিতে শিখিয়াছি!" হংসেশ্বর এইরূপে একদিবস প্রদোষসময়ে ভার্য্যার চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছিলেন, এমনসময়ে অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, নিতাই বাবু বিলাসপুরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বার্ত্তা শুনিয়াই আবার এক উৎকণ্ঠা জন্মিল; বন্ধু নটবরের সংবাদ তিনি অদ্যাপি পান নাই, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া অবিলম্বে কর্ত্তার সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হংসেশ্বরকে দেখিবামাত্র নিতাই বাবু বিষণ্ন ও লজ্জিত হইলেন। হংসেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, রায় বাহির হইয়াছে?" নিতাই বাবু কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া উত্তর দিলেন, "শুনিতে পাইত তদ্রুপ।" হংসেশ্বর কহিলেন, "বন্ধুর কিরূপ হইল, বলিতে পারেন?" নিতাই বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলে সুখী হও, না দুঃখপ্রকাশ কর, জানিলে বলিতে পারি।" হংসেশ্বর কহিলেন, "সুসংবাদ শুনিলে অবশ্য সুখী হই। মহাশয়,—সে আমার সখা, সে নিজে যেরূপই হউক না কেন, আমি তাহার সহিত মিলিত হইতে বড়ই আনন্দ অনুভব করি। মনে করুন, কত বড় বড় বিপদে পড়িলাম, ভাবিলে চৈতন্য থাকে না! কিন্তু, বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে থাকিত বলিয়া সময় সর্ব্বদা আমোদ কৌতুকাদিতে অতিপাত করিতাম। তাহার একএকটী অদ্ভুত কাহিনী শুনিলে আমি এতই হাসিতাম যে, চিন্তাজ্ব-ালা আমার মস্তিষ্ককে স্পর্শ করিতে পারিত না। সেইজন্য প্রাণের টানে আপ-নাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম, বলুন, বন্ধুর কি গতি হইল? অ-যেদিন বন্ধুকে হাজতে শৃঙ্খলবদ্ধ দেখিলাম, আমার প্রাণে অসহ্য হইতে লাগিল; মনে হইল, যেন প্রহরীকে নিপাতে পাঠাইয়া উ

সাধন করি। আমি নিজেও কারাগারে ছিলাম, কিন্তু, এতটুর, বোধকরি, যন্ত্রনা আমার হয় নাই। আমি কি তাহার অহিত শুনিলে সুখী হইতে পারি ?” নিতাই বাবু তখন অতিক্ষীণস্বরে বলিলেন, “কি আর বলিব, হংসেশ্বর, নটবরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সে আমার ক্রোড় ছাড়িয়া শীঘ্রই জন্মের মত বিদায় লইবে। তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার উচিত কার্য্য হয় নাই ; গৃহিণী শুনিলেন না ; কিন্তু, মূর্খ বালকদিগের অভিমান বা অপমান বোধ কিছু অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে ; রাগিলে ক্ষিপ্তপ্রায় হয় ; কি করিতে কি করিয়া বসে, কিছুই জ্ঞান থাকে না ; বুঝাইলে বুঝেও না। অঃ হঃ হঃ জোয়ান ছেলেটা গেল, হে!”

হংসেশ্বর শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন ; পরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, “প্রাক্তনের খেলা মানববুদ্ধির অগম্য ! হায় ! নটবরের কি এই পরিণাম ছিল ! নহিলে কোথাও কিছুই নাই, কোন গোলমালই ছিল না, কোথা হইতে প্রেমলতা আসিয়া তাহাকে বিষয়ে বঞ্চিত করিল ! প্রেমলতা অকালে অকারণে অহি কর্ত্তৃক দষ্ট হইল, লোকেও ক্রোধে অন্ধ হইয়া অহির বিনাশসাধনে তৎপর হইলেন। কিন্তু প্রাণ দিলে কি প্রাণ পাওয়া যায় ? উহা কেবল শিক্ষার্থে দৃষ্টান্তমাত্র। প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়-সামগ্রী অল্পমতি জনের পক্ষে জগতে কিছুই নাই ; সেজন্য প্রাণদিতে হইবে জানিয়া কেহ গর্হিত কর্ম্ম করিতে চাহিবে না। হায় ! হায় ! হায় ! হায় !”

নিতাই বাবু কহিলেন, “আসিবার সময় আমি যখন তাহাকে দেখিয়া আসিলাম, সজল কাতর নয়নে সে আমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিল ; যেন প্রাণের ভিতর কি হইতেছিল, বলিতে পারিল না ; কিন্তু, আমার হৃদয় তাহা পাঠ করিল ; যেন বলিল, মাতুল, আমি পিতৃমাতৃহীন, আপনি আমাকে ফেলিয়া প্রাসাদে প্রস্থান করিতেছেন ; দুদিন পরে রাজাও আমাকে পৃথিবী হইতে বহিষ্কৃত করিবেন ; আমার কেহই নাই। আমি, বাবা, বলিতে কি, অনেক কষ্টে মায়া কাটাইয়া আসিয়াছি ; আর যাইব না সে স্থানে ; বড়,—বড় যাতনা!”

হংসেশ্বর কহিলেন, “আপনি [redacted]বিলেন না কেন ?” নিতাই অনুকরণে বলেন, “করিয়াছিলাম, কো[redacted]াদয় হয় নাই।”

হংসে। বন্ধু বুঝিতে পারিল না; আমাকে জড়াইয়া সে আরও বিপদাপন্ন হইল। আমার বিষয়ে প্রমাণ করিতে পারিল না; জজ মিথ্যা কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া এতাদৃশ কঠোর দণ্ড দিলেন। নচেৎ, আমার বোধহয়, তাহার যাবজ্জীবন দীপান্তরের শাস্তি হইত!

নিতাই। রায়েও ঐ কথা লিখিত আছে যে, অপরাধীর স্বীকারোক্তি মিথ্যাজড়িত; উহা তাহার অসৎ প্রকৃতির পরিচয় মাত্র। সুতরাং দণ্ড কোনক্রমেই লঘু হইতে পারে না। মন্দকারীর মন্দ অগ্রে হয়। ভগবান্ যাহার সহায় থাকেন, মনুষ্যে তাহার কি করিতে পারে!

হংসে। আমি বন্ধুকে একবার দেখিতে যাইব, মনস্থ করিয়াছি; আমাকে ধার্য্য দিনটী বলিয়া দিবেন কি?

নিতাই। সেই দিনে বলিব। এখন সে অতি মনোকষ্টে আছে। তোমাকে একটী কথা বলিব, হংসেশ্বর, যদি তুমি রাখ, তবে বলি।

হংসে। কি অনুমতি করুন; আমি বলিবামাত্র আপনার আজ্ঞা পালন করিব।

নিতাই। তবে মন দিয়া শুন; আমি নিতাইচরণ ঘোষাল ভাগীরথীর এ কূলে একজন মান্যগণ্য শ্রেষ্ঠ জমীদার। আমার বার্ষিক আয় অন্যূন দুই লক্ষ টাকা হইবে। আমার দোর্দণ্ড প্রতাপে দীন হীন প্রজাবর্গ সর্ব্বদা 'ত্রাহি ত্রাহি' রব ছাড়িতেছে। দরিদ্রের তনয় ছিলাম, এতাদৃশ ধন-সম্পত্তি কখন চক্ষেও দেখি নাই; জমীদার আমাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত ভার আমার স্কন্ধেই পড়ে। ক্রিয়া, কর্ম্ম, যাগ, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পূর্ব্বে অপরিমিত ব্যয় হইত। আমার ক্ষুদ্র আয়ত্তে উহার আমি উপমান করিতে পারিলাম না; সকল ব্যয়গুলির একে একে সংক্ষেপ করিয়া আনিলাম। ক্রিয়া কর্ম্ম প্রভৃতি বন্ধ হইল; দান, বিদায় আদি সমস্ত লোপ পাইল; খরচ কিছুমাত্রও রহিল না; যাহা থাকিল, তাহা অপব্যয়; যৌবনের প্রগল্ভতার তুষ্টিসাধন হেতু কিঞ্চিৎ অর্থ-দণ্ড মাত্র। সম্ভ্রান্তকুলে না জন্মিলে [illegible] আশার উচ্চগতি হয় না; আমি অদ্যাবধি কোনও [illegible] কার্য্য [illegible] করিতে পারি নাই। অন্যায় অনেক ঘটিয়াছে; সে সকলের [illegible] আমি যত দায়ী. তাহা

আমার তোষামোদকারী ভৃত্যেরা অধিকতর অপরাধী; ধরিয়া আনিতে বলিলে তাহারা বাঁধিয়া আনিয়াছে। সে যাহা হউক, পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই আমার ছিল না; পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিতে এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলাম; তথাপি কোনও সৎকার্য্য করিতে পারিলাম না। এতদূর সুবিধা থাকিতেও আমি যখন জগতের কোন উপকার সাধন করিতে পারিলাম না, তখন আমা অপেক্ষা হেয়ঃ জীব ভূতলখণ্ডে আর জন্মিতে পারে কি না, সন্দেহ। প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক বাকী। এখন আমার তোমার নিকটে বক্তব্য এই যে, এই স্তূপাকৃতি অর্থসমষ্টি আমি কাহার হস্তে অর্পণ করি? বৃদ্ধবয়সে বৃন্দাবনবাস অভিলাষ হইয়াছে; সস্ত্রীক যাইব, এইরূপ মানস। সে কারণ, একটী উপযুক্ত পাত্রের আমি অনুসন্ধান করিতেছি। নটবরকে পালিতপুত্র রূপে গ্রহণ করিব, স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু গৃহিণীর কোন ক্রমেই মত হইল না। অনেকদিন দেখিলাম, তথাপি সে মাতুলানীর প্রিয়পাত্র হইতে পারিল না। প্রেমলতার সন্তান থাকিলে, নিশ্চয়ই, আজি আমার কোন ভাবনা থাকিত না। কিন্তু, অগত্যা এখন তোমাকেই, হংসেশ্বর, আমি সর্ব্বাংশে যোগ্য বিবেচনা করিতেছি। তোমাকে আমি অনেক পরীক্ষাও করিলাম, দেখিলাম, তোমার মত ধীমান্ বালক জগতে অতি অল্প আছে। ধর্ম্ম তোমার সহায় আছেন; যুবন্, তুমি এ ভার গ্রহণ কর। তোমার তত্ত্বাবধানে দেবসেবাদি, আমার বিবেচনায়, আরও উত্তমরূপে চলিবে। আইস, তোমায় আমি এইবেলা দানপত্র লিখিয়া দিই। আমায়, যত সত্বর হয়, নিষ্কৃতি দাও; বিলম্ব করিও না, আমি একবার রাধাবল্লভজীউর চরণে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করি; মনের ও পাপের সম্যক্ শান্তি হউক।

বাক্যগুলিকে হৃদ্গত করিয়া হংসেশ্বর প্রথমতঃ বিস্মিত হইলেন। নিতাই বাবুর এতদূর সদয় উক্তি পূর্ব্বে কদাপি তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই।

ধীরে ধীরে উত্তর করিতে লাগিলেন; "আমি সংসারে আসিয়া অবধি আপনার কাছে কেবল পরীক্ষাই দিতেছি; শেষ যে কোন কালেও হইবে, সাফল্যের আশা আমার নাই। এতবার পরীক্ষা দিলাম, তথাপি আপনার মনঃপূত হই নাই; আবার অকারণ দীনকে কেন পরীক্ষায় ফেলিতেছেন?"

নিতাই বাবু কহিলেন, "আমি সত্যসত্যই তোমাতে ঐশ্বর্য্য সংস্থাপিত করিব। মিথ্যা প্রবোধ মনে করিও না; বা কোন বিপদে পড়িবে, এরূপ আশঙ্কাও কদাচ করিও না; আমি তোমায় অভয় দিতেছি।"

হংসেশ্বর কহিলেন, "মহাশয়, আমি যদিও দরিদ্র, তথাপি একপ্রকারে সুখে আছি। কোনও চিন্তা নাই; ছুইমুষ্টি পাইলেই ছুইজনের দিন চলিয়া যায়; আবার এ সকল দুঃখের ও চিন্তার ভার কেন শিরে চাপাইতে চাহেন? যদি একান্তই আপনার দিবার প্রয়োজন হয়, সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাদের জীবিকার মত সামান্য কিঞ্চিৎ দিলেই চলিতে পারে। অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পাইলেই আমার যথেষ্ট হইল। এই বিষয়-কূপের মধ্যে একবার স্ব-ইচ্ছায় ঝম্প প্রদান করিলে মদবারি হৃদয়কে তৎক্ষণাৎ ঘেরিয়া ফেলিবে। তিমিরে প্রবৃত্তিসমূহ দিন দিন নিম্নগামী হইতে থাকিবে। কূপচতুষ্পার্শ্বস্থ বিলাসসোপানগুলি ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কিছুই দেখিতে পাইব না! তখন চিরন্তন ব্যোম, যাহার একটুকু একটুকু মাত্র ধ্যান করিয়া দিনান্তে আজিকালি কত সুখবোধ করিয়া থাকি, তাহা নয়ন হইতে একবারে অদৃশ্য হইবে। ক্ষমা করুন, মহাশয়, আমি এবম্বিধ ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী নহি।"

"সদ্ব্যয় কর; সংসারের হিতসাধনে তৎপর হও; অর্থে অসম্ভব কি? তোমার যোগ্য হস্তেই অর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর;—"বলিয়া নিতাই বাবু দানপত্রখানি হংসেশ্বরের করে অর্পণ করিলেন। হংসেশ্বর প্রণামপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলেন। বিদায় কালে নিতাই বাবু বলিলেন, "এতদিনের পর মাণিক মণিকারের করে পড়িল! আমি জানি, তুমি জিতেন্দ্রিয় পরমহংসেশ্বর; তোমাতে বিলাসের অধিবাস কখনও হইবে না। নিতাই বাবু তখন হংসেশ্বরকে নটবরের ফাঁসির দিবস এবং তদানীন্তন বিধানগুলির উল্লেখ করিয়া দিয়া সস্ত্রীক বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হংসেশ্বরও তদা-প্রভৃতি বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করতঃ সভার্য্য নিতাই বাবুর প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে নটবর বহুকাল যাবৎ কারাগারে বসিয়া বসিয়া পিঞ্জরবদ্ধ ব্যাঘ্র মত কেবল দিন গণনা করিতেছেন। অন্তিম সন্নিকট! সহসা ৫

সায়াহ্ন সময়ে প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল, "রাজদূত আসিয়াছেন, হুজুরের হুকুম, কল্য প্রাতে দণ্ডবিধি কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রস্তুত হও, কি কি মানস, কাহাকে কাহাকে দেখিবার বাঞ্ছা, এবং কোন্ কোন্ দ্রব্যে রুচি সমুদয় নিবেদন কর। আজিকার মত ভগবানেরও একবার নাম করিয়া লও।" এই কথা জানাইয়া রাজদূত বন্দীকে কারা হইতে শৃঙ্খলমুক্ত করতঃ আর এক স্বতন্ত্র কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কক্ষটী ক্ষুদ্র ; দীর্ঘে প্রায় ছয় হাত এবং প্রস্থে চারিহাত হইবে। দেউল চতুষ্টয় যতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যকরের আয়ত্তাধীন হইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত তুলায় লেপের মত এক-প্রকার লালবর্ণ শয্যার দ্বারা আবৃত। নীম্নেও তদ্রূপ, ইহার হেতু. বোধ হয়, আত্মহত্যা-নিবারণ। ঘরটী. সাধারণতঃ, দেখিতে তত ভীতিপ্রদ নহে ; ভয়-উৎপাদক কোন সামগ্রীই তন্মধ্যে নাই, কিন্তু, স্থানমাহাত্ম্যে অপরাধী ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই তাহার যমযন্ত্রনা আরম্ভ হয়। বলিদানের পশুর পক্ষে যেমন সামান্য দ্বিচূড় যজ্ঞকাষ্ঠখানি, পরীক্ষার্থী ছাত্রের পক্ষে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরস্থায়ী স্তম্ভগুলি, দ্বিরাগতা বধূর পক্ষে যেমন শ্বশুরাবাসের ত্রিভঙ্গ পাকশালাটী, কেহই স্বতঃ ভয়ঙ্কর না হইলেও কার্য্যমহিমায় পরে ঐ বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন। অর্থাৎ, তাৎপর্য্য এই যে, যেস্থানে ভাগ্য পরীক্ষা হয়, সেস্থান ভাগ্যাধীনমাত্রেরই ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। দশটা বাজিলে পর জেলখানায় একবার প্রহরী বদল হইল। নূতন প্রহরী আসিয়া বন্দীকে চিনিয়া লইল। নটবর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; "কয়টা বাজিল, প্রহরী ?" প্রহরী কহিল, "দশটা"। নটবর কহিলেন, "সবে ? এখনও যে অনেক বাকি।"

প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুরকা হুকুম পুছ্নে, তোম্ কোন্ চিজ্ আবি খানে মাঙ্গো ; মিঠাই উঠাই ; কি রস্গুল্লা ? কেয়া চিজ্ বতায়ে দেও ; তোম্‌কো খিলানে হোগা ফজির্‌মে।"

নটবর কহিলেন, "দোস্‌রা কুচ্ নেহি, বাবা, লেকেন্ একঠো দাওয়াই হাম্ মাঙ্গে ; জহর্‌কা বড়ি হ্যায় তোমারা পাশ ? খিলায়ে দেও জলদি, মেরা বাপ হো যাও তোম্, যো এত্তা তথ্‌লিফ্ হামারা সব্ ছুট্‌কে থোড়া মজেমে হাম্ নিদ্ যানে শেকে।"

প্রহরী। তোম্ নিদ্ যাগা, বাঙ্গালি, আউর হামারা গর্দ্দানা যাগা? কেয়া রঙদার্ বাত্ রে তুহার!

নট। পথে এস না, বাবা, যা' চাহিব, তা' দিবে না; আবার জুলুম কত! খানা বাত্‌লাও, খুসী বাত্‌লাও, বেটারা যেন কল্পতরু! পাঠাবেন যমালয়ে, মুখে একটুখানি খীরপুলি দিয়ে! এই পাঁড়ে জী, আরে শুন, হাম্ গাঞামে ওস্তাদ থা; বহুত্ রোজ ও চিজ্ ত, ভাই, হাম্ নেহি পিয়া, পিয়নে শেকগে? দেখিয়ে, ভাই, তেরা মরজি।

প্রহরী। হাঁ, ও হাম্ থোড়া থোড়া শেকে; মগর্, হুজুরকা হুকুম ত চাহিয়ে।

নট। হুজুরের ত ঢালা হুকুম আছে, বাবা, যে, যা' চায়, তাই দাও; তবে তুমি আবার তাহার উপর দস্তরি চালাও কেন?

প্রহরী। নেহি, ভাই, হাম্ নওকর ত সরকারকো; দেখ্‌তা নেহি; সুপারিন্ সাহাব না বল্‌নেসে হাম্ কিস্তরে দেগা, ভাই?

নট। আচ্ছা, তোমার সুপারিন্‌কে পুছ্ করে' এস যে, কয়েদী খানার বদলে গাঁজা মাগ্‌ছে, বয়লারে ষ্টীম্ ভ'রে হুজুরের গারদের ছাদ পর্য্যন্ত উঠিতে তার সখ্ হয়েছে। বল্‌গে যা, বাবা, যা, জল্‌দি যা।

প্রহরী গর্‌গর্ করিতে করিতে জানিতে গেল; নটবর ভাবিলেন, যদি কেহ দেখা করিতে আইসে, তবেই দেখা! ডাকাইয়া দেখা করিবার প্রয়োজন কি? খাওয়া! তাহা মামার অনুগ্রহে অনেক হইয়াছে; ভাল, মন্দ, হরেক রকম। ক্ষুধা নাই, আছে কেবল পিপাসা। তা' অন্তিমকালে গঙ্গা নিকটে আছেন, সুরধুনীর এক গণ্ডুষ তৃষ্টার মুখে পাইলেই সে আশা চরিতার্থ। আর—সাধ? তাহাত ফুরাইয়াছে! তবে একবার জলেশ্বরীকে দেখিতে ইচ্ছা করে। ভদ্রলোকের মেয়ে প্রাণটা অবাধে দিয়া ফেলিয়াছিল! আর আপনার লোকের মধ্যে রহিল কেবল—বন্ধু। বন্ধুকে আমি বিপদে ফেলিয়াছিলাম, তাহার আর আমার প্রতি, বোধহয়, শ্রদ্ধা নাই। মাতুল দেশত্যাগ করিবেন, বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার অযথা আদরেই আমার স্বভাবের এইরূপ বক্রগতি ঘটিয়াছে; তিনি এ যাবৎ আমার কু-বুদ্ধির পথে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন; সুতরাং তিনি আমার পর

অতএব আততায়ীকে দেখিব না। মনে মনে এইরূপ জল্পনা হইতেছে, এমন সময়ে প্রহরী প্রত্যাগমন করিল। নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, রে? তোর সুপারিন্ হুজুর কি বলিল?" প্রহরী কহিল "কাল বিহান্‌মে যব্ ডাগ্‌দার আওয়েগা. তব্ হোগা; আবিত নেই; হুজুর বোল্ দিয়া যো, ডাগ্‌দার একজামিন্ কর্‌কে না বল্‌নেসে নয়া চিজ্ কুচ্ খিলানে মানা সর্‌কার্‌কো।"

নট। আচ্ছা, বাবা, ঝুলে' গেলে' পর তোর ডাক্তার সাহেব যখন ভুঁড়ি-গুলো চির্‌বে, তখন ঐ ফুরসীটা নিয়ে একটুখানি ধোঁয়া নল দিয়া গরীবের পাকস্থলীর ভিতর চালাইয়া দিতে বলিস্; তা' হলে আর পিত্তি পড়্‌তে পাবে না। আঃ তেরি সুপারিন্ রে! কি কাজের আঁটু!

রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল। নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত সময়, প্রহরি? প্রহরী উত্তর করিল, "বার বাজ্ গিয়া, বাবু। নটবর কহিলেন, "তবে ভয়া রাত্রি! এস এস, তন্দ্রে, অদ্যকার মত একবার তোমায় আলিঙ্গন করি। আজি এই জীবন-অভিনয়ের শেষ রজনী; একবার কৃপা করিয়া আমাকে চিন্তাবিযুক্ত কর।" নটবর গদীর উপরে শয়ন করিলেন। ক্ষণেক মুদ্রিত নয়নে পড়িয়া রহিলেন; নিদ্রা আসিল না—কহিলেন, "বুঝিয়াছি, দেবি, তুমি অবলা, কারাগারে আসিতে তোমার ভয় হয়। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য দেখ, প্রেমলতা মানুষী, তবুও সে এখানে আমার চারিদিকে ঘুরি-তেছে! আচ্ছা, প্রেমলতে, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি যখনই দেখা দাও, অমন রক্তমাখা মুখে বিকট আকৃতিতে আমায় ভয় দেখাও কেন? তোমাকে যে মূর্ত্তিতে আমি দেখিতে ভালবাসিতাম, যে রূপলাবণ্যলোভে বঞ্চিত হইয়া আমি এতাদৃশ নৃশংস আচরণ করিলাম, সেই কোমল মূর্ত্তিতে একবার আইস না কেন? সেই আধ আধ মধুমাখা কি হাসির ঘটা! সেই পীযুষপূরিত স্নেহবিজড়িত কি কথার ছটা! সেই নেচে নেচে হেলে দুলে কি চলন বাঁকা! সেই চতুরালীখেলুনীর কি চাহনীর রাকা! কিবা ফণীবিনিন্দিত বেণী! পৃষ্ঠে, আহা, আনিতম্ববিলম্বিনী! কিবা চঞ্চল মধুর ঠাম! আলু আলু থালু থালু ললাটের কেশদাম! মরি, মরি, মরি! কিবা মনোহারি! সেই থরে থরে গাঁথা চম্পক অঙ্গুলিচয়! সেই গজগমনের ভরে ব্রহ্মাণ্ডবিজয়! কি অপরূপ!

ত্রয়োবংশ পারচ্ছেদ

মরি মরি! এস, প্রিয়সখি, সেই মোহিনীমূর্ত্তিতে একবার আমি তোমায় আসন্ন সময়ে দেখি! তুমি আমার দাওয়াইখানার পার্শ্ব দিয়া প্রতিদিন গঙ্গায় গাত্র প্রক্ষালন করিতে যাইতে, আমি তোমার জন্য প্রত্যেক অপরাহ্নে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম; কথার প্রসঙ্গ উঠিলে তুমি অন্যমনস্কে আপন ভুজমৃণালদুটি আন্দোলিত করতঃ যখন আমাকে তাড়না করিতে, উহাদের বায়ুসঞ্চালনে বাহিরে আমার গাত্রে কত রোমাঞ্চ হইত! এবং অন্তরপাথরে প্রতিবারে সেই সেই ভাবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দাগ পড়িয়া যাইত। এ লোম-হর্ষিকা আকৃতিতে আর কেন, সুন্দরি, আমাকে ব্যথিত কর? প্রিয় প্রেমলতাছবিখানি কোমরে হাত দিয়া সেইরূপে আসিয়া একবার দাঁড়াও, মানসমন্দির শূন্য পড়িয়া আছে, কৃপা হয়, ক্ষণকাল উপবেশন কর, আমি দেখি। তোমার প্রতিমূর্ত্তির বিপরীত চিত্রফলকসকল (negative plates) আমার অন্তঃকরণ-আধান মধ্যে বহুদিবস হইতে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত আছে। কত সতর্কতা সহকারে তোমার মধুর হাবভাব, চন্দ্রাননে, ভিন্ন ভিন্ন মোহফলকে আমার পুরুষাত্মা এ দেহ যন্ত্রস্থ (camera) আশামণিখণ্ডের (eyepiece) সাহায্যে লোচনপরিনায়কপ্রস্তরের (object glass) মধ্য দিয়া কিরূপ সুন্দররূপে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা তুমি দেখিলে বুঝিতে পারিতে! আমি দেখিয়াছিলাম, আমার আত্মাশিল্পীও দেখিয়াছিল! তিমির হৃৎকক্ষের (Dark room) ভিতর লইয়া গিয়া কত শত-কত সহস্র-বার কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেখিয়াছিল! বাসনা-আরকে (acid) পক্ষে সিক্ত করিয়া উহাদের রেখাগুলিকে বদ্ধমূলও করিয়াছিল! ইন্দ্রিয়বর্গ ও তুলিকা লইয়া আদর্শ (sample) তুলিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিল! কিন্তু তুমি আমার আদর্শ গুলিকে (proof) কিছুতেই মনোনীত করিলে না; একবার চক্ষের দেখাও দেখিতে চাহিলে না; অজ্ঞ অবিবেচক চিত্রকর বলিয়া আমাকে দারুণ উপেক্ষা করিলে! সম্মতিদাদনের (order) অভাবে তোমার প্রকৃত (positive) প্রতিকৃতি এ বক্ষপটে তুলিয়া সম্মুখে ধরিতে পারিলাম না, বড় দুঃখ রহিল; নচেৎ যদি তুমি সম্মত থাকিতে, যত ইচ্ছা, ধনি, অনুমতি মাত্র অসংখ্য চিত্র অবলীলাক্রমে তোমার সম্মুখে ধরিয়া দিতে পারি[illegible] ইন্দুকে বরণ করিলে, ইন্দু কি আমা অপেক্ষা নিপুণ কারুকর? প[illegible]

সাপেক্ষ! একজন সামান্য চিকিৎসক প্রথমতঃ দুই একটী দুরারোগ্য পীড়া আরামের দ্বারায় যশস্বী হইয়া পরে বহুল রোগীর মৃত্যু ঘটাইলেও সে সুচিকিৎসক বলিয়া গণ্য হয়! কিন্তু একজন উপযুক্ত ভীষক্‌ প্রথমে যদি দুই একটী সামান্য চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হন, পরে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর মত সুদর্শী হইলেও ভবিষ্যতে তাঁহার দুর্নাম ঘুচে না। আমি প্রথমেই লম্পট কুচক্রী বলিয়া দেশ মধ্যে প্রসিদ্ধ হইলাম, সে কারণ, কেহই প্রত্যয় করিল না যে, আমি ভালবাসিতে জানি, বা পারি; কেহই দেখিল না যে, এ ধমনীতেও প্রেমস্রোত সময়ে সময়ে এতদূর প্রবল হয় যে, বন্যায় আত্মজ্ঞানতট ডুবিয়া যায়। ইন্দু শঠ; শঠেরই জয় আজি কালি; পাইল, উপভোগ কারল, পরে বিদায় দিল! কিন্তু, আমি তোমায় পাইলে, লতে, আজীবন কণ্ঠের হার করিয়া রাখিতাম। ইহা কি বিচিত্র নহে যে, এই পৃথিবীতে যে যাহাকে চায়, সে তাহাকে পায় না, আর যে যাহাকে দেখিতে পারে না, বা ভালবাসে না, সে তাহারই জন্য লালায়িত! লোকে ভাল-বাসার ভাণে মিথ্যা প্রাণ দেয়, আমি সত্যসত্যই দিতেছি। কিন্তু হায়! মানসবিহারিণি, আপাততঃ একবার অন্তর্হিতা হও। তন্দ্রা আসিয়া আমার দেহ অধিকার করিতেছেন, আজিকার মত ক্ষণেক ঘুমাইয়া লই। তুমি যাও! গচ্ছ গচ্ছ পরমস্থানম্‌ পুনরাগমনায় চ। যদি মরিবার পর তোমাকে পাই, তাহা হইলেও এ মৃত্যুর আক্ষেপ কতক পরিমাণে মিটে। মৃত্যু!—উঃ—সত্য সত্য? সত্য সত্য! জীবন—এই সবে মাত্র মুকুলিত কলিকা! বয়স—সবে মাত্র ষষ্ঠবিংশতি! দ্বিগুণ করি, বায়ান্ন হয়; তিন গুণ করি, আটাত্তর হয়;—বাঁচিলে কত বাঁচিতাম! কিন্তু কল্য ঊষা পোহাইলে—শেষ! দড়ি ছিঁড়িবে না কি? এ প্রাণ কি বস্তুতঃ, বাহির হইতে পারে? কিরূপে বহির্গত হইবে? দেখিতে সময়ে সময়ে বাসনা হয়।—না, না, না, না; ছিঃ! সে বড় কুস্পৃহা! তিনবার ছিঁড়িলে আর ঝুলায় না, শুনিয়াছি।—তিনবার!—ইংরাজের হাতে?—অসম্ভব!”

দুই ঘটিকায় ঘা পড়িল। নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কত বাজিল, প্রহরি?” প্রহরী কহিল, “দো বাজ্‌ যাতা, মহারাজ!”

নট। তবে রাত্রি আর অল্পই বাকি আছে! কয় বাজে উঠানে হুকুম, প্রহরি?

প্রহরী। চার্ বাজে; নিদ্ নেই হোতা, মহারাজ? জান্‌কা চিন্তা হুয়া, বাবা! কিস্তরে হোগা?

নট। হাঁ, এইবার নিদ্ যাব। "তবে, তন্দ্রে, তোমার অধিকার বিস্তার কর, আমি শয়ন করি", বলিয়া নটবর নয়ন মুদ্রিত করিলেন। নিদ্রাও আসিল; কিন্তু সে অতি ক্ষীণ; কেবল দুঃস্বপ্নশৃঙ্খলের গতায়াত-অবসর মাত্র। নিদ্রাযোগে নটবর দেখিলেন, একদল কবন্ধ ঘোর আনন্দে বাহু-প্রসারণপূর্ব্বক অনাহুত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে। দল ভারি হইতে চলিল, বোধহয়, সেইজন্যই এতাদৃশ আনন্দ! এক একজন করিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন, পরিস্বজনবন্ধনে তাঁহার অস্থিগুলি যেন চূর্ণিত হইয়া যাইতেছে। নটবর দেখিলেন, প্রত্যেকের বক্ষের অভ্যন্তরে এক এক আশীবিষের আবাস স্থল! আলিঙ্গনে বাধা প্রয়োগ করিতে গেলে গলনালী হইতে সফণ শঙ্খচূড় নিষ্ক্রান্ত হইয়া শিরোদেশে দংশন করে! নটবর আরও দেখিলেন, কবন্ধেরা সকলেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত; অতি ক্রূর বলিয়া পাপিষ্ঠ-দিগের হৃৎরন্ধ্রে ক্রূর জন্তুর বাসা হইয়াছে। ভয়ে, তখন, যুবক আপনার বুকেও যেন করপ্রয়োগ করিলেন, অনুভব করিলেন, সেখানেও, ভিতরে যেন কি একটা নড়িতেছে! স্থির হইল, এইরূপ একটা ভুজঙ্গশিশু হইবে। উষার সুস্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলে নিদ্রা সবে অল্প গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে প্রহরী ডাক দিয়া তাঁহাকে স্বপ্ন হইতে জাগাইল। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র নটবর বাহিরে আনীত হইলেন; দেখিলেন, সম্মুখে দুইজন ইংরাজ-কর্ম্মচারী কেদারার উপর উপবিষ্ট; এবং তাহাদের পার্শ্বে ভূমিতে বন্ধু হংসেশ্বর একাকী আসীন। হংসেশ্বরকে দেখিয়াই তাঁহার ধৈর্য্যভঙ্গ হইল; ভাবিলেন, বন্ধুর [illegible] আমি চিরদিনই সদানন্দ ছিলাম, এখন যদি নিরানন্দভাব প্রকাশ করি, বন্ধু ভাবিবে, বোধহয়, মরিবার ভয়ে এইরূপ হইয়াছে। উহার নিষেধ সত্ত্বেও এ হত্যা আমি করিয়াছি, উহাকে দেখাইতে হইবে যে, আমি মরিতে তিলমাত্র ভীত নহি। এই স্থির করিয়া তিনি এক নিভৃত স্থানে বন্ধুকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন

সাহেবদিগের অনুমতি পাইয়া হংসেশ্বরও সেদিকে গেলেন; সঙ্গে কেবলমাত্র প্রহরী থাকিল। হংসেশ্বর বিষাদে প্রথমতঃ কথা কহিতে সাহস পাইতেছিলেন না; নটবর অগ্রেই মৌনভঙ্গ করিলেন; কহিলেন, "বন্ধু, এইবার তোমাদের পাড়া নিস্তব্ধ করিয়া চলিলাম; দুষ্ট লোক গেলে লোকে বাঁচে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে প্রাণও ত কাঁদে! তেমন করিয়া দৌরাত্ম্য আর কে করিবে? যাহাহউক, বন্ধু, মনে রাখিও। 'নটবর' বলিয়া যে একজন দুষ্টলোক তোমাদের পাড়াতে ছিল, এবং সে যাওয়াতে পাড়াটী বিশিষ্টরূপে জুড়াইয়াছে, একথাও লোকে বলিলে তবু আমার নাম থাকিবে।"

হংসেশ্বর কহিলেন, "বন্ধু, তোমার অবর্ত্তমানে আর যাহার যাহাই হউক, আমার যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইবে, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব? জগদীশ্বর পরলোকে তোমায় সুখী করুন, এই আমার প্রার্থনা!" হংসেশ্বরের চক্ষু হইতে একবিন্দু জল পড়িল।

নটবর কহিলেন, "হেসে' খেলে' যাওয়া যাউক, আইস, বন্ধু; সমস্ত জীবনই ত আমোদে কাটাইয়াছি, তবে আর মরিবার সময়ে ক্রন্দন কেন? দুটা সাবেক রসের অনুশীলন কর; শুনিতে শুনিতে যাই। নহিলে, ভাই, বড় ভয় হয়! কোথায় যাইতেছি, বল দেখি!—অসহায়; সঙ্গে কেহ নাই—তুমিও নাই! কেবল একাকী—একাকী সুদূর পথে! পৃথিবীতে যে ছিলাম, তাহার কোন চিহ্নও থাকিল না। বড় আপশোষের কথা!"

হংসেশ্বর উত্তর করিলেন, "ভাই, যতই গোপন কর, তোমার রসনা সকল কথাই বলিয়া দিতেছে। আমাকে বলিতেছ, আমোদ করিতে, কিন্তু, নিজে খেদ করিতেছ, ইহাই তাহার পরিচয়। এ সময় কি আমোদ ভাল লাগে?" হংসেশ্বর বলিতে লাগিলেন, "চিহ্ন আর কি থাকিবে, বন্ধু, বংশ থাকিলেই চিহ্ন থাকে। তোমারত বিবাহই হয় নাই, বংশের কথাত দূরে থাকুক। গাছই নাই, ফল ধরিবে কোথায়?

নট। কেন, ভাই, আমার জলেশ্বরী আছে; গান্ধর্ব্ব বিবাহে সে ত বটে; আমার জন্য যদ্যপি সে এক আধটা নিয়ম পালন করে, তবুও কিছু চিহ্ন থাকে; এত ভালবাসা ছিল, আর এইটী সে পারিবে না? তুমি, না হয়, তাহাকে বুঝাইবার ভার লও।

হংসে। আমি, ভাই, ও ভার লইতে পারি না। মনে কর, যদি তোমার ঐ স্বেচ্ছাচারকে আমি গান্ধর্ব্ববিবাহ বলিয়াও গণ্য করি, এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে যাই; অতি অধিক, না হয়, মাসে একটা উপবাসবিধি মিলিতে পারে। কিন্তু, অবলাকে আর কত শুকাইতে বল, ভাই? জলেশ্বরী স্বামীর জন্য একাদশী করে, সতিনীপুতের জন্য ষষ্ঠী করে; বাতের জন্য পূর্ণিমা, অমাবস্যা করে, আর যদি বল, তোমার জন্য না হয়, অষ্টমী করিবে।

নট। সেকি, বন্ধু, অষ্টমী যে স্ত্রীজাতি সন্তানের জন্য করে!

হংসে। তবে চতুর্থী?

নট। সেও যে পিতামাতার জন্য!

হংসে। তবে ত্রয়োদশীই স্থির রহিল। উপর্য্যুপরি দুই দিবস নিরম্বু থাকিতে পারিবে না!

এই সময়ে প্রহরী একবার ত্বরা করিবার জন্য বন্দীকে তাড়না করিল; নটবর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ বেকানেদার্ মস্তে খাঁ, রে! তোর পায়ে পড়ি, বাবা, খানিক রয়দে, আর যদি পারিস্, তবে একবার আমার জলেশ্বরীকে এনে দে।"

প্রহরী ঝঙ্কার করিয়া উঠিল; "কেয়া ত্রবাক্ আদ্‌মি তোম্! জলেসরী—জলেসরী—টৈন্ হুয়া, ফজির্ হো যাতা হ্যায়, আঁখ্ নেই, দেখ্‌তা নেহি?"

নট। দেখিতেছি, যাদু, ভাগ না এখান থেকে; আর মিঠা বচন শুনা'তে হবে না।

ডাক্তার সাহেব দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন; গোলমাল শুনিয়া প্রহরীকে তিরস্কার করাতে প্রহরী সরিয়া গেল।

নটবর কহিলেন, "বন্ধু, আমি এ সংসারে আসিয়া অবধি কেবল তোমাকেই চিনিয়াছি; যাইবার সময় সেইজন্য একটী নিদর্শন তোমায় দিয়া যাইব, স্থির করিয়াছি। আমার সম্বলের মধ্যে, ছিল কেবল একটী জোড়া হীরকখচিত বলয়; উপনয়নের সময় মাতুল আমাকে উহা দা[illegible] করিয়াছিলেন। এক্ষণে কৌটার মধ্যে দ্রব্যটী ভূমির নিম্নে প্রোথিত [illegible], প্রেমলতাকে দিব বলিয়া আমি ঐ অলঙ্কার যত্নসহকারে রাখি[illegible]

তাহার কপালে নাই; জলেশ্বরী বিধবা, পরিতে পারিবে না; সেজন্য আজি অবধি কাহাকেও উহা দেওয়া হয় নাই। আমি বলয়জোড়াটী এক্ষণে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতেছি, হরপ্রিয়াকে পরাইয়া দিও। সন্ধানও বলিয়া দিই, শুনিয়া রাখ, নতুবা খুঁজিয়া পাইবে না। আমাদের অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনের উত্তরদিকে মামার স্বহস্তরচিত একখানি কৃত্রিম অটবী আছে, জান?

হংসে। হাঁ, জানি।

নট। উহার বামপার্শ্বভাগে নানাজাতীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপী আছে।

হংসে। আছে।

নট। বিটপিশ্রেণীর ঈষৎ অন্তরালে কতিপয় ফুলের মালঞ্চ বিরাজমান।

হংসে। হাঁ।

নট। তথায় দেখিতে পাইবে, এক বৃহৎ তালশাখীচূড়ে গৃধিনীমিথুন নীড় বাঁধিয়াছে। ঐ বৃক্ষের মূলদেশে অন্বেষণ করিও, কৌটা পাইবে। কিন্তু, ভাই, আমার প্রার্থনা যেন পূর্ণ হয়, হরপ্রিয়াকে দিও।

হংসে। অবশ্য দিব।

নট। বেলা হইতেছে, বন্ধু, সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত দেখ; বিদায় লইবারও সময় হইয়া আসিল। আমার আর একটী অনুরোধ আছে, যদি রক্ষা কর;—

হংসে। কি, বল।

নট। তুমি, ভাই, উত্তম গায়িতে পার; যদি একটী নাম গাও, চরম-কালে একবার শুনিয়া যাই।

হংসেশ্বর কহিলেন, "এর আর আপত্য কি? কি গাইব, ভাই, অনুমতি কর।"

নটবর কহিলেন, "যাহা ভাল লাগে, তোমার দুর্গানাম গাও, বেশ [illegible]গিবে! কিম্বা আর এক কাজ করিলে ভাল হয়; আমি ত কোন পথেরই য[illegible] নহি, আমার কোন বিশেষ নামেরই বা প্রয়োজন কি? পৃথিবীতে ভগবা[illegible]র্দ্দিষ্ট পথ বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ যতগুলি সাত্ত্বিক পন্থায় জীব [illegible] ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইগুলি একে একে সমস্ত আমার

সম্মুখে বলিয়া যাও, যে পথটী একণে আমার সুবিধাজনক বোধ হইবে, সেইটী গ্রহণ করিব।

হংসে। সংস্কার হেতু পৈতৃক ধর্ম্মই প্রবল, বন্ধু; আরগুলি এত অল্পকালের মধ্যে হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে না।

নট। তথাপি তুমি গাও, আমি শুনিব।

হংসেশ্বর ভূমির দিকে চাহিয়া গান ধরিলেন; নটবর নিম্নমুখ হইয়া শুনিতে লাগিলেন;—

"মন যাবি কোন্ খেয়াঘাটে—
সাবধানে বেছে' নে তরি, তর্‌বি যদি সঙ্কটে।
চেয়ে দেখ্—জেটীর কোলে গোল,—
'মেসায়া' ছাড়্‌ছে 'ফেরি' 'হুইসেলে' তা'র রটে রোল;
ডাকে—সময় হ'ল, 'লগেজ' তোল,
'প্রেয়ার' দিয়ে যাও উঠে॥

দরিয়ার মুখে বাঁধা 'লা';
'নমাজ' পড়ে', সেলাম দিয়ে ত'রে যাও, চাচা;
পৈগম্বর—প্রবীণ নাবিক, জানে হিড়িক্,
সাম্‌লাবে হাল্ সব চোটে।

গোকুলঘাটে বাজ্‌ছে বাঁশরী,—
বেঁধে' কোমর, 'পঙ্খীর' উপর আপনি হরি কাণ্ডারী;
প্রেমে,—ভাই, বল হরি, চল্‌বে তরি,
নামে বাঁধন যায় টুটে'॥

হোথা এক ভাঙ্গা 'ডিঙ্গিতে'—
অভয় দিয়ে ডাক্‌ছে শ্যামা বল্‌বে উপায় ইঙ্গিতে;
ক্ষেপীর সব উল্টো খেলা, চরণ ভেলা
সাধ্‌লে নেশা যায় ছুটে।

গৌতমের 'বজ্‌রা' ভরা লোক,—

দয়ার চরে জ্বল্‌ছে নিশান—অহিংসার আলোক ;

মাঝি কয়, 'আপনি বাহ, পারে যাহ

কর্ম্মফলে দায় কাটে ॥'"

নট। 'প্রেয়ার,' 'নমাজ,' 'প্রেম,' 'সাধনা,' 'কর্ম্মফল' এ ভবের পাথেয়! ইহার কিছুই ত আমার সম্বল দেখিতে পাইতেছি না! তবে, বুঝি, আমার পারাবারপারের অন্য উপায় দেখিতে হয়! যুবক উত্তর করিলেন,—

"বন্ধু, এসব অচেনা পাপীর ,—

নিঃসম্বলে কেউ নেবেনা, (আমার) ভরাডুবিই স্থির !

'আসামী'—কবুল দিব, অমনি যাব

যমরাজের চালান্ বোটে ;

মন যাবি সেই খেয়াঘাটে।"

উভয়েই নীরব। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়! ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বন্দীর প্রতি ডাক দিলেন। মিত্রদ্বয়ে অনিচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করতঃ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। নটবর ধীরে ধীরে মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। হংসেশ্বর বস্ত্রে মুখাবৃত করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গঙ্গাপুত্রগণ ফাঁস টানিয়া দিল।



চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

"Upon the side.—
(Such faith was entertained.)
A knot of spiry trees for ages grew,
From out the tomb of him for whom she died."

WORDSWORTH.

আমরা এই অধ্যায়ে গ্রন্থ সমাপ্ত করিব। বিচার এবং নটবরের প্রাণদণ্ড এই দুইটী বিশেষ ঘটনা লইয়া বৎসর পূর্ণ হইল। পুস্তকের অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমান অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

আজি মহাবিষুব সংক্রান্তি। হিন্দুশাস্ত্রে পিতৃলোকের মুখে পানীয় দিবার অতি প্রশস্ত দিন! সম্বৎসর চলিয়া গেল; কাহার কিরূপ করিয়া গেল, ফলাফল আলোচনার এই উপযুক্ত অবসর আসিল। ইন্দুশেখর এসময়ে ৺ বারাণসীধামে ছিলেন, তথায় পিতার উদ্দেশে কলস উৎসর্গ করিতে ধীরে ধীরে মণিকর্ণিকার সোপানে অসিয়া উপবেশন করিলেন। ঘাটের অদূরেই ৺ বেণীমাধবের ধ্বজা আর্য্যহিন্দুর লুপ্ত কীর্ত্তি অবিলোপি বলিয়া যাত্রীর চিত্তে প্রতিপন্ন করিতেছিল। পার্শ্বে কালভৈরবের শ্মশান; তথায় ভারতের যাবৎপ্রদেশজাত জরাকলেবর অবিশ্রান্ত পুড়িতেছে। অতি নিম্নে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর উত্তরবাহিনী প্রবলা প্রবাহমালা তর্ তর্ স্বনে প্রধাবিতা হইয়া শ্রুতিকোটর মধ্যে অনুপম সুখানুভূতি জন্মাইতেছে, ইন্দুশেখর বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার এবৎসর অতিশয় ঘটনাসম্বলিত; জীবনে এরূপ দুর্বৎসর আর কখনও দেখিয়াছেন কিনা, সন্দেহ। প্রথমতঃ শক্তিশেলসম স্ত্রীবিয়োগশোক; একাধারে লক্ষ্মীসরস্বতী জায়ার সহসা পরলোকে অন্তর্ধ্যান; দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বপরিণীতা নৃত্যকালীকে পরিত্যাগ। রোহিণীর মৃত্যু অবধি তাঁহার একবারে উৎসাহভঙ্গ হইয়াছে;—মায়ার সুবিমল ও আয়তনখানি স্মরণে আবির্ভূত হইলেই তিনি বলিতেন যে, কটি মহিলা অবয়বের ভার সহিতে চাহে না, গ্রীবা শিরোধারণ করিতে

গ্রন্থিমাত্রেই এলাইয়া পড়ে। তথাপি আর এক নিকৃষ্ট মিলনাশা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য প্রোৎসাহিত করিয়া রাখে। নৃত্যকালী বলিয়াছিল, ফুল ফেলিয়া দিলেই যদি বিবাহ হইত, তবে ত সকলকেই ধরিয়া ধরিয়া বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে! বাস্তবিক কথা, ফুল ফেলিয়া দিলেই ত বিবাহ হয় না; আর একজন কবে মন্ত্র পড়িয়াছে বলিয়া কি স্বামীর সহিত স্ত্রীলোকের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ কদাপি ঘুচিতে পারে? ইহা বিশ্বাস্য নহে। প্রেমলতা কত সাধনা করিল, কত বিলাপ করিল, কত অনুতাপ জানাইল, তথাপি মন সে সময় কি বুঝিয়াছিল, বলিতে পারি না, কোন কথায় কর্ণপাত করে নাই! নৃত্যকালীকে পুনর্গ্রহণ করিলে, বোধ করি, কিছু সুস্থ হইতে পারি। ভালবাসার একটী আধার পাইলে বক্ষে চতুর্গুণ পরিমাণ বলের বৃদ্ধি হয়; তাহার প্রভাবে ধরাতলে নিয়ত কি দুষ্কর কার্য্য সকল সাধিত না হইতেছে? সেইজন্য 'প্রেম' অর্থে কবিরা বলিয়াছেন, 'অসাধ্য সাধন করে, এমন চিত্তপ্রভা'। এই প্রভা প্রভাতকালীন বালসূর্য্যের কিরণের মত কৈশোর বয়সে অতি স্নিগ্ধ, সলজ্জ, মধুর এবং কমনীয় থাকে; যৌবনে মধ্যাহ্নতপনজ্যোতিঃ তুল্য প্রবলপ্রতাপান্বিত হয়; কামাগ্নিকিরণে আপনি দগ্ধ হয়, জগৎকেও দগ্ধ করিতে থাকে। আবার বার্দ্ধক্য পড়িলে অস্তগামী রবির করের মত ক্রমশঃ লাবণ্যহীন হয়; ইন্দ্রিয়দীপ্তি বাহিরে ক্ষীণ হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু প্রেমনিলয় অভ্যন্তরে, ভস্মাবৃত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত সামাজিকতা, বিজ্ঞতা, গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে; এ প্রভা আজীবনস্থায়িনী। মনে এইসমস্ত আন্দোলন ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। কলস-উৎসর্গ নমঃ নমঃ ভাবে নামমাত্র একপ্রকারে সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন। উঠিবারই কথা! হৃদয়ে আবার পূর্ব্বের সেই বলবতী পিপাসা পুনর্জ্জাগরিত হইয়াছে; আবার সেই বিবেকপরাভবকারিণী পর-দারাসক্তি পূর্ব্বের মত ঘোর রোলে হৃৎকবাটে বিষম আঘাত করিতেছে; 'প্রেম প্রেম' করিয়া যুবক পাগলপ্রায় হইয়া উঠিতেছেন। তথাপি সংসারে ...গুরুতর কার্য্য নিষ্পাদন করিবার পূর্ব্বে চিত্ততোল একবার বিবেকের ...বার মনোবৃত্তির দিকে বারে বারে কিয়ৎকাল আন্দোলিত হয়, ...আছে। ইন্দুশেখর অনেক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন;

জনান্তিকে বলিলেন, "প্রেমলতা বলিত, আমি প্রেমিক; বাস্তবিক হই, বা না হই আমিও ভাবি, আমি প্রেমিক;—

প্রেমিকের রীতি, প্রাণ নাহি চাহে বিনিময়ে,
নাহি ফিরে গুরুর কথায়;—
বিজন প্রান্তরে বসি', অভ্র পানে লক্ষ্য রাখি'
প্রিয়ামুখ সতত ধেয়ায়।
ভাবি তাই, কি বা করি? কলঙ্কিনী পরিহরি'
সহিব কি সমাজের ক্লেশ?
অথবা কামনাস্রোতে, দরিয়ায় ভেসে' যাব,
সাথে লয়ে হব নিরুদ্দেশ?
দিন যায়, প্রাণ চায়, জাগে সে প্রতিমা হৃদে,
মনাগুনে বাড়িছে সোহাগ!
থাকিতে দশনগুলি, কে করে মমতা তা'র?
গেলে' পরে বাড়ে অনুরাগ।
প্রাণ দিয়ে তোষামোদি' মজাতে মজিল বালা!
কি দোষেতে দুষ তারে, মন?
যা' আছে কপালে হবে, মাখিব কালিমা মুখে,
দেখা হ'লে দিব আলিঙ্গন।"

অতএব গ্রহণ করাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। ইন্দু বিলাসপুরে পুনঃ প্রত্যাগত হইতে বাসনা করিলেন। ৺ বিশ্বেশ্বরের পদাশ্রয় তাঁহাকে ভাল লাগিল না। দেখিলেন, ব্যভিচারে গিরিজাপতিনগরীও অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিতা; যে কলঙ্কের ভারে অবসন্ন হইয়া তিনি শান্তির মহাপীঠে আসিয়াছেন, সেই কুৎসিতাচার এখানে অবারিত এবং ভূরি ভূরি সংঘটিত হইতেছে। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে!' কাশীধামে মহিলা রঙ্গিণীরা পাপরঙ্গ ছাড়িতে পারেন নাই। মৃতকান্তা তীর্থবাসি

অঙ্গরাগে বিভূতিবিলাসের ধ্যানভঙ্গ করিতেছেন, এবং আত্মীয়ের আগমন-বার্ত্তা শুনিলে বৈধব্যব্রত ব্রহ্মচর্য্যে পুনরায় মতি ফিরাইতেছেন, দেখিয়া পুণ্যতীর্থে বাস করিতে ইন্দুশেখরের প্রবৃত্তি হইল না। মাহাত্ম্যময় স্থানে পাপের অনুশীলন নেত্রপ্রান্তরে আনয়ন পাতকপ্রশ্রয় মাত্র, মনে করিয়া স্বদেশপ্রত্যাগমনের নিমিত্ত ইন্দু মাতার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। বিদায় হইয়া অল্পদিন পরে যথাকালে বিলাসপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ইন্দু লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে এত সুখ-আশা এবং তৎসহ এই দারুণ পথক্লেশ সমস্ত যেন ব্যর্থ হইয়া তাঁহাকে বিষদংষ্ট্রায় দংশন করিতে আরম্ভ করিল। অগ্রে আপন ভবনে আসিলেন; বহির্দ্বার তালারুদ্ধ ছিল; খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন; চারিদিকে নয়ন ফিরাইলেন; কি দেখিলেন? দেখিলেন, চতুর্দ্দিক ঊর্ণজালে পরিপূর্ণ হইয়াছে! যে ঘরে সাধ্বী যোগমায়ার জীবদ্দশায় এক কণা বালুকাও থাকিতে স্থান পাইত না, সেই ঘরে এক্ষণে রাশীকৃত ধূলা ও জঞ্জাল মহাস্ফূর্ত্তির সহিত রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। যে দুগ্ধফেননিন্দিত কোমল শয্যায় রোহিণী কোন সময়েও একটী মলিনরেখা থাকিতে দিতেন না, তাহা এক্ষণে মুষিক ও চামচিকাগণ কর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন হইয়া স্তূপাকৃতি তুলার মঞ্চে পরিণত হইয়াছে। যে তাম্বুলকরঙ্ক হইতে স্বামী তাম্বুল লইতেন বলিয়া আদরে সোহাগিনী কত যত্নের সহিত তাহাকে পরিস্কার করিত, তাহা আজি মলা ও আরসুল্লার বিষ্ঠায় পূর্ণ হইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে! উঠানে বড় বড় তৃণ জন্মাইয়াছে; বাগান জঙ্গলময় হইয়াছে; উইপোকায় জানালা দ্বার প্রভৃতি কাটিতেছে; দেয়ালে কুমিরকার বাসা হইয়াছে; বাটী নির্জ্জন! প্রবেশ করিবামাত্র লোককে যেন গিলিতে আইসে। ইন্দুশেখর নিভৃতে বসিয়া ক্ষণকাল রোদন করিলেন; রোদন বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনার আয়ত্তের সামগ্রী! বাক্যবিন্যাস নাই, কোলাহল নাই, অশ্রুবারি এবং দীর্ঘশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছে মাত্র। প্রেমলতার নিয়তি তিনি পথে আসিতে আসিতেই শুনিয়াছিলেন, আপন আলয় হইতে একবার নিতাই বাবুর প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিলেন; দেখিলেন, যেন এক-প্রকার অন্ধকার সদ্যঃপ্রসূত কুজ্ঝটিকার মত চারিদিক অবরোধ করিতেছে।

সেই গাছ, সেই ঘর; সবই রহিয়াছে; পিঞ্জর পড়িয়া আছে, পাখী নাই। মনে বিরাগের সঞ্চার হইতে লাগিল। আনমনে চারিদিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন! যেদিকে দেখেন, সেই দিকই যেন শূন্যময়; একবার রোহিণীর জন্য কাঁদেন, ;—মাতৃহীনা বালিকা তাঁহার হস্তে পড়িয়া কতই কষ্ট পাইয়াছে! আবার প্রেমলতার ঘরের দিকে চাহিতে বুক বিদীর্ণ হয়, অতীতের স্মৃতি স্মরণক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে। বন্য গাছসকল বাড়িয়া জানালা অর্দ্ধ আবদ্ধ করিয়াছে; দেয়ালে শৈবাল ধরিয়া চুণকাম নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে; ভিত্তির উপর অশ্বথ বৃক্ষসকল গজাইয়া মৃতার কারণ যেন কাঁদিতে উপদেশ দিতেছে; সমস্তই জনশূন্যতার চিহ্ন; পরিষ্কারের লোক নাই! আর কেই বা তেমন করিয়া ডাকিবে, হাসিবে, প্রাণ দিয়া তোষামোদ করিবে! প্রেমলতা জন্মের মত বিদায় লইয়াছে; কেনই বা তখন তাহার অনুরোধ শুনিলাম না? সে যে, আমার সেই পরিণীতা নৃত্যকালী! আদিনাথ অভাগা, মাল্যদান করিয়াছিল সত্য, কিন্তু আমার কারণ সে তাহাকে স্বামিত্বে বরণ করে নাই। মানবজীবন কণ্টকময়, বিশেষতঃ আমারই ভাগ্যে! রোহিণীর কোমল অঙ্গে অকারণে আঘাত করিয়াছি, আহা! এ জীবনের মত তাহাকে কোথায় বিসর্জ্জন দিলাম! সেই ভয়াল তুফান মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিল! আমার প্রণয়িনী, আমি রাখিতে পারিলাম না! আমার জীবনে ধিক্! এ দৃশ্য আর আমি দেখিতে পারি না; আমার নিভৃত শ্মশানভূমিখণ্ডে, যেস্থানে এই ভঙ্গুর দেহের নানাপ্রকার দুর্গতি দেখিতে পাইব, সেইস্থানে বাস করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। সেই প্রদেশে থাকিলে মনের শান্তি পাইলেও পাইতে পারি। লোকালয়ে বাস এখন আমার ভাল লাগিবে না। লোকের এখন আমি আর হিতাকাঙ্ক্ষী নহি। লোকের সুখসংবাদ শুনিলে এখন আমার হৃদয়ে দুঃখ ভিন্ন কদাচ আনন্দ হইবে না। পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে জম্পতীর মিলনাদি সুখ অনুমান করিলে অপরকক্ষস্থা চপলমতি পতিহীনা যেমন আ‍[illegible] বিস্মৃতা হয়, কখন আত্মহত্যা সংকল্প করে, কখনও বা অকূলে [illegible]র্পণ মানস করে; কাহাকেও বলিতে পারে না, কেবল প্রাণের জ্ব[illegible] বারি-বিয়োজিতা শফরীর ন্যায় ধড়ফড় করিতে থাকে, সেইরূপ[illegible]ই গ্রামবাসী

জায়াপতিদিগের সুখসমাগম দেখিলে আক্ষেপে কখনও আমি আত্মধ্বংস করিতে উদ্বিগ্ন হইব, কখনও বা রক্তমাংসের বশবর্ত্তী হইয়া অবিনয়ের প্রশ্রয় দিব; উভয়ই পাপের পথে প্রবল পরিনায়ক। এখন এই জনপদ মধ্যে কাহারও জামাতা আসিলে লোকে তাহাকে লইয়া যখন আমোদ প্রমোদ করিবে, আমার অসহ্যযন্ত্রনা ভোগ হইতে থাকিবে; মনে হইবে, একসময়ে আমিও ঐরূপ একজনের জামাতা ছিলাম; আজি নাই! বিবাহের হুলুধ্বনি উঠিলে শ্রুতিরুদ্ধ করিয়া আমাকে পলাইতে হইবে;—আমার যে দুই দুইবার উদ্বাহ হইয়াছিল, তাহারা কোথায়? কে তোমরা তাহাদিগকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? বল, কোথায় আছে? আনিয়া দাও; না দাও, বলিয়া দাও, কোথায় যাইলে সাক্ষাৎ পাইব? দর্শন অভাবে প্রাণ যে আমার ব্যাকুল হইতেছে! কোথায় রে তোরা? যদি জানিতাম, শেষে এমন করিয়া আমাকে কাঁদাইবি, আমি কখন তোদিগের প্রাণ লইতাম না।—কেন আর কাঁদি?—শ্মশানে যাই, তথায় স্বচ্ছন্দে থাকিব! ভগবৎচিন্তার্থে যাইব না; ভগবান্ যে আমার বৈরী! আমার আপন শান্তির জন্ম যাইব। ভগবান্ আমাকে গৃহতাড়িত করিয়াছেন; তুমি, হয়ত, পণ্ডিতের মত বুঝাইবে যে, আমার মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন, সাধনার সুবিধা করিয়াছেন; আমি তাহা করিব না; কেন আমি সাধনা করিব? দেখ, সমস্ত জগৎ প্রিয়ার মুখ দেখিয়া কেমন ভুলিয়া আছে! স্বয়ং শ্রীহরি কমলার সহিত শেষকুণ্ডলীর উপর সোহাগে উন্মত্ত, আর আমি ভিখারীর মত স্নেহবর্জ্জিত হইয়া পথে পথে বেড়াইব? অধিকারের ভিতর পড়িয়াছি বলিয়া আমার উপর এই অত্যাচার! কারণ আছে, গূঢ় কারণ আছে; তিনি হিংসুক; লোকে আমার প্রণয়িনীকে তাহার লক্ষ্মী অপেক্ষা সুন্দরী বলিত, বোধহয়, সেই ঈর্ষায় তিনি মারিয়া ফেলিলেন। নিজের জায়া অপেক্ষা শোভনা মূর্ত্তি বিদ্যমানা শুনিলে সে জনের প্রাণেও বাজে! "এক্ষণে শ্মশানবাসই স্থির, এবং তাহাই করিব", বলিয়া ইন্দুশেখর হংসেশ্বরকে প্রাসাদ হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ইন্দুশেখর আসিয়াছেন, শুনিবামাত্র হংসেশ্বর ও হরপ্রিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হংসেশ্বর কথা কহিতে লাগিলেন;

হরপ্রিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধ নিবন্ধন সম্মুখে আসিতে পারিতেছিলেন না। ইন্দুর সেকথা আদৌ মনে নাই। তাহার পর কত ঘটনা ঘটিয়া গেল। সে সামান্য কথা স্মরণে কি আর আসিবে! হংসেশ্বর ইন্দুর সমীপে প্রেমলতার মৃত্যু এবং আপনার বিপদের বিষয় সমুদায় বিবৃত করিলেন, পরে ইন্দুর মুখ হইতে রোহিণীর বিয়োগব্যাপার শুনিতে প্রার্থনা করিলেন; ইন্দু অনেক কষ্টে তাহা তৎসকাশে নিবেদিত করিলেন; বর্ণনা সমাপ্ত হইলে পর হংসেশ্বরকে তাঁহার বাস্ত অধিকার করিবার জন্য যুবক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হংসেশ্বর ইন্দুকে বাটীতে বাস করিবার জন্য যতই অনুনয় করেন, ইন্দু বলেন, "আমার সহধর্ম্মিণীরা নাই! গৃহিণী বিনা গৃহে বাস কি সম্ভব? বল দেখি, কে আমার ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবে?" হরপ্রিয়া একটুকু আড়ালে ছিলেন; উত্তর করিলেন, "কেন, দাদা, এতদিন তুমি এখানে ছিলে না, সেইজন্য সন্ধ্যা পড়ে নাই; আজ অন্ধকার হউক, আমি আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিব; এবং ঐরূপই প্রত্যহ করিব। তুমি থাক, সেবার কিছু ক্রটী হইবে না।" ইন্দু কহিলেন, "দূর্ পাগলিনি, সে সন্ধ্যা নয়,—আ-দূর্, তোকেই বা কি বলিতেছি?" মনে মনে কহিলেন, আমি কি পাগল হইয়াছি? কাহাকে কি বলিতেছি? আমার মনোমন্দিরে, কতিপয় দিন হইল, সন্ধ্যা আসিয়াছে! দীপ জ্বালিবার লোক নাই বলিয়া সদাই হৃৎপিণ্ডখানি তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে; আমি কি ঘরে থাকিতে পারি? হংসেশ্বর ও ভগিনী উভয়ের অত্যন্ত অনুরোধ সত্ত্বেও ইন্দুশেখর গৃহত্যাগ করিয়া শ্মশানবাসী হইলেন। নৃত্যকালীর যেস্থানে চিতা রচিত হইয়াছিল, তাহার উপর দিবারাত্র ধ্যানে উপবিষ্ট থাকিতেন। হরপ্রিয়া যাইয়া তথায় তাঁহাকে খাওয়াইয়া আসিত। পথ দিয়া যতলোক যাতায়াত করিত, তাঁহাকে 'কোন অসুখী ব্যক্তি হইবে' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যাইত। রাত্রি হইলে কখন কখনও নিবিড় অরণ্যানী পর্য্যটন করিতেন। কিছুদিন এইরূপে গত হইল; পরে তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তাঁহার পরিণা[illegible] কি হইল, তাহার বিশেষ তথ্য আজিও কিছু পাওয়া যায় নাই। [illegible]্যার জনশ্রুতি আছে যে, নিরুদ্দেশের কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ স্থানে প্রত্য[illegible] [illegible]করিত। পর এক হৃদয়ভেদী করুণশব্দ গ্রামবাসিদিগের কর্ণে

তাঁহারা বলিতেন যে, কোন প্রতিহিংসাপরায়ণা নারীপ্রেতাত্মা ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া বিচরণ করিত, ও মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিত, "বুক গেল—বুক গেল!—পুড়ে' গেল, পুড়ে' গেল, পুড়ে' গেল!!" কখনও বা গম্ভীর স্বরে চিৎকার উঠিত, "পতি পেলেম না,—পুড়ে' মলেম! প্রাণ দিলেম, প্রাণ জলে' গেল!—জলে' গেল, জলে' গেল!!" ইত্যাদি নানাবিধ ভৌতিক বিলাপ জনপদ হইতে কর্ণগোচর হইত। ভয়ে কেহ রাত্রিতে সেদিকে পদচালনা করিতেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, শ্মশানচারীকে ঐ প্রেতিনীই বিনষ্ট করিয়াছে। উহারই জন্য রাক্ষসীর প্রাণ পুড়িত; কেননা সেই অবধিই এই বিকট স্বর আর কখনও গ্রামবাসিদিগের শ্রুতিলগ্ন হয় নাই। যাহার জন্য তাহার প্রাণ পাগল হইয়াছিল, তাহার ধ্বংস সাধন করিয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া হিংস্রকী নিদারুণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছে!

অবিমৃষ্যকারিতার ফল অপমৃত্যু !!!

যৌবনবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদল স্ত্রীপুরুষ একদিবস বসন্তকালে ক্রীড়াচ্ছলে নদীবক্ষে সন্তরণ করিতেছিল, সহসা অপর পারে যাইবার বাসনা হওয়ায় পরস্পর পণে আবদ্ধ হইল। নটবর মূর্খ, লোভ অতিরিক্ত, সর্ব্বাগ্রে উপনীত হইবেন ভাবিয়া কাহারও নিষেধ মানিলেন না, এক স্বকল্পিত পথ আশ্রয় করিয়া চলিলেন। যাইবার কালে কর্ণধার নৌকার উপর হইতে তাঁহাকে কতই নিষেধ করিতে লাগিলেন; নাবিককে ব্যঙ্গ করিয়া রঙ্গ করিতে করিতে যুবা আবর্ত্তমুখে যেমন অগ্রসর হইবেন, দুরন্ত ঘূর্ণী তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণিত করিয়া নিম্নে প্রোথিত করিল! আশার ছলনায় অসাবধান যুবক অবঘাতে প্রাণ হারাইলেন! আদিনাথ বৃদ্ধ, কাপুরুষ; শিং ভাঙ্গিয়া শাবকের দলে মিশিয়া সাঁতার দিতে গিয়াছিলেন; তুফান্ দেখিয়া অধিক জলে যাইতে সাহস হইল না; আবক্ষ সলিলে আনতকটি ডুব দিতে গিয়া পঙ্কে চরণ প্রবিষ্ট হইল; তিনি এপারেই মগ্ন রহিলেন! তাঁহার প্রণয়িনীকে লইয়া বলীয়ান্ ইন্দু তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন! একপার্শ্বে সহধর্ম্মিণী রোহিণী, অপর পার্শ্বে নবহৃতা প্রেমলতা—তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া

সন্তরণ করিতে লাগিল। মাঝখানে গিয়া যুবকের স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণীভূতা হইল ;— পবনহিল্লোলে বীচিমালা নৃত্য করিতেছে ; -আমোদে মত্ত হইয়া ইন্দুশেখর অনুকূলস্রোতে গাত্র ভাসাইয়া দিলেন। রোহিণীর স্থিরমূর্ত্তি সে স্ফূর্ত্তির অনুসরণ করিতে পারিল না ; পশ্চাতে পড়িয়া থাকিল। চপলা প্রেমলতা সুযোগ বুঝিয়া যুবকের সঙ্গ লইলেন ; এবং পুলকে উন্মত্ত হইয়া যুগলে অকূলে ভাসিয়া চলিলেন। যতক্ষণ ব্যবধান অল্প ছিল, উভয়ে উভয়ের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু সে তরঙ্গ ভেদ করিয়া মিলন হইবার আশা আর কোনকালেও ছিল না! সাগরসঙ্গমের দিকে ভাসিয়া ভাসিয়া তাঁহারা যতই আসিতে লাগিলেন, নদীর বিস্তারে উভয়ে ক্রমশঃ উভয়ের নয়নপথে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। অবশেষে মোহানার নিকটে গিয়া আর কেহ কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সহসা চৈতন্যোদয় হইল! উপরের উর্ম্মিঝঙ্কার ভেদ করিয়া মিলিত হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় উভয়েই ডুব দিলেন। যুবতী অগ্রেই ডুবিয়াছিলেন, যুবক পরে ডুবিলেন ; ডুবিয়া জলের ভিতর চাহিয়া দেখিলেন, এক বিপরীত অবস্থাতরঙ্গ প্রিয়াকে তাঁহার ক্রোড়ের দিকে আনিয়া দিতেছে! কিন্তু একি? সভয়ে এবং কাতরে ইন্দুশেখর নিরীক্ষণ করিলেন, প্রেমলতার চঞ্চল নয়নদুটী কোন হিংস্র মৎস্যে খাইয়া ফেলিয়াছে,—অক্ষিকক্ষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে! এবং বাম-দিকের মাংসল স্তনটী জলচর জন্তুতে ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে ; তথায় রক্ত ঝরিতেছে! যুবক সবিস্ময়ে আরও পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, অক্ষিকক্ষের (socket) মনোহারিণী শক্তি অপহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু, অস্থিবিবরের প্রতিস্তরে সাধ্বী নৃত্যকালীর খোদিত নাম দৃষ্ট হইতেছে! উহা হইতে একপ্রকার বিমল সাত্ত্বিক জ্যোতিঃ এরূপে নির্গত হইতেছে যে, সহসা চাহিলে চক্ষু ক্ষরিয়া যায়। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ যুবক আরও সম্মুখে গেলেন ; তখন দুইহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক সেই অন্ধা তাঁহাকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। অবরুদ্ধ হওয়ায় জলমধ্যে উভয়েরই প্রাণবিয়োগ ঘটিল। শব শবে আলিঙ্গন করিল ; এবং উভয়েই চিরতরে সলিলতলে নিহিত থাকিল! রো[illegible] ইন্দুর ভরসায় এই দুঃসাহসিক ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন, গ[illegible]য়া পতিকে কর্ত্তব্যবিমুখ হইতে দেখিয়া আত্মহারা হইলেন ; এবং উ[illegible]

পূত উৎপত্তিশিখরে প্রত্যাগমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কালস্বরূপ তরঙ্গ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করিল; নিরূপায়া হইয়া অবলা স্বামীর উপর অভিমান করিয়া আত্মনিরঞ্জন করিলেন। অল্পদর্শী এইসকল যুবকযুবতীর পরিণাম বিয়োগান্ত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? হংসেশ্বর সুবিচক্ষণ; এই সমস্ত গোলোযোগের মধ্যে তিনি তরঙ্গপ্রলোভন অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। বামে প্রিয়তমা হরপ্রিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অঙ্কসংলগ্না আছেন। মধ্যে একবার স্রোতনিপীড়নে পত্নী ক্রোড়চ্যুতা হইবার উপক্রম হইয়াছিল; সুদর্শী যুবক তরঙ্গের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বেগে সন্তরণপূর্ব্বক ভার্য্যাকে পৃষ্ঠে লইয়া অপর পারে উপনীত হইলেন; পারে উঠিয়া যখন পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! দলের মধ্যে সস্ত্রীক তিনি কেবল বাতি দিতে রহিলেন। জিবনসংগ্রামে তিনি উপযুক্ত; তাঁহারই জীবননাটকের শেষ অঙ্ক মিলনান্ত হইল। সংসারদিক্‌নিরূপণযন্ত্রে উন্নতি অথবা অবনতি মানবের দশদশার উত্তরদক্ষিণনির্ণায়ক; যে দিকেই লক্ষ্য কর, দেখিবে, উন্নতি কিম্বা অবনতি; যে পথেই যাও, দেখিবে, কেহ উঠিতেছে, কেহবা নামিতেছে। গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার কর, দেখিতে পাইবে, ইহার মধ্যে যেসকল বংশ বা জাতির আসন উচ্চ, অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মভয় করিয়া কার্য্য করেন, যাঁহাদিগের বসতির ভিত্তি অসদসতীরা দূষিত করে না, এবং যাঁহারা অহরহঃ মানসিক তেজ বিস্তারপূর্ব্বক সজীব হইবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারাই উন্নতিশীল; চঞ্চলা ক্ষণস্থায়িনী হইলেও ভগবৎ-আদেশে তাঁহাদের গৃহে কিছুকালের মত অচলা রহেন। আর যেসকল উন্নত বংশ বা জাতির নৈতিক বল দিন দিন শিথিল হইতেছে, ধর্ম্ম অথবা সম্পর্কজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া যাঁহারা অপকলঙ্ক নিত্য অঙ্গের আভরণ করিতেছেন, তাঁহারাই অবনতিশীল; তাঁহাদের প্রতাপ একদিন অদম্য থাকিলেও অনন্তে অম্বুবিম্বপ্রায় দুই তিন পুরুষমধ্যেই কালসাগরে বিলুপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। জগতে যোগ্যতাই স্থায়িত্বের পরিচয়, উপযুক্ত না হইলে এ পরীক্ষার স্থলে কাহারও তিষ্ঠিবার আশা নাই। ইন্দু উপযুক্ত ছিলেন না, এজন্য শ্মশানপ্রান্তেও তাঁহার স্থান হইল না। প্রেত আসিয়া প্রাণবায়ু

লইয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া গেল!—কালে কাল মিশিয়া গেল! অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্যে বিলীন হইয়া আসিল!—অধর্ম্ম ধর্ম্মের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল! একে একে সকলই নির্ম্মূল হইতে চলিল; কেবল সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত একমাত্র সেই শবভূমি আপ্রলয় নীরবে বিদ্যমান থাকিল!

অদ্যাপি সেই মহাশ্মশান সেই ভাবেই অবস্থিত রহিয়াছে। সেই ভাবেই প্রতিদিন কত কত শবদাহ হইতেছে! সেই ভাবেই লোকে গঙ্গাযাত্রীকে লইয়া অবিচলিতচিত্তে রাত্রিযাপন করিতেছে। কিন্তু আর সে ভয় নাই। আর সেই অমানুষী নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না;—শ্মশানবৎসলা শান্তি নিরবচ্ছিন্ন বিরাজ করিতেছেন। বিশেষ পরিবর্ত্তন কিছুই লক্ষিত হয় না; কেবলমাত্র শবভূমির ঈশানকোণে, যথায় ইন্দু নিয়ত ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, তাহার ঠিক দক্ষিণপ্রান্ত হইতে এক শ্বেতকরবীর গুচ্ছ সমুত্থিত হইয়াছে! প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এই বৃক্ষে কোন উপদেবতা বাস করিতেন; উষাকালে পূজার্থী ব্রাহ্মণগণ পুষ্পচয়ন করিবার নিমিত্ত গাছে উঠিলে আব্‌ছায়া গাছ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইত; এবং কামিনী উঠিলে সপত্নী মনে করিয়া সংহারের উপক্রম করিত। লোকে ভীত হইয়া শীঘ্রই গয়ায় পিণ্ড দিল; তদবধি আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আজিও সেই শ্বেতকরবী বর্ত্তমান আছে; প্রতিবৎসর বসন্তপঞ্চমীতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে;—প্রাতঃকালে বিধবারা মহাসমারোহে মৃতদার প্রেমিক পাদপের পাদদেশে জলসেচন করেন! এবং সন্ধ্যা হইলে গ্রামের এয়োস্ত্রীগণ পালা-অনুসারে 'সতীমা'র আবাসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া আসেন। দক্ষিণায়ন হইলে যখন সমীরণ শ্মশানের উপর দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন, উক্ত পল্লবদূষিত বায়ু সেবন করিবামাত্র লোকের গৃহশূন্য হইতে আরম্ভ হইত! চিকিৎসকেরা ইহাকে একপ্রকার 'সংক্রামক' বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; গ্রামবাসীরা, কিন্তু, সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া করবীমূলে আসিয়া 'সতীমা'র পূজা দিলেন; এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতেই মড়ক শান্ত হইল! অদ্যাবধি সে দেশে সেই পদ্ধতি প্রচলিত আছে; এ[illegible] বিবাহ হইলে দম্পতী তরুমূলে আসিয়া আদর্শবিরহিবিরহিণীর চর[illegible] প্রণত হয়েন;—পুরুষ ভালবাসার কামনা করেন, স্ত্রী সতীত্বের অ[illegible]গী হন;

এবং উভয়েরই করজোড়ে মিনতি, যেন জীবনে বিচ্ছেদ না ঘটে। তীর্থযাত্রীরা উৎসুক হইয়া অনেকেই সেই জাগ্রত কল্পবিটপী দেখিতে যান; অধুনা গ্রামের লোকে অর্থসংগ্রহ করিয়া উহার তলদেশ প্রস্তরদ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। পান্থ, যদি তুমি কখনও সেস্থানে যাও, আমার অনুরোধ যে সকল নরনারী ইহার অদ্ভুত তত্ত্ব অবগত নহেন, তাঁহাদের মঙ্গলার্থে তুমি একবার বৃক্ষমূলে নিবেদন করিও; আর দম্পতি পাঠকপাঠিকে, আপনারাও কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করুন, যেন জন্মান্তরেও ভালবাসায় বিঘ্ন না ঘটে। আত্মার লীলা কে বুঝিতে পারে? সুযোগ পাইলে উদ্ভিজ্জের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়া জগতের হিতসাধনে তৎপর হয়! ঐ দেখুন সম্মুখে আপনাদেরই কল্যানার্থে ভাগীরথীতীরে সেই মহাবৃক্ষ আজ দ্বাত্রিংশ বৎসরকাল একক্রমে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!!!